# রামেসিস
# দ্য লেডি অফ আবু সিম্বেল

ক্রিশ্চিয়ান জ্যাঁক

রূপান্তরঃ ইমতিয়াজ আজাদ

সবকিছু বিপক্ষে থাকা সত্ত্বেও কাদেশের যুদ্ধে জিতে গেলেন রামেসিস। যুদ্ধজয়ের পর সিদ্ধান্ত নিলেন, নেফারতারির প্রতি ভালবাসার নিদর্শন হিসেবে আবু সিম্বেলে প্রতিষ্ঠা করবেন দু'টো মন্দির।

এদিকে নুবিয়া থেকে পাই-রামেসিসব্যাপী সর্বত্র দানা বেঁধে উঠতে লাগল ষড়যন্ত্র। নিজের লোকেদের নিয়ে পবিত্র ভূমির উদ্দেশ্যে রওনা দিতে চাইলেন মোজেস। কী করবেন এবার রামেসিস?

পারবেন তিনি সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে? পারবেন মোজেসকে মিশর ত্যাগ করা থেকে বিরত রাখতে?

উত্তর পাওয়া যাবে 'রামেসিসঃ দ্য লেডি অফ আবু সিম্বেল'-এ।

ক্রিশ্চিয়ান জাঁক একজন ফরাসী লেখক ও মিশরবেত্তা। প্রাচীণ মিশরকে কেন্দ্র করে তিনি বেশ কয়েকটি উপন্যাস লিখেছেন। এদের মাঝে সবচাইতে জনপ্রিয় হলো রামেসিস সিরিজ।

তেরো বছর বয়সে, 'হিস্টোরি অফ অ্যানশিয়েন্ট ইজিপশিয়ান সিভিলাইজেশন' বইটি দিয়ে তার প্রাচীণ মিশরের রহস্যময় দুনিয়ার সাথে পরিচয় হয়। সতেরো বছর বয়সে তিনি প্রথম মিশর ভ্রমণ করেন। এরপর ইজিপ্টোলজি আর আর্কিওলজী বিষয় নিয়ে লেখাপড়া করেন সরবোন ইউনিভার্সিটিতে।

বয়স যখন তার আঠারো, তখন তিনি আটটি বইয়ের গর্বিত লেখক! তখন থেকে এই পর্যন্ত তিনি প্রায় পঞ্চাশটিরও বেশি উপন্যাস লিখেছেন। সেই সাথে মিশর সংক্রান্ত নানা তথ্য-মূলক গ্রন্থ তো আছেই। তার পাঠক নন্দিত সিরিজ রামেসিস-এর পাঁচটি বই প্রকাশিত হয় ১৯৯৫ সাল থেকে ১৯৯৭ সালের মাঝে। প্রতিটা বই রামেসিস এর জীবনের এক একটি অংশ নিয়ে লেখা।

# রামেসিস # ৪
# দ্য লেডি অফ আবু সিম্বেল

ক্রিশ্চিয়ান জাঁক

রূপান্তর ইমতিয়াজ আজাদ



ADEE

প্রকাশক
নাফিসা বেগম
আদী প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার, ২য় তলা, ঢাকা- ১১০০
ফোন : 01626282827
প্রকাশকাল জানুয়ারী ২০১৭

প্রচ্ছদ : আদনান আহমেদ রিজন
অলংকরন : মোঃ ফুয়াদ আল ফিদাহ
অনলাইন পরিবেশক : www.rokomari.com/adee
মূল্য : ৩৪০ টাকা

---

The lady of Abu Simbel By Christian Jacq
Published by Adee Prokashon
Islamia Tower , Dhaka-1100
Printed by : Adee Printers
Price : 340 Tk. U.S. :10 $ only
ISBN : 978 984 92437 9 3

## ভূমিকা

প্রাচীন মিশর ছিল তৎকালীন উন্নত সভ্যতার অন্যতম পীঠস্থান। বিশ্বের কাছে এক বিস্ময় প্রাচীন মিশরের নাম। তাই, প্রাচীন মিশরকে নিয়ে লেখা যেকোনও বইও, তা সে ফিকশন বা ননফিকশন যা-ই হোক না কেন, অত্যন্ত লোভনীয় পাঠকদের কাছে।
মিশরকে নিয়ে লেখা বইগুলোর নাম নিতে গেলে ফরাসি মিশরবিদ ক্রিশ্চিয়ান জাঁক-এর নাম ওপরের দিকেই থাকবে। প্রখ্যাত ফারাও, রামেসিসের জীবন এবং তৎকালীন প্রাচীন মিশরকে নিয়ে লেখা ক্রিশ্চিয়ান জাঁক-এর রামেসিস সিরিজের বইগুলো খুব আগ্রহ নিয়ে পড়েছি আমি। বলা বাহুল্য, সবগুলো বই পড়েই দারুণ মজা পেয়েছি। তাই সেই আনন্দ পাঠকদের সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিতে সিরিজের বইগুলোর অনুবাদ প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে আদী প্রকাশন।
এরই ধারাবাহিকতায় এই সিরিজের প্রথম তিনটি বইয়ের অনুবাদ প্রকাশের পর, এবার পাঠকদের হাতে তুলে দিচ্ছি সিরিজের চতুর্থ বই, ইমতিয়াজ আজাদের রূপান্তর 'রামেসিস–দ্য লেডি অফ আবু সিম্বেল'।
আপনাদের হাতে বইটি তুলে দিতে পেরে আমরা আনন্দিত। আশা করি বইটি পড়ে ভালো লাগবে।

–সাজিদ রহমান

## এক

গর্জন ছাড়ল রামেসিসের পোষা সিংহ যোদ্ধা। যোদ্ধার গর্জন শুনে মিশরীয় এবং তাদের শত্রু উভয়পক্ষই নিজেদের জায়গায় জমে গেল। যোদ্ধার গলায় একটা সোনার গলাবন্ধ লাগানো, কাদেশের যুদ্ধে হিট্টিদের বিপক্ষে তার বীরত্বের স্বীকৃতি। সিংহটা বারো ফুট লম্বা, ওজন ছয়শো পাউন্ডেরও বেশি। মাথা, গলা এবং কাঁধ পুরু কেশরে ঢাকা পড়ে আছে। চকচক করছে তার তামাটে মসৃণ চামড়া।

চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল যোদ্ধার গর্জন। গর্জনের সেই প্রতিধ্বনি তরুণ ফারাও রামেসিসের কানেও গেল। কাদেশের যুদ্ধ তরুণ ফারাওকে ইতিমধ্যেই মহামতি রামেসিস অভিধা এনে দিয়েছে।

কিন্তু হিট্টিরা এখনও তার বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধ করার স্পর্ধা দেখায় তখন তার মনে প্রশ্ন আসে, তিনি কি আসলেই এ অভিধা অর্জন করতে পেরেছেন?

মিশরীয় সেনাবাহিনী যে কোনও কাজের না যুদ্ধক্ষেত্রে তা প্রমাণিত হয়েছে। সেনাপতিরা ছিল এক একজন কাপুরুষ ন্যা হয় অপদার্থ। শত্রুদের বিজয় নিশ্চিত ভেবে রামেসিসকে শত্রুর মুখে ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়েছিল তারা, কয়েক হাজারের শত্রুর বিপক্ষে শুধু একা দাঁড়িয়েছিলেন রামেসিস। কিন্তু তখনই ফারাও'র প্রার্থনায় সাড়া দিলেন আলোয় লুকায়িত দেবতা আমন। দৈবশক্তি দিয়ে তিনি সাহায্য করলেন তার পুত্রকে।

ফারাও হিসেবে ঝঞ্ঝাটপূর্ণ পাঁচ বছর কাটানোর পর রামেসিসের মনে হয়েছিল, কাদেশের হারের ফলে হিট্টিরা কিছুটা হলেও বশ মেনে নিয়েছে। ভাবনাটা শান্তি দিয়েছিল তাকে। পুরো সাম্রাজ্যে শান্তি বজায় থাক এটাই তিনি চান সবসময়।

কিন্তু তিনি ভুল ভেবেছিলেন। তিনি, যার নাম বলশালী ষাঁড়, মা'তের প্রিয়, দুই ভূমির প্রভু, আলোর পুত্র। মিশরের আশ্রিত রাজ্য কানান এবং দক্ষিণ সিরিয়াতে বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠেছে। এখন হিট্টিরা যে শুধু আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে তাই নয়, আক্রমণের নতুন ফন্দী আঁটছে নাকি তারা। তাদের নতুন মিত্র হলো বেদুঈনরা। লুঠতরাজ এবং খুনখারাপীর জন্য কুখ্যাতি আছে এদের। এবার তাদের লোভী দৃষ্টি পড়েছে নীলনদের দিকে।

রামেসিসের রা বিভাগের দলপতি এটা নিয়ে তার সাথে কথা বলল।

"জাহাঁপনা, যা ভাবা হয়েছিল পরিস্থিতি তার চেয়েও অনেক প্রতিকূল। এরা কোনও সাধারণ বিদ্রোহী নয়, আমাদের অগ্রবর্তী সৈনিকদের বক্তব্য অনুযায়ী, কানানের সবাই আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছে। আমরা যদি প্রথম বাধাটা পার হয়েও যাই, এরপরে আরেকটা বাধা আসবে, সেটা পার করতে পারলে আরেকটা..."

"তুমি কি ভয় পাচ্ছ যে, আমরা এসব বাধা পার হতে পারব না?"

"জাহাঁপনা, আমরা পারব অবশ্যই। কিন্তু আমাদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে যাবে এবং কেউই অকারণে মৃত্যুবরণ করতে চায় না।"

"অকারণে? মিশরের সুরক্ষাকে তোমার ভালো কারণ বলে মনে হয় না?"

"আমি আসলে সেরকমটা বলতে চাইনি..."

"কিন্তু সেরকমই ভাবছিলে তুমি। তোমরা সেনাপতিরা কাদেশের যুদ্ধ থেকে কিছুই শেখনি। নিজেদের পিঠ বাঁচানোর তালে থাকে এরকম কাপুরুষদের সাথেই কেন আমাকে থাকতে হয় সবসময়?"

"অন্যসব সেনাপতির মতোই আপনার প্রতি আমার আনুগত্য প্রশ্নাতীত, জাহাঁপনা। আমরা শুধু আপনাকে সাবধান করতে চাইছি।"

"আমাদের গুপ্তচররা কি আহসা সম্পর্কে কোনও তথ্য পেয়েছে?"

"জ্বি না, জাহাঁপনা। আমি দুঃখিত যে তারা কোনও তথ্য এখনও পায়নি।"

সম্প্রতি স্বরাষ্ট্রসচিব পদে বসা রাজার বাল্যকালের বন্ধু আহসাকে আটক করেছে আমুরুর যুবরাজ। আহসার উপরে কি নির্যাতন চালানো হয়েছে? এখনও কি বেঁচে আছে ও? ওকে যারা বন্দী করেছে তারা কি ওকে একটা গুরুত্বপূর্ণ গুঁটি হিসেবে ব্যবহার করবে? চিন্তা হলো রামেসিসের।

আহসার কাছ থেকে সাংকেতিক বার্তায় এই খবর পাওয়ার পর, রামেসিস তার বাহিনীকে ছড়িয়ে দেন আহসার খোঁজে। আহসাকে উদ্ধার করতে তাদেরকে আবার পাড়ি দিতে হবে মিশরের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এক এলাকা। যে আনুগত্য রামেসিসের প্রতি রাখার কথা ছিল, সেই আনুগত্য স্থানীয় শাসকরা বিক্রি করেছে হিট্টিদের কাছে; মূল্যবান ধাতু এবং ফাঁপা প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে। আসলে ফারাওদের দেশ দখল করে তাদের অফুরন্ত সম্পদ ভোগ করার বাসনা কার না আছে?

মিশরের উন্নতি সাধনের জন্য মহামতি রামেসিসের কিছু উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্প ছিল। রামেসিয়াম তার একটা; পরে যুক্ত হয় কার্নাক, লুক্সর এবং অ্যাবিডোসের মন্দির; এবং সর্বশেষ আবু সিম্বেল। পাথরের উপরে কবিতা লিখে তিনি তার প্রিয়তমা স্ত্রী নেফারতারিকে উপহার দেয়ার পরিকল্পনা করেছেন। এই মুহূর্তে তিনি পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে কানানের সীমান্তের প্রথম দুর্গের দিকে তাকিয়ে আছেন; শত্রুদের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করছেন।

"জাহাঁপনা, অনুমতি দিলে আমি কিছু বলতে চাই।"

"বলে ফেল, সেনাপতি।"

"আপনার শক্তি প্রদর্শন কাজে দিয়েছে। সম্রাট মুওয়াত্তালি ইতিমধ্যেই বার্তা পেয়ে গেছেন এবং যেকোনও দিন আহসাকে মুক্ত করে দেবেন।"

মুওয়াত্তালি একজন হিট্টি সম্রাট। নির্মম এবং ধূর্ত শাসক হিসেবে তার কুখ্যাতি আছে। তিনি যে শুধুমাত্র শক্তি প্রদর্শন করে ক্ষমতায় টিকে আছেন তা খুব ভালো করে জানেন তিনি। কিন্তু মুওয়াত্তালি কখনও মিশর দখলের চেষ্টা বন্ধ করেননি, বেদুঈন এবং তৃতীয়পক্ষের ভাড়াটে যোদ্ধাদের সহায়তা নিয়ে হলেও মিশর দখলের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই তার।

একমাত্র মুওয়াত্তালির অথবা রামেসিসের মৃত্যুতেই এই লড়াইয়ের অবসান হতে পারে। এবং পুরো এলাকার ভবিষ্যৎ সেটার উপরই নির্ভর করছে। যদি মিশরের পতন হয়, সেক্ষেত্রে যমজ দুই রাজ্য, উচ্চ এবং নিম্ন মিশরকে শক্ত হাতে দমন করবে এক হিট্টি সামরিক একনায়ক। ফলে প্রথম ফারাও মেনেসের আমল থেকে এক হাজার বছর ধরে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা ধ্বংস হয়ে যাবে।

রামেসিসের চিন্তা মোজেসের দিকে চলে গেল। রামেসিসের স্কুলজীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল মোজেস। খুনের দায় মাথায় নিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে সে। এই মরুভূমির কোথাও কি সে লুকিয়ে থাকতে পারে? ডেল্টাতে যখন রামেসিস নতুন রাজধানী পাই-রামেসিস স্থাপনের প্রধান নির্মাতা হিসেবে কাজ করছিলেন, মোজেস তখন তার দলের লোকদের অঘোষিত নেতা হয়ে যায়। কেউ কেউ বলে সে নাকি একটা বিদ্রোহী দলও গঠন করেছে। কিন্তু রামেসিসের বিশ্বাস, মোজেস তার সাথে কোনও শত্রুতা করতে-ই পারে না।

"জাহাঁপনা, আপনি কি শুনছেন?"

তিনি সেনাপতির চোখে চোখ রেখে তাকালেন। একজন মোটাসোটা, কাপুরুষ কর্মকর্তা যে কিনা নিজের পদ ধরে রাখার ব্যাপারেই বেশি সচেতন। মানুষটাকে দেখে একজনের কথা মনে পড়ে গেলো রামেসিসের। সেই মানুষটাকে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করেন তিনি। সেই মানুষটি আর কেউ নয়, তার বড় ভাই শানার। মিশরের সিংহাসন দখল করার আশায় হিট্টিদের সাথে হাত মিলিয়েছে বেঈমানটা। মেমফিসের প্রধান কারাগার থেকে মরুভূমির এক কারাগারে স্থানান্তরের সময় বালিঝড়ের মধ্যে পালিয়ে যায় শানার। রামেসিস বিশ্বাস করেন যে শানার এখনও বেঁচে আছে এবং বেঁচে থেকে কোনও বদমতলব আঁটছে।

"যুদ্ধের জন্য তোমার বাহিনী প্রস্তুত করো, সেনাপতি।"

সেনাপতি ভয়ে ভয়ে বের হয়ে গেল।

রামেসিসের মনে হলো, তিনি যদি তার স্ত্রী নেফারতারি, ছেলে এবং মেয়ের সাথে বাগানে সময় কাটাতে পারতেন! যুদ্ধ, হানাহানি থেকে এসব ছোট ছোট খুশি তাকে বেশি আনন্দ দেয়। যদিও শুধুমাত্র তিনিই এই রক্তপিপাসুদের হাত থেকে নিজের দেশকে রক্ষা করতে পারেন। তার নিজের নিয়তির চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই ব্যাপারটা। নিজের আরাম বা পরিবারের কথা ভাবার একদম সুযোগ নেই তার। নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও মিশরকে সুরক্ষিত রাখতে হবে।

কানানের প্রাণকেন্দ্রে যে রাস্তাটি চলে গেছে সেই রাস্তা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকা দুর্গটাকে ভালো করে লক্ষ্য করলেন রামেসিস। লম্বা দেয়াল ঢাল হয়ে নেমে এসেছে দু'পাশে। একটা বড় সৈন্যবাহিনীকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য যথেষ্ট। দেয়ালে ছোট ছোট ছিদ্র; ছিদ্রে তীর নিয়ে অপেক্ষা করছে তীরন্দাজরা। পরিখাগুলো মাটির ভাঙা বাসন দিয়ে পূর্ণ যেন শত্রুপক্ষের কেউ মই নিয়ে এগোতে গেলে তাদের পা কেটে যায়।

খর রোদে পাহাড়ে দাঁড়িয়ে থাকা মিশরীয় সেনাবাহিনীর প্রাণ জুড়িয়ে গেল এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাসে। মাঝে মাঝে বিরতির সময়টুকু ছাড়া পথচলাটা খুব কষ্টকর হয়ে

যাচ্ছে তাদের জন্য। শুধুমাত্র ভালো বেতন দেয়া ভাড়াটে যোদ্ধারাই যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত। নতুন যেসব তরুণকে সেনাদলে নেয়া হয়েছে তারা ইতিমধ্যেই অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছে; আকুল হয়ে উঠেছে বাড়িতে ফেরার জন্য। প্রাণ হারাতে হতে পারে, এটা ভেবে তারা ভয়ও পাচ্ছে ভীষণ। সবাই প্রত্যাশা করছে যে ফারাও প্রাণঘাতী যুদ্ধের বদলে উত্তরপূর্ব সীমান্ত দখল করতেই সচেষ্ট হবেন।

অল্প কিছুদিন আগে গাজা'র শাসক মিশরীয় সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সম্মানে একটা রাজকীয় ভোজের আয়োজন করেছিল। সেই ভোজে সে কথা দিয়েছিল যে সে আর কখনও নিষ্ঠুর, বর্বর হিট্টিদের পক্ষ নেবে না। রামেসিসের বিবমিষা জেগে উঠেছিল তার ভণ্ডামি দেখে। তাই আজ তার বিশ্বাসঘাতকতা ফারাওকে খুব একটা অবাক করল না। বয়স মাত্র আটাশ হলেও তিনি খুব ভালো করেই জানেন, মানুষের মুখের কথা এবং মনের কথা অধিকাংশ সময়ই এক হয় না।

অধৈর্য হয়ে সিংহটা আবার গর্জে উঠল।

রামেসিস যোদ্ধাকে নুবিয়ান তৃণভূমিতে একদম বাচ্চা অবস্থায় যখন পেয়েছিলেন, তখন সে গোখরো'র কামড়ে মৃতপ্রায়। তিনি ওকে বাঁচানোর পর একদম বদলে যায় যোদ্ধা; রামেসিসের বন্ধুতে পরিণত হয় সে। সেটাউ তখন রামেসিসের সঙ্গেই ছিলেন। সেটাউ রামেসিসের স্কুলজীবনের আরেকজন বন্ধু। পরবর্তীতে তিনি বেদে এবং চিকিৎসকের পেশা বেছে নেন। তার ওষুধেই সিংহশাবকটা সেরে ওঠে এমন একজন দেহরক্ষীতে পরিণত হয়, যাকে দেখে যেকোনও রাজাই ঈর্ষা করবেন।

রামেসিস যোদ্ধার কেশরে বিলি কেটে দিলেন। আদর পেয়ে গরগর করল সিংহটা। পাহাড়ের মাথায় উঠে এলেন সেটাউ। অ্যান্টিলোপের চামড়া দিয়ে তৈরী একটা জামা পরে আছেন তিনি। জামায় অনেকগুলো পকেট। পকেটগুলো নানানরকম গুঁড়ো, ওষুধের বড়ি, এবং শিশি দিয়ে ভর্তি। সেটাউ মাঝারী উচ্চতার গাট্টাগোট্টা মানুষ। গায়ের রঙ কালো। টাক মাথার সাথে চৌকো চোয়াল তার চেহারায় অন্যরকম একটা ব্যাপার এনে দিয়েছে। বড় হওয়ার পর সাপ এবং বিচ্ছুদের প্রতি আকর্ষণ জন্মায় তার। যে বিষ তিনি সংরক্ষণ করেন, সেগুলো শক্তিশালী ওষুধ হিসেবে বিবেচিত হয়। বর্তমানে প্রাসাদের পরীক্ষাগারের দায়িত্ব বর্তমানে তার এবং তার সুন্দরী স্ত্রী লোটাসের উপরে ন্যস্ত।

রামেসিস আগেও সেটাউ-লোটাস জুটিকে সেনাবাহিনীর চিকিৎসা সেবার পুরো দায়িত্ব নেয়ার জন্য বলেছিলেন। রাজার সব সেনাঅভিযানে অংশ নিয়েছিলেন তারা। ব্যাপারটা এমন নয় যে তারা যুদ্ধ-বিগ্রহ খুব ভালোবাসেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আহত সৈন্যদের সেবা করা এবং সম্ভব হলে কিছু সাপ সংগ্রহ করা। সৈন্যরা সুন্দরী লোটাসকে তাদের মধ্যে পেয়ে খুশি, এবং অন্য দিকে সেটাউ-ও বিপদে আপদে তার বন্ধু রামেসিসের পাশে থাকতে পেরে আনন্দিত।

"মনোবল যা থাকার কথা ছিল, তা নেই।" রামেসিসকে জানালেন সেটাউ।

"সেনাপতিরা চাইছে পিঠটান দিতে।" খোলাখুলি স্বীকার করলেন রামেসিস।

"কাদেশের যুদ্ধে ওরা যা করেছে, তাতে কথাটা শুনে অবাক হলাম না। বরাবরের মতো সিদ্ধান্ত আবারও একা আপনারই হবে।"

"আমি একা নই, সেটাউ। সূর্য আছে, বাতাস আছে আমাকে পরামর্শ দেয়ার জন্য। আছে আমার সিংহের আত্মা এবং পৃথিবীর কণ্ঠ। আমাকে কখনও মিথ্যা কথা বলবে না তারা। শুধু কী বলছে সেটাই আমাকে বুঝতে হবে।"

"এর চেয়ে ভালো যুদ্ধ পরিষদ আর হতে পারে না। "

"তুমি কি তোমার সাপদের সাথে পরামর্শ করেছ?"

"অবশ্যই করেছি। ওরা সব গোপন তথ্য জানে। এবার ওরা সরাসরি বলেছেঃ পিছনে তাকিও না। যোদ্ধা এতো বিচলিত হয়ে আছে কেন?"

"দুর্গের দিকে যাওয়ার মাঝ পথে অবস্থিত ওকের উপবনটা দেখ।"

একটা ঘাসের ডগা চিবুতে চিবুতে রাজা যেদিকে নির্দেশ করছেন, সেটাউ সেদিকে তাকালেন।

"দেখে আমার পছন্দ হচ্ছে না। কাদেশের মতো গুপ্ত আক্রমণ হবে না তো আবার?"

"হতেও পারে। কাদেশে গুপ্ত আক্রমণটা এতো ভালোভাবে কাজ করেছিল যে আবার, কাজটা করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে হিট্টিরা।"

রামেসিসের যুদ্ধরথের চালক এবং বর্মবাহক মেনা এসে কুর্ণিশ করল।

"আপনার যুদ্ধরথ প্রস্তুত, জাহাঁপনা।"

রাজা তার ঘোড়াদুটির গা চাপড়ে দিলেন। 'থিবসের বিজয়' এবং 'মা'ত দেবীর সন্তুষ্টি'। কাদেশের যুদ্ধে যখন হার সুনিশ্চিত মনে হচ্ছিল তখন যোদ্ধা ছাড়া শুধুমাত্র এই ঘোড়াদুটিই তার পাশে ছিল।

রামেসিস রথে উঠে তার রথের চালক, সেনাপতি এবং রথবাহিনীর দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকালেন।

"জাহাঁপনা," তোতলাতে তোতলাতে বলল মেনা, "আপনি আপনার..."

"দুর্গের বামদিকে চল।" সৈন্যদেরকে আদেশ দিলেন রাজা। "ওক উপবনকে ধ্বংস কর।"

"দাঁড়ান, জাহাঁপনা! আপনি আপনার বর্ম নিতে ভুলে গেছেন।"

ছোট ছোট ধাতব চাকতি বিশিষ্ট একটা বর্ম হাতে নিয়ে অসহায়ের মতো রথের পিছন পিছন ছুটল রথের চালক। আর অন্যদিকে সোজা শত্রুশিবিরের দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন রামেসিস।

একা।

## দুই

চলন্ত রথে ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মহামতি রামেসিসকে দেখে একজন মানুষের চেয়ে একজন দেবতা বলে ভ্রম হলো। তার প্রশস্ত কপালকে শক্ত করে জড়িয়ে আছে একটা নীলরঙের মুকুট। ধনুকাকৃতির ভ্রূ'র নিচে চোখে বাজের দৃষ্টি। লম্বা, বাঁকানো নাক তার। গোল চিকন কান। শক্ত থুতনি, ঠোঁট পরস্পরের সাথে চেপে আছে। রামেসিসের পুরো শরীর থেকে ঠিকরে পড়ছে শৌর্য, ক্ষমতা এবং সাহস।

তাকে এগিয়ে যেতে দেখে বেদুঈনরা ওক উপবন থেকে বের হয়ে আসল। কয়েকজনের হাতে তীর-ধনুক, অন্যদের হাতে তীক্ষ্ণফলার বর্শা।

কাদেশের সেই যুদ্ধে ফারাও ছিলেন রীতিমতো তুফান। আজ আবার সেই তুফান হয়ে ধেয়ে গেলেন বেদুঈনদের দিকে। শেয়ালের চেয়েও দ্রুতগতিতে দৌড়ালেন, ধারালো শিংযুক্ত ষাঁড়ের মতো তিনি আক্রমণকারীদের প্রথম সারির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তীর মেরে শেষ করতে লাগলেন বিদ্রোহীদেরকে।

যেকোনওভাবেই হোক, বেদুঈন যোদ্ধাদের প্রধান রামেসিসের কোপ থেকে বেঁচে গেল। এক হাঁটুর উপরে ভর দিয়ে একটা লম্বা ছুরি বের করে ফারাও-এর পিছনে আঘাত করতে গেল সে।

যে কয়জন বেদুঈন অবশিষ্ট ছিল তারা আতংকের সাথে দেখল বাতাসে লাফিয়ে উঠেছে যোদ্ধা। এতো বড় আকৃতির সিংহ হওয়া সত্ত্বেও ওকে দেখে মনে হলো একটা পাখি উড়ছে আকাশে। নখ বেরিয়ে এসেছে থাবা থেকে। বেদুঈন যোদ্ধাদের প্রধানকে সে ছোঁ মেরে তুলে নিল এক নিমেষে; কড়মড়িয়ে চিবিয়ে ছাতু করে ফেলল তার খুলি।

দৃশ্যটা এতোটাই ভীতিকর ছিল যে এর পরে শত্রুপক্ষের অনেক সৈন্য তাদের অস্ত্র ফেলে দিয়ে পালিয়ে গেল। নেতাকে বাঁচাতে আসা আরও দুজন বেদুঈনের প্রাণ ইতিমধ্যে সংহার করল যোদ্ধা।

পিছনে পদাতিক বাহিনী নিয়ে মিশরীয় রথবাহিনী রামেসিসের পিছে এসে দাঁড়াল। আক্রমণের শেষ সম্ভাবনাটুকুও দ্রুত নস্যাৎ করে দিল তারা।

চুপচাপ বসে রক্তাক্ত থাবা চাটতে চাটতে মনিবের দিকে তাকাচ্ছিল যোদ্ধা। রামেসিসের দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা দেখতে পেয়ে সন্তুষ্টিতে গরগর করে উঠল সে। সরে এসে রথের ডান চাকার পাশে বসল; সতর্কতায় টানটান হয়ে আছে পেশী।

"জাহাঁপনা, দারুণ বিজয় হয়েছে আমাদের।" বলল রা বিভাগের সেনাপতি।

"আমরা শুধুমাত্র একটা বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে পেরেছি। আমাদের কোনও অগ্রবর্তী সৈনিক আগে থেকে এ গুপ্তআক্রমণের কথা জানায়নি কেন?"

"জাহাঁপনা, আমরা ওক উপবনে তল্লাশী চালাইনি। ভেবেছিলাম এতো ছোট জায়গায় কেউ লুকিয়ে থাকবে না।"

"আমার সিংহের কাছ থেকে শিক্ষা নাও, সেনাপতি।"

"দুর্গ আক্রমণের বিষয়ে আলোচনার জন্য যুদ্ধপরিষদকে কি ডাকব, জাহাঁপনা?"

"আমরা এই মুহূর্তেই আক্রমণ করব।"

ফারাও-এর কথার ভঙ্গীতে যোদ্ধা বুঝে গেল তার বিশ্রামের সময় শেষ। রামেসিস ঘোড়াদুটির রাশ ধরলেন। ঘোড়াদুটি একে অপরের তাকাল, ছোটার জন্য প্রস্তুত।

"জাহাঁপনা, দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন।"

চকচকে বর্ম হাতে নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে এল রথের চালক মেনা। রামেসিস তার লম্বাহাতার পোশাকের যেন কোনও ক্ষতি না হয় এভাবে বর্মটা পরে নিলেন। দু'হাতের কব্জিতেই তিনি স্বর্ণ এবং ল্যাপিস ল্যাজুলির তৈরী ব্রেসলেট পরে আছেন। ব্রেসলেটের মাঝখানে একজোড়া বুনোহাঁসের মাথা দেখা যাচ্ছে; রাজকীয় জুটির প্রতীক। অভিবাসী পাখির মতোই একটা বড় উদ্দেশ্যের দিকে ছুটতে হবে তাদেরকে। কিন্তু এই ছুটে চলা শুরুর আগে আরেকবার কি নেফারতারির সঙ্গে দেখা হবে তার?

'থিবসের বিজয়' এবং 'মা'ত দেবীর সন্তুষ্টি' অধৈর্যভাবে পা ঠুকল। যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উন্মুখ হয়ে আছে।

মেনা ভয়েভয়ে রাজার দুই তূণে তীর ভরে দিল।

"পরীক্ষা করে দেখেছ? সব ঠিক আছে?" জিজ্ঞেস করলেন রামেসিস।

"জ্বি, জাহাঁপনা। শক্ত এবং হালকা তীর এগুলো। শত্রুরা দাঁড়ানোর কোনও সুযোগই পাবে না আপনার সামনে।"

"মেনা, চাটুকারিতা খুব খারাপ জিনিস। জানো নিশ্চয়ই?"

"জ্বি, জাহাঁপনা। কিন্তু আমি খুবই ভীত। ভয় থেকেই এই কথাগুলো বলছি। আপনি না থাকলে এই বর্বররা আমাদেরকে শেষ করে ফেলবে।"

"আমার ঘোড়াদের খাবার তৈরী রেখো। আমরা যখন ফিরব তখন ক্ষুধার্ত হয়ে থাকবে ওরা।"

মিশরীয় রথবাহিনী দুর্গের কাছাকাছি যেতেই কানানাইট তীরন্দাজ এবং তাদের দোসর বেদুঈনরা তীর নিক্ষেপ করল। ঘোড়াগুলোর কিছুটা সামনে পড়ল তীরগুলো। কিছু ঘোড়া হ্রেষাধ্বনি করে উঠল, কিছু পিছিয়ে গেল। কিন্তু রাজাকে ধীরস্থিরভাবে সামনে এগোতে দেখে তার নিজে হাতে গড়া বাহিনীর মন থেকে ভয় চলে গেল।

"লম্বা ধনুকগুলো হাতে নাও।" আদেশ করলেন তিনি। "অপেক্ষা করো আমার সংকেতের জন্য।"

পাই-রামেসিসের অস্ত্রকারখানায় বাবলাকাঠের তৈরী বেশ কিছু ধনুক প্রস্তুত করা হয়েছে। এই ধনুকগুলোর জ্যা তৈরী করা হয়েছে গরুর নাড়িভুঁড়ি দিয়ে। অনেক হিসাবনিকাশ করে বানানো এই ধনুকগুলো দিয়ে সীমার বাইরেও অনেকদূর পর্যন্ত তীর নিক্ষেপ করা সম্ভব।

"ছোঁড়।" নির্দেশ দিলেন রামেসিস। নির্দেশ দেয়ার সময় তার গলাটা গমগম করে উঠল।

অধিকাংশ তীরই লক্ষ্যে গিয়ে লাগল। মাথা, চোখ, গলায় তীর নিয়ে শত্রুপক্ষের তীরন্দাজরা ঝরাপাতার মতো টুপটাপ করে ঝরে পড়তে লাগল; মৃত নাহয় মারাত্মক আহত। তাদের বদলী যারা ছিল তারা তীরন্দাজ হিসেবে খুব একটা সুবিধার না।

শত্রুপক্ষের তীরন্দাজদের নিকেশ করার পরে পদাতিক সৈন্যবাহিনীর উপরে আর কোনও আক্রমণের আশংকা থাকল না। রামেসিস দুর্গের কাঠের গেট ভেঙে ফেলার ইশারা করলেন। ইশারা করা মাত্রই হাতে কুড়াল নিয়ে ছুটে গেল বেশ কয়েকজন। মিশরীয় রথবাহিনী ইতিমধ্যে আরও কাছে চলে এল। কাছ থেকে ফারাও-এর তীরন্দাজদের তীর হয়ে উঠল রীতিমত মারণঘাতী। যেটুকু বাধা ছিল তাও খড়কুটোর মতো উড়ে গেল তাদের সামনে। পরিখায় থাকা মাটির ভাঙা পাত্রে কোনও সমস্যা হলো না কারণ রামেসিস এবার মই ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

কানানাইটরা প্রথমে প্রতিরোধের চেষ্টা করলেও গেট ভেঙে পড়ার সাথে সাথে তারা হাল ছেড়ে দিল। সংঘর্ষ ভয়ানকরূপ ধারণ করল এবার। ফারাও-এর পদাতিক বাহিনী এবার মৃত শত্রুদের লাশ মাড়িয়ে দুর্গের ভেতরে জলোচ্ছ্বাসের মতো ঢুকে পড়ল।

দলে দলে মরতে লাগল বিদ্রোহীরা। রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠল তাদের পোশাক। তাদের হাড়-মাংস ভেদ করে ঢুকে যেতে লাগল মিশরীয়দের তলোয়ার।

বিধ্বস্ত দুর্গে কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনশান নীরবতা নেমে এল। আক্রমণকারীদের কাছে খোলা জায়গায় আহতাবস্থায় পড়ে থাকা মানুষগুলোর জন্য জীবনভিক্ষা চাইতে লাগল মহিলারা।

রামেসিস তার রথ নিয়ে দখলকৃত দুর্গে ঢুকলেন।

"দায়িত্বে কে আছে এখানে?" হাঁক ছাড়লেন তিনি।

আনুমানিক পঞ্চাশ বছর বয়স্ক একজন মানুষ উঠে দাঁড়াল। বাহুভীতি বলে কিছু নেই তার।

"আমি একজন প্রবীণ সৈন্য মাত্র...আমার উর্ধ্বতন সকল কর্মকর্তা মারা গেছেন। আমি জাহাঁপনা ফারাও-এর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

"যারা কথা দিয়ে কথার খেলাপ করে তাদেরকে ক্ষমা করা যায় কি?"

"অন্তত আমাদেরকে তাড়াতাড়ি মেরে ফেলুন, দুই জমিনের মালিক।"

"ঠিক আছে। আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছি। কান খুলে শোন কানানাইট শয়তানেরা। তোদের প্রদেশের সকল গাছ কেটে ফেলা হবে এবং সেই কাঠ পাঠানো হবে মিশরে। পুরুষ, মহিলা, শিশুসহ সকল বন্দীকে ডেল্টাতে চালান করে দেয়া হবে সরকারী নির্মাণ কাজে লাগার জন্য। কানানের গবাদিপশু এবং ঘোড়া এখন থেকে মিশরের সম্পত্তি। সৈন্যদের মধ্যে যারা বাঁচবে তাদেরকে আমার বাহিনীতে নিয়োগ দিলাম। এখন থেকে তারা আমার অধীনে, আমার আদেশে যুদ্ধ করবে।"

একথা শোনার পর কানানাইটরা মাটিতে পড়ে গেল। মাটিতে পড়ে বারবার কুর্ণিশ করতে লাগল রামেসিসকে।

রামেসিস তাদেরকে মেরে ফেলেননি এতেই তারা খুশি।

সেটাউ বেশ খুশি। কারণ একে তো মারাত্মকভাবে আহতদের সংখ্যা একেবারেই কম, তার উপর সাথে আহতদের রক্ত বন্ধ করার জন্য টাটকা মাংস এবং মধু'র তৈরী মলম যথেষ্ট আছে তার হাতে। দ্রুত হাতে ক্ষতস্থানে পটি বেঁধে দিচ্ছিল লোটাস। তার হাসি দেখলে ক্ষতের বেদনা এমনিতেই অর্ধেক চলে যায়। স্ট্রেচার বহনকারীরা হতাহতদের মাঠের হাসপাতালে নিয়ে আসছিল। সেখানে তাদেরকে মিশর থেকে আনা মলম, তরল ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা দেয়া হচ্ছিল।

নিজের দেশকে রক্ষা করতে গিয়ে যারা শারীরিকভাবে আহত হয়েছে তাদের সাথে কথা বললেন রামেসিস। তারপরে তিনি সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনায় বসে নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। কানানের মধ্য দিয়ে উত্তর দিকে যেতে চান তিনি, পথিমধ্যে হিট্টি-বেদুঈনদের যত দুর্গ পড়বে দখল করতে চান সব।

ফারাও-এর উৎসাহ অন্যদের মধ্যেও সংক্রমিত হল। মনে ভয়ের যে মেঘটা ছিল সেটা কেটে গিয়ে সৃষ্টি হলো উৎসাহ-উদ্দীপনার। রামেসিস নিজে সেটাউ এবং লোটাসের সাথে খেতে বসলেন।

"উত্তরে কতদূরে যেতে চাইছেন?" জিজ্ঞেস করলেন রাজবৈদ্য।

"সিরিয়া হয়ে পুরো পথটা তো বটেই।"

"কাদেশ?"

"দেখা যাক।"

"অভিযান অনেক দিন চললে কিন্তু আমরা ঝামেলায় পড়ব।" লোটাস বলল। "চিকিৎসার জিনিসপত্র শেষ হয়ে যাবে।"

"হিট্টিরা খুব দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। এরপর থেকে আরও সাবধান হতে হবে আমাদেরকে। হতাহতের সংখ্যা কমানো সম্ভব হবে সেক্ষেত্রে।"

"এই যুদ্ধ কি কখনও শেষ হবে?"

"হ্যাঁ, লোটাস। একদিন আমরা সম্পূর্ণভাবে আমাদের শত্রুদেরকে পরাজিত করব।"

"রাজনীতি নিয়ে পরেও কথা বলা যাবে," গজগজ করলেন সেটাউ। "চলো। রাতে সাপ শিকারে বেরোনোর আগে বিছানায় কিছুক্ষণ সময় কাটিয়ে নিই। বিছানা আমাদেরকে ডাকছে।"

রামেসিস তার তাঁবুর কাছের একটা ছোট মন্দিরে প্রার্থনা সারলেন। মন্দিরটা ছোট তবে রামেসিসের তাতে কোনও সমস্যা হলো না। দেবতা আমন সর্বত্র বিদ্যমান। যেকোনও জায়গা থেকেই তার উপাসনা করা যায়।

সম্রাট যখন প্রার্থনাকক্ষ থেকে বেরিয়ে আসছেন, তখন তিনি এক সৈনিককে দেখতে পেলেন। এক অবাধ্য, বড় শিংওয়ালা হরিণকে টেনে আনছে সে। সৈন্যটা দেখতে অদ্ভুত। লম্বাচুল, ডোরাকাটা পোশাক, ছাগুলে দাড়ি এবং ধূর্ত চোখের অধিকারী। এই সময়ে সে কী করছে রাজার তাঁবুর পাশে? আর তার হাতে হরিণই বা কেন?

আর ভাবার সময় পেলেন না ফারাও। বেদুঈন হরিণের দড়ি ছেড়ে দিতেই রামেসিসকে আঘাত করার জন্য ধেয়ে এল হরিণটা। শিংজোড়া সরাসরি ফারাও-এর বুকের দিকে তাক করা।

ঠিক এইসময় প্রায় শূন্য থেকে উদয় হলো যোদ্ধা; থাবা বসালো হরিণের গলায়। লুটিয়ে পড়ল হরিণ। মারা গেছে সাথে সাথে।

জায়গায় জমে গেল বেদুঈন। তবে সম্বিৎ ফিরে পেতে দেরি হলো না তার। জামার ভিতর থেকে ছুরি উঠে এল তার হাতে। কিন্তু ব্যবহারের আগেই পিঠে একটা তীব্র ব্যথা অনুভব করল সে। হাত থেকে ঝনঝন শব্দে পড়ে গেল ছুরি। সে যখন উপুড় হয়ে পড়ে গেল রামেসিস দেখলেন সৈনিকের পিঠের একদম মাঝে বিঁধে আছে একটা বর্শা।

শান্ত এবং চুপচাপ লোটাস যে বর্শায় এতোটা দক্ষ তা জানা ছিল না সম্রাটের। লোটাসকে হাসতে দেখলেন তিনি। এ-ও এক নতুন ব্যাপার। লোটাসকে তিনি যতটুকু চেনেন তাতে সবসময় নির্বিকারই দেখেছেন।

"তোমাকে ধন্যবাদ লোটাস।"

নিজের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন সেটাউ। তার পিছন পিছন কয়েকজন সৈন্যও এল। এসে দেখল যোদ্ধা হরিণের মাংস খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে বেদুঈনের লাশের দিকে তাকাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে রামেসিসের বর্মবাহক মেনা ফারাও-এর পায়ে পড়ে গেল।

"আমি খুবই দুঃখিত, জাহাঁপনা। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি যেসব প্রহরী এই লোকটাকে শিবিরে ঢুকতে দিয়েছে তাদেরকে খুঁজে বের করে কঠিন শাস্তি দেব আমি।"

"দামামাবাদকদেরকে ডাকো, মেনা। প্রস্থানের দামামা বাজাতে বলো তাদেরকে।"

## তিন

নিজের উপরে চরম বিরক্ত হয়ে আছেন আহসা। আমুরু প্রাসাদের দ্বিতীয় তলার সমুদ্রমুখী একটা ঘরে বন্দী হয়ে আছেন তিনি। তিনি মিশরীয় গুপ্তচর বিভাগের প্রধান। এরকম একটা হাস্যকর ফাঁদে তিনি পা দিলেন কীভাবে?

ধনী এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের একমাত্র সন্তান আহসা। মেমফিসের রাজ-একাডেমীর প্রাক্তন ছাত্র আহসার ব্যবহার পরিশীলিত এবং মার্জিত। নারীদের সঙ্গ পছন্দ করেন তিনি। নারীরাও দারুণ পছন্দ করে সুপুরুষ আহসাকে। সুদর্শন চেহারা, বুদ্ধিদীপ্ত একজোড়া চোখ এবং মোহনীয় বাচনভঙ্গীর অধিকারী তিনি। তবে এসবই বাইরের খোলস তার। ভিতরে তিনি একজন ঝানু কূটনীতিবিদ, দক্ষ ভাষাবিদ এবং একজন জ্ঞানী ব্যক্তি যিনি মিশরের আশ্রিত রাজ্য এবং হিট্টি সাম্রাজ্য সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন।

সাম্প্রতিক সময়ে আহসা'র দুঃসাহসী গুপ্তচরবৃত্তি কাদেশের যুদ্ধে রামেসিসের জয়ের পিছনে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। বন্ধুর কাজে খুশি হয়ে রামেসিস তাকে স্বরাষ্ট্রসচিব পদে নিয়োগ করেছেন।

কাদেশের যুদ্ধে জয়ের ফলে মনে হচ্ছিল হিট্টিদের সাম্রাজ্য বিস্তারকে ঠেকানো গেছে। তবুও আহসা হারমন পাহাড়ের পূর্বে এবং দামাস্কাসের প্রধান বাণিজ্য এলাকার প্রাণকেন্দ্র আমুরুতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। তার ইচ্ছা ছিল এই প্রদেশকে সেনাভিযানের একটা ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা, স্থানীয় সৈন্যদেরকে প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধায় পরিণত করা। এই কাজটা করতে পারলে প্যালেস্টাইন এবং ডেল্টা সীমান্ত থেকে আসা যেকোনও হিট্টি আক্রমণ প্রতিহত করা সহজ হবে।

যখন তিনি বৈরুতের বন্দরে নামলেন, তখন আমুরু'র দুর্নীতিবাজ শাসক যুবরাজ বেন্তেশিনার জন্য একটা জাহাজ উপঢৌকন নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আহসা প্রত্যাশা করেননি যে তাকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত দলের মধ্যে হাত্তুসিলি থাকবে। হাত্তুসিলি হিট্টি সম্রাট মুওয়াত্তালির ভাই যে আমুরুর যুবরাজকে ইতিমধ্যেই কিনে ফেলেছিল হিট্টিদের জন্য।

আহসা হাত্তুসিলি সম্পর্কে বিশদ পড়াশোনা করেছেন। হাত্তুসিলি দেখতে ছোটখাটো এবং অনাকর্ষণীয় হলেও প্রচণ্ড বুদ্ধিমান। প্রতিপক্ষ হিসেবে কঠিন। সে তার বন্দী আহসাকে দিয়ে একটা চিঠি লিখিয়ে নিল, চিঠিটাকে সে টোপ হিসেবে ব্যবহার করে ফাঁদের কাছে নিয়ে আসবে ফারাওকে। তবে সৌভাগ্যের বিষয়, আহসা চিঠিতে একটা গুপ্ত সংকেত ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন।

রামেসিসের প্রতিক্রিয়া কী হবে এই চিঠি পাওয়ার পরে? জাতীয় স্বার্থে হয়তো ফারাও-এর উপরে চাপ আসবে যেন তিনি তার বন্ধুর চিন্তা বাদ দিয়ে হিট্টিদেরকে সমুচিত জবাব দিতে উত্তরে যাত্রা করেন। কিন্তু আহসা তার বন্ধুকে যতটুকু চেনেন,

যত ঝুঁকিই থাকুক না কেন, রামেসিস শত্রুর আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করবেন না। যাই হোক, দরকষাকষির গুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হবে এখন আহসাকে। আহসার ধারণা, বেন্তেশিনার কাছে তার দাম তার সম-ওজনের স্বর্ণের সমান। যদিও আশা খুব কম, তবে সেটার উপর ভরসা করা ছাড়া আর কিছু করার নেই এই মুহূর্তে।

বন্দী হয়ে থাকতে থাকতে মেজাজ খিটখিটে হয়ে উঠেছে তার। কৈশোর থেকেই আহসা খুব দুরন্ত এবং ছটফটে। সেখানে এইরকম এক জায়গায় আটকে থাকা তার কাছে রীতিমত অসহ্য লাগছে। কিছু একটা করতেই হবে তাকে। এমন হতে পারে রামেসিস ভাবলেন তার বন্ধু মারা গেছেন। আবার এমনও হতে পারে ফারাও হয়তো পূর্ণমাত্রায় অভিযান চালানোর আগে নতুন অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তার বাহিনীকে ঝালিয়ে নিচ্ছেন।

যতই ভাবতে লাগলেন আহসা, ততই তার মনে হতে থাকল পালিয়ে যাওয়া ছাড়া এখান থেকে বেরোনোর আর কোনও উপায় নেই।

একজন চাকর সকালের নাস্তা নিয়ে এল। নাস্তার পরিমাণ প্রচুর। বন্দী হলেও প্রাসাদে আতিথেয়তার ব্যাপারে কোনও অভিযোগ নেই তার। আহসা যখন আরাম করে খাবার খাচ্ছিলেন তখন বেন্তেশিনার ভারী পায়ের শব্দ শোনা গেল।

"আমাদের বিশিষ্ট মিশরীয় অতিথির কী খবর?" আমুদেগলায় জিজ্ঞেস করলেন বেন্তেশিনা। বয়স প্রায় পঞ্চাশ বছর হলেও ঠোঁটের উপরের গোঁফের রঙ এখনও কালো তার।

"আপনি আসায় সম্মানিতবোধ করছি।" জবাব দিলেন আহসা।

"আমি আপনার নতুন চাকরি উপলক্ষে মদ্যপানের কথা ভাবছিলাম।" বললেন বেন্তেশিনা।

"আপনার সঙ্গে হাত্তুসিলি নেই কেন?" সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন আহসা।

"উনি আরেক জায়গায় কাজে ব্যস্ত আছেন।"

"আমুরু একটা জনপ্রিয় জায়গা দেখা যাচ্ছে। হাত্তুসিলির সাথে দেখা হবে কখন?"

"ধারণা নেই কোনও।"

"তো আপনারা হিট্টিদের সাথে যোগ দিয়েছেন?" জিজ্ঞেস করলেন আহসা।

"সময় বদলে গেছে, আহসা।"

"আপনি কি রামেসিসকে ভয় পান না?"

"ফারাও আমার এলাকায় ঢুকতে পারবেন না।"

"এর মানে কি হিট্টিদের সাথে কানানরাও জোট বেঁধেছে?"

"নির্দিষ্ট করে কিছু বলব না... আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে আমি আপনার বিনিময়ে বেশ অনেক কিছু উশুল করে নেব। আশা করি এই পুরো ব্যাপারটাতে অবাঞ্ছিত কোনও ব্যাপার ঘটবে না। কিন্তু..."

একটা ক্রুর হাসি দিয়ে বেন্তেশিনা আহসাকে বুঝিয়ে দিলেন তিনি আমুরুতে যা দেখেছেন এবং যা শুনেছেন তা যদি কাউকে বলেন তাহলে তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া হবে।

"বেন্তেশিনা, আপনি কি নিশ্চিত যে আপনি বিজয়ীদের পক্ষেই আছেন?"

"সে কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না আহসা। যদিও সত্যি কথা হল, হিট্টিরা আমাদেরকে খুব বেশি বিকল্প দেয়নি। রামেসিস বিভিন্ন ঝামেলার মধ্যে আছেন। আমি যদি এই সুযোগে একটা সেনাঅভ্যুত্থান অথবা একটা যুদ্ধ জয় অথবা এই দুইয়ের সমন্বয়ে কিছু করে তাকে মেরে ফেলতে পারি, সেক্ষেত্রে তার জায়গায় আমাদের অনুগত দাসকে বসাতে পারব।" মুখে হাসি নিয়ে বললেন বেন্তেশিনা।

"আপনি মিশরকে বুঝতে পারেননি বেন্তেশিনা।" একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন আহসা। "আর একটা ব্যাপার। আপনি রামেসিসকে ছোট করে দেখছেন।"

"নিজের বিচার-বুদ্ধির উপরে ভরসা আছে আমার। কাদেশের ঘটনা একটা বিপর্যয় ছিল মাত্র। শেষপর্যন্ত যে মুওয়াত্তালিই জিতবেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই।" বেন্তেশিনার গলায় আত্মবিশ্বাস।

"বলতেই হচ্ছে বাজিটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ।" মন্তব্য করলেন আহসা।

"যদিও আমি জুয়াড়ি নই তবুও মদ, মেয়েমানুষ এবং স্বর্ণের মতোই বাজিও আমার খুব পছন্দ। হিট্টিদের রক্তেই যুদ্ধ মিশে আছে। কিন্তু আপনাদের মিশরীয়দের রক্তে সেটা নেই।" বেন্তেশিনা তার দু'হাত একত্রে ঘষলেন। "আহসা, আপনি যদি কোনওরকম ঝামেলা না চান, তাহলে আমি আপনাকে আরেকবার পক্ষ বিবেচনার পরামর্শ দেব। ধরুন, আপনি রামেসিসকে ভুল তথ্য দিলেন...তাকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরে ভালোরকম পুরস্কৃত করা হবে আপনাকে।"

"মিশরের প্রধান কূটনীতিককে আপনি দেশের সঙ্গে বেঈমানি করতে বলছেন?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন আহসা।

"সবকিছুই তো আসলে পরিস্থিতির উপরে নির্ভর করে, তাই না? আমিও তো আপনার ফারাও-এর প্রতি আনুগত্যের শপথ নিয়েছিলাম..."

"নিঃসঙ্গ অবস্থায় চিন্তা করা খুব কষ্টকর।" বললেন আহসা।

ভ্রূ কুঁচকালেন বেন্তেশিনা। "নারী দরকার আপনার?"

"একজন সভ্য, মার্জিত এবং বুদ্ধিমান নারী..."

বেন্তেশিনা এক চুমুকে তার গবলেট শেষ করে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছলেন।

"আপনার চিন্তায় সাহায্য করার জন্য যেকোনও কিছু করতে রাজি আমি।" মুচকি হেসে বললেন তিনি।

রাত নামল। দুটো তেলের কুপি মৃদু আলো ছড়াচ্ছে আহসার ঘরে। আহসা বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে আছেন। পরনে ছোট একটি পোশাক।

চিন্তাটা যাচ্ছে না মাথা থেকে। হাত্তুসিলি আমুরু থেকে বাইরে গেছে। যদিও সে বাইরে যাওয়া মানেই এই নয় যে সে প্যালেস্টাইন এবং ফিনিশিয়ার আশ্রিত রাজ্যগুলোতে অভিযান সংক্রান্ত ব্যাপারে কথা বলতে গেছে। কিন্তু হিট্টিদের ব্যাপারে বেন্তেশিনা যা বলল তাই যদি হয় তাহলে হাত্তুসিলি কেন লেবানিজ কমান্ড পোস্ট ছেড়ে গেল? মুওয়াত্তালির ভাইয়ের একা একা দক্ষিণে অভিযানের সাহস হবে না। সেক্ষেত্রে হয়তো সে নিজের দেশে ফিরে যেতে পারে, কিন্তু...

"প্রভু..."

একটা কণ্ঠ আহসার চিন্তার জাল ছিঁড়ে দিল। উঠে বসলেন তিনি। আধো অন্ধকারে দেখলেন খালি পা, খোলা চুল এবং স্বল্প কাপড় পরিহিতা একজন তরুণী দাঁড়িয়ে আছে।

"যুবরাজ বেন্তেশিনা আমাকে পাঠিয়েছেন। তিনি বললেন...আপনি..."

"এসো। আমার পাশে বসো।"

বাধ্য মেয়ের মতো বসে পড়ল সে। দেখে মনে হয় বিশের কাছাকাছি হবে বয়স। মাথার সোনালী আকর্ষণীয় চুল সুন্দর করে কাটা। আহসা তার কাঁধের উপরে এক হাত রাখলেন।

"বিয়ে হয়েছে তোমার?"

"জ্বি প্রভু। কিন্তু যুবরাজ কথা দিয়েছেন যে আমার স্বামী এই ব্যাপারে কখনও কিছু জানতে পারবে না।"

"কী করে সে?"

"শুল্ক বিভাগের কর্মকর্তা।"

"তুমিও কি কাজ কর?"

"জ্বি, প্রভু। ডাকবিভাগে।"

আহসা মেয়েটার এককাঁধের উপর থেকে পোশাকটা সরিয়ে দিলেন, মুখ ঘষলেন সেখানে। তারপর তাকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

"কানান থেকে আসা কোনও চিঠিপত্র দেখেছ?"

"হ্যাঁ। কিন্তু এ ব্যাপারে আমি কথা বলতে পারব না।"

"রাজধানীতে কি অনেক হিট্টি সৈন্য জড়ো হয়েছে?"

"এটা নিয়েও কথা বলতে পারব না।"

"তুমি কি তোমার স্বামীকে ভালোবাসো?"

"হ্যাঁ, প্রভু।"

"আমি যে তোমার সাথে সঙ্গম করব তাতে কি তোমার অস্বস্তি লাগছে?"

এই প্রশ্ন শুনে মেয়েটা ঘুরে গেল।

"আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও। তাহলে আমি তোমাকে ছোঁবও না।"

আশান্বিত দৃষ্টিতে মেয়েটা আহসার দিকে তাকাল।

"কথা দিচ্ছেন?"

"আমুরুর সকল দেবতার নামে কথা দিচ্ছি।"

"ঠিক আছে।" বলল মেয়েটা। "এখানে এই মুহূর্তে খুব বেশি হিট্টিরা নেই; শুধু কয়েক ডজন প্রশিক্ষক আমাদের সৈন্যদেরকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।"

"হাত্তুসিলি কি আমুরুর বাইরে গেছে?"

"হ্যাঁ, প্রভু।"

"কোথায় গেছে?"

"আমি জানি না।"

"কানানের কি অবস্থা?"

"অনিশ্চিত।"

"অনিশ্চিত কেন? কানান কি হিট্টিদের দখলে ছিল না?"

"বেশ কিছু গুজব শোনা যাচ্ছে। কেউ কেউ বলছে যে ফারাও নাকি কানানের রাজধানী গাজা দখল করে নিয়েছেন এবং যুদ্ধে মারা গেছেন কানানের শাসক।"

খবরটা আহসার মধ্যে নতুন জীবনের সূচনা করল যেন। রামেসিস যে শুধু লাল পতাকা খুঁজে পেয়েছেন তাই নয়, তিনি আহসা'র সাংকেতিক বার্তা অনুযায়ী কাজও করছেন। তার প্রতিআক্রমণে হিট্টিরা থেমে যেতে বাধ্য। এই কারণেই হাত্তুসিলি উত্তরে গেছে-সম্রাটকে সতর্ক করতে।

"দুঃখিত।" বলে আহসা মেয়েটার কাছে গেলেন।

"আপনি আপনার ওয়াদা রাখবেন না?" বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে আহসাকে দেখল মেয়েটা।

"অবশ্যই রাখব। তবে আমাকে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।"

আহসা ভালো করে মেয়েটাকে বাঁধলেন। মুখে গুঁজে দিলেন কাপড়। তার শুধু কয়েকটা ঘণ্টা প্রয়োজন এগিয়ে থাকার জন্য। মেয়েটার জামা দেখে তার মাথায় একটা প্ল্যান আসল। তিনি মেয়েটার পোশাকটা পরে ঘোমটা তুলে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে লাগলেন।

নিচতলায় একটা ভোজ চলছিল। মদ খেয়ে কয়েকজন অচেতন হয়ে পড়ে আছে মেঝের উপরে। বাকি সবাই মাতালের মতো টলছে। আহসা পার হয়ে যেতে লাগলেন একে একে।

"কোথায় যাচ্ছ তুমি?" গম্ভীরগলায় প্রশ্ন করল কেউ।

আহসার পালানোর কোনও পথ নেই। প্রাসাদের গেটে বেশ কয়েকজন সশস্ত্র রক্ষী পাহারা দিচ্ছে।

"ওই মিশরীয়'র সাথে সময় কাটানো শেষ? এবার আমার কাছে এসো, সোনা।"

মুক্তি আর কয়েক পা দূরে মাত্র।

বেন্তেশিনা তার চটচটে হাত দিয়ে ঘোমটা তুলে নিলেন।

"ফন্দিটা দারুণ ছিল, আহসা।" বললেন যুবরাজ।

## চার

ভবনের সম্মুখভাগ চকচকে নীল টাইলস দিয়ে মোড়ানো, বলে ডেল্টাতে অবস্থিত ফারাও-এর নতুন রাজধানী পাই-রামেসিসকে ডাকা হয় 'নীলকান্তমণির শহর'। পাই রামেসিসের রাস্তায় দর্শকরা মন্দির, রাজকীয় প্রাসাদ, কৃত্রিম হ্রদ, সমুদ্রবন্দর অবলোকন করে থাকে। বাগান, মাছভর্তি খাল, বাগানঘেরা সুন্দর বাড়ি, ছায়াময় পথ দেখে তারা প্রশংসায় হয় পঞ্চমুখ। আপেল, বেদানা, জলপাই আর ডুমুরের মিষ্টি স্বাদ এবং সুস্বাদু মদে চুমুক দিতে দিতে তারা স্থানীয় গণসঙ্গীতে গলা মেলায়। "পাই-রামেসিসে থাকার কী আনন্দ! এখানে একজন দরিদ্র মানুষও থাকে রাজার মতো। এখানে বাবলা এবং ডুমুরগাছের ছায়ায় শীতল বাতাস বয়ে যায়, নীলকান্তমণি এবং স্বর্ণ ঝকমকায় আর জলাভূমিতে খেলা করে পাখির দল।"

কিন্তু রাজার ব্যক্তিগত সহকারী এবং স্কুলজীবনের পুরানো বন্ধু আহমেনি গান গাওয়ার মেজাজে নেই। পাই-রামেসিসের অন্য অনেকের মতো তিনি নিজেও রামেসিস চলে যাওয়ার পরে কিছু একটার অভাব অনুভব করছিলেন।

কারও কোনও কথা কানে না তুলে, কারও কথায় ভ্রূক্ষেপ না করে, নিজের এবং নিজের সৈন্যবাহিনীর জীবনের তোয়াক্কা না করে রামেসিস কানান এবং সিরিয়া পুনরুদ্ধার করতে উত্তরে যাত্রা করেছেন। এককথায় বিপদের মধ্যে চলে গেছেন।

আহমেনির সরকারী উপাধি হলো 'ফারাও-এর পাদুকা-বাহক'। খাটো, শুকনো, ফ্যাকাশে, টাকমাথার একজন মানুষ। হাড়গুলো দেখলে মনে হয় একটু চাপ দিলেই ভেঙে গুঁড়োগুঁড়ো হয়ে যাবে। হাতদুটো লম্বা, লিকলিকে। এই হাত দিয়েই তিনি আঁকেন সূক্ষ্ম হায়ারোগ্লিফ।

আহমেনির জন্ম নিচুজাতে হলেও রামেসিসের সাথে তার এক অদৃশ্য বন্ধন গড়ে উঠেছে। তিনিই আসলে 'রাজার চোখ কান'। তার কুড়িজন কর্মচারীর এক দল পিছনে থেকে সরকারের দৈনিক কর্মকাণ্ড তদারক করে। আহমেনি তার কার্যালয় থেকে বের হন খুব কম। অক্লান্ত একজন কর্মী, খুব অল্প ঘুমান এবং যতই খাওয়াদাওয়া করুন না কেন, তাতে তার শরীরের আকৃতির পরিবর্তন হয় না। হায়ারোগ্লিফ আঁকার জন্য সোনা দিয়ে মোড়ানো সাজসরঞ্জাম রাখা আছে তার টেবিলের মূল আসবাব হিসেবে। সাজসরঞ্জামগুলো অনেকদিন আগে রামেসিস দিয়েছিলেন। চামড়া মোড়ানো খুপরিতে রাখা প্যাপিরাস পাণ্ডুলিপিসমৃদ্ধ নিজের দপ্তর তিনি অন্য কাউকে পরিষ্কার করতে দেন না।

"একজন সামরিক দূত দেখা করতে এসেছে আপনার সাথে।" জানালো তার এক সহকারী।

"ভিতরে নিয়ে এস।"

বিধ্বস্ত চেহারার একজন সৈন্য ভিতরে এসে ঢুকল। তার সারা শরীর ঢাকা পড়ে আছে ধূলার চাদরে।

"ফারাও-এর কাছ থেকে একটা বার্তা নিয়ে এসেছি আমি।" জানাল সে।

"দাও।"

আহমেনি রামেসিসের সিলমোহর চিনতে পারলেন। বার্তাটা পড়ার পর, নিজের দুর্বল ফুসফুস স্বত্ত্বেও দৌড় দিলেন তিনি প্রাসাদের দিকে।

রাণী নেফারতারি সভাসদ পরিবেষ্টিত হয়ে বসেছিলেন। সভাসদদের মধ্যে রয়েছেন উজির, প্রধান নায়েব, রাজকোষের একজন কেরানী, একজন যাজকীয় প্রতিনিধি, প্রধান বিচারক, প্রধান কোষাধ্যক্ষ, রাজভাঁড়ারের পরিচালকসহ আরও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ। কিছু সুনির্দিষ্ট নির্দেশনার জন্য এখানে সমবেত হয়েছেন তারা। রাজার অনুপস্থিতিতে দায়িত্বে আছেন রাণী। তার আদেশ ছাড়া কেউ কোনও কাজ করতে পারবে না। সৌভাগ্যবশত, রানীকে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করার জন্য আহমেনি আছেন এবং সেই সাথে আছেন রানীর শাশুড়ি টুইয়া।

চিকন কালো চুল, নীলচে সবুজ চোখ এবং দেবীর মতো উজ্জ্বল মুখের অসামান্যা সুন্দরী নেফারতারি একা তার কাঁধে ক্ষমতার গুরুভার বহন করছেন। বালিকাবস্থায় মন্দিরের গায়িকা হিসেবে তাকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। প্রাচীন পুঁথি পড়তে পছন্দ করতেন তিনি, এমনকি এখনও করেন। একটা সাধাসিধা জীবনই তিনি যাপন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রামেসিসের ভালোবাসা তাকে একজন সাধারণ নারী থেকে একজন দায়িত্বশীল রানিতে পরিণত করেছিলো।

অথচ রানির নিজের ঘরেই কাজের কোনও অভাব নেই। তার বাড়ির বিশাল চত্বরে মহিলাদের জন্য অনেক পুরাতন একটা আবাসিক বিদ্যালয় আছে। স্থানীয় হোক অথবা বাইরের, এখানে শিক্ষাগ্রহণ করতে কোনও বাধা নেই তাদের। লেখাপড়ার পাশাপাশি তাদেরকে চিত্রকলা এবং কারুকলাও শিক্ষা দেয়া হয়। এর ফলে তাদের কেউ হয়ে ওঠে দক্ষ তাঁতি, কেউ গয়না প্রস্তুতকারক, কেউবা ফুলদানী, পাখা, চটিসহ বিভিন্ন জিনিসের কারিগর। নেফারতারির কর্মচারীদের মধ্যে আছে মহিলা পুরোহিত, লিপিকার, নায়েব, শ্রমিক এবং কৃষকসহ অনেকে। সব বিভাগের মূল লোকদের সঙ্গে পরিচিত থাকতে চেষ্টা করেন তিনি। ভুল এবং অবিচার এই দুইটি জিনিস থেকে সবসময় দূরে থাকতে চান রাণী নেফারতারি।

অতীত দিনগুলো ছিল খুব কঠিন। হিট্টি আক্রমণ থেকে মিশরকে রক্ষার জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন রামেসিস। নেফারতারি জানতেন যত কষ্টই হোক না কেন, নিজের দেশকে সঠিক পথে রাখতে আগের চাইতেও বেশি চেষ্টা করতে হবে তাকে।

"আহমেনি!" হাঁপাতে হাঁপাতে আসা সহকারীকে দেখে বললেন তিনি। "কোনও খবর আছে নাকি?"

"জ্বি, বেগমসাহেবা। একজন দূত এই বার্তা নিয়ে এসেছে।"

নেফারতারি রামেসিসের দপ্তর কাজ করেন না। রামেসিসের দপ্তর রামেসিসের অপেক্ষায় ফাঁকা পড়ে আছে। নেফারতারির কার্যালয় হালকা নীল টাইলস দেয়া অন্য এক বড়ঘরে। সেখান থেকে বাগানের দিকে তাকালে দেখা যায় রাজার পুরানো কুকুর প্রহরী বাবলা গাছের নিচে ঘুমিয়ে আছে।

নেফারতারি চিঠির সিলমোহরটা ভেঙে, রামেসিসের নিজের হাতে লেখা চিঠিটা পড়লেন।

চিঠিটা পড়েও হাসি ফুটল না রানির মুখে। "আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন ফারাও।" স্বাভাবিকগলায় বললেন তিনি।

"উদ্দেশ্য কি সফল হয়নি?"

"হ্যাঁ। কানান আমাদের হাতে চলে এসেছে। হত্যা করা হয়েছে সেখানকার শাসককে।"

"তাহলে তো এটাকে বিজয় বলাই যায়।" আহমেনি উৎসাহভরে বললেন।

"উত্তরের দিকে যাচ্ছেন রাজা।"

"আপনি দুঃখিত কেন, বেগমসাহেবা?"

"কারণ তিনি আবার ঝুঁকি নিয়ে কাদেশে ফিরে যাচ্ছেন। প্রথমে তিনি আহসাকে মুক্ত করার চেষ্টা করবেন; ভাগ্য সুপ্রসন্ন হলে হয়তো মুক্ত করেও ফেলবেন। কিন্তু তার ভাগ্য যদি আর তাকে সাহায্য না করে তাহলে?"

"তার যাদু তাকে সাহায্য করবে।"

"তাকে ছাড়া মিশর টিকে থাকবে কীভাবে?"

"বেগমসাহেবা, প্রথমত, আপনি হচ্ছেন ফারাও-এর স্ত্রী এবং আপনি জানেন কীভাবে দেশ চালাতে হয়। দ্বিতীয়ত রামেসিস যে ফিরে আসবেন, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত।"

দূরে পদশব্দ শোনা গেলো। এদিকেই এগিয়ে আসছে। দ্রুত। দরজায় নক হতেই সাড়া দিলেন আহমেনি।

ভিতরে ঢুকল একজন ধাত্রী। তার চোখে অনিশ্চয়তা।

"বেগমসাহেবা, মাননীয়া ইসেটের প্রসববেদনা উঠেছে। তিনি আপনাকে চাইছেন।"



সুন্দরী ইসেটের সবুজ চোখ, ছোট নাক এবং সুন্দর মুখশ্রী দেখলে, এমনিতেই আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী বলে মনে হবে। এমনকি এই ব্যথার সময়েও তার সৌন্দর্য একবিন্দুও কমেনি। এই কারণেই সম্ভবত তরুণ বয়সে রামেসিস তার প্রেমে পড়েছিলেন। অনেকদিন আগে প্রথম গ্রীষ্মের এক রাত রামেসিসের সাথে মেমফিসের বাইরে এক কুঁড়েঘরে কাটিয়েছিল সে। সেই রকম একটা সাধাসিধে কুঁড়েঘরে থাকার স্বপ্ন দেখত ইসেট।

এরপরে রামেসিসের দেখা হয় নেফারতারির সাথে এবং নেফারতারি হয়ে যান তার হৃদয়ের রাণী। ইসেট স্বভাবগতভাবে ঈর্ষান্বিত অথবা উচ্চাকাঙ্ক্ষী কোনওটাই ছিল না। সে তাদের মাঝখান থেকে সরে যায়। ইসেট স্পষ্ট বুঝতে পারছিল, সে অথবা অন্য কেউই নেফারতারির সাথে পেরে উঠবে না। তাই সে রামেসিসের উপ-স্ত্রী হিসেবে মেনে নেয় নিজেকে। রামেসিসের ক্ষমতাকে ভয় পেলেও রামেসিসের প্রতি প্রেমের কোনও পরিবর্তন হয়নি তার।

অনেকদিন আগে এক দুর্বল মুহূর্তে, সে শানারের কাছে রামেসিসের এক পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রায় বলেই ফেলেছিল। কিন্তু শেষমুহূর্তে রামেসিসের প্রতি তার প্রেমের কারণে নিজেকে সামলে নেয় ইসেট। রামেসিসের প্রথম পুত্র খা'র মধ্যেই সে তার আসল অধিকার খুঁজে ফিরতে লাগল।

এরইমধ্যে নেফারতারির প্রথম কন্যা মারা গেল এবং দ্বিতীয় কন্যা মেরিতামনকে জন্ম দিতে গিয়ে তিনি নিজেও মরতে বসলেন। আর কোনও সন্তান তার হবে না এটা জানার পরে তিনি রামেসিসকে তার দ্বিতীয় স্ত্রীর কাছ থেকে আরেকটি পুত্রের জন্য বললেন। তিনি রাজি হয়ে সুন্দরী ইসেটের সাথে মিলিত হলেন। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি তার মাথায় অন্য একটা চিন্তা আসল। তিনি সমাজের সর্বস্তর থেকে শিশু বাছাই করলেন। এজন্য তিনি প্রায় শ'খানেক প্রতিভাবান ছেলেমেয়েকে শিক্ষার জন্য প্রাসাদে নিয়ে এলেন। সংখ্যাটা হলো রাজকীয় জুটির উর্বরতার প্রতীক। এর মাধ্যমে রামেসিসের উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যেকোনও প্রশ্ন দূর হলো। রামেসিস বেঁচে থাকবেন তার সন্তানদের মধ্যেই।

এদিকে রামেসিসের সাথে মিলনের ফলে গর্ভবতী হলো ইসেট। প্রচলিত পরীক্ষাটা করল সে; গম এবং বার্লির সাথে নিজের প্রস্রাব মেশাল। বার্লি অঙ্কুরিত হলো। তারমানে তার পুত্রসন্তান হবে।

এই মুহূর্তে নেফারতারি ইসেটকে উপুড় হয়ে থাকতে দেখলেন। চারজন ধাত্রী তাকে ধরে রেখেছে। ধাত্রীরা 'দৃঢ়হাতের মহিলা' নামে পরিচিত। আঁতুড়ঘর থেকে অশুভ আত্মাকে দূর করার জন্য মন্ত্র পাঠ করা হচ্ছিল। সন্তানজন্মের কষ্ট সহজ করছিল ধূপ এবং ওষুধ।

ইসেট অনুভব করল তার শরীরের ভিতরে গত নয় মাস ধরে গড়ে ওঠা প্রাণটা পানি ভেঙে বাইরে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

কোমল হাতের স্পর্শে, আর জুঁই ফুলের গন্ধে ইসেটের মনে হলো সে বোধহয় স্বর্গের কোনও উদ্যানে চলে এসেছে যেখানে আর কোনও ব্যথা বেদনা নেই। মাথা ঘুরিয়ে সে দেখতে পেল একজন ধাত্রীর পরিবর্তে নেফারতারি দাঁড়িয়ে ইসেটের কপালে একটুকরো কাপড় ধরে আছেন।

"বেগমসাহেবা...আমি ভেবেছিলাম আপনার সময় হবে না।"

"তুমি আমাকে ডেকেছিলে, তাই আমি এসেছি।"

"রাজার কোনও খবর আছে আপনার কাছে?"

"সুখবর আছে ইসেট। রামেসিস কানান দখলে নিয়েছেন এবং খুব **তাড়াতাড়িই** অন্যগুলোও দখলে নেবেন। হিট্টিরা কপাল চাপড়ানো শুরু করল বলে।"

"তিনি বাড়িতে ফিরবেন কখন?"

"খুব তাড়াতাড়ি। আমি নিশ্চিত তিনিও তার সন্তানের মুখ দেখার জন্য **ব্যাকুল হয়ে** আছেন।"

"আমাদের সন্তানকে আপনি ভালোবাসবেন তো?"

"আমি আমার মেয়েকে যতটা ভালোবাসি অথবা তোমার ছেলেটা'কে **যতটা** ভালোবাসি তোমার এই সন্তানকেও আমি ততটাই ভালোবাসব।"

"আমি ভেবেছিলাম আপনি হয়তো..."

"আমরা একসাথে আছি, ইসেট। যাই হোক না কেন একসাথেই থাকব।"

হঠাৎ করেই তীব্র হয়ে উঠলো ব্যথা। কেঁদে ফেলল ইসেট। ইসেটের কান্না দেখে লাফ দিয়ে আগে বাড়ল এক ধাত্রী।

প্রসববেদনায় কাতর ইসেটের মনে হলো এক আগুন তার পেটকে দু'ভাগ করে দিচ্ছে। মনে হলো এই ব্যথা থেকে মুক্তি পেয়ে গভীর ঘুম ঘুমিয়ে পড়তে পারলে ভালো হতো। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যদি রামেসিসকে স্বপ্নে দেখা যেত...

নেফারতারি শিশুটাকে তুলে নিলো, একজন ধাত্রী কাটতে লাগলো নাড়ি। এক মুহূর্তের জন্য ইসেট অচেতন হয়ে গেলো।

## পাঁচ

রামেসিস এবং ইসেটের পুত্র খা, খালি প্যাপিরাসের উপর তাহ-হোটেপের প্রবচন লিখছিল। শতশত বছর আগে, এই জ্ঞানী ব্যক্তি নিজের একশ দশ বছরের অর্জিত জ্ঞান লিখে রেখে গিয়েছিলেন। যদিও খা'র বয়স মাত্র দশ বছর, সে তুলনায় খেলাধুলা করার সময় তার খুব একটা হয়ে ওঠে না তার। অধিকাংশ সময়েই তাকে লেখাপড়ায় ব্যস্ত থাকতে হয়। কৃষিমন্ত্রী নেদজেম তার পড়াশোনা তদারক করে থাকেন। খা'কে দক্ষ এবং শিক্ষিত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে চান তিনি। খা খুবই মেধাবী। সে খুব দ্রুত শেখে, মনে রাখার ক্ষমতাও দারুণ। এবং এখনই সে অভিজ্ঞ লিপিকারের মতো হায়ারোগ্লিফ লিখতে পারে।

অন্যদিকে, রামেসিস এবং নেফারতারির সন্তান ছোট্ট মেরিতামন বীণা বাজাচ্ছিল। সঙ্গীতে যে তার বিস্ময়কর প্রতিভা লুকিয়ে আছে তা টের পাওয়া গিয়েছিল তার ছয় বছর বয়সে। হায়ারোগ্লিফ আঁকতে আঁকতে বোনের বীণা বাজানো, সাথে পুরনোদিনের গান শুনতে ভালোই লাগছিল খা'য়ের। মায়ের মতোই দমবন্ধ করা সুন্দরী মেরিতামন। রাজার পুরানো কুকুর প্রহরী সুখের দীর্ঘশ্বাস ফেলে দু'পায়ের মাঝে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

রাণী যখন বাগানে এলেন, খা তার তুলি থামিয়ে দিল, মেরিতামন থামিয়ে দিল তার গান। দুজনই রানির সাথে দেখা করতে দৌড়ে গেল।

শিশুদুটিকে চুমু খেলেন নেফারতারি।

"সবকিছু ঠিক আছে সোনা। ইসেটের একটি পুত্রসন্তান হয়েছে।"

"আপনি এবং বাবা মিলে ওর নাম ঠিক করে ফেলেছেন নাকি?"

"তোমার কি মনে হয় আমরা সবকিছু নিয়েই ভাবি?"

"হ্যাঁ, কারণ আপনারা রাজা-রাণী।"

"তোমার ছোট ভাইটার নাম রাখা হয়েছে মেরেনতাহ, তাহ-এর প্রিয়।"

রামেসিসের বোন ডোলোরা একজন লম্বা, শ্যামলা মহিলা। তাকে দেখলে মনে হয় সবসময় ক্লান্ত হয়ে আছে সে; সার্বক্ষণিক রূপচর্চার উপরে থাকে। লিবিয়ান জাদুকর ওফিরের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল আগে। এই সুযোগে ওফির তাকে দুষ্ট রাজা আখেনাতনের একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী বানিয়ে ফেলেছিল। নিজে বাঁচার জন্য ওফির যে খুন করেছিল, তা অনেকেই জানে। তারপরেও নিজের কথা না ভেবে ডোলোরা তাকে সমর্থন ও সাহায্য করতে রাজি হয়েছিল।

আত্মগোপনে থাকা জাদুকরের নির্দেশে ডোলোরা প্রাসাদে ফিরে এল। ফিরে রামেসিসের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করল। জাদুকর তাকে অপহরণ করেছিল, দাবি করল সে। দেশ থেকে পালানোর জন্য একটা গুঁটি হিসেবে ওফির তাকে ব্যবহার করেছে বলল ডোলোরা। পালিয়ে আসতে পেরে এবং পরিবারের সাথে মিলিত হতে পেরে যে সে খুব খুশি সেকথা বারবার বলে স্বস্তি প্রকাশ করতে লাগলো।

রামেসিস কি তার গল্প বিশ্বাস করেছে? মনে হয়, কেননা রামেসিস ডোলোরাকে পাই-রামেসিসের রাজদরবারে হাজির থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন। সেরকমটাই আশা করেছিল ও। খুব তাড়াতাড়িই সে ওফিরের কাছে তথ্য পাচার করতে শুরু করবে। সমস্যা হচ্ছে, রামেসিস উত্তরে যুদ্ধ করতে গেছেন, এ কারণে রাজার সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের সুযোগ হয়ে উঠছে না।

রামেসিসের উপরে নেফারতারির প্রচন্ড প্রভাব আছে জেনেও নেফারতারির সাথে জেতার একটা সুযোগও ছাড়ে না ডোলোরা। খালের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে বৈঠক করে নেফারতারি বেরোতেই তার দিকে এগিয়ে গেল সে। গিয়ে কুর্ণিশ করল।

"বেগমসাহেবা, ইসেটকে দেখাশোনার ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য করতে পারি কি?"

"কী করতে চাও, ডোলোরা?"

"এই তো...তার জিনিসপত্র তদারক করা, তার ঘরটা প্রত্যেকদিন পরিষ্কার করা, খেজুর আর তার গাছের বাকল দিয়ে বানান সাবান ব্যবহার করে মা এবং শিশুকে গোসল করানো, ঘরের প্রত্যেকটা জিনিস সাবান এবং ছাই দিয়ে পরিষ্কার করা...আর আমি ইসেটের জন্য প্রসাধনীর একটা বাক্সও রেখেছি। ওতে প্রচুর রুজ, ফুলের

সুবাসযুক্ত সুগন্ধীর বোতল, সুর্মা এবং ক্রিম রাখা আছে। এই মুহূর্তে সেজেগুজে থাকা প্রয়োজন ইসেটের, তাই না?"

"ওর জন্য তোমার চিন্তার দেখে খুশি হবে ও।"

"ওর যদি আপত্তি না থাকে তাহলে ওর সাজগোজটা আমি নিজ হাতে করতে চাই।"

কথা বলতে বলতে পদ্মসহ নানারকম ফুল দিয়ে অঙ্কিত একটা পথ ধরে নেমে এলেন নেফারতারি এবং ডোলোরা।

"শুনেছি বাচ্চাটা নাকি খুব স্বাস্থ্যবান এবং চমৎকার হয়েছে?" জিজ্ঞেস করল ডোলোরা।

"মেরেনতাহ শক্তিশালী এবং স্বাস্থ্যবান একজন পুরুষ হবে ভবিষ্যতে।"

"গতকাল আমি খা এবং মেরিতামনের সাথে কিছুটা সময় কাটাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমাকে তা করতে দেয়া হয়নি। আমি এতে খুবই দুঃখ পেয়েছি বেগমসাহেবা।"

"রামেসিসের আদেশ, ডোলোরা। সেই সাথে আমারও।"

"আর কতদিন আপনারা সবাই আমাকে অবিশ্বাস করবেন?"

"এতো অবাক হচ্ছ কেন? জাদুকর ওফিরের সাথে তোমার পলায়ন, শানারের সাথে তোমার বন্ধন..."

"দুঃখ কি আমিই কম পেয়েছি বেগম সাহেবা? মোজেস আমার স্বামীকে খুন করল, হারামজাদা ওফির আমার মগজধোলাই করল, শানার তো আমাকে মানুষই মনে করে না। আর সবাই আমাকে দোষারোপ করে। আমি তো এরকম জীবন চাইনি। খুব সাধারণ একটা জীবন চেয়েছিলাম আমি। যে জীবনে আমার পরিবারের, আমার কাছের মানুষদেরকে নিয়ে বেঁচে থাকব! স্বীকার করছি, ভুল করেছি। মারাত্মক ভুল করেছি। কিন্তু সেজন্য কি সবসময়ই আমাকে অপরাধী হিসেবে গণ্য করা হবে?"

"তুমি ফারাও-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলে, এটা কি ভুল ডোলোরা?" জিজ্ঞেস করলেন নেফারতারি।

রানীর সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসলো ডোলোরা। "আমি একজন দুষ্ট লোকের দাস হয়ে ছিলাম।" আকুতি ঝরল তার কণ্ঠে। "আমি তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলাম। কিন্তু সেই অবস্থা তো আমি পার করে এসেছি। এখন রামেসিস যেভাবে বলবেন সেভাবে এই প্রাসাদে বাঁচতে চাই, অতীতকে ভুলতে চাই। আমি কি কখনওই ক্ষমা পাবো না?"

মাথা ঝাঁকালেন নেফারতারি। "যাও ডোলোরা, ইসেটের যত্ন নাও। আবার তাকে সুন্দরী করে তোল আগের মতো।"

স্বরাষ্ট্রসচিবের প্রধান সহকারী মেবা দেখা করতে এল আহমেনির সঙ্গে। ধনী কূটনৈতিক পরিবারের সন্তান সে। প্রকৃতিগতভাবে উদ্ধত এবং বংশগৌরবে গর্বিত। সে যে একজন উঁচুবংশের সন্তান, তার হাতে টাকা এবং ক্ষমতা দুটোই আছে

একথাটা কখনওই ভুলতে পারে না। নিচুবংশের লোকদের প্রতি ঘৃণা তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। কয়েক বছর আগে রাজার বড় ভাই শানার যখন তাকে স্বরাষ্ট্রসচিবের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়, তখন সে ভেবেছিল তার রাজনৈতিক জীবন শেষ। ভেবেছিল আর কখনওই সামনে আসতে পারবে না। কিন্তু যেদিন সে হিট্টি চর হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হলো সেদিন থেকে ব্যাপারটা অন্যভাবে দেখা শুরু করল।

রাজদ্রোহ? সবকিছু এতো দ্রুত ঘটছিল যে মেবা ব্যাপারটাকে এভাবে ভাবতে পারছিল না। ডাবল এজেন্ট হিসেবে কাজ করা শুরু করল সে; যোগাযোগ বাড়াতে লাগল। অল্প কিছু দিন পার হবার আগেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ফিরে গেল সে, তবে আগের চেয়ে নিচের পদে। আহসা'র আগের মনিবই এখন আহসা'র অধীনে কাজ করে। তবে মেবা এতোটাই ধূর্ত যে আহসা-ও মেবার চাতুরী বুঝতে পারেননি। বরং একসময় শানারের ডান হাত হয়ে থাকা একজন অভিজ্ঞ মানুষকে নিজের সহকারী হিসেবে পেয়ে খুশিই হয়েছিলেন তিনি।

হিট্টি গুপ্তচর বিভাগের প্রধান ওফির যেদিন থেকে আত্মগোপনে চলে গেছে, সেদিন থেকে মেবা আদেশের জন্য অপেক্ষা করে আছে। আদেশ এখনও এসে পৌঁছায়নি। এই সুযোগে সে চুপিচুপি বিভিন্ন বিভাগ এবং সমাজের উঁচুতলার মানুষদের সাথে যোগাযোগ পোক্ত করে যাচ্ছে। সাথে সে একটা বার্তাও দিয়ে যাচ্ছে সবাইকে যে সে অবিচারের শিকার; আহসা দারুণ মেধাবী কিন্তু প্রধান হওয়ার জন্য এখনও উপযুক্ত নয় সে। মেবা এতোই ব্যস্ত যে ভুলেই গেছে সে বিক্রি হয়ে গেছে হিট্টিদের কাছে।

একটা শুকনা ফল খেতে খেতে আহমেনি শস্যাগারের প্রধানের কাছে একটা অভিযোগপত্র খাড়া করছিলেন আর এক প্রাদেশিক প্রধানের কাছ থেকে আসা একটা আবেদনপত্র পড়ছিলেন। আবেদনপত্রের বিষয়বস্তু জ্বালানীকাঠের সংকট।

"মেবা, কী অবস্থা আপনার?"

তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে আহমেনির দিকে তাকালো মেবা। "আমার সাথে দেখা করার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে আছেন মনে হচ্ছে?" মার্জিত গলায় জিজ্ঞেস করল সে।

"আপনাকে অল্প কিছুক্ষণ সময় দিতে পারব। যা বলার সংক্ষেপে বলুন।"

"রামেসিস যাওয়ার পরে, আপনিই তো সবকিছুর দায়িত্বে আছেন?"

"আপনি যদি কোনও ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, তাহলে আমি আপনাকে অনুরোধ করব রানির সাথে কথা বলতে।"

"রসিকতা করবেন না দয়া করে। রাণী আমাকে সোজা আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবেন আমাকে।"

"ব্যাপারটা কী নিয়ে?"

"পরিষ্কার দিক-নির্দেশনার অভাব। সচিবসাহেব বাইরে বন্দী হয়ে আছেন, রাজা আছেন যুদ্ধে আর এদিকে আমার বিভাগে ছড়িয়ে পড়েছে সন্দেহ এবং অনিশ্চয়তা।"

"রামেসিস এবং আহসা ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।"

"কিন্তু যদি..."

"যদি তারা না ফেরেন?"

"কথাটা শুনতে ভয়ংকর শোনালেও এটার মুখোমুখি যদি হই আমরা?"
"আমার তা মনে হয় না।"
"আপনি আপনার মনে হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত দেখা যাচ্ছে।"
"হ্যাঁ, তাই।"
"তাহলে আমি অপেক্ষা করি।"
"সেটাই করুন। সেটাই আপনার জন্য সবচেয়ে ভালো হবে, মেবা।"

অসাধারণ একটা জীবন কাটিয়েছে সেরামানা। জন্ম হয়েছিল সারডিনিয়াতে। বয়সকালে পেশায় সে পরিণত হয় বিশালদেহী এক জলদস্যুতে। জলদস্যু থাকা অবস্থায় রামেসিসের সাথে টক্কর লাগলে, রামেসিস তাকে জীবন ভিক্ষা দেন এবং দুর্ধর্ষ জলদস্যু পরিণত হয় রাজার দেহরক্ষীতে। কাদেশের যুদ্ধের ঠিক আগে, আহমেনি সন্দেহ করেন যে সেরামানা রাজদ্রোহের সাথে যুক্ত এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে জেলে নিক্ষেপ করেন। তবে খুব তাড়াতাড়িই তিনি নিজের ভুল বুঝতে পেরে আহমেনি সেরামানার মুক্তি দিয়ে ব্যবস্থা করেন ক্ষতিপূরণের।

রামেসিসের পাশে দাঁড়িয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করার কথা ছিল সেরামানার। কিন্তু তার বদলে ফারাও তাকে প্রাসাদে থেকে তার পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব দিলেন। ভূমধ্যসাগরের ধনী সওদাগরদের জাহাজ দখল করার দক্ষতা সে নিয়োজিত করল রামেসিসের পরিবারের নিরাপত্তায়।

সেরামানার মতে, রামেসিসের মতো দুর্ধর্ষ যোদ্ধা এবং নেফারতারির মতো সুন্দরী নারী সে আগে দেখেনি। এই জুটির আশ্চর্য কার্যকলাপে তার মনে হয় এদের সেবা করতে পারাটাই তার জীবনের বড় একটা পাওয়া। এ দু'জনের জন্য সে নিজের জীবনটাও বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত।

শুধু একটাই সমস্যা। তার ইন্দ্রিয় সংকেত দিচ্ছে তাকে। রাজদরবারে ডোলোরার আবার আগমন রামেসিস আর নেফারতারির প্রতি হুমকি বলে মনে হচ্ছে তার। সে দেখেছে রাজার বোন যেমন অস্থিরমতি, সেরকম অসৎ। সেরামানা অনুভব করতে পারছে যে ডোলোরার সাথে সেই রহস্যময় জাদুকরের যোগাযোগ আছে। সমস্যা হলো, হাতে কোনও প্রমাণ নেই।

সেরামানা সোনালীচুলের এক মহিলার পরিচয়ের ব্যাপারে তদন্ত করছে। মহিলার লাশ পাওয়া গিয়েছিল এক পরিত্যক্ত ভিলাতে। ভিলাটার মালিক রামেসিসের বিশ্বাসঘাতক ভাই শানার।

শানার হারিয়ে গেছে মরুভূমিতে। ডোলোরা সেই খুন হওয়া মহিলার ব্যাপারে তেমন কোনও তথ্য দেয়নি। সোনালী চুলের মহিলাটি যে জাদুকরের মাধ্যম ছিল, এই ব্যাপারটা শুধু সে জানে বলে স্বীকার করেছে। কিন্তু অন্য কিছুই জানে না বলে সে যে দাবি করছে, সেটা যে একটা ডাহা মিথ্যা কথা সেটা বুঝতে সেরামানার বাকি নেই। কিছু একটা লুকাচ্ছে মেয়েটা। নিজেকে পরিস্থিতির শিকার দেখিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু

লুকাচ্ছে। কিন্তু যেহেতু সে নেফারতারির নেক নজরে চলে গেছে ইতিমধ্যে, তাই ডোলোরাকে দোষী প্রমাণ করতে হলে শুধু মুখের কথায় হবে না। নিরেট প্রমাণ লাগবে।

সেরামানা একজন জেদী মানুষ। এমনও হয়েছে সমুদ্রে দিনের পর দিন চলে যেত কিন্তু কোনও শিকার মিলত না। ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অত্যন্ত তীক্ষ্ণ তার, ডাকাতি করার জন্য সঠিক জায়গা বেছে নিত সে। একারণেই সে পাই-রামেসিসের মতো মেমফিসেও নিজের চোখকান খোলা রেখেছে, এবং সোনালীচুলের সেই মহিলার একটা ছবি দিয়ে নিজের গোয়েন্দাদের শহরে পাঠিয়ে দিয়েছে খোঁজখবর নেয়ার জন্য।

কোথাও না কোথাও, কেউ না কেউ মুখ খুলতে বাধ্য।

## ছয়

মেমফিস আর থিবসের মাঝামাঝি যে ধ্বংসস্তূপ দাঁড়িয়ে আছে তা হলো 'আতনের দিগন্ত' শহরের ধ্বংসাবশেষ। এই শহর এককালে দুষ্ট ফারাও আখেনাতনের সমৃদ্ধ রাজধানী ছিল। কয়েক শত বছর পরে বর্তমানে প্রাসাদ, বাড়ি, কর্মশালা, সবকিছুই খালি পড়ে আছে। মন্দিরে নেই কোনও লোক, রাস্তাঘাটও একদম ফাঁকা। যে জায়গায় একসময় হাটবাজার বসতো, গমগম করত মানুষের চেঁচামেচিতে, সে জায়গা আজ একদম শূন্য। আখেনাতন আর নেফারতিতির অশরীরী ছায়া ঘুরে বেড়ায় বালি-বিস্তৃত রাজপথে।

নীলনদের এই বিস্তীর্ণ প্লাবনভূমির জনশূন্য স্থানে, পিছনে খাড়া পাহাড়কে রেখে আখেনাতন সূর্যের উপাসনা করার জন্য এই শহরটা নির্মাণ করেছিলেন। সূর্যকেই একমাত্র সত্য দেবতা বলে মানতেন তিনি।

ফারাও আখেনাতনের ঘৃণ্য মৃত্যুর পর জনগণ থিবসে ফিরে যায়, সাথে নিয়ে যায় মূল্যবান সবকিছু। কখনওই ফিরে আসেনি কেউ। খালি হতে শুরু করে মন্দির আর সংরক্ষণাগার। কারিগরদের কর্মশালাতে কিছু মাটির বাসন, আসবাব অথবা নেফারতিতির অর্ধ-নির্মিত আবক্ষ মূর্তি পড়ে থাকে অবহেলায়।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই দালানকোঠা ধ্বসে পড়তে শুরু করে। চুনকাম উঠে যায়, ক্ষয়প্রাপ্ত হয় পলেস্তারা। প্রবল বর্ষণ এবং বালিঝড়ের সামনে দাঁড়াতে পারেনি 'আতনের দিগন্ত'। দেবতার পবিত্র ভূমি চিহ্নিত করণের জন্য পাথরের যে ফলক ব্যবহার করেছিলেন আখেনাতন তা এখন পড়া যায় অনেক কষ্টে। সময় মুছে দিয়েছিল হায়ারোগ্লিফিক্স, আখেনাতনের কাজ পরিণত হয়েছিল ধ্বংসস্তূপে।

ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের জন্য যে সমাধি বানানো হয়েছিল তাতে কোনও মমি ছিল না। সারা শহর ফাঁকা হওয়ার সাথে সাথে সমাধিও ফাঁকা হয়ে গেছে। ভুতুড়ে সমাধিতে পা দিতে সাহস করে না কেউই, কারণ শোনা যায় এখানে ঘুরে বেড়ায় অতৃপ্ত আত্মারা।

তবে আর কারও সাথে রামেসিসের ভাই শানার এবং জাদুকর ওফিরের তুলনা চলবে না। আতনের প্রধান পুরোহিতের সমাধিতে আশ্রয় নিয়েছে তারা। জায়গাটা আরামদায়ক। সমাধির দেয়ালে আঁকা ছবি সাক্ষ্য দিচ্ছে আতনের ফেলে আসা গৌরবময় দিনের। সূর্যদেবতার উপাসনা করছেন এরকম এক ভাস্কর্যে অমর হয়ে আছে আখেনাতন আর নেফারতিতি।

সূর্য-রাজ হিসেবে খোদাই করা আখেনাতনের ছবির দিকে তাকাল শানার। শানারের বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ, চাঁদের মতো গোলমুখ, খাটো, ভারী শরীরের অধিকারী। সূর্যের প্রতি বিতৃষ্ণা আছে তার। ছবিটা দেখে তার আলোর পুত্র, রামেসিসের কথা মনে পড়ে গেল।

হিট্টিদের সহায়তায় অত্যাচারী রামেসিসকে সিংহাসন থেকে ছুঁড়ে ফেলতে চেয়েছিল সে। সেই রামেসিস যে তাকে মরুভূমির এক বন্দীশিবিরে নির্বাসন দিয়েছিল। সেই রামেসিস, যে রাজদরবারে তাকে এনে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার পরিকল্পনা করেছিল।

শানারকে যখন মেমফিসের প্রধান জেল থেকে মরুভূমির একটি জেলে সরিয়ে নেয়া হচ্ছিল, তখনই আচমকা এক বালিঝড় তাকে পালানোর সুযোগ করে দেয়। ভাইয়ের প্রতি তীব্র ঘৃণা এবং প্রতিশোধ নেয়ার উদগ্র বাসনার কারণে সে টিকে গেল মরুভূমিতে। বাঁচার আকুলতায় সে এক নিরাপদ জায়গা, আতনের দিগন্ত শহরের দিকে এগিয়ে গেল ।

তার কুকর্মের সঙ্গী ওফির, যে একসময় মিশরে হিট্টি গুপ্তচর বিভাগের প্রধান ছিল, দেখা করতে এসেছে তার সাথে। গম্ভীর লিবিয়ান জাদুকরের মুখ বাজপাখির মতো, উঁচু হয়ে আছে চোখের নিচের হাড়। পাতলা ঠোঁট, শক্ত থুতনি। এই মানুষটাই শানারকে মিশরের সিংহাসনে বসতে সাহায্য করবে।

জোরে নিঃশ্বাস ছাড়তে ছাড়তে একটুকরা পাথর তুলে নিল শানার। তুলে নিয়ে আখেনাতনের খোদাই করা মূর্তির দিকে ছুঁড়ে মারল। শানারের ছোঁড়া পাথরে গুঁড়ো হয়ে গেল ফারাও-এর মাথার তাজ।

"নিকুচি করি সব ফারাও-এর।" নিচু স্বরে গাল বকল শানার।

ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়েছিল শানারের স্বপ্ন। আনাতোলিয়া থেকে নুবিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিল সে। সে-ও খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। কিন্তু সম্রাট হওয়া দূরে থাক, নিজের দেশ থেকেই এখন সে নির্বাসিত। কাদেশের যুদ্ধে জেতার কথা ছিল না রামেসিসের। রামেসিস না জিতলে তার হিট্টি বন্ধুদেরসহযোগিতায় শানার সিংহাসনে বসতো, তারপর সময়মতো তাদেরকেও ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ পূর্বদিক নিজের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিত। সে ভেবেছিল রামেসিস যখন মিশরকে ধ্বংস করবে তখন সে মিশরকে উদ্ধার করে বীরপুরুষ হয়ে যাবে সবার সামনে। অথচ... সমাধির গভীরে বসে ছিল ওফির। শানার তার দিকে ঘুরল।

"আমরা কোথায় ভুল করেছি?" জানতে চাইল সে।

"ভাগ্য বদলে গিয়েছিল আমাদের।"

"কিন্তু কখন, ওফির?"

"হতে পারে জাদু একটা নির্ভুল বিজ্ঞান, তারপরেও অপ্রত্যাশিত জিনিসগুলোকে বাদ দেয়া যায় না।"

"অপ্রত্যাশিত জিনিসটা ছিল রামেসিস নিজে।"

"আপনার ভাই দুর্লভ এবং চমকপ্রদ ক্ষমতার অধিকারী।"

"চমকপ্রদ? ও একটা স্বৈরাচারী শাসক ছাড়া কিছুই না। আপনিও কি ওর জাদুর কবলে পড়ে গেছেন, ওফির?"

"আমরা যদি জিততে চাই তাহলে রামেসিস সম্পর্কে সবকিছু জানতে হবে আমাকে। মোটের উপর, সে এমন একজন মানুষ যে কিনা আমনের সাহায্য নিয়ে কাদেশের যুদ্ধের দিক পরিবর্তন করে দিয়েছিল।"

"আপনিও এই হাস্যকর গল্প বিশ্বাস করেন?"

"নিজের চোখে যা দেখা যায়, তার চাইতেও অনেক কিছু এই পৃথিবীতে আছে, শানার। অনেক গোপন শক্তি কাজ করে, যেগুলোর সাথে বাস্তবের কোনও মিলই নেই।"

এগিয়ে গিয়ে দেয়ালে ঘুষি মারল শানার।

"আমরা কোথায় আছি দেখুন! একটা সমাধিতে বসে আছি আমরা। কোনও সঙ্গীও নেই, ক্ষমতাও নেই।"

"কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। আমাদের খাবার এবং নিরাপত্তা দিচ্ছে আতনের অনুসারীরা।"

"গর্দভের দল।"

"আমি আপনার সাথে একমত, তবে এই মুহূর্তে তাদেরকে খুব দরকার আমাদের।"

"আপনার কি ধারণা, আপনি তাদেরকে ভয় দেখিয়ে সেনাবাহিনীতে ঢোকাতে পারবেন?"

ওফির কোনও উত্তর দিল না, বরং সামনের বালিতে আঁকিবুঁকি কাটতে লাগল।

"রামেসিস হিট্টিদেরকে পরাজিত করেছে।" তাড়া দিল শানার। "আপনার গুপ্তচর বিভাগের অবস্থা একদম জঘন্য। মিশরে আমার একজন সমর্থকও অবশিষ্ট নেই। এখানে ফেরারি আসামীদের মতো পালিয়ে থাকা ছাড়া আমাদের সামনে আর কোনও বিকল্প আছে?"

"জাদুই আমাদেরকে বিকল্প সরবরাহ করবে।"

শানার চোখ বন্ধ করে খুলল আবার। "আপনার জাদু নেফারত্তারিকেই মারতে পারেনি। আর রামেসিসকে থামানোর কাছাকাছিও যেতে পারেননি আপনি।"

"আপনি অশোভন আচরণ করছেন আমার সাথে।" স্বাভাবিক গলায় বলল জাদুকর। "আমাকে ধন্যবাদ দিন যে রানির স্বাস্থ্য আর কখনওই আগের মতো হবে না।"

"ইসেট রামেসিসের আরেক পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছে। আমার কানে এসেছে ও নাকি একপাল বাচ্চাকাচ্চা দত্তক নেয়ার পরিকল্পনা করছে। সেরকমটা হলে ওকে আর ওর পরিবারের ক্ষতি করা মুশকিল হয়ে যাবে।"

"শেষ পর্যন্ত ওরাই রামেসিসকে পরাজিত করবে।"

"আপনি কি জানেন না যে ক্ষমতায় বসার তেরো বছর পর ফারাও'-এর শক্তি নবায়ন হয়?"

"আমরা এখনও সে পর্যায়ে যাইনি, শানার। হিট্টিরা এখনও রণেভঙ্গ দেয়নি।"

"আমি তো ভেবেছিলাম তাদের সাথে যে জোট সেটা কাদেশেই ভেঙে পড়েছে।"

"সম্রাট মুওয়াত্তালি একজন চরম কৌশলী মানুষ। কখন পিছু হটতে হবে, সে ব্যাপারে যথেষ্ট চতুর। নতুন যে জোট তিনি গঠন করেছেন তা রামেসিসের কাছে এক চমক হয়ে দেখা দেবে।"

"দিবা স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছি, ওফির।"

দূর থেকে খুরের গুমগুম ধ্বনি ভেসে এলো। শানার তলোয়ার তুলে নিল হাতে।

"দুজন অশ্বারোহী।" সমাধিতে তাড়াতাড়ি ঢুকতে ঢুকতে বলল সে। "আপনার লোক বলে মনে হচ্ছে না। তারা খাবার নিয়ে এভাবে আসে না।"

"এদিকে আসছে?" জিজ্ঞেস করল ওফির।

"এই মুহূর্তে শহরের প্রান্তে আছে। হ্যাঁ, পাহাড়ের এদিকেই আসছে! আমাদের এখান সরে গিয়ে অন্য জায়গায় লুকানো উচিত।"

"তাড়াহুড়ার কোনও দরকার নেই; মাত্র দু'জন ওরা।" ওফির উঠে দাঁড়াল। "শানার, আমি যে সংকেতের জন্য অপেক্ষা করছিলাম, এটা বোধহয় সেটাই। ভালো করে দেখুন।"

শানার ওফিরের ধর্মসভার যাজককে চিনতে পারল। অন্য মানুষটাকে চিনতে পেরে কথা বন্ধ হয়ে গেলো তার।

"মেবা? মেবা এখানে কী করছে?"

"সে আমার ডান হাত, জানেন না?"

শানার তার তলোয়ার নামিয়ে নিল।

"রাজার কোনও পারিষদ তাকে সন্দেহ করবে না।" বলতে থাকল জাদুকর ওফির। "আপনাদের দুজনের মধ্যকার ঝামেলাটা দূরে সরিয়ে রাখুন এই মুহূর্তে।"

শানার কোনও উত্তর দিল না। নিজের আখের গোছানো যার একমাত্র উদ্দেশ্য সেই মেবার প্রতি তীব্র ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই অনুভব করে না সে। তাই যখন প্রবীণ কূটনীতিবিদ নিজের হিট্টি গুপ্তচর পরিচয়টা উন্মোচন করল তখন কাজের প্রতি মেবার আন্তরিকতা নিয়ে সন্দেহ হয়েছিল শানারের।

পথটা যেখানে আতনের সমাধির দিকে ভাগ হয়ে গেছে সেখানে মানুষ দু'জন ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। যাজক পিছনে ঘোড়াগুলোর সাথে থেকে গেল আর শানারদের গোপন আস্তানার দিকে এগিয়ে গেল মেবা।

একটা কথা মনে পড়তেই কাঁপুনি উঠে গেল শানারের শরীরে। মেবা যদি সরকারের সাথে হাত মিলিয়ে তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে? যদি ওর পিছনে ফারাওঅবস্থান নিয়ে লুকিয়ে থাকে? যদিও এখনও পর্যন্ত দিগন্তে অন্য কাউকে দেখা যাচ্ছে না, তবুও...

পৌঁছে কুশল বিনিময় করল মেবা।

"এখানে আসতে চরম ঝুঁকি নিতে হয়েছে আমাকে। এমন কী দরকার পড়ল যে আপনি হুট করে আমাকে সাক্ষাৎ করতে বললেন?"

হুলফোটানো গলায় জবাব দিল ওফির। "আমি তোমাকে যেখানে যেতে বলব তুমি সেখানেই যাবে, মেবা। এখন কী জেনেছ বলো।"

শানার পিছনে সরে গেল। এখানে, আত্মগোপনে থেকেও ওফির তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

"খবর সুবিধার না, দুঃখিত। রামেসিস পূর্ণোদ্দমে আক্রমণ শুরু করেছে; ইতোমধ্যে কানান দখলও করে নিয়েছে সে।"

"সে কি কাদেশের দিকে অগ্রসর হচ্ছে?"

"আমি এখনও জানি না।"

"জানা উচিত ছিল, মেবা। তথ্যের উৎস আরও বাড়ানোর চেষ্টা করো। বেদুঈনরা কি এখনও তাদের দরাদরি চালিয়ে যাচ্ছে?"

"কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে আহমেনির সন্দেহ না জাগিয়ে খুব বেশি তথ্য আমি বের করতে পারছি না।"

"তুমি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কাজ কর, ঠিক?"

"হ্যাঁ।"

"কখনও রামেসিসের ছেলের সাথে দেখা হয়েছে তোমার?"

"খা? দেখা হয় মাঝে মধ্যে, কিন্তু কেন... "

"রামেসিসের প্রিয় কোনও জিনিস আমি দখলে নিতে চাই মেবা। এক্ষুনি চাই।"

## সাত

স্ত্রী এবং পুত্রকে সাথে নিয়ে এডমের দক্ষিণে, এবং গালফ অফ আকাবার পূর্বে অবস্থিত মেদিয়ানের ভূমি ছেড়ে চলে গেলেন মোজেস। এখানে কিছুদিন আগে আশ্রয় নিয়েছিলেন তিনি। শ্বশুরের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এখন তিনি মিশরে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। মোজেসকে খুনের দায়ে খোঁজা হচ্ছে, এই ছিল মানুষটার যুক্তি। ফারাও-এর পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করা হবে চূড়ান্তরকমের নির্বুদ্ধিতা। তাকে যে বন্দী করা হবে এবং মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে তাতে কোনওই সন্দেহ নেই।

কিন্তু কোনও কিছুতেই মোজেসের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হলো না। ঈশ্বর তার সাথে পাহাড়ে কথা বলেছেন। তার ইহুদী ভাইদেরকে মিশর থেকে বের করে নিয়ে যেতে ঈশ্বর-ই আদেশ দিয়েছেন। নিজেদের ভূমিতে নিজেদের বিশ্বাসের অনুশীলন করতে হলে, স্বাধীন হতেই হবে তাদেরকে। প্রচুর মতভেদ হবে তাদের মধ্যে। কিন্তু নতুন নবীর কোনও সন্দেহ নেই যে শেষপর্যন্ত তিনি সফলকাম হবেন।

তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন তার স্ত্রী জিপোরাহ, কিন্তু কোনও লাভ হয়নি।

ডেল্টাতে ফিরে যাচ্ছে পরিবারটা। মোজেস তার গাঁটওয়ালা লাঠি হাতে ধীর, দৃঢ়পায়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। জিপোরাহ হঠাৎ করেই বুঝতে পারলেন, কোনদিকে যেতে হবে মোজেস তা খুব ভালো করেই জানেন।

ধুলো উড়িয়ে কয়েকজন ঘোড়সওয়ারকে আসতে দেখা গেল। তাদেরকে আসতে দেখে জিপোরাহ তার সন্তানকে কাছে টেনে নিয়ে মোজেসের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

"লুকানো প্রয়োজন আমাদের।" আকুতি ঝরল জিপোরাহ'র কণ্ঠে।

"লাভ নেই।"

"এরা যদি বেদুঈন হয় তাহলে আমাদেরকে মেরে ফেলবে। এরা যদি মিশরীয় হয় তাহলে তোমাকে গ্রেফতার করবে।"

"এতো চিন্তা করো না। দেখছি।"

অপেক্ষা করতে লাগলেন মোজেস। অপেক্ষা করতে করতে মেমফিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে কাটানো দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল তার। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সামনে জ্ঞানের এক বিশাল সমুদ্র খুলে গিয়েছিল। সেখানেই তার সাথে ভবিষ্যৎ ফারাও যুবরাজ রামেসিসের বন্ধুত্ব হয়; পরবর্তীতে সেটা রূপ নেয় ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে। স্নাতক হওয়ার পরে মেরুরের হারেমে এক প্রশাসনিক পদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দেয়া হয় তাকে। অনেকেই বিস্মিত হয়েছিল সেসময়। কারণ এতো গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজের দায়িত্ব কমবয়সী কাউকে দেয়া হয় না। যা হোক, বেশ কিছু প্রকল্পের প্রধান হিসেবে কাজ করার পর ডেল্টাতে ফারাও-এর নতুন রাজধানী পাই-রামেসিস নির্মাণের তদারকিতে নিয়োগ দেয়া হয় তাকে। এই নিয়োগটা সম্মান এনে দিল সাথে তাকে পরিণত করল মিশরের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিতে।

কিন্তু তারপরেও কী একটা হাহাকার তাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। জ্বলন্ত ঝোপের অলৌকিক ঘটনা দূর করে দিল তার হাহাকার। অবশেষে মোজেস তার জীবনের লক্ষ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হলেন।

ঘোড়সওয়াররা যখন সামনে এল, তখন বোঝা গেল যে তারা বেদুঈন। নেতৃত্বে আছে দুই গোত্রের দুই নেতা, টাকমাথার এবং শ্মশ্রুমন্ডিত অ্যামোস এবং লম্বা, চিকন কেনি। এই দুজনই কাদেশে রামেসিসের উপরে গুপ্তহামলা করেছিল। অ্যামোস এবং কেনির লোকেরা চক্রাকারে ঘিরে ধরল মোজেসকে।

"কে তুই?" হুংকার ছাড়ল অ্যামোস।

"আমার নাম মোজেস। এই দুজন আমার স্ত্রী এবং পুত্র।"

"মোজেস... তুমিই কি রামেসিসের সেই বিখ্যাত বন্ধু? যাকে কিনা খুনের দায়ে খোঁজা হচ্ছে এবং সে মরুভূমিতে পালিয়ে গেছে?"

"আমিই সে।"

অ্যামোস ঘোড়ার পিঠ থেকে লাফিয়ে নামল। নেমে মোজেসের পিঠে থাবা দিল।

"তাহলে তো আমরা একই পথের পথিক। আমরা দুজনেই রামেসিসকে সিংহাসনচ্যুত করতে চাই।"

"মিশরের রাজাকে আমি এখনও নিজের ভাই বলে মনে করি।" শান্তগলায় জবাব দিলেন মোজেস।

"তুমি কি মজা করছ আমার সাথে? রামেসিস তোমার মাথার উপরে একটা দাম বসিয়ে দিয়েছে আর তুমি এখনও বলছো তুমি তাকে ভাই বলে মনে কর। আমরা বেদুঈনরা এবং তোমরা ইহুদীরা এক হয়ে মরুভূমির অন্য গোত্রগুলোর সাথে জোট বাঁধা উচিত। তারপরে হিট্টিদের সাথে একত্রিত হয়ে রামেসিসকে চিরদিনের মতো ধ্বংস করে দেব আমরা। যোগ দাও আমাদের সাথে। আমরা মিশরীয় সেনাবাহিনীর উপরে হামলা করে তাদেরকে সিরিয়ার দিকে ঠেলে দেব।"

"দুঃখিত। আমি দক্ষিণে যাচ্ছি।"

"দক্ষিণে? দক্ষিণে কোথায়?" সতর্কগলায় জিজ্ঞেস করল কেনি।

"মিশরে। পাই-রামেসিসের দিকে যাচ্ছি আমি।"

বেদুঈন দু'জন একে অপরের দিকে চেয়ে বিস্মিত দৃষ্টি বিনিময় করল।

"তুমি কি আমাদের সাথে মজা করছ?" অ্যামোস জিজ্ঞাসা করল।

"যা সত্যি তাই বলছি।"

"কিন্তু তোমাকে গ্রেফতার করতে পারলে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হতে পারে তা জানো?"

"জিহোভা আমাকে রক্ষা করবেন। আমার লোকদের মিশরের বাইরে বের করে নিয়ে আসা প্রয়োজন।"

"তোমার মাথা ঠিক আছে তো হে?"

"জিহোভা আমাকে এই কাজ দিয়েছেন।"

কেনি তার ঘোড়ার উপর থেকে পিছলে নামল। "মোজেস, যেখানে আছ ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো।"

গোত্রপ্রধান দু'জন কিছুটা দূরে গিয়ে কথা বলতে লাগল।

"লোকটা বদ্ধ উন্মাদ," বলল কেনি। "মরুভূমি ওর মাথা বিগড়ে দিয়েছে।"

"আমার মনে হয় তুমি ভুল বলছ।"

"তার চোখের দিকে তাকাও শুধু।"

"দেখেছি কেনি। মানুষটা সম্পূর্ণ সুস্থ। সবচেয়ে বড় কথা হলো সে চালাক এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

"স্ত্রী এবং শিশুপুত্রকে নিয়ে মরুভূমি পাড়ি দেয়া, এটাকে তুমি চালাকি বলতে চাও?"

"হ্যাঁ, কেনি। দুর্দান্ত ছদ্মবেশ। এর ফলে কেউ তাকে সেভাবে লক্ষ করবে না। আর তাছাড়া মিশরে মোজেসের অনুসারীরা রয়েছে, সে তাদেরকে নিয়ে এক ইহুদী বিদ্রোহ ঘটানোর পরিকল্পনা করছে।"

"কিন্তু সেটা কাজ করবে বলে মনে হয় না। ফারাও-এর পুলিশরা ওকে ধরে ফেলবে তার আগেই।"

"হ্যাঁ, কিন্তু আমরা যদি তাকে সাহায্য করি তাহলে সে পরবর্তীতে আমাদের কাজে আসতে পারে।"

"কী বলতে চাইছ, অ্যামোস?"

"আমরা সীমান্তের এইপাশ থেকে তাকে সাহায্য করব এবং পরবর্তীতে ইহুদীদেরকে অস্ত্রশস্ত্রও সরবরাহ করব। হয়তো তারা নির্মূল হয়ে যাবে, তবে যাবার আগে পাই-রামেসিসে যদি গণ্ডগোল বাধিয়ে দিয়ে যেতে পারে তবে সেটাও কম কিছু নয়।"

মোজেস জোরে ডেল্টার বাতাসে শ্বাস নিলেন। এই দেশের সৌন্দর্য তাকে বিমুগ্ধ করে এখনও। যদিও এ দেশকে তার এখন ঘৃণা করা উচিত। কিন্তু তিনি কীভাবে সরস, সবুজ মাঠ, ছায়ানিবিড় তালের বাগানকে ঘৃণা করবেন? নিজেকে আবার তরুণ একজন মানুষ বলে মনে হলো তার। সেই মানুষ, যে কিনা মিশরের ফারাও-এর বন্ধু ছিলেন। সেই মানুষ, যে কিনা সারাজীবন রামেসিসের পাশে থেকে সাম্রাজ্যে সুবিচার এবং ন্যায়ের যে চেতনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা খাড়া রাখার স্বপ্ন দেখেছিলেন।

সেই চেতনা এখন সুদূর অতীতের ব্যাপার। এখন একমাত্র জিহোভাই মোজেসকে দিকনির্দেশনা দেবেন।

কেনি এবং অ্যামোসকে ধন্যবাদ যে অন্ধকার থাকতে থাকতেই স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে মোজেস সীমান্তরক্ষীদেরকে ফাঁকি দিয়ে মিশরে ঢুকে পড়তে পেরেছেন। জিপোরাহ যখন ভয় পান, তখন কোনওরকম প্রতিবাদ বা ব্যঙ্গ সুরে কথা বলেন না। মোজেস তার স্বামী। তিনি শপথ করেছেন স্বামীকে মেনে চলবেন এবং স্বামী যেখানেই যান না কেন, তার সাথে যাবেন।

সূর্যোদয়ের সাথে জেগে উঠল প্রকৃতিও। নবীন সেই সূর্যের আলো মোজেসের মধ্যে আশার সঞ্চার করল। এখানে তার বিরুদ্ধে যাদেরকেই লেলিয়ে দেয়া হোক না কেন, খুব ভালোভাবে যুদ্ধ করতে পারবেন তিনি। রামেসিসকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে ইহুদীরা শুধুমাত্র ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটা আলাদা জাতি গঠনের জন্য স্বাধীনতা চাইছে।

পরিবারটা যে গ্রামে থামল সেই গ্রামের রীতি অনুযায়ী তাদেরকে আপ্যায়ন করা হল। মোজেসের কথায় মিশরীয় টান থাকার কারণে কোনও সমস্যা হলো না সেখানে। ধীর কিন্তু নিশ্চিত পদক্ষেপে মোজেস তার স্ত্রী এবং পুত্রকে নিয়ে রাজধানীর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন।

"এই শহরের একটা বড় অংশ আমি নির্মাণ করেছি।" মোজেস বললেন জিপোরাহকে।

"কত বড় শহর! আর কী সুন্দর! আমরা কি এখানে থাকব?"

"কিছুদিনের জন্য।"

"কোথায় থাকব আমরা?"

"জিহোভা যেখানে ব্যবস্থা করবেন।"

গোলকধাঁধার মতো সাজানো কারিগরদের দোকান পেরিয়ে এগোতে লাগলেন তারা। মরুভূমির নিঃসঙ্গতায় অভ্যস্ত জিপোরাহ বিভ্রান্তবোধ করলেন। চারিদিক থেকে চিৎকার এবং কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কাঠমিস্ত্রী, দর্জি, স্যান্ডেল প্রস্তুতকারীরা কাজ করছে কঠোর পরিশ্রমের সাথে। পিঠে মাটির পাত্রে মাংস, শুঁটকি মাছ, পনির নিয়ে সরু রাস্তা ধরে এগিয়ে যাচ্ছে গাধার দল।

পরিবারটি সোজা ইহুদী ইটের কারিগরদের আবাসস্থলের দিকে এগিয়ে গেল।

কোনওকিছুই পরিবর্তন হয়নি তেমন। মোজেস প্রত্যেকটা বাড়ি চিনতে পারলেন, কানে ভেসে এলো পরিচিত আওয়াজ। এসব দেখে-শুনে তার যৌবনের সেই উদ্দাম দিনগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। দেয়ালের একটা ছোট ফোকর দিয়ে তিনি যখন ভিতরে ঢুকলেন। একজন বৃদ্ধ ইট প্রস্তুতকারক তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে তাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল।

"দাঁড়াও। তোমাকে আগে দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। কে তুমি?"

"আমি মোজেস।"

"মোজেস? বিখ্যাত মোজেস। কিন্তু সেটা তো অসম্ভব। যতদূর জানি মোজেস মারা গেছে।"

"আচ্ছা? দেখতেই পাচ্ছ দিব্যি বেঁচে বর্তে আছি।" মুচকি হেসে বললেন মোজেস।

"আপনি যখন এখানে ছিলেন, সবাই আমাদের সাথে ভালো ব্যবহার করত, সুযোগ সুবিধার দিকে খেয়াল রাখত। কিন্তু এখন সবাই নিজের আখের গোছাতে ব্যস্ত। আপনি এগুলো কখনওই সহ্য করতে পারতেন না। চিন্তা করুন, একদিকে সবাই নিজের আখের গোছায় আর অন্যদিকে আমরা অল্প কিছু টাকার জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রম করি।"

"তোমার বাড়িটা তো আছে, নাকি?"

"আমি একটা বড় ভাড়া বাসার আবেদন করেছিলাম কিন্তু কাগজপত্রের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে আটকে আছে। তখন আপনি আমাকে সাহায্য করেছিলেন। মনে আছে আমার।"

"আমি এখনও তোমাকে সাহায্য করব।"

কারিগর সরু চোখে তাকাল। "আপনাকে কি এখনও খুনের দায়ে খোঁজা হচ্ছে?" জানতে চাইল সে।

"হ্যাঁ।"

"আপনি নাকি রামেসিসের বোনের স্বামীকে খুন করেছেন। অন্তত সেরকমটাই বলছে সবাই।"

"ফাঁদে ফেলে টাকা আদায় করা এক মাস্তান ছিল সে।" মোজেস প্রতিবাদ জানালেন। "ওকে আঘাত করার কোনও উদ্দেশ্যই আমার ছিল না। কিন্তু তর্কে জড়িয়ে পড়ার পর ব্যাপারটা আয়ত্বের বাইরে চলে যায়।"

"তারমানে আপনি খুন করেছেন ঠিকই। তবে আপনার পরিস্থিতিটা আমি বুঝতে পারছি।"

"তুমি কি আজ রাতটুকুর জন্য আমার পরিবারকে আশ্রয় দেবে?"

"আমার সাথে আসুন।" বলল সে।

মোজেস, তার স্ত্রী এবং তার সন্তান ঘুমিয়ে যাওয়ার পর, বৃদ্ধ লোকটি বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে অন্ধকারে চোখ সইয়ে নিয়ে বাড়ির সদর দরজার দিকে এগোতে লাগল। সদর দরজা খুলল সে সতর্কতার সাথে। খোলার সময় দরজার ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ রাতের নৈঃশব্দ্যে কানে বাজল বড়। বৃদ্ধ লোকটি নিঃশ্বাস বন্ধ করে দাঁড়িয়ে থাকল কিছুক্ষণ। মোজেস ঘুম থেকে জাগেননি নিশ্চিত হওয়ার পরে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে।

তার অতিথির মাথার দামটা খুব বেশি। সোজা পুলিশের কাছে যাচ্ছে সে। কিন্তু বাইরে বেরিয়ে পা ফেলার আগেই একটা শক্ত হাত তাকে দেয়ালের সাথে চেপে ধরল।

"কোথায় যাচ্ছিস, হারামজাদা?"

"আমার খুব হাঁসফাঁস লাগছিল। মুক্ত বাতাস দরকার আমার।"

"রাখ তোর মুক্ত বাতাস। তুই মোজেসকে ধরিয়ে দিতে যাচ্ছিস।"

"না, না। একদম না।"

"মিথ্যা বললে তোর গলা টিপে দেব একদম।"

"ছেড়ে দাও ওকে।" দরজায় দাঁড়িয়ে আদেশ দিলেন মোজেস। "ও তোমার আমার মতো একজন ইহুদী। আর এতো রাতে আমাকে সাহায্য করতে এসেছ, তোমাকে তো চিনলাম না। কে তুমি?"

"আমার নাম অ্যারন।"

তারুণ্য পার হয়ে গেছে মানুষটার। গলার স্বর গভীর, ভরাট।

"তুমি কীভাবে জানলে আমি এখানে আছি?"

"আপনি কি জানেন না আমরা সবাই আপনার উপরে নজর রেখেছি? এই এলাকায় সবাই চেনে আপনাকে। এখন চলুন মোজেস। মুরুব্বীরা আপনার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য অপেক্ষা করছেন।"

## আট

আমুরুর যুবরাজ বেন্তেশিনা চমৎকার একটা স্বপ্ন দেখছিলেন। স্বপ্নে তিনি দেখছিলেন একজন সুন্দরী নারী তাকে জড়িয়ে ধরেছে। ভুরভুর করে সুগন্ধ আসছে মেয়েটার গা থেকে। সবচেয়ে বড় কথা হলো মেয়েটা জন্মের সময়ের মতো সম্পূর্ণ নগ্ন। চমৎকার স্বপ্নই হওয়ার কথা।

হঠাৎ থেমে গেল মেয়েটা। তারপর ডুবন্ত নৌকার মতো দুলে দুলে দূরে সরে যেতে থাকল। বেন্তেশিনা তার ঘাড় এমনভাবে চেপে ধরলেন যে মেয়েটার উপরেই তার বাঁচা মরা নির্ভর করছে।

"জাহাঁপনা, উঠুন! উঠুন!"

চোখ খুলে গেল বেন্তেশিনার। চোখ খুলে দেখতে পেলেন তিনি আসলে তার প্রধান চাকরের গলা চেপে ধরে আছেন। ভোরের প্রথম আলো ঢুকেছে তার শোবার ঘরে।

"কী হয়েছে? এতো সাত সকালে আমাকে ডাকছ কেন?"

"উঠে পড়ুন জাহাঁপনা। মিনতি করছি আপনার কাছে। উঠে জানালা দিয়ে দেখুন একবার।"

চাকরের কথা শুনে থলথলে শরীর নিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিছানা থেকে উঠে পড়লেন বেন্তেশিনা। গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়ালেন।

সাগরের উপরে কুয়াশার কোনও চিহ্নও নেই। সুন্দর একটা দিন হবে বলে মনে হচ্ছে।

"কী দেখার কথা বলছো?"

"বন্দরের প্রবেশমুখের দিকে তাকান জাহাঁপনা।"

বেন্তেশিনা চোখ পিটপিট করলেন। তিনটি মিশরীয় যুদ্ধজাহাজ বন্দরের প্রবেশমুখে বাধা সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে আছে।

"স্থলপথ?"

"ওটাও বন্ধ করে দিয়েছে। মিশরীয় সেনাবাহিনীর বড় এক দল ঘিরে ফেলেছে আমাদের। শহরটাকে অবরোধ করে ফেলা হয়েছে জাহাঁপনা।"

"আহসার কী অবস্থা এখন?" জিজ্ঞেস করলেন বেন্তেশিনা।

"আপনার আদেশে তাকে অন্ধকূপে নিক্ষেপ করা হয়েছে।" উত্তর দিল চাকর।

"ওকে আমার কাছে নিয়ে এস।"

রামেসিস তার ঘোড়া দুটিকে সবসময় নিজের হাতে খাওয়ান। ঘোড়া দুটিকে 'থিবসের বিজয়' এবং 'মা'ত দেবীর সন্তুষ্টি' নামে ডাকা হয়। যুদ্ধ হোক বা না হোক ঘোড়া দুটি একসাথে থাকে সবসময়। ফারাও-এর আদর উপভোগ করার সময়

হ্রেষারব ছাড়ে তারা। ঘোড়া দুটো নুবিয়ান সিংহ, যে কিনা রামেসিসের সাথে মিলে সহস্র হিট্টি সৈন্যের মুখোমুখি হতে পারে সেই যোদ্ধাকে দেখেও বিন্দুমাত্র ভয় পায় না।

রা বিভাগের সেনাপতি ফারাওকে কুর্ণিশ করলেন।

"জাহাঁপনা, আপনার আদেশমোতাবেক সৈন্য মোতায়েন করে দেয়া হয়েছে। বৈরুত থেকে একজনেরও পালানোর উপায় নেই। আমরা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত।"

"শহরের দিকে যত কাফেলা যাবে, প্রত্যেকটাকে আটকানোর ব্যবস্থা কর।"

"অবরোধ করতে যাচ্ছি আমরা?"

"সম্ভবত। আহসা যদি এখনও বেঁচে থাকে তবে ওকে আমরা উদ্ধার করব।"

"সেটাই আমাদের ভরসা, জাহাঁপনা। কিন্তু জাহাঁপনা, একজনকে বাঁচানোর জন্য এতো কাণ্ড করাটা কি ঠিক হবে?"

"মাঝে মাঝে একজন মানুষের জীবনও অনেক মূল্যবান হয়ে যায়, সেনাপতি।"

রামেসিস সকালের বাকি সময়টুকু তার ঘোড়া এবং সিংহের সাথে কাটালেন। চারপাশ কেমন যেন ঝিম ধরে আছে। সংকেতটা তার অনুকূলেই মনে হল। সূর্য মাথার উপর আসার আগেই তিনি যে খবর আশা করছিলেন সে খবর নিয়ে এল একজন ভৃত্য।

"আমুরুর যুবরাজ আপনার সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছেন, জাহাঁপনা।"

সিল্কের বহুরঙা একটা আলখাল্লা পরে আসলেন বেন্তেশিনা। মুখে মুচকি হাসি। গা থেকে ভুরভুর করে গোলাপের সুবাসযুক্ত আতরের গন্ধ বেরোচ্ছে।

"আলোর পুত্রের জয় হোক। জয়..."

"একজন বিশ্বাসঘাতকের মুখ থেকে স্তুতি শোনার কোনও প্রয়োজন নেই আমার।"

সম্রাটের মুখ থেকে এরকম একটা কথা শুনেও ভাবান্তর হলো না বেন্তেশিনার। "আমাদের সাক্ষাৎটা গঠনমূলক হওয়াটা বাঞ্ছনীয়, জাহাঁপনা।"

"হিট্টিদের কাছে বিক্রি হয়ে গিয়ে তুমি খুব ভুল করেছ, বেন্তেশিনা।"

"এখনও আমার হাতে একটা তুরুপের তাস আছে। তাসটার নাম আহসা।"

"তোমার কী ধারণা? তুমি ওকে অন্ধকূপে ফেলে রেখেছ বলে আমি তোমার শহর আক্রমণ করব না?

"সে ব্যাপারে আমি একদম নিশ্চিত। বন্ধুত্বের দাম দেয়ার ব্যাপারে আপনার সুনাম পুরো পৃথিবী জুড়ে। পাশাপাশি, একজন ফারাও-এর বিশ্বাসঘাতকতা আপনাদের দেবতাদেরকে ক্রুদ্ধ করে তুলবে..."

"আহসা কি এখনও জীবিত?"

"হ্যাঁ।"

"প্রমাণ চাই আমার।"

"আপনার স্বরাষ্ট্রসচিব প্রাসাদের প্রধান মিনারে আসবেন একটু পরেই, জাহাঁপনা। বলতে বাধ্য হচ্ছি, অন্ধকূপে আটকে থাকা আহসাকে দেখে আপনার হয়তো খারাপ লাগতে পারে। যদিও সে ওখানে খুব বেশিদিন নেই, পালানোর চেষ্টা করার পর তাকে ওখানে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।"

"ওর মুক্তির বিনিময়ে কী চাও তুমি?"

"আমি চাই আমি যখন আপনার বন্ধুকে মুক্তি দেব তখন আপনি আমার সব অপরাধ মার্জনা করবেন। আপনি একটা ফরমান জারি করে জানিয়ে দেবেন যে আমার প্রতি আপনার আগের মতোই অগাধ বিশ্বাস আছে। আমি জানি, আমি অনেক বেশি কিছু চেয়ে ফেলছি। কিন্তু জায়গা ধরে রাখতে গেলে এছাড়া আর কোনও উপায় নেই আমার। আরেকটা কথা, আপনি যদি আমাকে বন্দী করার চেষ্টা করেন, মারা যাবে আপনার বন্ধু।"

দীর্ঘসময় চুপ থাকার পর মুখ খুললেন রামেসিস। "ভাবার জন্য সময় দরকার আমার।" শান্ত গলায় বললেন তিনি।

বেন্তেশিনার ভয় একটাই। রামেসিস হয়তো বন্ধুত্বের চেয়ে দেশকে বেশি গুরুত্ব দেবেন। তাই ফারাও-এর দ্বিধা দেখে সে কেঁপে উঠল।

"সেনাপতিদেরকে বোঝানোর জন্য সময় দরকার আমার।" ব্যাখ্যা করলেন রামেসিস। "তোমার কি ধারণা, সুনিশ্চিত বিজয় ছেড়ে একজন অপরাধীকে ক্ষমা করা খুব সহজ একটা কাজ?"

একটু ভালো অনুভব করল বেন্তেশিনা । "অপরাধী তকমাটা কি বেশি বলা হয়ে যাচ্ছে না, জাহাঁপনা? রাজনীতির স্বার্থে অনেকের সাথেই হাত মিলাতে হয়। কিন্তু আমি এখন যেহেতু ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করছি, আগের কথা ভুলে যাওয়াই কি ভালো না? আমার ভবিষ্যৎ আছে মিশরেই এবং আমি আমার আনুগত্য প্রমাণ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। জাহাঁপনা, আমি যদি..."

"এখন কী?" বাধা দিয়ে বলে উঠলেন সম্রাট।

"বৈরুতের জনগণ চায় অবরোধটা তুলে নেয়া হোক। আমি এবং আমার প্রজারা যেভাবে জীবনযাপন করে থাকি তাতে নিয়মিত ভিত্তিতে খাবার এবং মালপত্র বেচা-বিক্রির প্রয়োজন হয়। আপনিও নিশ্চয় চান না যে আপনার বন্ধু আহসা অভুক্ত থাকুক।"

রামেসিস উঠে দাঁড়ালেন। সাক্ষাৎ শেষ হয়ে গেল।

"জাহাঁপনা, জানতে পারি কি, সিদ্ধান্ত নিতে কতদিন লাগতে পারে?"

"কয়েক দিন।"

"জাহাঁপনা, আমি নিশ্চিত যে আমরা এমন একটা চুক্তিতে পৌঁছাতে সক্ষম হব যাতে আমাদের দু'পক্ষই লাভবান হয়।"

সাগর সামনে রেখে ধ্যান করছিলেন রামেসিস। তার পায়ের কাছে কুন্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল তার পোষা সিংহ। সমুদ্রের ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছিল তার সামনে। দক্ষিণ দিক থেকে বয়ে আসছিল প্রবল বাতাস। সম্রাটের ডান হাতের কাছে বসেছিলেন সেটাউ।

"সমুদ্র নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি আমি।" বললেন সেটাউ। "একেতো সাপের সংখ্যা খুব কম, তার উপর অন্য প্রান্তে কী আছে তা দেখাও যায় না।"

"বেন্তেশিনা আমাকে ফাঁদে ফেলে দাবী আদায়ের চেষ্টা করছে, সেটাউ।"

"আপনি আহসা এবং মিশর, এই দুইয়ের মধ্য থেকে কোনটা বেছে নেবেন সে সিদ্ধান্ত আপনি নিতে পারছেন না?"

"আমাকে দায়ী করার কোনও কারণ আছে কি?"

"আমি আপনাকে দায়ী করতে পারতাম যদি আপনার সামনে যে বিকল্পগুলো রয়েছে সেগুলো সহজ হতো। আপনাকে কী করতে হবে তা আমি জানি এবং সত্যি কথা হলো ব্যাপারটা পছন্দ হচ্ছে না আমার।"

"কোনও পরিকল্পনা আছে তোমার?"

"পরিকল্পনা না থাকলে ফারাও চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছেন, এমন সময় আমি তার চিন্তায় বাধা দেব কেন?"

"আহসার জন্য বিপজ্জনক হবে না তো?"

"না। হবে না। কথা দিতে পারি।"

"তোমার পরিকল্পনা কাজ করার সম্ভাবনা কতটুকু?"

"খুব কম।"

বেন্তেশিনার প্রধান ভৃত্য অক্লান্তভাবে প্রভুর হুকুম পালন করে যাচ্ছিল। মদ খেয়ে মাতাল হয়ে গেছেন বেন্তেশিনা। কিন্তু থামার কোনও লক্ষণ তো নেইই, বরং আরও চাইছেন তিনি। প্রাসাদের মদের ভাণ্ডার নিয়মিতভাবে মজুদ করা হয়, কিন্তু বেন্তেশিনার মনোরঞ্জনের জন্য সেগুলো ফুরিয়ে যায় প্রায়ই। একারণে প্রধান ভৃত্য সবসময় চালানের দিকে লক্ষ রাখে।

মিশরীয় বাহিনী যখন বৈরুত অবরোধ করে রেখেছে তখন সে ডেল্টা রেড নামক সমৃদ্ধ মদের প্রায় শ'খানেক বোতল বিশিষ্ট একটা কাফেলা আসার প্রত্যাশা করছে। না এলে রেগে যাবেন তার মালিক।

তাই যখন সে দেখল, প্রাসাদের চত্বরে কলসভর্তি কয়েকটা মালগাড়ি এসে থামল, সে খুশি হয়ে গেল। অবরোধ শেষ পর্যন্ত তুলে নেয়া হয়েছে। তার মালিক নিশ্চয়ই রামেসিসের সাথে দরাদরি করতে সক্ষম হয়েছেন।

ভৃত্য দৌড়ে নেতৃত্বে থাকা মালগাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। উঁচু গলায় ড্রাইভারকে থামতে নির্দেশ দিল সে। চালানের একটা অংশ যাবে মূল ভাঁড়ারে,

একটা অংশ যাবে রান্নাঘরের লাগোয়া খাবার রাখার ঘরে। আরেকটা অংশ যাবে মেহমানদের খাওয়াদাওয়ার জন্য নির্ধারিত জায়গার কাছের এক ঘরে।

গান, হাসি এবং হইচইয়ের সাথে মাল খালাস করা শুরু হল।

"কিছুটা পরখ করে দেখা যাবে কি?" সামনের মালগাড়ির চালককে জিজ্ঞেস করল ভৃত্য। "স্বাদ পরখ করার জন্য।"

"অবশ্যই।"

মাথা নিচু করে মূল ভাঁড়ারে ঢুকল তারা দু'জন। ভৃত্য একটা কলসের পাশে দাঁড়িয়ে মদের স্বাদ পরখ করতে লাগল। হুট করে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে। মাথার পিছনে আঘাত পেয়ে জ্ঞান হারিয়েছে।

প্রধান চালক আসলে রামেসিসের সেনাবাহিনীর একজন কর্মকর্তা। সে সেটাউসহ অন্যান্য যোদ্ধাদের কলস থেকে বের করে আনল। যোদ্ধাদের সবার হাতে হালকা, বাঁকানো পিঠের ছুরি। দরজায় দাঁড়ানো লেবানিজ প্রহরীকে হত্যা করতে বেগ পেতে হলো না। প্রহরী চিন্তাও করেনি যে ভিতর থেকে আক্রমণ আসতে পারে।

যোদ্ধাদের কয়েকজন ছুটে গেল শহরের প্রধান ফটকের দিকে। বাইরে অপেক্ষা করছে রা বিভাগের পদাতিক বাহিনী। এদিকে সেটাউ সোজা চলে গেলেন বেন্তেশিনার ঘরের দিকে। ঘরের বাইরে থাকা রক্ষী দু'জন বাধা দিল সেটাউকে। সেটাউ তার বস্তা থেকে একজোড়া বিকটদর্শন সাপ বের করলেন।

হইচই শুনে বাইরে বেরিয়ে আসলেন বেন্তেশিনা। এসেই পড়লেন সেটাউয়ের সামনে। সেটাউয়ের দুই হাতে দুই বিষধর সাপ দেখে ভয়ে তার জ্ঞান হারানোর মতো অবস্থা হলো।

"আহসাকে ছেড়ে দাও, নাহলে তুমি মারা যাবে।"

বেন্তেশিনাকে দু'বার বলার প্রয়োজন হলো না। তাড়া খাওয়া পশুর মতো আহসা যে ঘরে বন্দী আছে সে ঘরে সেটাউকে নিয়ে গেল সে।

আহসাকে জীবিত এবং সুস্থ দেখে সেটাউ এক মুহূর্তের জন্য নিজেকে বিস্মৃত হলেন। এক হাত ঝুলে পড়ল তার।

বিদ্যুৎগতিতে সাপটা দংশন করল বেন্তেশিনাকে।

## নয়

রাজমাতা টুইয়ার বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। সরু, খাড়া নাক, বাদামী, অন্তর্ভেদী চোখের সাথে দৃঢ় চোয়াল তার চেহারায় একটা আভিজাত্য এনে দিয়েছে। রামেসিস মিশরের রাজা হতে পারেন, কিন্তু মিশরের অভিভাবক এখন-ও পর্যন্ত টুইয়া। রাজতন্ত্রের রীতিনীতির দিকে কঠোর নজর তার। অল্পসংখ্যক কিছু কর্মচারী নিয়ে তিনি সবকিছু তদারক করেন, পরামর্শ দেন, ভুল হলে শুধরে দেন।

সরকারীভাবে তাকে বলা হয় 'ঈশ্বরের মা, যিনি বলশালী ষাঁড় রামেসিসকে জন্ম দিয়েছেন'। কিন্তু সত্যি কথা হল, টুইয়া নিজেকে সেটি'র বিধবা হিসেবে দেখেন। দু'জনে মিলে তারা একটা শক্তিশালী এবং শান্ত দেশ গড়েছিলেন। সেই দেশকে সুখী এবং সমৃদ্ধ রাখার দায়িত্ব তাদের সন্তান রামেসিসের উপরে। পিতার তেজ এবং বিশ্বাস দুটোই পেয়েছেন রামেসিস। জনগণের কল্যাণের চাইতে আর কিছুই তার কাছে বড় না।

মিশরকে বহিরাক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে রামেসিস হিট্টিদের সাথে যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। টুইয়া তার পুত্রের সিদ্ধান্তকে অনুমোদন দিয়েছিলেন, কারণ সে মুহূর্তে আপোষ করলে ক্ষতি বই লাভ হত না। যুদ্ধ ছাড়া আর কোনও বিকল্প ছিল না সেসময়।

কিন্তু অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়েছিলেন রামেসিস। টুইয়া প্রার্থনা করলেন সেটি'র আত্মা যেন তার উত্তরাধিকারীকে রক্ষা করেন। ডান হাতে প্যাপিরাসের হাতল বিশিষ্ট একটি আয়না ধরে আছেন তিনি। প্যাপিরাসের উপরে লেখা হায়ারোগ্লিফ উন্নত স্বাস্থ্যের নির্দেশ করছে। এরকম একটা আয়না যখন কারও সমাধিতে রাখা হবে, তখন যার সমাধি তার চিরযৌবন নিশ্চিত হয়ে যাবে। টুইয়া আয়নাটা আকাশের দিকে ধরলেন এবং আয়নাকে তার ভবিষ্যতের গোপন কথা জিজ্ঞেস করলেন।

"আমি কি কথা বলতে পারি আপনার সঙ্গে?"

রাজমাতা ঘুরলেন ধীরে ধীরে। "নেফারতারি..."

নেফারতারি একটা লম্বা সাদা পোশাক পরে আছেন। সাথে আছে লালরঙা শাল। এই পোশাকে তাকে দেবীর মতো লাগছে।

"নেফারতারি, সোনা, আমার মন বলছে তুমি ভালো কোনও সংবাদ নিয়ে এসেছ।"

"রামেসিস আহসাকে মুক্ত করতে পেরেছেন এবং সেই সাথে আমুরুর দখলও নিয়ে নিয়েছেন। বৈরুত এখন আবার মিশরীয়দের কব্জায়।"

ভদ্রমহিলা দু'জন একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন।

"রামেসিস ফিরবে কখন?"

"আমি জানি না।" খোলাখুলিভাবে স্বীকার করলেন নেফারতারি।

কথা বলতে বলতে টুইয়া তার ড্রেসিংটেবিলের সামনে বসলেন। বসে মুখে একরকম মিশ্রণ লাগাতে লাগলেন। মধু, একরকম খনিজ লবণ, স্বচ্ছ স্ফটিক, গাধার দুধ এবং মেথি দিয়ে তৈরী করা হয়েছে মিশ্রণটা। মিশ্রণটা বলিরেখা দূর করে, মজবুত এবং উজ্জ্বল করে চামড়া।

"তুমি কোনও কিছু নিয়ে চিন্তিত, নেফারতারি?"

"আমি ভয় পাচ্ছি রামেসিস হয়তো আরও উত্তরে অগ্রসর হবেন।"

"কাদেশের কথা বলতে চাইছ?"

"সেখানে হয়তো হিট্টি সম্রাট আরেকটা ফাঁদ পেতে রাখবে ফারাও-এর জন্য। খুব সহজেই বৈরুত দখল করাটা মুওয়াত্তালির পরিকল্পনার একটা অংশও হতে পারে।"

গোত্র-প্রধানরা অ্যারনের মাটির তৈরী প্রশস্ত ঘরে জমায়েত হয়েছেন। মোজেস যে মিশরে ফিরে এসেছেন সে বিষয়ে সকল ইহুদীকে মুখ বন্ধ রাখার শপথ করিয়েছেন তারা। ফারাও-এর পুলিশরা যদি মোজেসের ব্যাপারে জানতে পারে তবে মোজেসের কপালে দুঃখ আছে।

মোজেস এখনও খুব জনপ্রিয়। অনেক ইহুদী আশা করেছিল যে তিনি আবার তাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে সাহায্য করবেন। বয়স্ক ইহুদীরা একজনকে তাদের মুখপাত্র হিসেবে মনোনীত করেছে। তার নাম লিবনি।

"আপনি এখানে কেন ফিরে এসেছেন, মোজেস?" অসন্তুষ্টগলায় জিজ্ঞেস করল লিবনি।

"আমি পাহাড়ের মাথায় একটা জ্বলন্ত ঝোপ দেখলাম। যে ঝোপ কোনও আগুন ছাড়াই পুড়ছিল।"

"আগুন ছাড়া ঝোপ পুড়ছিল? আমার মনে হয় আপনি ভুল দেখেছেন।"

"না, এটা ঈশ্বরের দেখানো একটা চিহ্ন।"

"আপনি কি পাগল হয়ে গেছেন?"

"ঈশ্বর ওই ঝোপ থেকে আমাকে ডেকে কথা বলেছেন আমার সাথে।"

উপস্থিত লোকজনের মাঝে ফিসফিসানি শুরু হল।

"ঈশ্বর? কী বলেছেন তিনি?"

"ঈশ্বর বলেছেন যে তিনি ইসরায়েলের সন্তানদের দাসত্বের কান্না এবং আর্তনাদ শুনতে পেয়েছেন।"

"মোজেস, কী বলছ তুমি! আমাদের যে কাজ করার কথা আমরা সে কাজই করছি। বিনিময়ে টাকাও পাচ্ছি। ব্যাপারটা তো এমন নয় যে যুদ্ধবন্দী হিসেবে এখানে আটকে আছি আমরা।"

"ইহুদীদের নিজেদের ইচ্ছেমত চলার কোনও সুযোগই নেই এখানে।"

"অবশ্যই আছে। ভুল বলছ তুমি।"

"জিহোভা আমাকে বলেছেনঃ সবাইকে মিশরের বাইরে নিয়ে গেলে, তুমি আমার উপাসনা করতে পাহাড়ে আসবে।"

উপস্থিত লোকদের মধ্যে ভয় ছড়িয়ে পড়ল। "মিশরের বাইরে?" চেঁচিয়ে উঠল একজন। "মানে কী এর?"

"মিশরে তার বান্দাদের দুরবস্থা দেখেছেন ঈশ্বর। তিনি আমাদের মুক্ত করে প্রাচুর্যে ভরা এক দেশে নিয়ে যেতে চান।"

লিবনি আর সহ্য করতে পারল না। "আপনি অনেক দিন বাইরে ছিলেন মোজেস। ইহুদীরা এখানে কয়েক প্রজন্ম ধরে বাস করছে। এমনকি আপনিও এখানে জন্মেছেন। মিশরই আমাদের ঘরবাড়ি হয়ে গেছে।"

"আমি গত কয়েক বছর ধরে ভেড়ার রাখাল হিসেব মেদিয়ানে কাটিয়েছি। বিয়ে করেছি। একটা ছেলেও আছে আমার। আমি ভেবেছিলাম মরুভূমিতেই থেকে যাব, কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল অন্যরকম।"

"আপনি আইনের কাছ থেকে লুকিয়ে ছিলেন।"

"এটা ঠিক যে আমি একজন মিশরীয়কে হত্যা করেছিলাম, কিন্তু সে একজন ইহুদীকে আক্রমণ করেছিল।"

"মোজেস যা করেছে তার জন্য আমরা তাকে দোষ দিতে পারি না," বয়স্ক একজন বলল। "এবার আমাদের ওকে রক্ষা করার পালা।"

পরিষদের বাকিরা সম্মতি জানাল।

"আপনি যদি আমাদের মাঝে থাকতে চান," ঘোষণা করার ভঙ্গীতে বলল লিবনি। "আমরা আপনাকে লুকিয়ে রাখতে রাজি আছি। কিন্তু আপনাকে অবশ্যই এই পাগলামি পরিকল্পনা বাদ দিতে হবে।"

"আমি তোমাদেরকে আমার পক্ষে আনতে পারব। এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

"আমাদের মিশর ছেড়ে যাওয়ার কোনও ইচ্ছে নেই।" পরিষদের কনিষ্ঠ সদস্য দৃঢ়ভাবে বলল। "এখানে আমাদের বাড়ি আছে, ঘর আছে। সম্প্রতি ইটের কারিগরদের বেতনও বেড়েছে। কেউ না খেয়ে নেই। এখন কেন সবাই এ জায়গা ছেড়ে অন্য জায়গায় যাবে?"

"কারণ তোমাদেরকে প্রতিশ্রুত ভূমিতে নিয়ে যেতে আদেশ দেয়া হয়েছে আমাকে।"

"আপনি তো নির্বাচিত নেতা নন।" প্রতিবাদ করল লিবনি। "আমরা কী করব সেটা আপনি ঠিক করে দিতে পারেন না।"

"তোমাদেরকে ঈশ্বরের আদেশে কাজ করতে হবে।"

"আপনি কি আমার কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করছেন?"

"আপনাকে অপমান করার কোনও ইচ্ছে আমার নেই, লিবনি। কিন্তু আমি কী করতে চাইছি তা লুকানোর কোনও অধিকার নেই আমার। কোনও মানুষ যদি নিজের ইচ্ছেকে ঈশ্বরের ইচ্ছের চাইতে বেশি শক্তিশালী ভেবে থাকে তাহলে সে দাম্ভিক ছাড়া কিছুই নয়।"

"আপনি যদি সত্যি ঈশ্বরের দূত হয়ে থাকেন, আপনাকে তা প্রমাণ করতে হবে।"

"চিন্তা করো না। প্রচুর প্রমাণ পাবে।"

বালিশে উপুড় হয়ে শুয়েছিলেন আহসা। লোটাস তার পেশীর গিঁটগুলো মালিশ করে দিচ্ছিল। লোটাস এমনিতে চিকন হলেও হাতজোড়া খুব শক্ত।

"আপনার পিঠে কেমন বোধ করছেন এখন?"

"আগের চাইতে ভালো। কিন্তু ব্যথাটা এখনও অসহ্য পর্যায়ে।"

"কিছু করার নেই, সহ্য করে নিতে হবে।" বলে সেটাউ ঢুকল আহসা'র তাঁবুতে।

"আপনার স্ত্রী অসাধারণ।"

"ও যে আমার জিনিস, মনে রেখেছেন দেখে ভালো লাগল।"

"সেটাউ! আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন না..."

"রাজনীতিবিদ মাত্রই মিথ্যাবাদী। আর আপনি সেরা রাজনীতিবিদদের একজন। উঠে পড়ুন। রামেসিস আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছেন।"

আহসা লোটাসের দিকে ফিরে বললেন, "আমাকে সাহায্য করতে পারেন?"

সেটাউ একটানে তুলে ফেললেন আহসাকে। "এইতো একদম ঠিক হয়ে গেছেন। আর কোনও মালিশের দরকার নেই, বন্ধু।"

সেটাউ পরার জন্য পোশাক দিলেন আহসাকে।

"এখন তাড়াতাড়ি চলুন। জানেন তো, রাজা অপেক্ষা করতে একেবারেই পছন্দ করেন না।"

আমুরুর যুবরাজের বদলি লোক হিসেবে অন্য এক লোক নিয়োগ দেয়ার পরে রামেসিস ফিনিশিয়া এবং প্যালেস্টাইনে বেশ কিছু লোক নিয়োগ দিলেন। আমুরুর যুবরাজের বদলি লোক হিসেবে নিয়োগ দিলেন মিশরীয় ভাষা জানা এক লেবানিজকে যে কিনা রামেসিসের প্রতি অনুগত থাকবে। মিশরের সাথে জোট রাখার ব্যাপারে স্থানীয় যুবরাজ, নগরপ্রধান, গ্রামের মোড়লদের সাথে কথা বললেন তিনি; কথা বলে মিশরের সাথে জোট রাখার ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি আদায় করলেন। যদি তারা তাদের কথার খেলাপ করে তাহলে মিশরীয় সেনাবাহিনী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এক মুহূর্তও দেরি করবে না। সবকিছুর পরে, আহসা পর্যবেক্ষণ এবং সে অনুযায়ী প্রতিবেদন দেয়ার একটা ব্যবস্থা চালু করলেন। এর ফলে সেনাবাহিনীর উপর থেকে চাপ কিছুটা হলেও কমবে। গুপ্তচরদের ভালো বেতনেরও ব্যবস্থা করা হল। গুপ্তচর বৃত্তি জিনিসটার উপরে খুব বেশি ভরসা করেন আহসা।

নিচু একটা টেবিলে এলাকার একটা মানচিত্র বিছিয়ে দেখছিলেন রামেসিস। তার সেনাবাহিনীর সব চেষ্টা সফল হয়েছে। মিশর এবং হাত্তির মাঝে কানান, আমুরু এবং দক্ষিণ সিরিয়া মিলে গঠিত হয়েছে এক নিরাপদ অঞ্চলের।

হিট্টিদের সাথে রামেসিসের এটা দ্বিতীয় বিজয়। আরেকটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে, দুই রাজ্যের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সেটা।

সেটাউ এবং আহসা কিছুটা অপরিষ্কার অবস্থায় রামেসিসের তাঁবুতে ঢুকলেন। তাঁবুতে সমবেত হয়েছে সেনাবাহিনীর সকল সেনাপতি এবং কর্মকর্তারা।

"শত্রুপক্ষের সব দুর্গ কি গুঁড়িয়ে দেয়া গেছে?"

"জ্বি, জাহাঁপনা।" রা বিভাগের সেনাপতি বলে উঠল। "শেষ একটা ছিল, শালোমে; গতকাল পতন হয়েছে ওটার।"

"শালোম মানে শান্তি," জানালেন আহসা। "শান্তি প্রতিষ্ঠার যে লক্ষ্য আমাদের ছিল আমরা সেখানে তা করতে পেরেছি।"

"আমাদের কি আরও উত্তরে যাওয়া উচিত," জিজ্ঞেস করলেন ফারাও। "কাদেশ দখল করে হিট্টিদেরকে একটা শিক্ষা দেয়ার জন্য?"

"আপনার মুখের কথাই আমাদের জন্য আদেশ।" বলল সেনাপতি। "ওই বর্বরদের নিকেশ করে আমরা জিততে চাই আবার।"

"ঠিক হবে না সেটা।" বললেন আহসা। "আগের মতই আমরা সামনে বাড়লে হিট্টিরা পিছু হটবে। পিছাতে পিছাতে তারা এমন জায়গায় আমাদের নিয়ে ফেলবে যেখানে ফাঁদ পাতা আছে। তখন একটা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হবে।"

"রামেসিস যদি আমাদেরকে নেতৃত্ব দেন, তাহলে আমরা হারব না।" একগুঁয়েগলায় বলল সেনাপতি।

"আপনি ওই এলাকা চেনেন না," পাল্টাযুক্তি দেখালেন আহসা। "হিট্টিরা উঁচু পাহাড়, পাহাড়ের গভীওে লুকিয়ে থাকা সরু পথ এবং আনাতোলিয়ার জঙ্গলের সুবিধা নেবেই। ফলে কী হবে? আমাদের সৈন্যরা মারা যাবে দলে দলে। এবং তারপরেও আমরা দুর্গের দখল নিতে পারব কিনা তার ঠিক নেই।"

"রাজনীতিবিদদের কাজই হলো সবসময় সাবধান করা। ঠিক আছে। এবার আমরা সতর্ক থাকব।"

"সভা শেষ।" বললেন রামেসিস। "কাল সকালে আমি আমার সিদ্ধান্ত জানাব।"

## দশ

অ্যারনের আতিথেয়তায় মোজেস ইটপ্রস্তুতকারকদের মাঝে বেশ কয়েক সপ্তাহ নিরুপদ্রবেই কাটালেন। তার স্ত্রী এবং পুত্র ঘুরে ঘুরে দেখল মিশরের রাজধানী। ইহুদী সমাজে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর তারা ডেল্টার অধিবাসী, মধ্য-পূর্বের অধিবাসী, ফিলিস্তিনি, নুবিয়ান এবং পাই রামেসিসের অন্যান্য মানুষের সাথে মেশা শুরু করল।

মোজেস নিভৃতে জীবনযাপন করছেন। শুধুমাত্র পরিষদের বয়স্কদের সামনেই দেখা দেন তিনি। প্রথম দেখায় যা বলেছিলেন সেগুলোই তিনি বারবার বলছেন পরিষদের সামনে।

"আপনার আত্মা কি এখনও নির্যাতিত?" জানতে চাইল অ্যারন।

"জ্বলন্ত ঝোপ দেখার পর থেকে আর না।"

"কেউ বিশ্বাস করে না যে আপনি জিহোভার সাথে কথা বলেছেন।"

"একজন মানুষ যখন তার জীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানে, তখন কোনও সন্দেহে আর তার কিছু যায় আসে না। আমি আমার সামনের পথটা দেখতে পাচ্ছি, অ্যারন।"

"কিন্তু এই পথে আপনিই একমাত্র মানুষ, মোজেস!"

"সেরকমটা মনে হচ্ছে এখন। কিন্তু শেষপর্যন্ত মুরুব্বীরাও এ পথে চলে আসবেন।"

"ইহুদীরা এই পাই-রামেসিসে খুব ভালো আছে। আপনি ওই মরুভূমিতে তাদেরকে কী খাওয়াবেন?"

"ঈশ্বর ব্যবস্থা করে দেবেন।"

আপনি একজন জাত নেতা, মোজেস। কিন্তু আপনি ভুল পথে আছেন। আপনাকে একটা পরামর্শ দিই। নামটা বদলিয়ে ফেলুন। দৃষ্টিভঙ্গীও পাল্টে ফেলুন। আপনার এই হাস্যকর চিন্তা বাদ দিন। বাদ দিয়ে নিজেদের লোকের মধ্যে একটা জায়গা করে নিন। ভবিষ্যতে মোড়লও হয়ে যেতে পারেন আমাদের।

"আমার ভাগ্য এখানে আমার জন্য কিছু রাখেনি, অ্যারন।"

"কিন্তু আপনিই তো আপনার ভাগ্যের নিয়ন্তা, তাই না?"

"আর বেশিদিন নয়।"

"জীবনটা কেন এভাবে নষ্ট করছেন?"

অ্যারনের ঘরের দরজায় কেউ জোরে ধাক্কা দিল।

"দরজা খোলো। পুলিশ।"

মোজেস মুচকি হাসলেন। হেসে বললেন, "দেখলে অ্যারন। আমার হাতে কিছু নেই।"

"পালিয়ে যান আপনি।"

"পালানোর আর কোনও উপায় নেই।"

"আমি এদিকটা সামলাচ্ছি। আপনি পালিয়ে যান।"

"না, অ্যারন।"

মোজেস উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে দিলেন, বিস্মিত দৃষ্টিতে সেরামানা তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"গুজবটা তাহলে মিথ্যে না। সত্যিই ফিরে এসেছেন আপনি!" বলল সেরামানা।

"কিছু খেতে চাও? ভিতরে এসো।"

"একজন ইহুদী আপনাকে ধরিয়ে দিয়েছে, মোজেস। ওই ইহুদীর মনে হয়েছিল যে আপনি ফিরে আসাতে হয়তো সে তার কাজটা হারাবে। আসুন আমার সঙ্গে। জেলখানায় নিয়ে যাব আপনাকে।"

"মোজেসের বিচার হলে তা হবে আদালতে।" বাধা দিল অ্যারন।

"তাই হবে।"

"যদি না তুমি আদালতে যাওয়ার আগেই তাকে শেষ করে দাও।"

সেরামানা অ্যারনের জামার কলার চেপে ধরলো। "তুমি আমাকে খুনী বলতে চাইছো?"

"আমার গায়ে হাত দেয়ার কোন অধিকার নেই তোমার!"

হুঁশ ফিরে পেতেই অ্যারনের কলার ছেড়ে দিল সেরামানা। "অবশ্যই অধিকার নেই তোমার গায়ে হাত দেয়ার। কিন্তু তোমারও কি অধিকার আছে আমাকে অপমান করার?"

"মোজেসকে গ্রেফতার করা হলে তার দণ্ড কার্যকর করা হবে।"

"আইন সবার জন্যই সমান। এমনকি ইহুদীদের জন্যও।"

"দৌড়ান, মোজেস। মরুভূমিতে ফিরে যান।" আকুতি ঝরল অ্যারনের কণ্ঠে।

"তুমি জানো, আমি তোমাকে ছাড়া ফিরে যাব না।" বললেন মোজেস।

"ওরা আপনাকে কখনও জেল থেকে ছাড়বে না।"

"ঈশ্বর আমাকে সাহায্য করবেন।"

"এখন চলুন।" অধৈর্যগলায় বলল সেরামানা। "আপনার হাত বাঁধতে চাইছি না। আমাকে বাধ্য করবেন না।"



জানালার ওপাশ থেকে রোদ এসে পড়ছিল কারাগারের মেঝেতে। মোজেস সেই রোদের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। রোদের মধ্যে ধুলো উড়তে দেখা যাচ্ছে।

জ্বলন্ত ঝোপের আলো দিয়ে, জিহোভার পবিত্র পাহাড়ের শক্তি দিয়ে পরিপূর্ণ মোজেস। তার অতীত, তার স্ত্রী, তার পুত্র কোনও কিছু নিয়েই তিনি আর ভাবছেন না। তার মাথায় শুধু আছে প্রস্থান, প্রতিশ্রুত ভূমির জন্য ইহুদী জনগণকে নিয়ে প্রস্থান।

পাই-রামেসিসের প্রধান জেলে যারা বন্দী থাকে তাদের সম্পর্কে দুটো ধারণা করা হয়ে থাকে। হয় খুব শীঘ্রই তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হবে অথবা সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হবে তাদেরকে। জিহোভার উপরে অটল বিশ্বাস সত্ত্বেও তিনি কিছুটা চিন্তিতবোধ করছেন। ঈশ্বর কীভাবে তাকে মুক্ত করবেন এবং তার লক্ষ্যপূরণ করতে সহায়তা করবেন তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

দূরে হইচই শুনে মোজেসের ঝিমুনি কেটে গেল। হইচই বাড়তে বাড়তে কানে তালা লাগার মতো অবস্থা হল। পুরো শহরেই যেন হইচই শুরু হয়ে গেছে।

মহামতি রামেসিস ফিরে এসেছেন।

কয়েকমাসের মধ্যে তার ফিরে আসার কথা ছিল না। কিন্তু তিনি ফিরে এসেছেন, এবং এই মুহূর্তে তাই ঘোড়ায় টানা রথে দাঁড়িয়ে আছেন। রথের ডানপাশ দিয়ে এগোচ্ছে যোদ্ধা। কৌতূহলী চোখে প্রত্যক্ষদর্শীদের দিকে তাকিয়ে আছে সে। নীল মুকুট আর নীলচে পোশাকে দারুণ লাগছে রামেসিসকে।

পদাতিক সৈন্যরা দল বেঁধে শ্লোগান দিচ্ছিল। পতাকাবাহীদের পিছনে কুচকাওয়াজ করে আসছিল সেনাপতি, ঘোড়সওয়ার বাহিনী, পদাতিক বাহিনী, সেনাবাহিনীর লিপিকার, নিম্ন পদস্থ সৈন্যরা। যুদ্ধজয়ের পরে বাড়িতে ফিরে জনসাধারণের উল্লাস দেখে খুবই ভালো লাগল তাদের।

মালীরা সেখমেত এবং তাহ'য়ের মন্দির পর্যন্ত প্রধান সড়ক ফুলেফুলে আচ্ছাদিত করে দিয়েছিল। প্রাসাদের রাঁধুনীরা কাজ করছিল হাত চালিয়ে। হাঁস, গরুর মাংস আগুনে পুড়িয়ে রান্না করছিল তারা। ঝুড়িতে রাখা ছিল প্রচুর মাছ, ফলমূল এবং শাকসবজি। বিয়ার এবং মদের কলস বের করে নিয়ে আসা হয়েছিল ভাঁড়ার থেকে। দ্রুত হাতে কেক বানাচ্ছিল কেক প্রস্তুতকারীর দল।

একদম পিছনের সারিতে কানান, প্যালেস্টাইন, সিরিয়া এবং অন্যান্য এলাকা থেকে আটক হওয়া শতাধিক বন্দী হেঁটে হেঁটে আসছিল। কয়েকজনের হাত পিছ মোড়া করে বাঁধা। তাদের স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি গাধারা পিঠে করে টেনে আনছে। এদের সবাইকেই মন্দির অথবা নির্মাণ কাজে লাগিয়ে দেয়া হবে। একটা নির্দিষ্ট সময় কাজ করার পরে তারা মিশরীয় সমাজের সদস্য হতে পারবে অথবা ইচ্ছে করলে নিজের দেশে ফিরে যেতে পারবে।



শান্তি কি আসলেই স্থায়ী হবে নাকি এটা সাময়িক যুদ্ধবিরতি মাত্র? ফারাও কি সম্পূর্ণভাবে হিট্টিদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে এসেছেন নাকি তিনি আরও শক্তি সঞ্চয় করতে ফিরে এসেছেন? মুওয়াত্তালি নিহত হয়েছেন, কাদেশের পতন হয়েছে এবং হিট্টি রাজধানী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এমন গুজব শোনা যাচ্ছে। কখন রামেসিস এবং নেফারতারি জানালায় দেখা দেবেন এবং জানালা দিয়ে সোনার উপহার বিতরণ করবেন সেই অনুষ্ঠানের জন্য কারও আর তর সইছিল না।

সবাইকে বিস্মিত করে রামেসিস রথ সোজা প্রাসাদের দিকে চালিয়ে নিয়ে গেলেন এবং সেখমেতের মন্দিরের দিকে অগ্রসর হলেন। শুধুমাত্র তিনিই আকাশের এক কোণে জড়ো হওয়া মেঘ দেখতে পেয়েছেন; মেঘটা ক্রমশ বড় এবং কালো হয়ে উঠছে। ভয় পেয়েছে ঘোড়ারা। গর্জন করে উঠল যোদ্ধা।

ঝড় আসছে।

আনন্দের বদলে ভয় দেখা দিল সবার মনে। যদি সেখমেত স্বর্গের ক্রোধের দরজা খুলে দেন, তাহলে কি এটা একটা ইশারা যে যুদ্ধটা এখনও শেষ হয়নি? হয়তো রামেসিসকে আবারও যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরতে হবে?

সৈন্যরা গান থামিয়ে দিল।

সবাই জানে ফারাও নতুন এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছেন। এই বৃষ্টি থেকে, নানারকম রোগবালাই থেকে মিশরকে রক্ষার জন্য সেখমেতকে সন্তুষ্ট রাখা প্রয়োজন।

রামেসিস রথ থেকে নামলেন। নেমে তার ঘোড়া এবং সিংহের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। তারপর প্রার্থনা করতে মন্দিরে ঢুকলেন। মেঘটা বড় হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে ক্রমশ। কালো মেঘের আড়ালে সূর্য হারিয়ে যাচ্ছে।

প্রচন্ড ক্লান্তি সত্ত্বেও ফারাও সিংহমুখী সেখমেত দেবীর উপাসনা করার জন্য মন্দিরে ঢুকলেন। উৎসব উদযাপনের কথা ভুলে গেছেন তিনি। একমাত্র তার উপাসনাতেই দেবীর রাগ প্রশমন হতে পারে।

রামেসিস দরজা খুলে মন্দিরে ঢুকলেন। ঢুকে তার মুকুট খুলে রাখলেন। তারপর বড় হলঘর পার হয়ে ভিতরের দিকে একটা ঘরের দিকে এগোলেন, যে ঘরটি মন্দিরের পবিত্রতম ঘর হিসেবে পরিচিত।

ঠিক তখনই তিনি দেখলেন তাকে। আধো-অন্ধকারেও কেমন উজ্জ্বল লাগছে নেফারতারিকে।

তার লম্বা, সাদা পোশাক সূর্যের মতো চকচক করছিল। উপাসনা করার জন্য যে পরচুলা পরেছেন তার থেকে সুন্দর গন্ধ আসছে। তাকে দেখে যে কারও প্রথম দর্শনে দেবী বলে ভ্রম হতে পারে।

নেফারতারির গলা চড়ল একটু। মধুর মতো মসৃণ গলা। সেখমেত দেবীর উপাসনার প্রয়োজনীয় মন্ত্র পাঠ করছেন তিনি। রামেসিস তার দু'হাত উঁচু করলেন, তালু ছাদের দিকে। সিংহমাথার দেবীর দিকে এগিয়ে গিয়ে মন্দিরের দেয়ালে লেখা মন্ত্র পাঠ করতে শুরু করলেন।

মন্ত্র পাঠ শেষ হলে, রাণী নেফারতারি রামেসিসের মাথায় নিম্ন মিশরের লাল মুকুট পরিয়ে দিলেন। লাল মুকুট দেয়ার পর দিলেন উচ্চ মিশরের সাদা মুকুট, তারপরে দিলেন হাতে ক্ষমতার রাজদণ্ড।

দুই মুকুট পরার পর, হাতে রাজদণ্ড নিয়ে সেখমেতের মূর্তিকে কুর্ণিশ করলেন রামেসিস।

রামেসিস এবং নেফারতারি যখন সেখমেতের মন্দির থেকে বের হয়ে আসছেন তখন সূর্যালোকে ভরে গেছে নীলকান্তমণির শহর। ঝড়ের কোন নামনিশানাও নেই।

## এগারো

অনুষ্ঠান শেষে রামেসিস হোমারের সাথে দেখা করতে গেলেন। গ্রীক কবি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে তিনি মিশরেই তার শেষ দিনগুলো কাটাবেন, নিরিবিলিতে তার মহাকাব্যটা লিখবেন। তার বাড়ি রাজপ্রাসাদের কাছেই। বাড়ির সামনে বড় এবং সুন্দর একটা বাগান। বাগানের মধ্যমণি একটা লেবু গাছ। হোমারের চোখের অবস্থা খুব খারাপ। প্রায় অন্ধ হয়ে গেছেন তিনি। যেটুকু দৃষ্টিশক্তি আছে তা দিয়ে দিনের একটা বড় অংশ প্রাণভরে লেবু গাছটিকে দেখেন এবং শনের মতো সাদা দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে কাব্য রচনা করেন। রামেসিস যখন আসলেন, তখন শামুকের খোল দিয়ে বানানো এক পাইপের সাহায্যে ধূমপান করছিলেন তিনি।

রামেসিসের আসার শব্দ পেয়ে লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন হোমার।

"হোমার, উঠতে হবে না আপনাকে।"

"মিশরের ফারাও এসেছেন আর আমি তাকে অভ্যর্থনা জানাব না, তাই কি হয় নাকি?"

তারা দু'জন বাগানের চেয়ারে বসলেন।

"আমার রচিত এই অংশটুকু শুনে আপনার কাছে কী কোনও অর্থ বহন করে, জাহাঁপনা? *'যুদ্ধ করো অথবা পিছু হটো, ফলাফল অভিন্ন। কাপুরুষ এবং বীরের সম্মান একই। আমি যে এতো বিপদ মোকাবেলা করেছি, এতো যুদ্ধে নিজের জীবন বিপন্ন করেছি তা কি অর্থহীন নয়?'*"

"না, হোমার। কোনও অর্থ বহন করে না।"

"তাহলে আপনি আবার বিজয়ী হিসেবেই ফিরেছেন।"

"হিট্টিরা পিছু হটেছে। মিশরের আক্রান্ত হওয়ার ভয় নেই আর।"

"বিজয়টা উদযাপন করা যাক, জাহাঁপনা। আমার কাছে দারুণ মদ আছে।"

হোমারের রাঁধুনী সরু গলার একটা কলস দিয়ে গেল। বিশেষ মদের সাথে সমুদ্রের পানি মিশিয়ে বানানো। প্রায় তিন বছরের পুরোনো জিনিসটা।

"কাদেশের যুদ্ধ নিয়ে আমার লেখা শেষ।" বললেন হোমার। "আপনার সহকারী আহমেনি আমার কাছ থেকে নিয়ে ভাস্করদেরকে দিয়ে দিয়েছে।"

"প্রচারের জন্য মন্দিরের দেয়ালে লেখা থাকবে এগুলো। বিশৃঙ্খলার সময় কাজে দেবে।"

"জাহাঁপনা, এই যুদ্ধ আসলে কখনও শেষ হবে না।" মন্তব্য করলেন হোমার।

"এ কারণেই ফারাওরা আইনের শাসন চালু করেছিলেন। এই আইন মা'তের আইন থেকে তৈরী।"

"তাহলে সর্বশক্তি দিয়ে হলেও এটা জারি রাখুন। আপনার দেশে অনেকদিন থাকার কথা ভাবছি।" বললেন হোমার।

সাদা-কালো বিড়াল হেক্টও, লাফ দিয়ে হোমারের কোলে এসে বসল এবং নখ বের করে তার কাপড় আঁচড়াতে লাগল। "পাই-রামেসিস হিট্টিদের রাজধানী থেকে অনেক দূরে বুঝতে পারছি, কিন্তু কোনওরকম ক্ষতি হবে না এতোটা দূরে কি?"

"সেটা নিশ্চিত করার জন্য এই দেহে যতদিন প্রাণ আছে, ততদিন আমি চেষ্টা করে যাব।"

"বুঝতে পেরেছি। কিন্তু আর কতবার আপনি যুদ্ধে যাবেন, জাহাঁপনা?"

হোমারের বাড়ি থেকে বের হয়ে এসে রামেসিস দেখলেন আহমেনি তার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। অন্যসময়ের চাইতে চিকন এবং ফ্যাকাশে দেখাচ্ছিল তাকে। প্রায় চুলহীন মাথার পিছনে লেগে আছে একটি খড়।

"জাহাঁপনা, আপনার সাথে খুব জরুরী একটি ব্যাপার আলাপ করার ছিল।"

"আমি যখন এখানে ছিলাম না তখনকার কোনও সমস্যা?" জিজ্ঞেস করলেন রামেসিস।

"না, সেরকম কিছু না।"

"আমার পরিবারের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলে নিই?"

"নিয়মানুযায়ী অনুযায়ী সামনে আরও কিছু অনুষ্ঠান আছে। আমি আপনাকে জোরাজুরি করছি না, কিন্তু জাহাঁপনা আমি খুব জরুরী কিছু কথা আপনাকে জানাতে চাই।" আহমেনির গলা খাদে নেমে গেল। "ও ফিরে এসেছে।"

"তুমি বলতে চাইছ..." কথা শেষ করলেন না রামেসিস।

"হ্যাঁ, মোজেস।"

"এই পাই-রামেসিসে?" বিস্ময়বোধ করলেন ফারাও।

"হ্যাঁ। সেরামানা গ্রেফতার করেছে ওকে।"

"সেরামানা ওকে গ্রেফতার করেছে?"

"ওকে গ্রেফতার করার জন্য সেরামানাকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। মোজেসকে স্বাধীন মতো ঘুরতে দিলে সেটা অন্যায় হতো।" বললেন আহমেনি।

"তুমি ওকে কারাগারে পাঠিয়েছ?"

"হ্যাঁ। পাঠাতেই হতো। আর কোনও উপায় ছিল না।"

"এক্ষুণি ওকে নিয়ে এসো আমার কাছে।" আদেশ দিলেন রামেসিস।

"অসম্ভব, জাহাঁপনা। ফারাও কোনও অপরাধ সংক্রান্ত ঘটনায় নাক গলাতে পারবেন না। এমনকি তার কোনও বন্ধুও যদি অপরাধে জড়িত থাকে, তাও না।"

"কিন্তু আমাদের হাতে ওর নির্দোষিতার প্রমাণ আছে।"

"আইনকে তার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় চলতে দেয়া আবশ্যক। ফারাও নিজেই যদি মা'ত এবং বিচারকে শ্রদ্ধা না করেন তাহলে দেশটার পতন অবশ্যম্ভাবী।" জোরগলায় বললেন আহমেনি।

"তুমি আসলেই একজন সত্যিকারের বন্ধু, আহমেনি।"

বালক খা পাণ্ডুলিপি দেখে একটা লেখা লিখছিল।

প্রাচীন যুগের লিপিকাররা তাদের কাজের মধ্য থেকেই তাদের উত্তরাধিকারী খুঁজে নিত। লেখার প্রস্তরখণ্ড হতো তাদের পুত্র, তাদের পুস্তক হতো তাদের পিরামিড, বাঁশের তৈরী কলম হতো তাদের সন্তান, হায়ারোগ্লিফ লেখা পাথর হতো তাদের স্ত্রী। বছরের পর বছর চলে যেত, নীলনদ দিয়ে গড়াত অনেক জল কিন্তু লিপিকারদের কর্মেই তাদের নাম অক্ষয় হয়ে থাকত। একজন লিপিকার মনের মধ্যে এই চিন্তাটা গেঁথে নিত–একটা নিরেট দেয়ালের চাইতেও শক্তিশালী হলো একটি বই। যখন তুমি কোন বিপদে পড়বে তখন এটি তোমার মন্দির হিসেবে কাজ করবে। তোমার বইয়ের মাধ্যমেই লোকের মুখে মুখে ফিরবে তোমার নাম। বই যে ভালো গঠনের বাড়ি থেকে অনেক টেকসই তা প্রমাণিত হবে।

খা অবশ্য এই কথার সাথে সম্পূর্ণ একমত না। হ্যাঁ, এটা ঠিক যে লেখা অনেকদিন টিকে থাকে। কিন্তু সমাধি এবং মন্দির নির্মাণ করতেও তো দক্ষ নির্মাণশিল্পীর দরকার হয়। এই অনুচ্ছেদের লেখক তার নিজের পেশাকে মহিমান্বিত করার চেষ্টা করেছেন। খা সিদ্ধান্ত নিল যে ও একজন লিপিকার এবং নির্মাণশিল্পী দুইই হবে, কোনও নির্দিষ্ট একটা দিকে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখবে না ও।

যেদিন তার বাবা তাকে এক গোখরোর ছদ্মবেশে মৃত্যুর মোকাবেলা করতে বাধ্য করেছিলেন, সেদিন থেকে খা পরিপক্ক হয়ে উঠেছে। বাচ্চাদের খেলাধুলা একেবারে ছেড়ে দিয়েছে সে। খেলনা দিয়ে খেলার চাইতে প্যাপিরাস খন্ডের গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতেই তার বেশি ভালো লাগে। খা'র ইচ্ছা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে মিশরের বিশালাকৃতির ভবন নির্মাণের কৌশল এবং এর পিছনের গুপ্তবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করবে।

"আমি কি যুবরাজের সাথে কথা বলতে পারি কিছুক্ষণ?" জিজ্ঞেস করল মেবা।

মুখ তুলে তাকাল না খা।

"খুব প্রয়োজন হলে বলুন।"

যুবরাজের সাথে কিছুক্ষণ স্বাভাবিকভাবে কথা বলল মেবা। মেবার অহংকার আর পার্থিব বিষয়ের প্রতি লোভ দেখে তাকে অপছন্দ হলো খা'র। তবে একইসাথে সাহিত্য এবং সংস্কৃতি বিষয়ে তার জ্ঞান দেখে প্রশংসাও করল মনে মনে।

"কাজ করছেন, যুবরাজ?"

"সময় কাটানোর জন্য এর চেয়ে ভালো উপায় আর কী হতে পারে?" জবাব দিল খা।

"আপনার মতো বয়সের একজনের কাছ থেকে এ ধরণের কথা শুনে বিস্ময়বোধ করছি! তবে আমি আপনার সাথে একমত। কারণ একজন লিপিকার এবং রাজপুত্র হিসেবে আপনি অনেককে অনেকরকম নির্দেশ দেবেন। আপনাকে কখনও শারীরিক পরিশ্রম করতে হবে না। দুর্দান্ত সব ঘোড়াসমৃদ্ধ একটি আস্তাবলবিশিষ্ট বাড়িতে

থাকবেন। প্রত্যেকদিন নিত্যনতুন, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পোশাকগুলি পরবেন আপনি। একটা আরামদায়ক চেয়ার থাকবে আপনার জন্য। দু'চোখে ভালোবাসা নিয়ে আপনার পিতা আপনাকে দেখবেন।" খা'র সাথে ভাব জমানোর চেষ্টা করল মেবা।

"উঁচুতলার প্রচুর মানুষ আছে যারা এভাবে জীবনযাপন করে, মেবা। কিন্তু আমি এরকম হতে চাই না। আমি হতে চাই এমন একজন যে কিনা প্রচুর জ্ঞানসমৃদ্ধ বই পড়ে তার অর্থ বুঝতে পারে, বিশেষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রার্থনাসঙ্গীত লিখতে পারে, এমনকি মিছিলে অর্ঘ্যও দিতে পারে।" খা'র সরাসরি জবাব।

"একজন যুবরাজ হিসেবে আপনার আরও বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষা, যেমন–সরকারের উঁচু পদে বসার লক্ষ্য থাকা উচিত নয় কি?" প্রশ্ন করল মেবা।

"আমার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই তা বলছি না, মেবা। তবে আমাকে কঠিন পরিশ্রম করতে হবে।"

বারো বছরের বালকের কথা শুনে মেবা হকচকিয়ে গেল। মনে হচ্ছে সে অভিজ্ঞ কোনও মানুষের সাথে কথা বলছে যে প্রচন্ড আত্মবিশ্বাসী এবং চাটুকারিতা করে যাকে ভোলানো যাবে না।

"কাজ ছাড়াও জীবনে অনেক কিছু আছে।"

"কিন্তু আমি যদি আমার মতো করে জীবনটা কাটাতে চাই, তাতে কোনও সমস্যা আছে কি?" পাল্টা প্রশ্ন করল খা।

"না, একেবারেই না।"

আপনি তো গুরুত্বপূর্ণ একটা পদে আছেন। এই পদে থেকেও মৌজ করার সময় হয় আপনার?"

মেবা খা'র এই সরাসরি প্রশ্ন এড়িয়ে গেল।

"মিশরের আন্তর্জাতিক কূটনীতির ব্যাপারে বিশেষজ্ঞের মতামত দরকার। সেসব নিয়ে বেশ ব্যস্ত আছি ইদানীং।" বলল মেবা।

"সিদ্ধান্ত তো আমার পিতাই নেন, তাই না?"

"সে তো বটেই। কিন্তু আমি এবং আমার কর্মচারীরা তাকে সাহায্য করি।"

"আমি জানতে ইচ্ছুক আপনি আসলে ঠিক কী কাজ করেন।" বলল খা।

"ব্যাখ্যা করাটা একটু কঠিন। আমি..."

"বলুন। বোঝার চেষ্টা করব আমি।" মেবার কথায় বাধা দিয়ে বলল খা।

ব্যস্ত ভঙ্গীতে ঘরে ঢুকল মেরিতামন। ওকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল মেবা। "আপনি কি আমার বড় ভাইয়ের সাথে খেলছেন?" জানতে চাইল সে।

"না। আমি ওকে একটা উপহার দিতে এসেছি।"

খা কৌতূহলীদৃষ্টিতে মুখ তুলে তাকাল। "কী উপহার, মেবা?"

"তুলির একটা সেট, যুবরাজ।"

মেবা খাড়া, সোনালী একটা বাক্স বের করল। বাক্সের ভিতরে রাখা আছে বিভিন্ন আকৃতির বেশ কিছু তুলি।

"ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ।" উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেল যুবরাজ খা'র কণ্ঠে। আগের যে তুলিটা ব্যবহার করছিল সেটা নামিয়ে রাখল একপাশে।

"আমিও দেখতে চাই।" বলল মেরিতামন।

"দেখ, কিন্তু সাবধানে।" গম্ভীরভাবে বলল খা।

"তুলি দিয়ে লিখতে চাই।"

খা তার বোনকে এক টুকরো প্যাপিরাস আর একটা নতুন তুলি দিল। তুলিটা কালিতে ডুবিয়ে প্যাপিরাসের উপরে হায়ারোগ্লিফ লিখতে লাগল মেরিতামন।

দু'ভাইবোন ব্যস্ত হয়ে পড়লে মেবাকে ভুলে গেল তারা। মেবা এসময়টার জন্যই অপেক্ষা করছিল।

সে খা'র পুরাতন তুলিটা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

## বারো

সারারাত ধরে ইসেট রামেসিসের সাথে কাটানো প্রথম গ্রীষ্মের স্বপ্ন দেখছিল। মেমফিসের প্রান্তে, খড়ের গাদায় কাটানো বুনো সেই সব রাত। ভবিষ্যতের কী ঘটবে তা না ভেবে গোপনে দেখা করত তারা।

মিশরের রাণী হবার ইচ্ছে কোনওকালেই ছিল না ইসেটের। রানির দায়িত্বের চাপ তাকে পিষে ফেলত। একমাত্র নেফারতারিই যোগ্য ছিল এই পদের। কিন্তু ইসেট কীভাবে রামেসিসকে ভুলে যাবে, ভুলে যাবে তার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলা ভালোবাসার আগুনকে? যখন রামেসিস যুদ্ধে রওনা হন, দুশ্চিন্তায় ভুগতে থাকে ইসেট। নাওয়াখাওয়া ভুলে যায়, নিজের দিকে কোনও খেয়ালই থাকে না তার।

রামেসিস ফিরে আসলেই আবার ঠিক হয়ে যায় সে। এখন যেমন হচ্ছে। ইসেট দাঁড়িয়ে আছে রামেসিসের কার্যালয়ের সামনে। হলওয়ে ধরে রামেসিসকে আসতে দেখা গেল। ফারাওকে দেখে নিজেকে দুর্বল লাগল ইসেটের। একবার মনে হলো দৌড়ে পালিয়ে যায়। সে রামেসিসের উপর থেকে চোখ সরাতে পারল না, ঈশ্বরের মতো তার ক্ষমতা আর উপস্থিতি।

"তুমি এখানে কী করছ, ইসেট?"

"আমি জানতে এসেছিলাম...আপনি আমাদের নবজাতক পুত্রকে দেখেছেন কি?"

"ধাত্রী দেখিয়ে নিয়ে গেছে। সুন্দর বাচ্চা, আমাদের মেরেনতাহ।" বললেন রামেসিস।

"আমি খা'র মতোই ভালোবাসব ওকে।"

"আমি জানি।" মৃদু হেসে বললেন রামেসিস।

"আপনার কি আরও সন্তান নেয়ার ইচ্ছে আছে, রামেসিস?"

"আমি ইতিমধ্যেই আমার রাজকীয় শিশু নির্বাচন করে ফেলেছি।"

"আমাকে বলুন আপনি কী করবেন... আমার শরীর, আত্মা সবকিছুই আপনার।"

"ভুল বলছ, ইসেট। অনেক আগে তুমিই আমাকে শিখিয়েছিলে যে একজন মানুষ কখনও অন্য একজন মানুষের জন্য অস্তিত্ব বিলিয়ে দেয় না।"

"কিন্তু আমি আপনার, মা পাখি যেভাবে তার ছানাকে আগলে রাখে, আপনিও সেভাবে আমাকে আগলে রেখেছেন। আপনার নিরাপত্তার উষ্ণতা ছাড়া আমি কোনওভাবেই টিকে থাকতে পারব না।" আকুতি ঝরল ইসেটের কণ্ঠে।

"আমি নেফারতারিকে ভালোবাসি, ইসেট।"

"নেফারতারি একজন রাণী; আমি একজন সাধারণ মেয়ে। আপনি কি আমাকে অন্যরকমভাবে ভালোবাসতে পারেন না?"

এই কথার জবাবে কিছু বললেন না রামেসিস।

"আপনি কি আমাকে এই প্রাসাদে থাকতে দেবেন?"

ইসেটের কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে এল। রামেসিসের উত্তরের উপরেই নির্ভর করছে তার ভবিষ্যৎ।

"খা, মেরেনতাহ এবং আমার কন্যা মেরিতামনকে গড়ে তোলার জন্য হলেও তুমি এখানে থাকবে।"

সেরামানার মার্সেনারির দলে ছিল একজন ক্রেটান। বর্তমানে তার কাজ-মধ্য মিশরের পরিত্যক্ত রাজধানী আখেনাতনের আশেপাশের বসতিতে তদন্ত করা। সেরামানার মতো সে-ও একজন সাবেক জলদস্যু। সমুদ্রের কথা মনে পড়লেই সে ছোট নৌকায় করে নীলনদ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে। নীলকে পরাজিত করার চেষ্টা করে সে। আর করবে নাই বা কেন? নীলের যে স্রোত, স্রোতের নিচে জেগে থাকা ডুবোচর আর চর থেকে ভেসে আসা জলহস্তীর হাঁক তাকে রীতিমত যুদ্ধের অনুভূতি যোগায়।

খুন হওয়া মহিলার ছবি ইতিমধ্যেই অনেককে দেখিয়েছে ও। লাভ হয়নি খুব একটা। সত্যি কথা বলতে ও আসলে অন্ধের মতো অনুভূতির বশে এগোচ্ছে। কারণ ধারণা করা হচ্ছে খুন হওয়া মহিলাটি খুব সম্ভবত পাই-রামেসিস অথবা মেমফিসের। সেরামানা নতুন কোনও প্রমাণের আশায় প্রত্যেক প্রদেশে নিজের লোক পাঠিয়েছিল; প্রমাণ আনতে পারলে মোটা অঙ্কের বখশিশ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিল সেরামানা। কিন্তু ক্রেটানের ভাগ্য প্রসন্ন হয়নি; প্রমাণ যোগাড় করতে পারেনি সে। তাই বখশিশও তার ভাগ্যে নেই। তবে বখশিশ না পেলেও সে একদিক দিয়ে খুশি। এই সুযোগে ছুটি কাটানো গেল কয়েকদিন।

টেবিলে বসে মদ খাচ্ছিল ক্রেটান। পরিচারিকা বিয়ার পরিবেশন করছিল সবাইকে। খদ্দেরের সস্তা রসিকতায় হেসে গড়িয়ে পড়ছিল সে। ক্রেটান একটা সুযোগ নেবে বলে ঠিক করল।

"ওহে সুন্দরী।" বলে সে পরিচারিকার হাতা ধরে টানল।

"আচ্ছা। তুমি কে শুনি?"

"আসল পুরুষ।"

"ও কথা সবাই বলে।" বলে মদির একটা হাসি দিল পরিচারিকা।

"আমি প্রমাণ করে দিতে পারি।"

"কীভাবে প্রমাণ দিতে পার তা অনুমান করতে পারছি।" আবার মদির হাসি।

"অনুমান করতে পারবে না। বাজি ধরতে পারি।"

"পুরুষরা শুধু কথাই বলতে পারে।"

"কেউ কেউ কাজেও দেখাতে পারে।"

পরিচারিকা নিজের ঠোঁটের উপরে আঙুল বোলাল। "যা বলছ ভেবে বলো কিন্তু। কাজ দেখাতে বললে আবার বেঁকে বসো না যেন।"

"বেঁকে বসার প্রশ্নই আসে না।"

"এখন সেরকমটা মনে হচ্ছে তোমার।"

"আমার কাজ দেখতে চাও?"

"আচ্ছা। আমাকে কোন ধরণের মেয়ে বলে মনে করছ তুমি?"

"সুন্দরী মেয়ে। যার দিকে হাত বাড়ালে সে কিছু মনে করবে না।"

"কোত্থেকে এসেছ তুমি?" জিজ্ঞেস করল বারমেইড। গলাটা কেমন যেন কর্কশ শোনাল তার।

"ক্রিট দ্বীপ থেকে।"

তারা মাঝরাতের দিকে একটা গোলাঘরে দেখা করার সিদ্ধান্ত নিল। দেখা করার পর আর 'দেরি' করল না তারা। বেশ কয়েকবার সঙ্গমের পর তারা খড়ের গাদার উপরে পাশাপাশি শুয়ে পড়ল।

"তোমাকে দেখে আমার একজনের কথা মনে পড়ছে।" বলল ক্রেটান। "আমি এক মেয়েকে খুঁজছি। তোমার চেহারা দেখে আমার বারবার তার কথা মনে পড়ছে।"

"কোন মেয়ে?"

ক্রেটান সোনালীচুলের সেই নারীর ছবি দেখাল।

"আমি তো একে আগে দেখেছি।" বলল পরিচারিকা।

"সে কি আশেপাশেই থাকত?"

"মরুভূমির কাছাকাছি একটা ছোট গ্রামে থাকত সে। আমি তাকে বেশ অনেকবার বাজারে দেখছি। সেও মাসখানেক আগের কথা।"

"নাম কী ছিল ওর?"

"জানি না। কখনও কথা বলিনি ওর সাথে।"

"একা থাকত?"

"না। একজন বুড়ো লোককে দেখেছিলাম ওর সাথে। যতদূর শুনেছিলাম লোকটা নাকি জাদুকর। এখনও সে আখেনাতনের মতবাদে বিশ্বাস করে। তাই সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেছে।"

গ্রামটা অন্যান্য গ্রামের মতো না। কেমন যেন জীর্ণ, দীনহীন। রঙচটা, ভেঙে পড়া ঘরবাড়ি, আগাছার কারণে জঙ্গল হয়ে যাওয়া বাগান, কে ই বা থাকতে চাইবে এরকম জায়গায়?

গ্রামের প্রধান রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগল ক্রেটান। রাস্তায় পড়ে থাকা আবর্জনা খাচ্ছে ছাগলের পাল।

কাঠের কপাট উঠে গেল। বাইরে বেরিয়ে এল একটা বাচ্চা মেয়ে। হাতে কাপড়ের তৈরী একটা পুতুল। ক্রেটানকে দেখে ঘুরে পালাতে গেল সে। তার আগেই বাচ্চাটাকে ধরে ফেলল ক্রেটান।



"জাদুকর কোথায় থাকে?"

বাচ্চাটা নিজেকে ছাড়ানোর জন্য মোচড়ামুচড়ি করতে লাগল।

"বলো, নাহলে আমি কিন্তু তোমার পুতুল নিয়ে নেব।"

বাচ্চাটা দূরে একটা বাড়ির দিকে আঙুল তুলে দেখাল। বাড়িটা খুবই জীর্ণ, দরজা বন্ধ, জানালা আড়াআড়িভাবে তক্তা দিয়ে বন্ধ করা। বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিয়ে এগোতে লাগল ক্রেটান। বাড়ির সামনে গিয়ে কাঁধের ধাক্কায় দরজা ভেঙে ফেলল সে।

বাড়িতে ঘর একটাই। বর্গাকৃতির ঘর। ঘরের মেঝেতে রাজ্যের ময়লা। সেই মেঝেয় খেজুর পাতার বিছানায় একজন বৃদ্ধ মানুষ শুয়ে আছে। অসুস্থ, মৃত্যু সমাগত।

"পুলিশ," বলল ক্রেটান। "চিন্তা করবেন না, আমি আপনাকে আঘাত করব না।"

"কী চান আপনি?" গোঙানি বেরোলো বৃদ্ধের মুখ দিয়ে।

"আপনার সাথের তরুণী মেয়েটা সম্পর্কে জানতে চাই।" ছবি দেখিয়ে বলল ক্রেটান।

"লিটা...আমার ছোট লিটা। ভেবেছিল, ও আখেনাতনের বংশধর। ওই মানুষটা ওকে নিয়ে গেছে।"

"কোন মানুষটা?"

"একজন আগন্তুক...একজন বিদেশী জাদুকর যে লিটার আত্মা চুরি করেছিল।"

"নাম কী তার?"

"সে আবার ফিরে এসেছে এখানে। ফিরে এসে সমাধির মধ্যে লুকিয়ে আছে। হ্যাঁ, সমাধির মধ্যে। আমি নিশ্চিত।" দুর্বলকণ্ঠে বলল লোকটা।

মাথা একপাশে গড়িয়ে পড়ল তার। এখনও শ্বাস চলছে, কিন্তু আর কথা বলতে পারবে বলে মনে হলো না ক্রেটানের।

ভয় পেয়েছে ক্রেটান।

পরিত্যক্ত অন্ধকার সমাধিগুলোকে নরকের প্রবেশপথের চাইতে ভালো কিছু মনে হচ্ছে না। মনে হলো, পিশাচ ছাড়া এখানে আর কেউ আশ্রয় নিতে পাওে না। বৃদ্ধ মানুষটা মিথ্যাও বলে থাকতে পারে, কিন্তু সত্যি না মিথ্যা তা বের করার দায়িত্ব ক্রেটানের। ভাগ্য যদি একটু ভালো হয় তাহলে সে হয়তো লিটার খুনীকে ধরে পাই-রামেসিসে নিয়ে যেতে পারবে। সেক্ষেত্রে বখশিশটা তার হাতেই উঠবে।

কিন্তু সমাধির এই অবস্থা দেখে তার অস্বস্তি লাগছে। খোলা জায়গায় যুদ্ধ করে অভ্যস্ত সে, জলদস্যুরা যা করে আরকি! কিন্তু এই সমাধি দেখে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে তার। তারপরেও সে আগে বাড়ল।

খাড়া ঢাল বেয়ে উঠতে লাগল সে। উঠে এসে প্রথম সমাধিতে ঢুকল। সমাধির ছাদ অনেক উপরে, দেয়ালে ঝোলানো চিত্রকর্ম সাক্ষ্য দিচ্ছে আখেনাতন এবং তার স্ত্রী নেফারতিতির সময়ের। সে ধীরে ধীরে পিছিয়ে গেল। কিন্তু কোনও মমি কিংবা মানুষের উপস্থিতি চোখে পড়ল না তার। কোনও পিশাচও লাফিয়ে পড়ল না তার ঘাড়ে।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে দ্বিতীয় সমাধিতে ঢুকল ক্রেটান। আগেরটার সাথে কোনও পার্থক্য নেই। সময়ের স্রোতে ঝুরঝুরে হয়ে গেছে পাথর। হুটোপুটি শোনা গেল বাদুড়ের। ক্রেটানের পায়ের শব্দে জেগে উঠেছে তারা।

বৃদ্ধ লোকটি ঘোরের মধ্যে প্রলাপ বকেছে বোধহয়। তারপরেও ক্রেটান বেরিয়ে যাওয়ার আগে আরও দুই-তিনটি সমাধিতে তল্লাশী চালানোর সিদ্ধান্ত নিল।

এখানে কোনওরকম সমস্যা নেই বলেই তো মনে হচ্ছে। সবই তো ঠিকঠাক আছে দেখা যাচ্ছে।

এগোতে লাগল সে। শেষ সমাধিটা আতনের প্রধান পুরোহিত মেরির-এর সমাধি। সমাধির গায়ে খোদাই করা ভাস্কর্যগুলো একদম নিখুঁত। দেখে মনে মনে প্রশংসা করল ক্রেটান।

তার পিছনে পদশব্দ শোনা গেল।

ক্রেটান ঘুরে দাঁড়ানোর আগেই তার গলা কেটে দিল জাদুকর ওফির।

## তেরো

মেবা তার চোখ বন্ধ করল। আবার যখন খুলল, তখন ক্রেটানের মৃতদেহ মাটিতে পড়ে আছে।

"এটা আপনার করা উচিত হয়নি ওফির। এটা আপনার করা উচিত..."

"বকবক বন্ধ করো তো, মেবা।"

"কিন্তু আপনি একজন মানুষ খুন করে ফেলেছেন!" জোরগলায় প্রতিবাদ জানাল মেবা।

"আর তুমি সেই খুনের একজন সহযোগী।"

ওফিরের মুখের ভয়ংকরভাব দেখে মেবা সমাধির ভিতরে আরও সেঁধিয়ে গেল। এই নিষ্ঠুর লোকটার সামনে থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে হলো তার।

"এই হারামজাদাকে আমি চিনি।" বলল শানার। "সেরামানার টিকিটিকি।"

"টিকটিকি, না?" গম্ভীরগলায় বলল ওফির। "লিটা কে ছিল, তা খুঁজে বের করতে চেষ্টা করছে সেরামানা। ওর টিকটিকি এতো দূরে চলে আসার মানে হলো সে পূর্ণোদ্দমে তদন্ত চালানো শুরু করেছে।"

"এখানেও আমরা আর নিরাপদ নই।" উপসংহারে চলে এল শানার।

"এতো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সেরামানার গোয়েন্দা আর কখনও মুখ খুলতে পারবে না।"

"তা পারবে না। কিন্তু সে আমাদের খুঁজে পেয়েছে। সে যদি খুঁজে পায় তাহলে সেরামানাও পাবে।"

"একমাত্র একজন মানুষই বলতে পারে আমরা কোথায় লুকিয়ে আছি। গ্রামবাসীরা যাকে মনে করে জ্ঞানী ব্যক্তি সেই বুড়ো হাঁদাটা। মৃত্যুশয্যায়, কিন্তু তারপরেও যে সে আমাদের সাথে গাদ্দারী করতে পারবে না এমন তো কোনও কথা নেই। অন্ধকার নামুক, বুড়ো হাবড়ার ব্যবস্থা করছি আমি।"

মেবার মনে হলো তার প্রতিবাদ করা উচিত। "আপনি নিশ্চয়ই আরেকটা খুন করার কথা বলছেন না?" জিজ্ঞেস করল সে।

"সামনে এসে কথা বলো।" খেঁকিয়ে উঠল ওফির।

মেবা জমে গেল জায়গায়।

"কই, এস। তাড়াতাড়ি।"

মেবা সামনে বাড়ল। নিজেকে প্রচন্ড দুর্বল লাগছে তার।

"খবরদার, ওফির। আমার গায়ে হাত দেবেন না।"

"তুমি আমাদের একজন মিত্র এবং আমার অধীনস্ত একজন। ব্যাপারটা ভুলে যেও না।"

"অবশ্যই ভুলছি না। কিন্তু এই খুন..."

"এটা তোমার আরামদায়ক কার্যালয় নয়, মেবা। তুমি রামেসিসের পতন ঘটানোর জন্য একজন গুপ্তচর হিসেবে কাজ করছ। যদি তার পতন ঘটানো না যায় এবং হিট্টিরা মিশরের দখল নিতে না পারে তাহলে কী ঘটবে চিন্তা করতে পারছ? তোমার কি ধারণা, আমরা কূটনৈতিক আলাপের জন্য আছি এখানে? হয়তো এমন দিন আসবে যেদিন তোমার নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে ওঠা কাউকে তোমার খুন করতে হবে।" একটানে বলে গেল ওফির।

"আমি সরকারের একজন কর্মচারী এবং..."

"মানতে চাও অথবা না চাও, তুমি এই গোয়েন্দা খুনের একজন সহযোগী, মেবা।"

মেবার দৃষ্টি আবার গেল ক্রেটানের দিকে।

"আমি কখনও ভাবিনি আমাকে এরকম কিছুর সাথে জড়িয়ে পড়তে হবে।"

"এখন তো জেনে গেলে কী খেলায় নেমেছি আমরা।"

"আমাদেরকে বাধা দেয়ার আগে কিছু বলছিলে তুমি," মনে করিয়ে দিল শানার। "কোনও খবর আছে?"

"খবর দিতে না চাইলে এতো ঝুঁকি নিয়ে এখানে এসেছি কেন? আমি বলতে এসেছিলাম আমার উদ্দেশ্য সফল।"

"দারুণ কাজ দেখিয়েছ, মেবা।" মোলায়েম হয়ে গেল ওফিরের গলা। "গর্ববোধ করছি তোমার জন্য।"

"আমি আমার কথা রেখেছি। আপনারটা রাখতে ভুলবেন না কিন্তু। "

"ভবিষ্যতে তোমার এই কৃতিত্বের কথা মাথায় রাখা হবে। এখন কী এনেছ তা দেখাও।"

মেবা যুবরাজ খা'র তুলিটা বের করল। "যুবরাজ লেখালেখি করে এটা দিয়ে।"

"দারুণ," বলল ওফির। "সত্যি দারুণ।"

"এটা দিয়ে কী করতে চাইছেন?"

"এই তুলির মাধ্যমে খা'র অন্তর্নিহিত শক্তি বের করে এনে তার বিরুদ্ধেই কাজে লাগাব।"

"চমকে উঠল মেবা। "কী বলছেন! সে একটা শিশু মাত্র।"

"সে রামেসিসের বড় ছেলে।"

"না, ওফির। একজন শিশুকে..."

"মেবা, তুমি কিন্তু একটা পক্ষ বেছে নিয়েছ। এখন থেকে ফেরার আর কোনও পথ নেই।" হাত বাড়িয়ে দিল ওফির। "তুলিটা দাও, মেবা।"

মেবার অনিচ্ছা দেখে বড় আমোদ পেল শানার। সে মেবাকে ঘৃণা করে। তার মনে মনে ইচ্ছে আছে নিজের হাতে মেবা নামের এই কাপুরুষটাকে শেষ করার।

খুব ধীরে মেবা তুলিটা ওফিরের হাতে দিয়ে দিল।

"একটা বাচ্চাকে এর সাথে জড়ানো কি খুব জরুরী?"

"পাই-রামেসিসে ফিরে যাও," আদেশ দিল ওফির। "এখানে আর কখনও এসো না।"

"আপনি কি অনেকদিন থাকবেন এখানে?"

"আমার জাদু কাজ করতে যতদিন লাগে।"

"তারপর?"

"বেশি কৌতূহল দেখিয়ো না মেবা। আমি যোগাযোগ রাখব তোমার সাথে।"

"রাজধানীতে আমার অবস্থান নড়বড়ে হয়ে পড়বে হয়তো।"

"মাথা ঠান্ডা রাখ। সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।"

"আমি এখন কী করব?"

"যা করছিলে করে যাও। সময়মত নির্দেশ পেয়ে যাবে আমার কাছ থেকে।"

সমাধি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল মেবা, চট করে ঘুরে দাঁড়াল।

"ওফির, আরেকবার ভেবে দেখুন। রামেসিস কিন্তু তার সন্তানের ক্ষতি হলে ছেড়ে কথা বলবেন না।"

"চলে যাও, মেবা।"

সমাধির প্রবেশপথ থেকে ওফির এবং শানার মেবাকে চলে যেতে দেখল। লুকিয়ে রাখা ঘোড়ায় চড়ে রওনা দিল মেবা।

"নিজের স্নায়ুর উপরে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছে ও।" শানার বলল। "বুড়ো মেবাকে দেখে ফাঁদে পড়া ইঁদুরের মতো লাগছে। ওকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিচ্ছি না কেন আমরা?"

"মেবা যতদিন সরকারের পদে আছে, ততদিন ওকে আমাদের কাজে লাগবে।"

"কিন্তু ও যদি মুখ খোলে?"

"আপনি কি ভেবেছেন সে চিন্তা আমার মাথায় আসেনি?"

রামেসিস ফেরার পর থেকে নেফারতারি একবারও স্বামীর সাথে একান্তে সময় কাটাতে পারেননি। আহমেনি, মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্য এবং পুরোহিতের দল দখল করে রেখেছে ফারাও'র কার্যালয়। আর অন্যদিকে রাণী ঘরসংসার চালানোর পাশাপাশি লেখক, শ্রমিক, রাজস্ব সংগ্রহকারীসহ অন্যান্য লোকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন।

ছোটবেলা থেকেই নেফারতারির স্বপ্ন ছিল মন্দিরের একজন গায়িকা হওয়ার। অন্তত ঝামেলাহীন, নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপন তো করা যেত! কিন্তু মিশরের রানির এ ধরণের আরামের কোনও অবকাশ নেই। দায়িত্ব তাকে যতই ক্লান্ত এবং অবসাদগ্রস্ত করে ফেলুক না কেন দায়িত্ব পালন তাকে করতেই হবে।

রাজমাতা টুইয়ার সাহায্যে নেফারতারি শাসনকার্য শিখছেন। সাত বছরের রাজত্বকালে রামেসিস বেশিরভাগ সময়ই দেশের বাইরে অথবা যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন। রাজত্বের এই গুরুভার বহনের জন্য নেফারতারির কাউকে না কাউকে দরকার ছিল।

নিজের জন্য যে তার কোনও সময় নেই এই ব্যাপারটায় নেফারতারি খুব একটা মনঃক্ষুণ্ন নন। শুধু একটা ব্যাপারই তাকে পীড়া দেয়, আর সেটা হলো তিনি খা এবং মেরিতামনের সাথে খুব বেশি সময় কাটাতে পারেন না। চোখের সামনে সন্তানরা বড় হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সেই বড় হওয়ার সাক্ষী তিনি হতে পারছেন না। যদিও খা এবং মেরেনতাহ তার নিজের সন্তান নয়, তবুও তিনি তাদেরকে নিজের মেয়ে মেরিতামনের মতোই ভালোবাসেন। রামেসিস ইসেটকে তিন সন্তানকে মানুষ করার কথা বলে ঠিকই করেছেন। নেফারতারি এবং ইসেট এরা দু'জন শত্রু নন, আবার বন্ধুও নন। আর সন্তান ধারণ করতে পারবেন না জেনে নেফারতারি রামেসিসকে ইসেটের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, যেন রামেসিসের উত্তরাধিকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু ইসেট গর্ভবতী হওয়ার পরে রামেসিস ইসেটের সাথে সম্পর্কটা আর না চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। তার বদলে অসংখ্য শিশু দত্তক নেয়ার পরিকল্পনা করেন।

নেফারতারি এবং রামেসিসের প্রেম শুধুমাত্র শারীরিকভাবেই সীমাবদ্ধ ছিল না। তারা হয়ে উঠেছিলেন একে অপরের, হয়ে উঠেছিলেন আত্মার আত্মীয়। কোনও রাজা বা ফারাও হিসেবে না, নেফারতারি রামেসিসকে ভালোবাসেন একজন মানুষ হিসেবে যে কিনা নিজের আদর্শের জন্য লড়াই করতে পারে। মনের দিক দিয়ে তারা এতোটাই কাছাকাছি ছিলেন যে আলাদা থাকলেও আত্মা থাকত এক।

ক্লান্ত হয়ে শুয়ে ছিলেন নেফারতারি। তার হাত-পা মালিশ করে দিচ্ছিল দাসীরা। একটা লম্বা, ব্যস্ত দিনের পর নিজেকে একটু আরাম দিতে পেরে ভালো লাগছিল তার। কারণ পরিস্থিতি যতই সঙ্গীন হোক না কেন, তাকে শক্ত থাকতে হয় সবসময়।

সন্ধ্যার গোসলের সময়টা তিনি খুব উপভোগ করেন। দু'জন দাসী তার শরীরের উপরে উষ্ণ, সুগন্ধী পানি ঢেলে দেয়। গোসলের পরে তিনি শুয়ে পড়েন টানটান হয়ে। ধূপের একপ্রকারের মলম, তার্পিন তেল এবং লেবুর তেলের মিশ্রণ মালিশ করে দেয়া হয় তার সারা শরীরে। এই মিশ্রণের ফলে শরীরের পেশী শিথিল হয়ে যায়। আরামের ঘুম হয় রাতে।

নিজের আগের ভুলগুলো নিয়ে ভাবছিলেন নেফারতারি। কখনও অকারণে রেগে গেছেন অথবা যে পরিস্থিতিতে যে প্রতিক্রিয়া দেখানো উচিত ছিল তা হয়তো দেখাতে পারেননি। শাসনকার্যে আরও মনোযোগ দিতে হবে, মনে মনে ভাবলেন তিনি। কারণ সুশাসনের উপরেই নির্ভর করে মিশরে মা'আতের আইন সমুন্নত থাকবে কিনা।

চিন্তায় ছেদ পড়ল। তার পিঠে যে মালিশ করে দিচ্ছিল তার মালিশের ধরণ পরিবর্তন হয়ে গেছে হঠাৎ। সেখানে এসে দখল নিয়েছে একজোড়া রুক্ষ হাত।

"রামেসিস..."

"আজ আমি মালিশ করে দিলে আপত্তি আছে তোমার?"

কথার জবাব না দিয়ে ঘুরে ফারাও-এর দিকে তাকালেন নেফারতারি। বললেন, "আমি ভেবেছিলাম সন্ধ্যায় আহমেনি এবং দেশের সব শস্যাগারের প্রধানদের সাথে তোমার মিটিং আছে।"

"না, প্রিয়তমা। আজকের রাত শুধুই আমাদের।"

নেফারতারি রামেসিসের পোশাকের কোমরবন্ধ খুললেন।

"ব্যাপারটা কী বলো তো, নেফারতারি? মাঝেমাঝেই আমি ভাবি তোমার এই সৌন্দর্যের জন্ম বোধহয় এই পৃথিবীতে নয়।"

"আর আমাদের ভালোবাসা?"

একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন তারা। নেফারতারির ঠোঁটে চেপে বসলো রামেসিসের ঠোঁট, রামেসিসের শরীরের পুরুষালী গন্ধের সাথে মিশে গেল নেফারতারির শরীরের মেয়েলি সুবাস।

সুখের ভেলায় ভেসে যেতে লাগলেন তারা।

রামেসিস নেফারতারির গায়ে একটা লম্বা শাল জড়িয়ে দিলেন। খোলা অবস্থায় শালের গায়ে দেবী আইসিসের পাখা দেখা যায়।

"অসাধারণ!" শাল দেখে মুগ্ধ হয়ে বললেন নেফারতারি।

"আমি সাইসের তাঁতিদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসেছি। আমি চাইনা তুমি আর কখনও ঠান্ডায় কষ্ট পাও।"

রামেসিসকে জড়িয়ে ধরলেন নেফারতারি।

"প্রার্থনা করি যেন আমাদের কখনও বিচ্ছেদ না হয়।" বললেন তিনি।

## চৌদ্দ

তিন দিকে তিন জানালাবিশিষ্ট রামেসিসের কার্যালয়। পিতা সেটি'র মতোই তিনি তার কার্যালয় সাজিয়ে নিয়েছেন। নগ্ন, সাদা দেয়াল। ঘরের মাঝখানে একটা বড় টেবিল। টেবিলের এক পাশে ফারাও-এর জন্য খাড়া পিঠের এক চেয়ার। বেত আর খড় দিয়ে তৈরী চেয়ার অন্যপাশে রাখা আছে অতিথিদের জন্য। জরুরী কাগজপত্র এবং প্যাপিরাস রাখার জন্য আছে আলমারি; আছে পূর্বদিকের মানচিত্র। ফারাও সেটি-এর ভাস্কর্যও আছে, নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে পুত্রের কাজ দেখছেন তিনি।

বাবলা গাছের দুটো শাখার একপ্রান্ত শক্ত করে বেঁধে রাখা আছে টেবিলের পাশে। এই জিনিসটা সেটি তার পুত্রকে দিয়েছিলেন। ইতিমধ্যেই জিনিসটা বেশ কিছু সময়ে উপকারী হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

"মোজেসের বিচার কবে?" আহমেনিকে জিজ্ঞেস করলেন রামেসিস।

"সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যেই।"

"মোজেসকে জানানো হয়েছে?"

"অবশ্যই।"

"ওর প্রতিক্রিয়া কী ছিল?"

"কিছুই না। একদম শান্ত ছিল।"

"ওকে কি বলেছ যে কাজটা ও করেছে সেটা আত্মরক্ষার্থে করেছে বলে আমরা প্রমাণ করতে পারব?" জিজ্ঞেস করলেন রামেসিস।

"এটুকু আভাস দিয়েছি যে তার আশা এখনও ফুরিয়ে যায়নি।"

"আভাস দিয়েছ? সরাসরি বললে না কেন যে ওর কোনও সমস্যা হবে না?"

"কারণ কেউই বলতে পারে না আদালতে কী ঘটবে। এমনকি আপনিও না।"

"কিন্তু নিজের পক্ষে বলার যথেষ্ট কথা আছে ওর।"

"মোজেস একজন মানুষকে খুন করেছে, জাহাঁপনা। তার চাইতেও বড় কথা হল, যাকে খুন করেছে সে আপনার বোন ডোলোরার স্বামী।"

"সে আমার বোনের স্বামী হতে পারে, কিন্তু আমি জানি ও কেমন মানুষ ছিল। ওর মতো নীচ, জঘন্য মানুষ আর ছিল না। আমি নিজে আদালতে একথা বলব।"

"না, জাহাঁপনা। মা'তের প্রতিনিধি হিসেবে, একজন ফারাও হিসেবে আপনাকে নিরপেক্ষ থাকতে হবে এবং বিচার-ব্যবস্থাকে কোনওরকম প্রভাবিত করতে পারবেন না।

"তোমার কি ধারণা, আমি সেটা জানি না?"

"আমি যদি আপনাকে বুঝতেই না পারি তাহলে আপনার বন্ধু হলাম কীভাবে?"

"তোমার কাজটা খুব কঠিন, আহমেনি।"

"হ্যাঁ, আমার কাজটা কঠিন। কিন্তু আমিও একজন কঠিন মানুষ।"

"মোজেস নিজের ইচ্ছায় মিশরে ফিরে এসেছে। এই ব্যাপারটা ওর পক্ষে যেতে পারে।"

"হ্যাঁ। কিন্তু সে যা করেছে এটা তার জন্য কোনও অজুহাত হতে পারে না।"

"ওর ব্যাপারে কি তুমি তর্ক করবেই?"

"মোজেস আমার নিজেরও বন্ধু। ও আত্মরক্ষার খাতিরে খুন করতে বাধ্য হয়েছে আমি ব্যাপারটা এভাবেই উপস্থাপন করব। কিন্তু কথা হচ্ছে, উজির এবং বিচারকরা কি সন্তুষ্ট হবেন এতে?"

"মোজেস ওর সহকর্মীদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল সবসময়। ও কোন পরিস্থিতিতে সারিকে খুন করেছে আমার মনে হয় তা তারা বুঝবেন।"

"সেরকমটাই আশা করি, জাহাঁপনা।"

দুজন সুন্দরী নারীর সাথে রাত কাটানোর পরেও সেরামানার মেজাজ খারাপ। সোনালীচুলের মেয়েটার খোঁজ যে শত চেষ্টা সত্ত্বেও পাওয়া যায়নি এজন্য সে ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠছিল। সকালের নাস্তার আগেই ভাগিয়ে দিল মেয়ে দুটোকে।

নিজের গোয়েন্দাদের উপর পুরোমাত্রায় ভরসা আছে সেরামানার। সে নিশ্চিত ছিল ছবি নিয়ে তার গোয়েন্দারা খুঁজতে বেরোনোর পর একটা না একটা পথ খুঁজে পাওয়া যাবেই। কিন্তু পাই-রামেসিস, মেমফিস অথবা থিবসে কেউ মহিলাকে দেখেইনি। এর মানে দাঁড়ায় একটাইঃ মহিলাকে নির্জন কোথাও আটকে রাখা হয়েছে।

তবে একটা ব্যাপারে সে নিশ্চিত যে একজন মানুষ যা বলেছে তার চাইতেও অনেক বেশি জানে। মানুষটি রামেসিসের বোন, ডোলোরা। কিন্তু সন্দেহ হলেও কিছু করার নেই সেরামানার। কারণ ডোলোরা আবার রাজপরিবারের একটা অংশ হয়ে গেছে।

তার গোয়েন্দারা যে খবর নিয়ে এসেছে তার সব খুঁটিয়ে দেখেছে ও। এলিফ্যান্টাইন, এল-কাব, এদফু, ডেল্টার তদন্তে কিছুই পাওয়া যায়নি। তবে একটা জিনিস তার নজরে এসেছে; ক্রেটানকে সে মধ্য মিশরে পাঠিয়েছিল, তার কাছ থেকে এখনও কোনও খবর আসেনি। ক্রেটান তারই মতো একজন সাবেক জলদস্যু, টাকার পাগল হলেও তার উপরে দায়িত্ব দেয়া কাজ ঠিকমতো পালন না করলে কী শাস্তি হতে পারে জানা আছে তার।



দাড়ি না কামিয়েই, জামাকাপড় পরে সেরামানা রওনা দিল আহমেনির সাথে দেখা করার জন্য। কর্মীরা এখনও আসেনি কিন্তু ইতিমধ্যেই রামেসিসের ব্যক্তিগত সহকারী সকালে কিছু ফল আর শুকনো মাছ দিয়ে নাস্তা করে অক্লান্তভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। যাই খান আর যতই খান না কেন, আহমেনি সবসময় বাঁশের মতো চিকনই থাকেন। ভাবল সেরামানা।

"কোনও সমস্যা, সেরামানা?"

"হারানো সংবাদ।"

"হারানো সংবাদ? সমস্যাটা কোথায়?" ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইলেন আহমেনি।

"আমার একজন গোয়েন্দা, একজন ক্রেটান। আমি ওকে এক জায়গায় পাঠিয়েছিলাম, কথা ছিল কাজ শেষ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এসে আমাকে খবর দেবে।"

"কোথায় পাঠিয়েছিলে ক্রেটানকে?"

"মধ্য মিশরে। আরও ভালোভাবে বলতে গেলে এল-বারশা, আখেনাতনের পরিত্যক্ত রাজধানীতে।"

"অন্য কথায়, যেখানে কিছুই নেই।"

"হ্যাঁ, তা বলা যায়। কিন্তু আপনিই আমাকে শিখিয়েছেন কীভাবে প্রতিটা জিনিস খুঁটিয়ে দেখতে হয়।"

আহমেনির মুখে মৃদু হাসি দেখা গেল। সেরামানা আর আহমেনি বন্ধু নয়। তবে একসাথে কাজ করতে করতে একটা পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে উঠেছে।

"হয়তো আটকে গেছে কিছুতে।"

"ক্রেটানের আরও এক সপ্তাহ অথবা তারও আগে ফেরার কথা।"

"খোলাখুলি বলি, ব্যাপারটা আমার কাছে খুব একটা গুরুতর মনে হচ্ছে না, সেরামানা।"

"কিন্তু আমার মন বলছে ব্যাপারটা গুরুতর।"

"তুমি ব্যাপারটা নিয়ে আমার সাথে কথা বলছ কেন? তোমার যদি সন্দেহ হয় তাহলে সবকিছু খুঁটিয়ে দেখো না!"

"আহমেনি, হিসাব মিলছে না।"

সেরামানার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন আহমেনি। "বলে যাও"।

"যাদুকর ওফির, শানারের বাড়ির অপরিচিত মহিলার লাশ... সবকিছু মিলিয়ে আমি চিন্তিত।"

"রামেসিস ফারাও হিসেবে আছেন এবং পরিস্থিতিও নিয়ন্ত্রণে আছে।"

"কিন্তু যতদূর জানি, শান্তিতে নেই। হিট্টিরা এখনও মিশর দখল করতে চায়।"

"তোমার ধারণা, হিট্টিদের গুপ্তচর বিভাগ এখনও কাজ করে যাচ্ছে এখানে?"

"ঝড়ের আগে যেমন সবকিছু নিস্তব্ধ হয়ে যায়, পরিস্থিতি এখন আমার কাছে সেরকম লাগছে। এবং আমার ইন্দ্রিয় খুব কম সময়েই ভুল প্রমাণিত হয়েছে।"

"তোমার পরামর্শ কী?"

"আমি আখেনাতনের পরিত্যক্ত নগরের উদ্দেশ্যে রওনা হচ্ছি। আমি যাওয়ার পরে ফারাওকে দেখে রাখবেন।"



সন্দেহে ভরে আছে রামেসিসের বড় বোন, ডোলোরার মন। খুব সহজেই সে আবার রাজপরিবারের বিশ্বাস অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু যেদিন থেকে সে একমাত্র আতনকে সত্যিকারের দেবতা হিসেবে মেনে নিয়েছে, সেদিন থেকে ডোলোরা আবিষ্ট

হয়ে গেছে। সে পুরো মিশরে ভুয়া দেবতা এবং তাদের পথভ্রষ্ট অনুসারীদের ধ্বংস করে এই সত্যি ছড়িয়ে দিতে চায়। এই পাই-রামেসিসে সবার ভাব দেখে মনে হয় চারিদিকে কোনও সমস্যা নেই, চারিদিকে শুধু শান্তি আর শান্তি।

তার পরিচারিকা বিছানা ঝেড়ে ঘর পরিষ্কার করছিল। পরিচারিকা হাসিখুশি, কালো একজন তরুণী।

"শরীর খারাপ লাগছে, রাজকুমারী?"

"রাজকুমারী হওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়।"

"আরামদায়ক পোশাক, সুন্দর ঘরবাড়ি, নিজের চারপাশে সুদর্শন পুরুষ...আমি আপনার জীবন পেলে আর কিছু চাইতাম না।" একটা হাসি দিয়ে বলল পরিচারিকা।

"তুমি তোমার জীবন নিয়ে খুশি না?"

"না, তা নয়। আমার স্বামী একজন ভালো মানুষ, দু'জন সন্তান আছে এবং বেশ ভালোই আছি আমরা। আমাদের নতুন বাড়ির কাজও প্রায় শেষের পথে।"

ডোলোরা অন্য সবাইকে সাহস করে যা জিজ্ঞেস করতে পারে না তা জিজ্ঞেস করে ফেলল।

"ঈশ্বরের ব্যাপারে তোমার কী ধারণা?"

"ঈশ্বর সর্বত্র আছেন, রাজকুমারী। আমাদের দেব-দেবীদের উপাসনা করাই যথেষ্ট আমাদের জন্য।"

ডোলোরা আর কিছু বলল না। ওফির ঠিকই বলেছিল; ধর্ম তাদের উপরে ক্ষমতাবলে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। জনগণ যে নিজে থেকে বুঝে পরিবর্তিত হবে সে আশা করা বৃথা। তাদেরকে বোঝানো গেলে পরবর্তীতে তারা নিজেরাই বুঝতে পারবে তাদের বিশ্বাস কত ঠুনকো।

"রাজকুমারী, সাম্প্রতিক খবর শুনেছেন?"

পরিচারিকার চোখ দেখে বোঝা গেল যে কথা বলার জন্য তার আর তর সইছে না। ও কোন গুজবের কথা বলে তা দেখার সিদ্ধান্ত নিল ডোলোরা।

"সবাই বলাবলি করছে আপনি নাকি পুনরায় বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং আপনাকে বিয়ে করার জন্য অভিজাত পুরুষরা নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছেন।"

"যা শুনবে তার সবকিছুই বিশ্বাস করো না।"

"কিন্তু রাজকুমারী...আপনি যে এভাবে থাকেন আমার ভালো লাগে না। অনেকদিন তো শোক পালন করলেন। আপনার মতো একজন নারীর একা থাকা ঠিক নয়।"

"আমি যেভাবে আছি তাতে আমি সুখী।"

"মাঝেমাঝে আপনাকে দুঃখী মনে হয়। স্বাভাবিক। আপনি আপনার স্বামীর ব্যাপারে ভাবেন। দুঃখজনক যে তিনি খুন হয়েছেন। কিছু মনে করবেন না, আমি শুনেছি তিনি পুরোপুরি নির্দোষ ছিলেন না।"

"ঠিকই শুনেছ।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল ডোলোরা।

"তাহলে আবার নতুন করে জীবন শুরু করছেন না কেন?"

"আবার বিয়ে করার ইচ্ছে নেই আমার।"

"সামনে হয়তো সুদিন আছে, রাজকুমারী। বিশেষ করে আপনার স্বামীর খুনীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।"

"তোমার কথা আমি বুঝতে পারলাম না।" ভ্রূ কুঁচকে বলল ডোলোরা।

"খুব শীঘ্রই মোজেসের বিচার শুরু হতে যাচ্ছে।"

"মোজেসের বিচার? আমার তো ধারণা ছিল সে এখনও পলাতক।"

"ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়েছে সবার কাছ থেকে, কিন্তু কারাগারে আমার স্বামীর এক বন্ধু তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে কাজ করে। ওখানে ওই ইহুদীকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। মোজেসের মৃত্যুদণ্ড চাইছে কারাগারের সবাই।"

"কেউ দেখা করতে পারবে ওর সাথে?"

"না। অপরাধের গুরুত্ব বিবেচনায় ওকে আলাদা রাখা হয়েছে। আপনাকে সাক্ষী দিতে ডাকা হবে। তখন প্রতিশোধ নিতে পারবেন আপনি।"

মিশরে ফিরে এসেছে মোজেস! মোজেস, যে কিনা এক সত্য ঈশ্বরের উপাসনা করে! এটা অবশ্যই একটা সংকেত, ভাবল ডোলোরা।

স্বর্গ থেকে আসা সংকেত।

## পনেরো

প্রধান আদালতে বিচার শুরু হল। কড়া মাড় দেয়া পোশাক পরে মা'তের প্রতিনিধিত্ব করছেন উজির।

শুনানি শুরু হওয়ার আগে উজির তাহ'-এর মন্দিরে রামেসিসের সাথে দেখা করেছেন। কারও নাম উল্লেখ না করে রামেসিসও বলেছেন যে বিচার চলাকালীন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবেন তিনি।

আদালত ভর্তি হয়ে গেছে কানায় কানায়। এই বিচার নিজের চোখে দেখতে চায় সবাই।

কয়েকজন বয়স্ক ইহুদী রয়েছেন দর্শকদের মধ্যে। ভিড়ের মধ্যে পক্ষে-বিপক্ষে মত শোনা যাচ্ছে। কেউ মোজেসের দোষ সম্পর্কে নিশ্চিত। আবার কেউ আছে পারলে এখনই মোজেসকে বেকসুর খালাস দিয়ে দেয়। তবে একটা ব্যাপারে সবাই একমত। মোজেসের ব্যক্তিত্ব প্রবল। তিনি খুব ভালো করে জানেন যে তিনি কী করেছেন।

উজির মা'তের গুণগান গেয়ে শুনানি শুরু করলেন। বিয়াল্লিশ টুকরা চামড়া সারিবদ্ধভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে আদালতের মেঝেতে। এর মানে, অভিযুক্ত আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে সে মিশরের বিয়াল্লিশ প্রদেশেই দোষী সাব্যস্ত হবে।

দু'জন সৈন্য মোজেসকে আদালতে নিয়ে এল। সবার চোখ মোজেসের উপরে। দাঁড়িওয়ালা, রুক্ষ চেহারার মানুষটিকে একেবারেই বিচলিত দেখাচ্ছে না। একদম শান্ত আছেন তিনি। রক্ষীরা তাকে উজিরের মুখোমুখি একটা আসনে বসিয়ে দিল।

সরকারপক্ষের উকিলের অন্যপাশে বসেছেন চৌদ্দ সদস্যের জুরি পরিষদ। চৌদ্দজনের মধ্যে আছেন একজন জরিপকারী, সেখমেত দেবীর একজন ধর্মযাজিকা, একজন ডাক্তার, একজন কাঠমিস্ত্রি, একজন গৃহিণী, একজন কৃষক, একজন রাজকোষের কেরানী, একজন অভিজাত ভদ্রমহিলা, একজন রাজমিস্ত্রী, একজন মহিলা দর্জি, রা বিভাগের সেনাপতি, একজন ভাস্কর, একজন শস্যাগারের কেরাণী এবং একজন নাবিক।

"আপনার নাম মোজেস?" শুরু করলেন উজির।

"হ্যাঁ।"

"জুরিপরিষদে যারা বসে আছে তাদের কাউকে কি আপনি বাদ দিতে চান? ভালো করে দেখুন, তারপর সিদ্ধান্ত নিন।"

"আপনার দেশের বিচারব্যবস্থার উপরে আমার আস্থা আছে।" বললেন মোজেস।

"আপনার দেশ? এটা কি আপনারও দেশ নয়?"

"আমি এখানে জন্মেছি ঠিকই, কিন্তু আমি একজন ইহুদী।"

"আপনি একজন মিশরীয় নাগরিক, সেভাবেই আপনাকে বিবেচনা করা হবে।"

"আমি একজন বিদেশী নাগরিক হলে কি সুবিচার পেতাম না?" মোজেসের জিজ্ঞাসা।

"ব্যাপারটা সেরকম নয়। অবশ্যই সুবিচার পেতেন।"

"তাহলে আমি কোন দেশের নাগরিক ব্যাপারটা আসছে কেন?" চাঁছাছোলা ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন মোজেস।

"সেই সিদ্ধান্ত আদালতকেই নিতে দিন। আপনি কি মিশরীয় হয়ে লজ্জিত?"

"আপনার ভাষ্যমতে, সে সিদ্ধান্ত আদালত নেবেন।"

"আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ হচ্ছে যে আপনি সারি নামে এক ব্যক্তিকে খুন করেছেন, খুন করে আইনের হাত থেকে পালিয়ে গেছেন। এই অভিযোগ স্বীকার করছেন আপনি?"

"করছি। কিন্তু কোন পরিস্থিতিতে এই কাজ করেছিলাম তার ব্যাখ্যা দিতে চাই আমি।"

"ব্যাখ্যা শোনার জন্যই এই বিচারের আয়োজন। আপনার বিপক্ষে যে অভিযোগ আনা হয়েছে তা তাহলে ভুল নয়?"

"না।"

"আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন অভিযোগের প্রেক্ষিতে আপনার মৃত্যুদণ্ডও হতে পারে?"

ভিড়ের মধ্য থেকে ফিসফিসানি শোনা গেল। মোজেসের মুখ যেন পাথর দিয়ে গড়া। দেখে বোঝার উপায় নেই কী চলছে তার মাথায়।

"অভিযোগের ধরণ দেখে," বলে চললেন উজির। "আমি কোনও সময় বেঁধে দিচ্ছি না এই কেসের জন্য। বিবাদী নিজের পক্ষে যুক্তি, সাক্ষী উপস্থাপনের জন্য যথেষ্ট সময় পাবেন। একদম নীরবতা কাম্য। যদি কেউ গণ্ডগোল করার চেষ্টা করে তাহলে আদালত অবমাননার জন্য তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে।"

উজির মোজেসের দিকে ঘুরে বসলেন।

"ঘটনাটা ঘটার সময় আপনার পেশা কী ছিল?"

"আমি তখন সরকারের একজন কর্মচারী ছিলাম, পাই-রামেসিসের গড়ার দায়িত্বে। আমার অনেকগুলো দায়িত্বের মধ্যে একটা ছিল ইহুদী ইটপ্রস্তুতকারকদের দিকে লক্ষ রাখা।"

"আপনার কর্মদক্ষতা প্রশংসনীয় ছিল বলে শুনেছি। আপনি ফারাও-এর একজন ব্যক্তিগত বন্ধু ছিলেন, ঠিক?"

"হ্যাঁ, ছিলাম।"

"আপনি মেমফিসের রাজ একাডেমী থেকে স্নাতক সম্পন্ন করেছেন, মেরুর-এর হারেমের প্রশাসক ছিলেন, যোগান কর্মকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন, সাবেক ফারাও সেটি'র সেনাবাহিনীতে জরিপকারী হিসেবে কাজ করেছেন, লুক্সরে সংস্কারকাজের প্রধান ছিলেন আপনি, তারপরে পাই-রামেসিসের নির্মাণের সময় তদারকির দায়িত্ব পান। অল্প কথায়, আপনি নিজের একটা জায়গা করে নিতে পেরেছিলেন এবং আপনার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল বলে ধরা হচ্ছিল। খুন হওয়া মানুষটি যার নাম ছিল সারি, সে ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। রামেসিসের শিক্ষক ছিল, পরে রয়্যাল একাডেমীর প্রধানের পদেও আসীন হয়েছিল সে। কিন্তু পরবর্তীতে তাকে নির্মাণ শ্রমিকদের প্রধান বানিয়ে দেয়া হয়; ইহুদী ইটপ্রস্তুতকারকদের সাথে কাজ শুরু করে সে। তার এই পদাবনতির ব্যাপারে কারণ কী ছিল বলে মনে করেন আপনি?"

"আগে বলেছি আমি।"

"লিপিবদ্ধ করে রাখার স্বার্থে আবার বলুন।"

"সারি একজন খারাপ মানুষ ছিল। উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং লোভী। ওর মৃত্যু যে আমার হাতে হবে এটা ওর নিয়তি ছিল।"

আহমেনি বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উঠে দাঁড়ালেন। "সারি যে বারবার ফারাও-এর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছিল বিবাদী তার প্রমাণ দেখাতে পারবে। নিজের বোনের সাথে বিয়ে হয়েছিল বলে রামেসিস সারির বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেননি।" বললেন তিনি।

ক্ষমতাশালী কয়েকজন দর্শকের দৃষ্টিতে বিস্ময় দেখা গেল।

"রাজকুমারী ডোলোরাকে আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ দেয়া হলো।" বললেন উজির।

বিচারকের আদেশ শুনে সামনে বাড়ল ডোলোরা।

"মোজেস এবং আহমেনির বক্তব্যের সাথে কি আপনি একমত?" জিজ্ঞেস করলেন উজির।

ডোলোরা মাথা ঝাঁকাল।

"ওরা যা বলেছেন, সেগুলোও অনেক কম। আমার স্বামী দিনদিন হিংস্র হয়ে উঠছিলেন। যখন তিনি বুঝে গেলেন যে তার একাডেমিক জীবন শেষ, ভেঙে পড়লেন। অধীনস্তদের সাথে মেজাজ-ও দেখাতে শুরু করলেন। ইহুদী ইটপ্রস্তুতকারকদের ঘৃণার পাত্রে পরিণত হলেন শেষ পর্যন্ত। তার মেজাজ দেখানোটা নির্যাতনে পরিণত হয়েছিল রীতিমত। যদি মোজেস তাকে খুন না করলেও অন্য কেউ করত নিশ্চয়ই।"

উজিরকে বিহ্বল দেখাল। তিনি ভেবেছিলেন স্বামীর মৃত্যুর বিচারে ডোলোরা মোজেসকে দায়ী করবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "বাড়িয়ে বলছেন না তো?"

"শপথ করে বলছি, আমি কোনওরকম বাড়িয়ে বলছি না। আমার স্বামী আমার জীবনটাকে নরক বানিয়ে ফেলেছিলেন।"

"আপনি কি বলতে চাইছেন, তিনি মারা যাওয়ায় আপনি খুশি?"

ডোলোরা বলল, "বলতে লজ্জা পাচ্ছি আমি। হ্যাঁ, তিনি মারা যাওয়ায় আমি খুশি। আমি মুক্তি পেয়েছি।"

"এই মামলার সাথে সংশ্লিষ্ট আর কিছু জানেন?"

"না, মহামান্য আদালত।" বলে ডোলোরা নেমে গিয়ে তার জায়গায় বসল।

"কেউ সারির পক্ষে তার স্ত্রীর বক্তব্যকে চ্যালেঞ্জ করতে চান?"

আদালত কক্ষে শুনশান নীরবতা। শুধু একজন কেরানীর কলমের ঘর্ষণের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

"ঘটনাটা কীভাবে ঘটেছিল বলুন।" উজির আদেশ দিলেন মোজেসকে।

"দুর্ঘটনা ছিল ব্যাপারটা। যদিও সারির সাথে আমার সম্পর্ক ভালো ছিল না, তবুও ওকে খুন করার চিন্তাও করিনি কখনও।"

"সম্পর্ক ভালো ছিল না কেন?"

"আমি একবার ওকে এক ইহুদী ইটপ্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে চাঁদা তুলতে দেখেছিলাম। তাদেরই একজনকে রক্ষা করার সময় সারি আমাকে আক্রমণ করলে নিজের জীবন বাঁচাতে আমি সারিকে খুন করি।"

"আপনি তাহলে বলতে চাইছেন আপনি যা করেছেন আত্মরক্ষার্থে করেছেন?"

"হ্যাঁ।"

"এরপরে পালিয়ে গেলেন কেন?"

"আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।"

"একজন নির্দোষ মানুষের প্রতিক্রিয়া কি ওমন হবার কথা?"

"মানুষ-হত্যা, নিঃসন্দেহে একটা ভয়ংকর অভিজ্ঞতা। আপনি বিভ্রান্ত হয়ে যাবেন। নিজেকে মাতাল মনে হবে আপনার। কিন্তু পরবর্তীতে যখন উপলব্ধি করবেন যে কী করেছেন, তখন পালিয়ে যেতে চাইবেন। নিজের কাছ থেকে পালাতে চাইবেন, যে জঘন্য কাজ আপনি করেছেন তার কাছ থেকে পালাতে চাইবেন। আপনি ভুলতে

চাইবেন, চাইবেন লোকে যেন আপনাকে ভুলে যায়। একারণেই আমি মরুভূমিতে পালিয়ে গিয়েছিলাম।"

"মাথাটা ঠাণ্ডা হলে মিশরে ফিরে এসে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করা উচিত ছিল আপনার।"

"আমি সাথে আমার স্ত্রী এবং পুত্রকে নিয়ে গিয়েছিলাম।"

"ফিরে এলেন কেন?"

"একটা উদ্দেশ্য সাধনের জন্য।"

"কী উদ্দেশ্য?"

"সেটা গোপন ব্যাপার। এই মুহূর্তে আমি বলতে পারছি না। তবে ব্যাপারটা এই খুনের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। কথা দিচ্ছি, সময় হলে সব প্রকাশ করব।"

মোজেসের উত্তর ভালো লাগল না উজিরের।

"আপনার ব্যাখ্যা শুনে সন্তুষ্ট হওয়া কঠিন। এখন পর্যন্ত যা বলেছেন তার কিছুই আপনার পক্ষে যাচ্ছে না। আপনি যা বলছেন তার কোনও সাক্ষী নেই। আমার বিশ্বাস সারিকে খুন করার ব্যাপারটা আপনার পূর্বপরিকল্পিত, কারণ সে আপনার লোকদের শত্রু ছিল। খুন করার কারণটা আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু সত্যি কথাটা হচ্ছে আপনি একটা মারাত্মক অপরাধ করেছেন। পাই-রামেসিসে ফিরে আসার পরে আপনি লুকিয়ে ছিলেন, এটাও একটা অপরাধ। যে মানুষের চৈতন্য বলে কিছু নেই সে এ ধরণের কাজ করবে না।"

এখনই মুখ খোলার উপযুক্ত সময়। ভাবলেন আহমেনি। "আমি মোজেসের নির্দোষিতা প্রমাণ করতে পারব।" বললেন তিনি।

ভ্রূকুটি করলেন বিচারক। "গ্রহণ করার মতো যুক্তি দেখাবেন দয়া করে।"

"যে ইহুদী ইটপ্রস্তুতকারককে নিয়ে এ ঘটনা তার নাম অ্যাবনার। সারি ওর কাছ থেকে চাঁদা তুলছিল। এ নিয়ে অ্যাবনার মোজেসের কাছে অভিযোগ করে। জানার পরে সারি অ্যাবনারের উপরে প্রতিশোধ নেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। মোজেস তাদের মাঝে ঢুকে পড়ে, সারি অ্যাবনারকে ছেড়ে মোজেসকে আক্রমণ করে। মোজেস আত্মরক্ষার্থে পাল্টা ঘুষি মারলে মারা যায় সারি। এখানে কোনও পূর্বপরিকল্পনা নেই; সম্পূর্ণ আত্মরক্ষার কারণে হত্যাকাণ্ডটি ঘটেছিল। অ্যাবনার এই ঘটনার সাক্ষী হিসেবে সেখানে ছিল; পরবর্তীতে সে কর্তৃপক্ষের কাছে জবানবন্দী দেয়। জবানবন্দী আমি পেশ করছি আদালতের সামনে।"

আহমেনি জবানবন্দীর কাগজটা উজিরের হাতে দিলেন।

উজির প্যাপিরাসের সিলটা ভেঙে ফেললেন। তারিখটা লিখে নিয়ে কাগজে কী লেখা আছে তা পড়তে শুরু করলেন।

আবেগ না দেখানোর চেষ্টা করলেন মোজেস। তা সত্ত্বেও একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় করলেন আহমেনির সাথে।

"এই জবানবন্দী আসল এবং প্রমাণ হিসেবে দাখিল করা হলো।"

বিচার শেষ। জুরিদের রায়ে যে বেকসুর খালাস পাবেন মোজেস তাতে কোনও সন্দেহ নেই।।

"জুরিগণ রায় দেয়ার আগে," উজির বললেন, "আমি শেষ একজন সাক্ষীকে হাজির করার অনুমতি প্রার্থনা করছি মহামান্য আদালতের কাছে।"

আহমেনির ভ্রূ কুঁচকে গেল। কাকে হাজির করতে চাইছেন উজির?

"আমি অ্যাবনারকে আদালতে হাজির করার অনুমতি চাইছি।" বলে চললেন উজির। "ঘটনার সত্যতা আমি সরাসরি তার মুখ থেকে শুনে নিশ্চিত হতে চাই।"

## ষোলো

রাগে ফুঁসছেন রামেসিস। নীরবে তার কথা শুনছেন আহমেনি।

"নিরেট প্রমাণ দেখানো হলো, কর্তৃপক্ষের কাছে দেয়া সিল করা জবানবন্দী দাখিল করা হলো --- এবং সবকিছুর পরেও মোজেস এখন কারাগারে!"

"উজির ব্যাপারটা নিয়ে আরও সামনে এগোতে চাইছে।" বললেন আহমেনি।

"সামনে এগোতে চাইছে কেন?"

"সে অ্যাবনারকে নিজে প্রশ্ন করতে চায়।"

এটা ঠেকানোর কোনও উপায় নেই। একজন বিচারকের পূর্ণ অধিকার আছে একজন সাক্ষী ডাকার। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রামেসিস।

"সাক্ষীকে কি ডাকা হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ। সমস্যাটা সেখানেই।"

"কেন?"

"অ্যাবনার যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে। সবাই বলছে প্রায় মাসখানেক হলো তাকে নাকি দেখা যাচ্ছে না।"

"যারা একথা বলছে তারা মিথ্যা বলছে। যেকোনওভাবে মোজেসকে আটকাতে চাইছে।"

"হতে পারে। কিন্তু আমরা কী করব এখন?

"সেরামানাকে বলো অ্যাবনারের পাত্তা লাগাতে।"

"অপেক্ষা করতে হবে সেক্ষেত্রে। সেরামানা মধ্য মিশরে আখেনাতনের পুরানো রাজধানীতে গেছে তদন্ত করতে। ও খুন হওয়া মহিলার পরিচয় উদ্ধার না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছে না। এবং ও মোটামুটি নিশ্চিত যে হিট্টি গুপ্তচর বিভাগ তলেতলে ঠিকই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।"

রামেসিস অনুভব করলেন যে রাগ কমে যাচ্ছে তার।

"তোমার কী ধারণা, আহমেনি?"

"শানার মারা গেছে, ওর সাঙ্গপাঙ্গরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে নয়তো হাল ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু সেরামানা নিজের অনুভূতিকে বিশ্বাস করে।"

"করাই হয়তো উচিত। অনুভূতি আসলে বুদ্ধিমত্তারই কাঁচা রূপ। আমার পিতাও তার ইন্দ্রিয়তে শান দিতেন যতদিন না সেগুলো বোধ-এ পরিণত হয়েছিল। আমার মতে, বোধ প্রতিভাবানদের আরেক রূপ।"

"সেটি একজন রাজা ছিলেন, জলদস্যু না।"

"সেরামানা অপরাধ জগতের বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। শুনে মনে হচ্ছে ও কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে এগোচ্ছে। যাই হোক, ওর সাথে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যোগাযোগ করো এবং পাই-রামেসিসে ফিরে আসতে বলো।"

"আমি এখনই একজন বার্তাবাহককে পাঠাচ্ছি।"

"আর আমার হয়ে উজিরের সাথে যোগাযোগ করো। আমি মোজেসের সাথে দেখা করতে চাই।"

"কিন্তু ও তো কারাগারে বন্দী।"

"মোজেস ইতিমধ্যেই আদালতে দাঁড়িয়ে বিচারের মুখোমুখি হয়েছে। আমি ওর সাথে দেখা করতে চাওয়ায় বিচারের রায়ের উপরে প্রভাব পড়বে না।"

হু হু করে বাতাস বয়ে যাচ্ছে পরিত্যক্ত 'আতনের দিগন্ত' শহরের উপর দিয়ে। সেই শহরের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে সেরামানা। আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু তারপরেও সেরামানার এমন একটা অনুভূতি হচ্ছে যেন কেউ ওকে দেখছে। ফাঁকা বাড়িঘরে দেখা যাচ্ছে যেন কার ছায়া। গ্রামবাসীকে প্রশ্ন করার আগে ও জায়গাটাকে একটু দেখেশুনে নেবে ঠিক করল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেরামানা খাবার এবং আশ্রয়ের খোঁজে পাশের গ্রামে চলে গেল। এই গ্রামটাকেও পরিত্যক্ত মনে হলো ওর। মানুষ তো দূরের কথা, একটা কুকুরবিড়ালও দেখা যাচ্ছে না। দরজা-জানালা সব হাট করে খোলা। সাবধানের মার নেই ভেবে তলোয়ার খুলে হাতে ধরে রেখেছে। এখানে একা আসাটা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। কাউকে সাথে করে নিয়ে আসা উচিত ছিল। তবে সেরামানার নিজের শক্তি, সাহস আর সামর্থ্যের উপরে আস্থা আছে।

ধ্বংসপ্রাপ্ত এক বাড়ির মেঝেতে এক বৃদ্ধা মহিলাকে বসে থাকতে দেখল ও। হাঁটুতে মাথা দিয়ে বসে আছে। সেরামানার পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল।

"মেরে ফেল আমাকে," ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল সে। "কেড়ে নেয়ার মতো আর কিছু নেই আমার কাছে।"

"চিন্তা করবেন না। নিরাপত্তারক্ষীদের সাথে করে নিয়ে এসেছি আমি।"

"চলে যাও তুমি। ধ্বংস হয়ে এই গ্রাম, মারা গেছে আমার স্বামী। নিজের মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছি আমি।"

"আপনার স্বামী কে ছিলেন?"

"পরোপকারী মানুষ ছিলেন একজন। সারাজীবন শুধু অন্যকে সাহায্যই করে গেছেন। আর সেই মানুষটাকে কিনা ওরা জাদুবিদ্যা চর্চার অভিযোগে অভিযুক্ত করল! জাদুকরকে ধন্যবাদ যে খুব কষ্ট ভোগ করার আগেই আমার স্বামীকে মেরে ফেলেছে সে।"

সেরামানা মহিলার পাশে বসলো। মহিলার মাথার চুলে জট, নোংরা কাপড় থেকে গন্ধ আসছে।

"জাদুকরের বর্ণনা দিতে পারেন?"

"কী যায় আসে?"

"আরেকটা খুনের দায়ে খোঁজা হচ্ছে তাকে।"

বিধবার চোখে বিস্ময় দেখা গেল। "তাই নাকি?"

"মিথ্যা কথা বলার কোনও কারণ আছে আমার?"

"কিন্তু অনেক দেরি হয়ে গেছে। আমার স্বামী মারা গেছেন ইতিমধ্যেই।" আবার কাঁদতে শুরু করল মহিলা।

"আমি আপনার স্বামীকে ফিরিয়ে আনতে পারব না। তবে আমি ওই জাদুকরকে শাস্তি দিতে পারব।"

"লম্বা মানুষ। লম্বা এবং রোগা। বাজের মতো চেহারা, চোখের দৃষ্টি শীতল।"

"নাম কী তার?"

"ওফির।"

"মিশরীয়?"

"না, লিবিয়ান।"

"আপনি এতো কিছু কীভাবে জানেন?"

"সে মাসখানেক যাবত এখানে আসত, এসে কথা বলত আমাদের পালিতা কন্যার সাথে। আমাদের মেয়ের নাম ছিল লিটা। আহারে, বেচারী। অন্তর্দৃষ্টি ছিল, ভবিষ্যৎ দেখতে পেত ও। ওর মনে হয়েছিল ও বোধহয় আখেনাতনের বংশধর। আমি এবং আমার স্বামী ওকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম অনেক, কিন্তু মেয়েটা শুধু ওই জাদুকরের কথাই শুনল। এক রাতে অদৃশ্য হয়ে গেল ও। এরপরে আর কখনও খুঁজে পাইনি ওকে।"

সেরামানা খুন হওয়া মেয়েটির ছবি দেখাল মহিলাকে।

"এই কী সেই মেয়ে?"

"হ্যাঁ, এই তো। আমার সোনা, আমার লিটা। ও কি..."

সত্যিটা লুকানোর চেষ্টা করল না সেরামানা। নীরবে মাথা ঝাঁকাল ও।

"এই ওফিরকে শেষ কখন দেখেছেন?"

"কয়েকদিন আগে, আমার স্বামী যখন অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে ছিল তখন দেখতে এসেছিল সে আমার স্বামীকে। আমি জানি ওফির আমার স্বামীকে এমন কিছু দিয়েছে যার ফলে মৃত্যু হয়েছে তার। আমি ওফিরকে চিনি!"

"সে কি আশেপাশেই কোথাও থাকে?"

"সে পাহাড়ের এক পুরানো সমাধিতে লুকিয়ে আছে। জায়গাটা ভূতপ্রেতের আড্ডাখানা। বাবা, মেরে ফেল ওফিরকে। তারপর পুড়িয়ে দাও ওর লাশ!"

"আপনার এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত, মা। ভুতপ্রেতের সাথে থাকাটা খুব ভালো কিছু না।"

সেরামানা ঘর থেকে বেরিয়ে এসে লাফ দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসলো। ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সমাধির দিকে। দিনের আলো নিভে আসছে।

পাহাড়ের পাদদেশে এসে ঘোড়া থেকে নামল সেরামানা। হাতে খোলা তলোয়ার। আচমকা যেকোনও হামলা মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত। সমাধির বড় প্রবেশপথ দিয়ে সে ভিতরে ঢুকে পড়ল।

পুরো সমাধিতে শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নেই।

দেয়ালের গায়ে খোদাই করা মানুষগুলো ছাড়া আর কোনও মানুষও নেই।

বাগানে রামেসিস এবং নেফারতারির সন্তান মেরিতামন তার বাবা-মা'কে বীণা বাজিয়ে শোনাচ্ছিল। হাতে হাত রেখে কন্যার বীণা বাজানো শুনছিলেন তারা। বীণায় মেয়ের দক্ষতা দেখে বিস্মিত বোধ করছিলেন রামেসিস। একটা ব্যাপার পরিষ্কার, তাদের মেয়ে চরম প্রতিভাময়ী একজন। শুধু তাই নয়, বয়সের তুলনায় তার সুরজ্ঞানও প্রশংসা করার মতো। যোদ্ধা এবং প্রহরী দুজনেই তাদের থাবার মাঝে মাথা রেখে শুয়ে ছিল। দেখে মনে হচ্ছিল তারাও মেরিতামনের সুরের মূর্ছনায় হারিয়ে গেছে।

বাজানো শেষ হওয়ার পরে সবাই চুপ করে থাকল অনেকক্ষণ। সুরের শেষ রেশটুকুও অনুভব করতে চায় সবাই।

ফারাও চুমু খেলেন মেয়েকে।

"তোমার পছন্দ হয়েছে বাবা?"

"ঈশ্বর তোমাকে প্রতিভা দিয়ে পাঠিয়েছেন, মা। কিন্তু তোমাকে আরও অনেক পরিশ্রম করতে হবে।"

"মা আমাকে কথা দিয়েছিলেন যে আমি হাথরের মন্দিরে পড়াশোনা করতে পারব। দারুণ বিদ্যালয় ওটা।"

"তুমি যদি পড়তে চাও, তবে তাই হবে।"

বাচ্চা মেয়েটা মায়ের মতোই চোখ ধাঁধানো সুন্দরী হতে যাচ্ছে। সেই রূপ, সেই চকচকে দৃষ্টি।

"আমি যদি মন্দিরের বাদক হই, তুমি আমাকে দেখতে আসবে তো?" জিজ্ঞেস করল মেরিতামন।

"তোমার বীণা না শুনে থাকতে পারব আমি?"

বিমর্ষ অবস্থায় খা'কে আসতে দেখা গেল।

"তোমার মুখ গোমড়া কেন?" জিজ্ঞেস করলেন নেফারতারি।

"একটা জিনিস হারিয়ে গেছে আমার। চুরি হয়েছে সম্ভবত।"

"তুমি কি নিশ্চিত?"

"আমি রোজ রাতে আমার লেখালেখির জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখি। সেখান থেকে একটা তুলি পাচ্ছি না।"

"অন্য কোথাও রাখোনি তো?"

"না। সব জায়গায় খুঁজে দেখেছি। কোথাও নেই।"

রামেসিস তার পুত্রের কাঁধের উপরে হাত রাখলেন। "তুমি কিন্তু খুব মারাত্মক একটা অভিযোগ করছ।"

"আমি জানি। একারণেই বলার আগে আমি অনেকবার চিন্তা করেছি।"

"তোমার কাউকে সন্দেহ হয়?"

"এই মুহূর্তে কাউকে হচ্ছে না কিন্তু আমি বের করার চেষ্টা করব। তুলিটা খুবই পছন্দের ছিল আমার।"

"অন্য তুলি তো আছে।"

"তা আছে, কিন্তু এটার মতো আর নেই।"

সিংহটা মাথা তুলল। কুকুরটা খাড়া করল কান। কেউ আসছে।

ডোলোরা এসে ঢুকল। একটা সবুজ পোশাক পরে আছে সে।

"জাহাঁপনা আমার সাথে কথা বলতে চেয়েছেন?"

"মোজেসের বিচারের সময় তোমার আচরণ প্রশংসনীয় ছিল।" বললেন রামেসিস।

"আমি শুধু যা সত্য, তাই বলেছি।"

"নিজের স্বামীর সম্পর্কে এভাবে কথা বলতে সাহসের প্রয়োজন হয়।"

"মা'তের সামনে মিথ্যার কোনও স্থান নেই।"

"তোমার সাক্ষীতে মোজেসের ব্যাপারটা আরও পোক্ত হয়েছে।"

"আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে পেরে খুশি।"

চাকরবাকররা সুস্বাদু মদ নিয়ে এল। রাজা রাণী সন্তানদের শিক্ষা নিয়ে কথা বলতে লাগলেন।

বাগান থেকে চলে এল ডোলোরা। সে নিশ্চিত তার উপরে রাজার হারানো বিশ্বাস আবার সে ফিরে পেয়েছে। অন্যসময় রামেসিসের কথায় আন্তরিকতার অভাব থাকত, আজ সেটা নেই।

ডোলোরা উঠে দাঁড়াল। রাস্তায় হঠাৎ একা ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে হলো তার।

আগের চাইতে রোগা, মুখভর্তি দাড়িগোঁফবিশিষ্ট পানিবাহকের ছদ্মবেশ নিয়ে থাকা শানারকে চেনাই যাচ্ছে না।

"ডোলোরা, এবার সন্তুষ্ট?" একঢোক পানি গলায় চালান করে বলল সে।

"দারুণ ছিল তোমার পরিকল্পনা।"

"আমার ভাই বন্ধুত্বের প্রতি অন্ধ। যখনই তুমি মোজেসকে সাহায্য করেছ, রামেসিস নিশ্চিত হয়ে গেছে তুমি ওর পক্ষে।"

"আমি তো ওকে বোকা বানালাম, আমাদের পরিকল্পনা কী এখন?"

"চোখকান খোলা রাখ। তুচ্ছাতিতুচ্ছ তথ্যও মূল্যবান হতে পারে। তোমার সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে ছদ্মবেশে আসব আমি।"

## সতেরো

রামেসিস এবং আহমেনি মনোযোগ দিয়ে সেরামানার কথা শুনছেন।

"লিবিয়ান জাদুকর ওফির," মন্তব্য করল আহমেনি। "সাথে জুটিয়েছে লিটা নামের এক বিভ্রান্ত মেয়েকে... এখানে আসলেই চিন্তিত হওয়ার মতো কিছু আছে কিনা আমি বুঝতে পারছি না। আইনকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে ওই জাদুকর, তাকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই। এবং এতক্ষণে হয়তো সীমান্ত পার হয়ে গেছে সে।"

"তুমি পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পারছ না।" বললেন রামেসিস। "তুমি কি ভুলে যাচ্ছ যে সে কোথায় লুকিয়ে ছিল-হারামজাদা আখেনাতনের আতনের দিগন্ত শহরে?"

"কিন্তু অনেকদিন ধরে জায়গাটা খালি পড়ে থেকে এক ভুতুড়ে জায়গায় পরিণত হয়েছে।"

"তাতে কী? আখেনাতনের ধ্যানধারণা ধারণ করে এমন মানুষ এখনও আছে এবং সুযোগ পেলেই তারা ঝামেলার সৃষ্টি করবে। ওফির সম্ভবত আখেনাতনের এই ধারণার উপরে ভর করে ওর প্রতি সহানুভূতিশীল মানুষদের নিয়ে একটা দল গড়তে চাইছে।"

"দল? আপনি কি বলতে চাইছেন ওফির একজন হিট্টি গুপ্তচর?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন আহমেনি।

"আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত।"

"কিন্তু আতেন হিট্টিদের কোনও কাজেই লাগে না। আর তারা এক ঈশ্বরের ধারণায় বিশ্বাসী।"

"ইহুদীদের কাজে লাগে।" ফস করে বলে ফেলল সেরামানা।

আহমেনি ঠোঁট কামড়াল। সেরামানা অকপট, ঠোঁটকাটা টাইপের মানুষ। কোনও লুকোছাপা নেই। মুখে যা আসে তাই বলে ফেলে।

"আমরা জানি স্থপতি সেজে কেউ মোজেসের সাথে যোগাযোগ করেছিল।" বলে চলল সেরামানা। "সেই স্থপতির দৈহিক বর্ণনার সাথে ওফিরের দৈহিক বর্ণনা পুরোপুরি মিলে যায়। এর পরেও কি সন্দেহ আছে আপনার?"

"একটু দাঁড়াও।" বলল আহমেনি।

"বলে যাও।" বললেন রামেসিস।

"হয়তো আমি ধর্ম সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানি না।" বলেই চলল সেরামানা। "কিন্তু আমি জানি ইহুদীরা এক ঈশ্বরের উপাসনা করে। জাহাঁপনা, আপনার কি মনে আছে যে আমিই মোজেসকে রাজদ্রোহের সন্দেহে অভিযুক্ত করেছিলাম?"

"মোজেস আমাদের বন্ধু।" প্রতিবাদ করল আহমেনি। "আচ্ছা, ওফিরের সাথে যদি ওর সাক্ষাৎ হয়েও থাকে তার মানে কি এই যে ও ফারাও-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে? একজন মানুষের অনেকের সাথেই পরিচয় থাকতে পারে।"

"সংশয়াতীত একটা ব্যাপারকে কেন মানতে চাইছেন না?" জিজ্ঞেস করল সেরামানা।

ফারাও উঠে দাঁড়িয়ে ওফিসের জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন। দূরে ডেল্টার পল্লী অঞ্চল দেখা যাচ্ছে। মিশরকে ভালোভাবে জানতে হলে মিশরের গ্রামে যেতেই হবে। ভাবলেন ফারাও।

"সেরামানা ঠিকই বলছে।" দৃঢ়গলায় বললেন রামেসিস। "হিট্টিরা আমাদেরকে ভিতর এবং বাইরে দু'দিক থেকেই আক্রমণ করেছে। আমরা কাদেশে জিতেছি, ভেঙে দিয়েছি গুপ্তচরদের দলটাকে। কিন্তু কী পেয়েছি আসলে? হিট্টি সেনাবাহিনী এখনও সুসংগঠিত এবং ওফির এখনও বেঁচে আছে। ওর মতো একজন মানুষ কখনওই আমাদের চরম ক্ষতি করার আগে থামবে না। তবে মোজেস ওফিরের সাথে জড়িত থাকতে পারে না, এই ধরণের প্রতারণা করার ক্ষমতাই নেই ওর। সেরামানার সব কথাই ঠিক, শুধু মোজেসের অংশটুকু বাদ দিয়ে।"

"আপনি যা বলছেন তাই যেন হয়, জাহাঁপনা।"

"তোমার জন্য নতুন একটা কাজ আছে সেরামানা।"

"চিন্তা করবেন না জাহাঁপনা। আমি ওফিরকে খুঁজে বের করব।"

"তার আগে তুমি অ্যাবনার নামের ইহুদীটাকে খুঁজে বের করো।"

নেফারতারি তার জন্মদিন ডেল্টার কেন্দ্রে অবস্থিত রাজপ্রাসাদে উদযাপন করতে চাইছিলেন। এই রাজপ্রাসাদের দায়িত্ব এখন কৃষিমন্ত্রী নেদজেমের উপরে। তিনি রামেসিস এবং নেফারতারিকে নতুন একধরণের ধান দেখাচ্ছিলেন এবং বোঝানোর চেষ্টা করছিলেন মাটির ক্ষতি না করে ফসলের ফলন কীভাবে বাড়ানো সম্ভব।

রাজা-রানিকে পেয়ে প্রাসাদের চাকরবাকররা খুব আনন্দিত। রাজা-রানিকে নিজেদের মধ্যে পাওয়া তাদের কাছে ঈশ্বরের পক্ষ থেকে বিশেষ উপহার। সৌভাগ্যের চিহ্নও বটে। ফসল উৎপাদন হবে প্রচুর, গাছে ধরবে প্রচুর ফল। সংখ্যা বাড়বে গবাদিপশুর।

নেফারতারি বুঝতে পারছিলেন যে রামেসিস কোনওকিছু নিয়ে চিন্তিত। খাওয়া শেষে রামেসিসকে একা পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"তুমি কোনও কিছু নিয়ে চিন্তিত। মোজেসকে নিয়ে?"

"ওর যে কী হবে এটা ভেবে চিন্তা লাগছে।"

"অ্যাবনারকে কি পাওয়া গেছে?"

"না। যদি ও ওর জবানবন্দী নিশ্চিত না করে তাহলে আমার মনে হয় না উজির মোজেসকে ছাড়বে।"

"সেরামানা তোমাকে হতাশ করবে না দেখো। আর কী নিয়ে চিন্তিত তুমি? আমি নিশ্চিত আরও কোনও ব্যাপার আছে।"

"আইন অনুযায়ী মিশরকে বহিঃশত্রু থেকে এবং ভিতরের শত্রু থেকে রক্ষার দায়িত্ব আমার। আমি বোধহয় ব্যর্থ হয়েছি।"

"তুমি হিট্টিদেরকে পরাজিত করলে কিন্তু এখন তুমি বলছ শত্রু আছে ভিতরে?"

"অন্ধকারের শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে আমাদেরকে। আমি বুঝতে পারছি যে ওরা লুকিয়ে এগিয়ে আসছে।"

"তোমার কথা শুনে অদ্ভুত লাগছে, তবে অবাক হচ্ছি না। গতকাল আমি যখন সেখমেতের মন্দিরে প্রার্থনা করছিলাম তখন তার চোখে যে বসানো পাথরে এক ভুতুড়ে আলো জ্বলতে দেখলাম। দেবী যে সন্তুষ্ট হয়েছেন তা বোঝা গেল। ভিতর নিয়ে চিন্তা করি না, কিন্তু বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঠেকাতে পারব তো?"

"আখেনাতনের আদর্শ এখনও বিদ্যমান, নেফারতারি।"

"কিন্তু আখেনাতনও তো শুধু আতনেরই উপাসনা করতো।"

"হ্যাঁ, কিন্তু সে এমন শক্তিকে মুক্ত করে দিয়েছিল যার নিয়ন্ত্রণ আর তার কাছে থাকেনি। কিন্তু এই ওফির আবার সেই শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করছে।"

"সেক্ষেত্রে তো অবস্থা খুব খারাপ হবে বলে মনে হচ্ছে। ওফির যাদের কাছে লুকিয়ে আছে তারা হিট্টিদের চাইতে ভালো হবে একথা ভাবার কোনও কারণ নেই।"

"তুমি যেহেতু আমার সাথে একমত, এখনই কিছু কাজ করতে হবে আমাদের। আমরা প্রধান মন্দিরগুলোতে দেব-দেবীদের কাছে প্রার্থনা করতে পারি যেন তারা মিশরের উপরে একটা নিরাপত্তার চাদর ছড়িয়ে দেন। তোমার সাহায্য ছাড়া এটা করা সম্ভব হবে না আমার পক্ষে।"

নেফারতারি রামেসিসকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন। একথা আমাকে বলার কোনও দরকার আছে কি?"

"অনেক অভিযান পরিচালনা করতে হবে আমাদেরকে। অনেক বিপদও মোকাবেলা করতে হবে।"

"মনে করে নাও এটা তোমার আর আমার পক্ষ থেকে মিশরের জন্য উপহার। মিশর আমাদের যা দিয়েছে তার প্রতিদানে আমরা তাকে আমাদের জীবন উৎসর্গ করলাম।"

বেতের তৈরী শিরস্ত্রাণ আর ঘাসের তৈরী ঘাঘরা পরে নাচছে কৃষকমেয়েরা। কাপড়ের তৈরী বল ছুঁড়ে তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে অশুভ শক্তিকে।

"আমি যদি ওরকম করতে পারতাম।" ফিসফিস করে বললেন নেফারতারি।

"তুমিও কোনও কিছু নিয়ে চিন্তিত, প্রিয়তমা।"

"খা'কে নিয়ে।"

"খা'কে নিয়ে? কিছু করেছে নাকি ও?"

"না, কিন্তু ওর তুলি হারিয়ে গেছে। আমার পছন্দের পুরানো শাল হারিয়ে গিয়েছিল মনে আছে তোমার? ওই জাদুকর ওফির আমাকে জাদুটোনা করার চেষ্টা করেছিল যাতে আমি অসুস্থ হয়ে পড়ি এবং আমাদের মধ্যে ফাটল ধরে। তার আগে আমি সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে মারা যেতে বসেছিলাম। মেরিতামনকেও হারাতে বসেছিলাম

প্রায়। সেবার সেটাউ আমাকে রক্ষা করেছিল। আমার ভয় হচ্ছে ওফির আবার কোনও কুমতলব আঁটছে এবং এবার ওর লক্ষ্য একজন শিশু। তোমার বড় ছেলে খা।"

"খা কি অসুস্থ?"

"রাজবৈদ্য পারিয়ামাকু ওকে পরীক্ষা করেছেন এবং বললেন সবকিছুই ঠিক আছে। অস্বাভাবিক কিছু নেই।"

"আমি এতে সন্তুষ্ট হতে পারছি না। সেটাউকে ডাকতে হবে। ডেকে খা'র চারপাশে জাদুর একটা বলয় তৈরী করতে বলতে হবে ওকে। যে মুহূর্তে ও কিছু খেয়াল করবে সে মুহূর্তেই সতর্ক করে দেবে আমাদেরকে। তুমি কি ইসেটকে সতর্ক করেছ?" জানতে চাইলেন রামেসিস।

"অবশ্যই।"

"তুলিটা কে নিয়েছে তা খুঁজে বের করতে হবে আমাদেরকে এবং চোর প্রাসাদের কর্মচারীদের একজন কিনা তাও জানা দরকার। সেরামানা একজন একজন করে প্রশ্ন করতে পারবে সবাইকে।"

"আমার ভয় লাগছে, রামেসিস। খা'র জন্য আমার ভয় লাগছে।"

"ভয়টাকেও একপাশে সরিয়ে রাখ। ভয়ও খা'র ক্ষতি করতে পারে। নামমাত্র দুর্বলতাকে পুঁজি করেও কালো জাদু করে ফেলতে পারে অনেক কিছু।"

রঙ-তুলি হাতে নিয়ে খা সেটাউ এবং লোটাসের পরীক্ষাগারে উপস্থিত হল। লোটাস খুব সাবধানে একটা গোখরোর বিষ বের করছিল বিষথলি থেকে। এই বিষ থেকে তৈরী হবে হজমের সমস্যার ওষুধ।

"আপনিই কি আমার জাদুবিদ্যার শিক্ষক?" জিজ্ঞেস করল খা।

"তোমার একমাত্র শিক্ষক জাদুবিদ্যা নিজে। সাপকে এখনও ভয় পাও, বাবা?"

"হ্যাঁ।"

"ভালো। একমাত্র বোকারাই সরীসৃপকে ভয় পায় না। সাপেরা আমাদেরও আগে থেকে এই পৃথিবীতে আছে। আমাদের যা জানা দরকার, সেগুলো তারা জানে। মাটির উপর থেকে মাটির নিচ পর্যন্ত সব জায়গাতে আছে তারা।"

"যেদিন আপনি আর আমার পিতা আমাকে গোখরোর মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিলেন, সেদিন আমি জেনেছিলাম কোনও ভয়ংকর মৃত্যু ঘটবে না আমার।"

"তোমার সাথে আমি একমত। তবে তোমার এখনও নিরাপত্তা দরকার।"

"কেউ আমার তুলি চুরি করেছে এবং একজন জাদুকর সেটা আমার বিপক্ষে ব্যবহার করতে পারে। রাণী আমাকে সেরকমটাই বললেন।"

খা'য়ের চিন্তাশক্তি এবং বুদ্ধিমত্তা দেখে মুগ্ধ হলেন সেটাউ।

"সাপেরা আমাদেরকে জাদুটোনা করতে পারে।" বলতে লাগলেন সেটাউ। "এবং একইসাথে তারা সেই জাদু কীভাবে ভেঙে ফেলা যায় সেটা দেখিয়েও দিতে পারে।

পেঁয়াজ বাটা, সাপের রক্ত আর বিছুটি পাতা দিয়ে বানানো একরকম বিষ গ্রহণ করতে হবে তোমাকে। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে আমি পাথুরে মাটি, ফিটকিরিসহ আরও কিছু জিনিস বিষে যোগ করব। এর প্রতিষেধক হিসেবে নিজের আবিষ্কার করা ওষুধ তোমাকে দেবে লোটাস।"

খা মুখ বিকৃত করল। "খেতে খুব একটা সুবিধার হবে বলে মনে হচ্ছে না।"

"সমস্যা নেই। মদের সাথে মিশিয়ে দেব।" বললেন সেটাউ।

"কখনও মদ পান করিনি আমি। মদ খেলে মনোযোগ থাকে না আর হাত কাঁপে। কাঁপা হাতে তো লেখালেখি করা যায় না।"

"কিন্তু ভালো মদ কী তা জানতে হলে তোমাকে কমবয়স থেকে মদপান আরম্ভ করতে হবে।"

"মদও কি আমাকে কালো জাদু থেকে সুরক্ষিত রাখবে?"

সেটাউ কিছু না বলে একটা পাত্রে সবুজ মন্ড তৈরী করতে লাগলেন।

"কালো জাদুকে বাধা দেয়ার কোনও আশা নেই। এই কাজটা তোমাকে করতে হবে যেন তুমি অদৃশ্য শত্রুর সাথে লড়াই করতে পার।"

"আমি প্রস্তুত।" খা বলল।

## আঠারো

টানা ছয়দিন ধরে  বৃষ্টি হচ্ছে হাত্তুসাতে।

সম্রাট মুওয়াত্তালি আগুনের পাশে ঝুঁকে বসে আছেন। তার মাথায় উলের টুপি, পরনে লম্বা, লালকালো গরম পোশাক। প্রাসাদের মধ্যে বসে থেকেও প্রচণ্ড শীত লাগছে তার।

কাদেশের যুদ্ধে হার এবং অন্যান্য আক্রমণে ব্যর্থ হয়েও মুওয়াত্তালি তার পাহাড়ঘেরা বাসস্থানে নিরাপদ বোধ করছেন। তার প্রাসাদ একদম খাড়া পাহাড়ের মাথায়। সেখানে যেতে হলে উচ্চ আর নিম্ন, এই দুটো শহর পেরিয়ে যেতে হয়। খাড়া পাহাড় আর দুই শহর মিলিয়ে তার প্রাসাদ রীতিমত এক দুর্গে পরিণত হয়েছে।

তবে বর্তমানে শহর জুড়ে সম্রাটের বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় বয়ে যাচ্ছে। কারণ এই প্রথমবারের মতো রণকৌশল ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে। যেসব সৈন্যরা গতকালও মুওয়াত্তালি বলতে অজ্ঞান ছিল, আজ কিছুটা হলেও সন্দেহ ঢুকে গেছে তাদের মনে।

সিংহাসনের দাবীদার দু'জন। সম্রাটের ছেলে উরি-টেশুপ; পরবর্তী রাজা হিসেবে সেনাবাহিনীর একেই বেশি পছন্দ। আর একজন মুওয়াত্তালির ভাই হাত্তুসিলি; একজন চতুর রাজনীতিবিদ যিনি মিশরের বিরুদ্ধে শক্তিশালী জোট গঠন করেছেন। যেকোনও মূল্যে এই জোট রক্ষা করতে চায় মুওয়াত্তালি।

সম্রাট বিকালটা সুন্দরী একজন মেয়ের সাথে কাটিয়েছেন। তার মনে হলো যুদ্ধবিগ্রহ বাদ দিয়ে সারাজীবন কবিতা নিয়ে যদি থাকা গেলেই সবচেয়ে ভালো হতো। কিন্তু সে স্বপ্ন পূরণ হবার নয়। আর হিট্টি সম্রাটের স্বপ্ন দেখাও মানা।

মুওয়াত্তালি আগুনের উপরে হাত ঘষলেন। সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না তিনি। তার ভাইকে সরিয়ে দেয়া উচিত নাকি তার সন্তানকে? নাকি দু'জনকেই? কয়েক বছর আগেও তিনি খুব দ্রুত এবং নৃশংসভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। কিন্তু এখন এই দুজন মানুষের শত্রুতায় তার লাভ হতে পারে। উরি-টেশুপ এবং হাত্তুসিলি একে অপরকে না মেনে নিলে হয়তো তাকেই মধ্যস্থতা করতে হবে।

আরেকটা ব্যাপারও মাথায় রাখা দরকার। তার সরকারের পায়ের নিচের মাটি কেঁপে উঠেছে। যুদ্ধে বারংবার হার, যুদ্ধের খরচ, আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ব্যাহত হওয়া সবকিছু মিলিয়ে বিশাল হিট্টি সাম্রাজ্য এখন ধ্বংসের সম্মুখীন।

মুওয়াত্তালি ঝড়ের দেবতার মন্দিরে প্রার্থনা করেছেন। অন্য সব প্রার্থনাকারীর মতো তিনিও পাথরের উপরে রুটি রেখে মদ দিয়ে ভিজিয়েছেন আর মনে মনে প্রার্থনা করেছেন, "চিরদিন টিকে থাকুক এই দেশ"। মিশর তার দেশ দখল করে নিয়েছে আর তার মিত্ররা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এই স্বপ্ন তার কাছে রীতিমতো একটা দুঃস্বপ্ন। আর কতদিন তিনি এই পাহাড়ের উপরের প্রাসাদে অবস্থান করতে পারবেন সে বিষয়ে তিনি নিশ্চিত হতে পারছেন না।

একজন ভৃত্য এসে জানাল যে সম্রাটের অতিথি এসেছেন। সম্রাট তার অতিথিকে নিয়ে এসে একটা বড় ঘরে বসালেন। ঘরটি আগের সব যুদ্ধজয়ের স্মারক দিয়ে সাজানো। অতিথি আর কেউ নয়, সম্রাটের ছেলে উরি-টেশুপ। লম্বাচওড়া, শক্তিশালী, পেশীবহুল একজন মানুষ। সারা শরীর লালচে লোমে ভর্তি। উরি-টেশুপ ইতিমধ্যেই দুর্ধষ একজন যোদ্ধা হিসেবে প্রমাণ করেছে নিজেকে।

"কেমন চলছে দিনকাল, বেটা?"

"খুব একটা ভালো নয়, বাবা।"

"তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে শরীরে কোনও সমস্যা নেই।"

"আপনি কি আমার স্বাস্থ্য নিয়ে আলোচনার জন্য আমাকে এখানে ডেকেছেন?" কিছুটা উদ্ধতভাবে জিজ্ঞেস করল উরি-টেশুপ।

"ভুলে যেও না তুমি কার সাথে কথা বলছ।" কঠিন গলায় বললেন মুওয়াত্তালি।

চুপসে গেল উরি-টেশুপ। "মাফ করবেন। মেজাজটা নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছি না।"

"কেন পারছ না?"

"আমি বিজয়ী সেনাবাহিনীর সেনাপতি। কিন্তু আমাকে বর্তমানে হাত্তুসিলির অধীনে কাজ করতে হচ্ছে যেখানে কিনা সে কাদেশে পরাজিত হয়েছে। এটা আমার জন্য অসম্মানের।"

"হাত্তুসিলি ছাড়া জোট গঠন সম্ভব হতো না।"

"জোট গঠন করে লাভটা কী হয়েছে? তারচেয়ে আমাকে দায়িত্ব দেয়া হলে আমি রামেসিসকে পরাজিত করতে পারতাম।"

"তুমি এখনও অনেক ভুল করো, বেটা। অতীতের কথা তুলে লাভ কী?"

"হাত্তুসিলিকে সরিয়ে দিয়ে আমাকে ওর জায়গায় বসান।"

"হাত্তুসিলি আমার ভাই। আমাদের মিত্ররা ওকে শ্রদ্ধা করে, ব্যবসায়ীরা ওর কথা শোনে। ওদের সাহায্য ছাড়া আমরা টিকে হয়তো থাকতে পারব, কিন্তু যুদ্ধে জেতার আশাবাদ দিতে হবে।"

"আপনি আমাকে কী করার কথা বলছেন?"

"আমাদের পারস্পারিক বিভেদ ভুলে হাত্তিকে রক্ষা করার জন্য একযোগে কাজ করতে হবে।"

"হাত্তিকে রক্ষা? হাত্তি যে বিপদে আছে সেটাই জানতাম না।"

"মিশরকে এখনও আমরা পরাজিত করতে পারিনি। মিত্ররাও কখন কী করে বসে তার ঠিক নেই। সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি আমি যা চিন্তা করছি তার চেয়েও দ্রুত পরিবর্তিত হবে।"

"তাহলে এতো কথা বলে ফায়দা কী? বাবা, আমার জন্ম হয়েছে যুদ্ধ করার জন্য। ষড়যন্ত্র করার জন্য নয়।"

"এতো তাড়াহুড়া করো না। আমরা যদি আমাদের শ্রেষ্ঠত্ব ফিরে পেতে চাই, তাহলে প্রথমেই আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারগুলোতে মনোযোগ দিতে হবে। এবং তার জন্য প্রথম শর্ত, হাত্তুসিলির সাথে তোমার সন্ধি।"

উরি-টেশুপ একটা থামে ঘুষি মারল। "অসম্ভব। একটা কাপুরুষের সাথে আমি সন্ধি করব না।"

"বিভেদ ভুলে কাজ করলেই আমরা শক্তিশালী হব।"

"আপনার ভাইকে আর তার স্ত্রীকে একটা মন্দিরে বন্দী করে রাখুন। আর আমাকে মিশরের দিকে যুদ্ধযাত্রা করার অনুমতি দিন। তাহলেই আমরা শক্তিশালী হব।"

"তুমি কি সন্ধির প্রস্তাব একেবারেই নাকচ করে দিচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

"এটাই তোমার শেষ কথা?"

"হাত্তুসিলিকে দূর করে দিন। সাথে সাথে আমি আমার এবং আমার সেনাবাহিনীর আনুগত্য আপনার প্রতি স্থাপন করব।"

"একজন সন্তানের কি তার পিতাকে শর্ত দেয়া উচিত?"

"আপনি একজন পিতার চাইতেও অনেক বেশি কিছু। আপনি হাত্তির সম্রাট। আমরা সেটাই সিদ্ধান্ত নেব যা আমাদের দেশের জন্য মঙ্গলজনক। আপনি জানেন আমিই ঠিক কিন্তু এখন বুঝতে পারছেন না। সময় হলে ঠিকই বুঝতে পারবেন এবং তখন আমার মতোই চিন্তা করবেন আপনি।"

সম্রাটকে ক্লান্ত দেখাল। "হয়তো ঠিকই বলেছ তুমি। আবার চিন্তা করা দরকার আমার।"

পিতার সাথে কথা বলে বের হয়ে এল উরি-টেশুপ। সে মোটামুটি নিশ্চিত যে সে তার বাবাকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছে। খুব শীঘ্রই বুড়ো সম্রাট সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা তার ছেলের হাতে তুলে দেবেন; যার ফলাফল উরি-টেশুপের হাতে সিংহাসন হস্তান্তর পর্যন্তও গড়াতে পারে।

ইশতারের মন্দিরের নিচের ভূগর্ভস্থ কক্ষে ধূপ জ্বালাচ্ছিল হাত্তুসিলির স্ত্রী পুডুহেপা। পরনে তার লালরঙা পোশাক, গলায় সোনার হার, হাতে রূপার বালা আর পায়ে চামড়ার স্যান্ডেল। রাতের এই সময়ে একদম শুনশান নৈঃশব্দ্যে ডুবে আছে মন্দির।

দু'জন মানুষ সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলেন। একজন সম্রাট মুওয়াত্তালি আর একজন তার ভাই হাত্তুসিলি।

"এখানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা।" পরনের পোশাক গায়ে আরও ভালোকরে জড়িয়ে নিতে নিতে বললেন সম্রাট।

"জায়গাটা আরামদায়ক নয়।" স্বীকার করলেন হাত্তুসিলি। "তবে একমাত্র এখানেই আমরা একান্তে কথা বলতে পারব।"

"জাহাঁপনা, দয়া করে বসুন।" বলল পুডুহেপা।

বসলেন সম্রাট। "এতো দৌড়ঝাঁপ করে এসেও হাত্তুসিলিকে খুব একটা ক্লান্ত দেখাচ্ছে না।" বললেন তিনি। "কী খবর এনেছ, হাত্তুসিলি?"

"আমি জোটের কথা ভেবে উদ্বিগ্ন। মিত্রদের কয়েকজন যে জোট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে তা নিশ্চিত। তাদের লোভ ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। এতো দিন পর্যন্ত আমি তাদের সকল দাবিদাওয়া পূরণ করে এসেছি। কিন্তু এখন আর সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। খারাপ খবর এখানেই শেষ নয়, আরও আছে।"

"বলো।"

"আসিরিয়ানদের ভাবভঙ্গী ভালো ঠেকছে না।"

"আসিরিয়ানদের কবে থেকে গোণায় ধরতে শুরু করলাম আমরা?"

"ওরা আমাদেরকে দেখে শিক্ষা নিয়েছে। আমাদের সাম্প্রতিক হার এবং নিজেদের মাঝে বিবাদের কারণে তাদের ধারণা হয়েছে যে আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি এবং শত্রুকে তখনই আঘাত করা উচিত যখন সে দুর্বল।"

"ওসব চুনোপুঁটিদের শায়েস্তা করা কোনও ব্যাপার না।"

"আমি অতটা নিশ্চিত হতে পারছি না। আর এই মুহূর্তে রামেসিস যখন কাদেশ আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন তখন আমাদের সেনাবাহিনীকে দু'ভাগে ভাগ করে দেয়াটা কতটুকু সমীচীন?"

"রামেসিস কাদেশ আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে? সত্যি?"

"আমাদের গুপ্তচরদর বক্তব্য অনুযায়ী, রামেসিস পুনরায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এবার তার পথে কানানাইট আর বেদুঈন কেউই বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। সে এবার সোজা হাত্তির দিকে আসবে। এবং এই পরিস্থিতিতে আসিরিয়ানদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমাদের সেনাবাহিনীর শক্তি অর্ধেক করে ফেলার কোনও মানেই হয় না।"

"তাহলে তোমার মতে এখন কী করা উচিত হবে?"

"প্রথম কাজ, আমাদের অভ্যন্তরীণ ঝামেলা কমাতে হবে। অনেকদিন ধরে আপনার ছেলে এবং আমার মধ্যে যে দ্বন্দ্ব চলছে তাতে কোনও লাভই হচ্ছে না। আমি ওর সাথে দেখা করে ওকে সব কথা বুঝিয়ে বলব। আমরা একটা মোড়ে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা যদি একসাথে চলতে না পারি তাহলে আমরা টিকতে পারব না।"

"উরি-টেশুপ তোমার কথা শুনবে না। সে সেনাবাহিনীর সেনাপতির পদ ফেরত চায়।"

"পদ ফেরত পেয়ে সে মিশরীয়দের সাথে সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে তারপর চূড়ান্ত পরাজয় বরণ করবে, তাই তো?"

"ওর ভাষ্যমতে, সরাসরি আক্রমণই আমাদের বাঁচার উপায়।"

"জাহাঁপনা, বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনাকে আমাদের দু'জন থেকে যেকোনও একজনকে বেছে নিতে হবে।"

মুওয়াত্তালি নিঃশব্দে হাঁটাহাঁটি করলেন কিছুক্ষণ।

"একটা উপায় আছে।" পুডুহেপা এতক্ষণ চুপ করে ছিল, এখন মুখ খুলল। "সম্রাট হিসেবে আপনি হাত্তির অভিভাবক। কথা হচ্ছে যে, জনগণের নিরাপত্তা

আগে। হাত্তুসিলি এবং উরি-টেশুপ যতই আপনার রক্তের সম্পর্কিত আত্মীয় হোক না কেন, জনগণের নিরাপত্তার কাছে তাদের কোনওই মূল্য নেই। যুদ্ধের প্রতি উরি-টেশুপের এই প্রবল উৎসাহ যে চরম ক্ষতির কারণ হবে আপনি খুব ভালো করেই জানেন।"

"তাহলে তোমার সমাধানটা কী?"

"যেহেতু উরি-টেশুপকে বোঝানো যাচ্ছে না, সুতরাং ওকে সরিয়ে দিতে হবে। এবং ওকে সরিয়ে দিলে যেহেতু সন্দেহ আপনাদের দু'জনের উপরে পড়বে, ওকে সরিয়ে দেয়ার কাজটা আমি করব।" শান্তগলায় বলল পুডুহেপা।

## উনিশ

কারাগারে মোজেস উঠে দাঁড়ালেন।

"ফারাও, আপনি এখানে?"

"তোমার সাথে দেখা করার অনুমতি পেয়েছি আমি।"

"কারাগারে আসতে ফারাও-এরও অনুমতির দরকার হয়?"

"তোমার কথা যদি বলো, তাহলে অনুমতি লাগে। কারণ তুমি একজন খুনের আসামী। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, তুমি আমার বন্ধু।"

"তাহলে আপনি আমাকে ত্যাগ করেননি?"

"আমি কি আমার বিপদের বন্ধুকে ত্যাগ করতে পারি?"

রামেসিস আর মোজেস একে অপরকে জড়িয়ে ধরলেন।

"এবার বলো," তিরস্কারের সুরে বললেন ফারাও। "তুমি পালিয়েছিলে কেন?"

"প্রথমে আমি পালিয়েছিলাম তীব্র ভয়ে। অন্তত আমি তাই ভেবেছিলাম। পরে মেদিয়ানে থাকাকালীন ব্যাপারটা ভিন্নভাবে ধরা দিলো আমার চোখে। আমি পালিয়ে যাইনি আসলে; আমি কারও ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম। "

মোজেস কারাগারের যে প্রকোষ্ঠে আছেন তা পরিষ্কার এবং প্রচুর আলোবাতাসযুক্ত। শুধু মেঝেটা ময়লা। ফারাও তার বন্ধুর দিকে মুখ দিয়ে একটা তিনপায়া টুলে বসলেন।

"ডাকটা কোত্থেকে এসেছিল?"

"আব্রাহাম, আইজ্যাক এবং জ্যাকবের ঈশ্বর স্বয়ং জিহোভার কাছ থেকে।"

"জিহোভা তো সিনাই মরুভূমির এক পর্বতের নাম। যাই হোক, এই নাম যে ঈশ্বরের নাম হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাতে আমি অবাক হচ্ছি না। কারণ, থিবসে যে পশ্চিমের যে চূড়া অবস্থিত সেখানেই নৈঃশব্দের দেবীর মন্দির।"

"জিহোভাই একমাত্র ঈশ্বর। তিনি শুধু মরুভূমিতে নন, তিনি সর্বত্র বিদ্যমান।"

"আচ্ছা যাই হোক, তারপর?"

"আমি পাহাড়ের চূড়ায় ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পেলাম। তিনি আমার সামনে একটা জ্বলন্ত ঝোপের রূপে আবির্ভূত হলেন এবং নিজের পরিচয় দিলেন। রামেসিস, জিহোভা আমাকে একটি বিশেষ কাজ দিয়েছেন। এক পবিত্র কাজ যা হয়তো আপনার পছন্দ হবে না। ইহুদী জনগণকে মিশর থেকে বের করে এক পবিত্র ভূমিতে নিয়ে যেতে হবে আমাকে।"

"তোমার কি আসলেই ঈশ্বরের সাথে কথা হয়েছে?"

"অবশ্যই। একদম তোমার মতোই পরিষ্কার এবং ভরাট কণ্ঠ তার।"

"মরুভূমিতে প্রচুর মরীচিকা দেখা যায় কিন্তু।"

"আমি যা দেখেছি এবং শুনেছি সে বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ঈশ্বর আমার কাজ নির্ধারিত করে দিয়েছেন; আমার দায়িত্ব এখন সেটা বাস্তবায়ন করা।"

"তুমি বলছ ইহুদী জনগণ। জনগণ মানে সকল ইহুদী?"

"হ্যাঁ, মিশর থেকে মুক্ত সকল ইহুদী।"

"কিন্তু তারা তো ইতিমধ্যেই যখন তখন সব জায়গাতে যাওয়া-আসা করতে পারে।"

"আমার লোকেদের দেশত্যাগের জন্য অনুমতির সরকারী স্বীকৃতি চাই।"

"প্রথম কাজ হচ্ছে তোমার কারাগার থেকে বের হওয়া। সে কারণে অ্যাবনারকে খোঁজা হচ্ছে। ও জবানবন্দী দিলেই মুক্ত হতে আর কোন বাধা থাকবে না তোমার।"

"অ্যাবনার হয়তো দেশ ছেড়ে চলে গেছে।"

"যেখানেই যাক না কেন, ওকে আদালতের সামনে হাজির করা হবেই। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি।"

"রামেসিস, আপনার সাথে আমার বন্ধুত্ব নষ্ট হয়নি। যখন আমি হিট্টিদের বিপক্ষে আপনার যুদ্ধের কথা জানলাম, আমি চেয়েছিলাম যেন আপনি জয়লাভ করেন। কিন্তু আপনি হলেন ফারাও, আর আমি ইহুদীদের ভবিষ্যৎ নেতা। আপনি যদি আমার অনুরোধ না রাখেন, তাহলে আমি আপনার সবচেয়ে বড় শত্রুতে পরিণত হবো।"

"বন্ধুরা কি কোনও ব্যাপারে একমত হতে পারে না?"

"আমার কাজের কাছে আমাদের বন্ধুত্ব গুরুত্বহীন। এমনকি আমার হৃদয় দু'ভাগ হয়ে গেলেও জিহোভার আদেশ আমাকে পালন করতেই হবে।"

"আচ্ছা, এটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো। এখন তোমার মুক্তির বিষয়ে মনোযোগ দেয়া যাক।"

"কারাগারে থাকতে আমার খারাপ লাগছে না। বরং এই নির্জনতা আমাকে ভবিষ্যতের অগ্নিপরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করে দিচ্ছে।"

"অনেক বিপদ আপদের মুখোমুখি হতে হবে তোমাকে।"

"জিহোভা আমাকে রক্ষা করবেন।"

"তাই যেন হয়, মোজেস। এখন, অতীতে ঘটে যাওয়া এমন কোনও ঘটনা বলতে পারো যা তোমার ঘটনায় কাজে লাগতে পারে?"

"আমি আদালতে সব সত্যি কথাই বলেছি।"

"তুমি আমাকে খুব একটা সাহায্য করতে পারছ না।"

"ফারাও-এর বন্ধু হয়ে আমি কেন অবিচারের আশঙ্কায় ভুগব? আমি জানি আমি সঠিক বিচার না পাওয়া পর্যন্ত আপনার শান্তি হবে না।"

"ওফির নামে কোন মানুষের সাথে কি তোমার কখনও পরিচয় হয়েছে?"

"মনে নেই।"

"সে একজন স্থপতির পরিচয় দিয়েছিল খুব সম্ভব। তুমি যখন পাই-রামেসিসে নির্মাণের দায়িত্বে ছিলে তখন কি সে তোমার সাথে যোগাযোগ করেছিল? সে সম্ভবত আখেনাতনের নিষিদ্ধ ধর্মের প্রচার করছে।"

"এবার মনে পড়েছে। হ্যাঁ, যোগাযোগ করেছিল সে।"

"তোমাকে কোনও প্রস্তাব দিয়েছিল নাকি?"

"না। তবে ইহুদী জনগণের দুর্দশা দেখে তাকে খুবই উদ্বিগ্ন মনে হয়েছিল।"

"দুর্দশা? বাড়িয়ে বলা হয়ে গেল না?"

"আপনি একজন মিশরীয়। আপনি ব্যাপারটা বুঝবেন না।"

"ঠিক আছে, মানলাম। তবে আমি তোমাকে জানিয়ে রাখি ও একজন হিট্টি গুপ্তচর। মিশরে একটা গুপ্তচরদলের প্রধান সে। একইসাথে সে খুনী। ওর সাথে কোনরকম মিত্রতা থাকলে কিন্তু রাজদ্রোহের অভিযোগ আনা হতে পারে তোমার বিরুদ্ধে।"

"যে আমার গোত্রের মানুষদেরকে সাহায্য করতে চায় আমার একটা ধন্যবাদ তার প্রাপ্য।"

"জন্মভূমিকে এতো ঘৃণা কীভাবে করো তুমি?"

"রামেসিস, মেমফিসের বিদ্যালয়ের সেই দিনগুলিতে, একজন শিশু এবং যুবক হিসেবে আমি এতো গুলো বছর আপনাকে সাহায্য করেছি নানাভাবে। এখন আমি এক ভূমি; যেখানে ঈশ্বর আমার জনগণকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন সেই প্রতিশ্রুত ভূমিকেই ভালোবাসি।"

কৃষিমন্ত্রী নেদজেম প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ।

এমনিতে তিনি হাসিখুশি মানুষ। কিন্তু আজ কোনও কারণ ছাড়াই নিজের সহকারীকে ধমক দিলেন। কাজে মন বসাতে না পেরে একটু পরে ওফিস থেকে বের হতে সেটাউ আর লোটাসের পরীক্ষাগারের দিকে চললেন।

সুন্দরী লোটাস একটা মরা সাপের উপরে ঝুঁকে কী যেন দেখছিল। নেদজেমকে দেখেই সে বলল, "তামার ওই পাত্রটা নিয়ে আসুন তো।"

"আমি জানি না..."

"তাড়াতাড়ি।"

নেদজেম আর কথা না বাড়িয়ে পাত্রটা এনে দিলেন। পাত্রে ঘন বাদামী একটা তরল ভাসছে।

"এক ফোঁটাও যেন না পড়ে। এটা খুবই ক্ষারীয় পদার্থ।"

"কোথায় রাখব এটা?" ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন নেদজেম।

"ওই তাকে রাখুন।"

লোটাস সাপটাকে একটা ঝুড়িতে রেখে ঢাকনা আটকে দিল।

"আপনার জন্য কী করতে পারি, নেদজেম?"

"আপনি এবং সেটাউ..."

"সেটাউ-এর খোঁজ করে কে?" সেটাউ-এর অসন্তুষ্ট কণ্ঠ ভেসে এল।

বিভিন্ন আকৃতির শিশি থেকে ধোঁয়া উড়তে দেখা গেল। সেই ধোঁয়া নাকে যাওয়ায় খকখককরে কাশতে লাগলেন নেদজেম।

"আমি আসলে বলতে এসেছিলাম..." কাশির দমকে কথা বন্ধ হয়ে গেল নেদজেমের।

"কী বলতে চান, বলুন।"

"খা'র বিষয়ে কথা ছিল।"

"ওর সম্পর্কে কী কথা?"

"আ...আপনি...আসলে আমি বলতে চাইছি যে এতো দিন আমি খা'য়ের পড়াশোনা দেখে এসেছি। পড়ালেখার প্রতি ওর খুব আগ্রহ; আর বয়সের তুলনায় পরিপক্বতাও চোখে পড়ার মতো। এই বয়সেই ওর যে জ্ঞান তা অনেক বয়স্ক লিপিকারেরও নেই। ও আরও পড়াশোনা করতে চায় এবং..."

"কী বলতে চাচ্ছেন পরিষ্কার করে বলুন। এতো ক্ষণ যা বললেন তার সবকিছুই আমি জানি।"

"আপনি...আপনি সহজ মানুষ নন, সেটাউ।"

"জীবনটাও সহজ নয়। সাপের সঙ্গে সময় কাটাতে হলে আপনাকে অনেক তুচ্ছ বিষয়ও খুব তাড়াতাড়ি শিখে নিতে হবে।"

"আমি যা বলতে চাচ্ছি সেটা তুচ্ছ না।" নেদজেম তাড়াতাড়ি বললেন।

"তাহলে যা বলতে চাইছেন বলে ফেলুন।"

"ঠিক আছে। সরাসরি বলছি। আপনি খা'কে বিপথে ঠেলে দিচ্ছেন কেন?"

"আপনি আমার পরীক্ষাগারে ঢুকে আমার কাজে বাধার সৃষ্টি করছেন, তার উপর এখন আমাকে অপমান করছেন। আপনি রামেসিসের সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হতে পারেন, কিন্তু আমি এক ঘুষিতে আপনার নাক-মুখ সমান করে দেব এখন।"

সেটাউ-এর অগ্নিমূর্তি দেখে পিছু হটলো নেদজেম। পিছু হটতে গিয়ে ধাক্কা লাগল লোটাসের সাথে।

"দুঃখিত...ইচ্ছে করে ধাক্কা...আমি শুধু খা'য়ের ব্যাপারে..."

"আপনার ধারণা জাদুবিদ্যা শেখার জন্য খা'য়ের বয়স কম?" মুচকি হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করল লোটাস।

"হ্যাঁ।" উজ্জ্বল হয়ে উঠল নেদজেমের মুখ।

"আপনার উদ্বিগ্নতা দেখে ভালো লাগছে, কিন্তু আপনার ভয়ের কোনও কারণ নেই।"

"কিন্তু এতো ছোট একটা বাচ্চার জন্য তা খুব বিপজ্জনক হতে পারে..."

"ফারাও তার সন্তানকে রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন আমাদেরকে। সেটা করতে চাইলে খা'কে এর সাথে যুক্ত করতেই হবে।"

"রক্ষা? কী থেকে?"

"আপনার কি গরুর সিদ্ধ মাংস পছন্দ?" লোটাস জিজ্ঞেস করল।

"অ্যাঁ...হ্যাঁ, পছন্দ। কেন?"

"আমি এই জিনিসটা খুব ভালো রান্না করতে পারি। দুপুরের খাবার খেয়ে যান আমাদের সাথে।"

"না, না। আমি..."

"থাকুন।" বললেন সেটাউ। "খা'য়ের ব্যাপারটা কোনও তুচ্ছ ব্যাপার নয়। সে রামেসিসের বড় ছেলে। কেউ ওকে জাদু করে রাজপরিবার এবং দেশকে দুর্বল করার চেষ্টা চালাচ্ছে। আমরা খা'র চারিদিকে একটা জাদুর দেয়াল তুলে দিয়েছি যা খা'কে অশুভশক্তি থেকে রক্ষা করবে। কাজটা খুব কঠিন এবং নির্ভুল হওয়া চাই কাজটা। ফলাফল কিন্তু অনিশ্চিত। নেদজেম, আমার আর লোটাসের সকলের সাহায্য দরকার।"

## কুড়ি

ইহুদীদের বাসস্থানগুলো পাশাপাশি বসানো। তার মধ্য দিয়ে চলে গেছে সরু রাস্তা। মুখোমুখি দুই বাসস্থানের উপরে তক্তা ফেলে তা ঢেকে দেয়া হয়েছে খড় দিয়ে। ফলে রাস্তা হয়ে গেছে ছায়াময়। গৃহিণীদের খুব সুবিধা হয়েছে তাতে। তারা ঘরের দাওয়ায় বসে গল্প-গুজব করে। পানিবাহকরা আসলে তারা একটু থেমে পানি পান করে তারপর আবার গল্প শুরু করে। সেই গল্পে সময়ে সময়ে যোগ দেয় কারিগর, ইটপ্রস্তুতকারকরা।

গল্পের একটা বড় অংশ জুড়ে থাকে মোজেসের বিচার। কয়েকজনের মতে মোজেসকে মৃত্যুদণ্ডই দেয়া উচিত। আবার অনেকের মতে, কয়েক বছরের জেলই মোজেসের জন্য যথেষ্ট। উগ্রপন্থী কয়েকজন চায়, এই সুযোগে ফারাও-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে। তবে এদের সংখ্যা অনেক কম। বেশিরভাগই ব্যাপারটাকে নিয়তির হাতে ছেড়ে দিয়েছে। ফারাও-এর সেনাবাহিনী এবং পুলিশদলের সামনে তারা দাঁড়াবে কীভাবে? আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, নিজের প্রাপ্যই পাচ্ছে মোজেস। একজন মানুষকে খুন করেছে সে। মানুষ যতই মোজেসকে শ্রদ্ধা-সম্মান করুক না কেন, চোখের বদলে চোখই হবে সবার মতে ন্যায্য বিচার।

অ্যারন খুবই হতাশ। সে জানে মোজেসের ভাগ্য এখন জিহোভার হাতে। মিশরীয় বিচার ব্যবস্থা অপরাধকে প্রশ্রয় দেয় না কোনভাবেই । যদি অ্যাবনার সাক্ষী দেয় তাহলে মোজেসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তা এখনই খারিজ হয়ে যাবে। কিন্তু অ্যাবনার আগের কথা থেকে সরে এসে সাক্ষী দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এর সাথে সে ঠিক করেছে, যতদিন না এই বিচার শেষ হয়, ততদিন সে আত্মগোপনে থাকবে। অ্যাবনারকে হাতে পাওয়ার কোন উপায় নেই অ্যারনের। অ্যাবনারকে আদালতে হাজির করার জন্য সে গোত্রপ্রধানদের বেশ কয়েকবার বলেও ব্যর্থ হয়েছে।

ছায়াময় রাস্তায় এক ভিখারিকে উপুড় হয়ে থাকতে দেখল অ্যারন। পথচারীরা যাওয়ার সময় তার দিকে যে রুটির টুকরো ছুঁড়ে দিয়েছে সেগুলো সংগ্রহ করার চেষ্টা করছিল সে। কাপড় দিয়ে তার মুখ ঢাকা। প্রথমদিনের দেখায় অ্যারন পাত্তা দিল না ভিখারিটাকে। দ্বিতীয়দিনে সে ভিখারিকে কিছু খাবার দিল। তৃতীয়দিনে ভিখারির পাশে বসল অ্যারন।

"তোমার কোনও পরিবার নেই?" জিজ্ঞেস করল অ্যারন।

"না।"

"বিয়ে করোনি?"

"স্ত্রী-বাচ্চা মারা গেছে।"

"তোমার এই অবস্থা হলো কী করে?"

"আমি একজন শস্য ব্যবসায়ী ছিলাম। সুন্দর বাড়ি ছিল, সুন্দর জীবন ছিল... কিন্তু তারপরেই আমি আমার স্ত্রীর বিশ্বাসভঙ্গ করলাম।"

"বলতেই হচ্ছে, ঈশ্বর তোমাকে তোমার পাপের শাস্তি দিয়েছেন।"

"হ্যাঁ। কিন্তু আমার এই দুরবস্থার পিছনে অন্য একজন মানুষের হাত আছে। সে আমার গোপন প্রেমের ব্যাপারে জেনে ফেলেছিল। তারপর আমাকে ফাঁদে ফেলে টাকা দাবী শুরু করে সে। তারপর সে আমার সংসারটা ভেঙে দেয়। ভগ্ন হৃদয়ে মারা যায় আমার স্ত্রী।"

"এ কী মানুষ না অন্য কিছু?"

"দেখতে মানুষের মতোই, কিন্তু প্রচণ্ড বিষাক্ত। আমি নিশ্চিত যে শুধু আমিই একমাত্র মানুষ নই যে কিনা তার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"

"নাম কী তার?"

"বলতে লজ্জা লাগছে।"

"কেন?"

"কারণ আপনার, আমার মতোই সে একজন ইহুদী।"

"আমার নাম অ্যারন। ইহুদী সমাজে কিছুটা হলেও প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। তুমি তার নাম বললে কোনও ভুল হবে না কারণ এ ধরণের কুলাঙ্গার পুরো সমাজটাকেই বিষাক্ত করে ফেলতে পারে।"

"বলে আমার কী লাভ?" মলিন হাসল ভিখারি। "আমার যা ছিল তা তো আমি হারিয়েছিই।"

"বুঝতে পারছি আমি। তোমার জন্য আমার সহানুভূতিও আছে। কিন্তু আমাদের সমাজের কথাটা একটু ভাবো।"

"তার নাম অ্যাবনার।" খসখসে গলায় বলল ভিখারি।

ভিখারির সাথে কথা বলার পরে অ্যাবনারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে অ্যারনের আর কোনও বাধা থাকল না। সেই সন্ধ্যাতেই সে ইহুদী সমাজের মুরুব্বি এবং অন্যান্য গোত্রপ্রধানদের নিয়ে একটা সভা ডাকল এবং সেই সভাতে সে শস্য ব্যবসায়ীর গল্পটা সবাইকে বলল।

"আমার মনে পড়েছে। এই অ্যাবনার ইটপ্রস্তুতকারকদের কাছ থেকে একটা ভাগ দাবি করতো, কিন্তু কেউই তার বিরুদ্ধে মুখ খুলত না অথবা খুলতে চাইত না। যেহেতু কেউ মুখ খুলত না, লোকমুখে শুনে ওর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব ছিল না। এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে কেন অ্যাবনার আরেকবার সাক্ষী দিতে রাজি হয়নি। সে একজন গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এবং তার সুনাম ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।" একজন মুরুব্বি বললেন।

"কিন্তু মোজেস কারাগারে আছেন এবং একমাত্র অ্যাবনারই তাকে বাঁচাতে পারে।"

মুরুব্বিরা অনেকক্ষণ শলাপরামর্শ করলেন। তারপর একজন গোত্র-প্রধান উঠে দাঁড়ালেন পরামর্শের সংক্ষেপ বলার জন্য।

"উপস্থিত সবাই, খোলাখুলি কথা বলছি। মোজেস একটা খুন করেছেন। এবং সেই খুনের কারণে অযাচিত মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছে ইহুদী সমাজ। আর খুন যেহেতু করেছেন সেহেতু তার শাস্তি হওয়াই উচিত। আরও একটা ব্যাপার হল, তিনি নির্বাসিত অবস্থা থেকে একটা হাস্যকর ধারণা নিয়ে ফিরে এসেছেন। আমাদের এখন আর কিছু না করে চুপচাপ থাকাটাই সবচেয়ে ভালো হবে।"

"কাপুরুষ!" চেঁচিয়ে উঠল অ্যারন। "আপনারা সবাই কাপুরুষ। আপনারা অ্যাবনারের মতো একটা নোংরা কীটকে বাঁচাতে চাইছেন কারণ সে আপনাদের একজন, কিন্তু মোজেস যে এদিকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন সেটা আপনারা ভাবছেন না। সেই মোজেস, যিনি কিনা ইহুদীদের ভালোর জন্য লড়াই করেছিল। জিহোভার গজব পড়ুক আপনাদের উপরে।"

মুরুব্বিদের প্রধান যিনি একজন অবসরপ্রাপ্ত ইটপ্রস্তুতকারক, উঠে দাঁড়ালেন। "আমি অ্যারনের সাথে একমত। আমরা খুব নীচ মানুষের মতো আচরণ করছি।" তেজী গলায় বললেন তিনি।

"আমরা শুধু অ্যাবনারকে রক্ষা করার চেষ্টা করছি।" একজন গোত্র-প্রধান প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলেন। "কোনও নিরেট প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও তার পরিচয় উন্মোচন করার কোন অধিকার নেই আমাদের।"

অ্যারন রাগের সাথে তার হাতের লাঠি ঠুকল মাটিতে। "দাঁড়ান, দাঁড়ান।" গলায় ব্যঙ্গের সুর স্পষ্ট। "আপনাকেও কিছু ভাগ দিয়েছে নাকি ও?"

"এতো বড় সাহস আপনার!"

"আমি প্রস্তাব দিচ্ছি অ্যাবনারকে ভিখারির সামনে মুখোমুখি দাঁড় করানো হোক।" অ্যারন মুরুব্বিদেরকে বলল।

"দারুণ প্রস্তাব।" বললেন মুরুব্বিরা।

অ্যাবনার যে বাড়িতে লুকিয়ে আছে সে বাড়িটা দোতলা। বাড়িটা ইহুদীদের বাসস্থানের একদম প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। ভাড়া বেশ বেশি তবে তা বহন করার ক্ষমতা অ্যাবনারের আছে। মোজেসের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানেই লুকিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে।

মুরুব্বিদের প্রধান, একজন গোত্র-প্রধান, অ্যারন আর সেই ভিখারি দেখা করতে এল তার সাথে। সভাটা হলো নিচতলায়। অ্যাবনারকে ভিখারির অভিযোগের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে, অট্টহাসি দিল সে। প্রথম কথা, তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে কে? একজন ভিখারি। এরপরে সে উল্টো ইহুদী সমাজকেই দায়ী করল ভিখারির এই দুর্দশার জন্য। এরপরেও যদি কেউ অ্যাবনারের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে চায়

তবে তারও ব্যবস্থা আছে। অ্যাবনারের ভাড়াটে গুণ্ডারা সেই অভিযোগকারীর 'ব্যবস্থা' করে দেবে।

"আমার সম্পর্কে এরকম কুকথা ছড়াচ্ছে এই হারামজাদাটা কে?" বিদ্রূপের সুরে বলল অ্যাবনার। "দেখে তো মনে হয় কথাই বলতে পারে না। সবচেয়ে ভালো হয় ওকে একবেলা পেটপুরে খাইয়ে ডেল্টার এক খামারে পাঠিয়ে দিলে। শেষ ক'টা দিন আরাম করে বাঁচুক বেচারা।"

অ্যারন ভিখারিকে বসতে সাহায্য করল।

"অ্যাবনার, এসবের কোনওই প্রয়োজন হবে না যদি আপনি মোজেসের পক্ষে সাক্ষী দিতে রাজি থাকেন।"

"মোজেস একজন বিপজ্জনক, বহিরাগত মানুষ। এরকম একজন মানুষের জন্য আমি কেন ঝুঁকি নেব?"

"সত্যের জন্য।" দৃঢ়কণ্ঠে বলল অ্যারন।

"সময়ের সাথে সাথে সত্যও পরিবর্তিত হয়... এবং শুধু সত্যই কি মোজেসকে মুক্ত করতে পারবে? সে একজন মানুষকে খুন করেছে। এই ঝামেলায় জড়িয়ে আমাদের কোন লাভ নেই।"

"মোজেস আপনার জীবন বাঁচিয়েছে। আপনারও উচিত তার জীবন বাঁচানো।"

"অনেকদিন আগের ঘটনা, কী ঘটেছিল পরিষ্কার মনেও নেই। অতীতের কথা ভুলে সামনের দিকে তাকাই। আমার আগের জবানবন্দী মোজেসের পক্ষে থাকলেও যেহেতু সরকারপক্ষের উকিলের তাতে সন্দেহ আছে, মোজেসের অন্তত মৃত্যুদণ্ড হবে না বলাই যায়। "

"হ্যাঁ, শুধু সারাজীবন কারাগারে কাটাতে হবে।" তিক্তগলায় বলল অ্যারন।

"মোজেসের উচিত ছিল নিজেকে সংযত করে সারিকে খুন না করা।"

অ্যারন আর সহ্য করতে পারল না। হাতের লাঠিটা জোরে মাটিতে ঠুকল। "এ লোক একটা হারামজাদা ছাড়া কিছু না। সে আগেও তার ইহুদী বন্ধুদের ঠকিয়েছে এবং এখনও ঠকাচ্ছে।"

"মুখ সামলান, অ্যারন।" শীতল গলায় বলল অ্যাবনার। "আমি একজন মানী লোক; সেভাবে সম্মান দিয়ে কথা বলুন আমার সাথে।"

অ্যারনের মনে হল, ঘরে আর দু'জন না থাকলে সে বোধহয় অ্যাবনারের মাথা ফাটিয়েই দিত।

"এসব কথা বাদ দেয়া যাক।" বলল অ্যাবনার। "আসুন খাওয়াদাওয়া করি।"

"ভিখারির কথা ভুলে গেছেন, অ্যাবনার?"

"ও, সেই ভিখারি! কী বলার আছে ওর?"

অ্যারন আস্তে করে ধাক্কা দিল ভিখারিকে। "যা বলতে চাও, বলো। ভয় পেও না।"

ভিখারি ঝুঁকেই থাকল। তাই দেখে খিকখিক করে হেসে উঠল অ্যাবনার।

"কথাই বলতে পারছে না। দাঁড়ান, আমার চাকরদের বলি ওকে রান্নাঘরে নিয়ে গিয়ে কিছু খেতে দিতে।"

অ্যাবনারের এই টিটকারিতে মেজাজ গরম হয়ে গেল অ্যারনের। "কথা বলো।" জোরে বলল সে। আস্তে আস্তে ভিখারি উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল। সবাই বিস্মিত হয়ে দেখল ভিখারি অনেক লম্বা।

ভিখারি নিজের মুখ থেকে কাপড় সরিয়ে দিল।

ভিখারিকে দেখে অ্যাবনার আঁতকে উঠে পিছিয়ে গেল দু'পা। বিস্ময় আর আতংকে খাবি খাচ্ছে।

"সেরামানা..."

"তোমাকে গ্রেফতার করা হল।" বলল সাবেক জলদস্যু সেরামানা।

অ্যাবনারকে আদালতে উপস্থিত করার পরে সেরামানার মন দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেল। মনের একটা অংশের আফসোস হতে লাগল অ্যাবনারকে ধরার জন্য। মনে হল, মোজেস জেলেই থাকুক। মনের আরেক অংশ রামেসিসের দেয়া কাজ ঠিকমতো সম্পন্ন করতে পারার জন্য গর্ববোধ করতে লাগল। মানুষের উপরে রামেসিসের নিয়ন্ত্রণ দেখে সেরামানা মুগ্ধ। তার মতো একজন প্রাক্তন জলদস্যুও যখন রামেসিসের অনুগত হয়ে যায় তখন সেটাই স্বাভাবিক। মোজেস হয়তো রামেসিসের বিশ্বস্ত বন্ধু না; কিন্তু রামেসিস তো মোজেসকে নিজের বন্ধু মনে করেন। এজন্য তো তাকে দোষ দেয়া যায় না।

পুরো পাই-রামেসিস বিচারের রায় শোনার জন্য অপেক্ষা করছিল। এই বিচারের ফলে ইহুদী সমাজে মোজেসের সম্মান আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। অধিকাংশ ইহুদী এখন তার পক্ষে। নিপীড়িত ইহুদীদের নেতা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি।

সেরামানা মনে মনে আশা করেছিল যে মোজেসকে হয়তো নির্বাসনে পাঠানো হবে। রামেসিস আর নেফারতারি সুশাসনের মাধ্যমে দেশে যে শান্তি বজায় রেখেছেন তাতে কোন ছেদ পড়বে না।

আহমেনি যখন আদালত থেকে বেরিয়ে এলেন, সেরামানা তার সাথে কথা বলতে এগিয়ে গেল। চকচক করছিল আহমেনির মুখ।

"মোজেস মুক্তি পেয়ে গেছে।" সেরামানাকে বললেন তিনি।

## একুশ

পাই-রামেসিসের দরবারে সভা ডেকেছেন ফারাও। কারও কোনও ধারণা নেই ফারাও কেন এভাবে তার উচ্চপদস্থ সব কর্মকর্তাকে ডেকেছেন। তবে জরুরী কিছু হবে বলেই ভাবছে সবাই।

একটা সিঁড়ি দরবারের দিকে উঠে গেছে। সিঁড়িটাকে স্মারকসিঁড়ি বলা যেতে পারে কারণ সিঁড়ির গায়ে শত্রুপক্ষের নিহত সৈন্যদের সংখ্যা খোদাই করা আছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠলেই দরবারে ঢোকার দরজা। দরজায় সাদার উপরে নীল অক্ষরে রামেসিসের নাম লেখা।

আহমেনি বেশ খানিকটা অসন্তুষ্ট। ফারাও এ সভার ব্যাপারে তার সাথে কোনও কথা বলেননি। আহসাকে গম্ভীর হয়ে থাকতে দেখে আহমেনি বুঝলেন আহসাও এ ব্যাপারে কিছু জানেন না।

দরবার লোকে লোকারণ্য হয়ে আছে। অন্য সময় হলে দরবারের সাজসজ্জা নিয়ে আলোচনা করত সবাই। কিন্তু ফারাও হুট করে সভা ডাকায় সবাই খুব দুশ্চিন্তায় ভুগছে।

রামেসিস এবং নেফারতারি যখন সিংহাসনে এসে বসলেন তখন মন্ত্রীসভার সদস্য, বিভিন্ন বিভাগের প্রধানরা, রাজকীয় লিপিকাররা, পূজারীরা, অভিজাত ব্যক্তিবর্গ সবাই চুপ হয়ে গেলেন। রামেসিসের শরীর থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে শক্তি এবং সাহস। উচ্চ মিশর এবং নিম্ন মিশরকে শাসন করার প্রতীক হিসেবে দুই মুকুট পরে আছেন তিনি। সাদা এবং সোনালীতে মেশানো এক পোশাক তার পরনে। 'ইন্দ্রজাল' নামক যে রাজদণ্ডটি ডানহাতে ধরে আছেন তা দেখে মনে হচ্ছে তিনি একজন রাখাল। যে কিনা তার ভেড়ার পালকে একত্রিত করার চেষ্টা করছে।

রামেসিস যদি হন ক্ষমতা তবে নেফারতারি হলেন কৃপা। দরবারে যারা বসে আছেন তারা সবাইই এ যুগলকে খুব ভালোবাসেন।

প্রধান পুরোহিত দেবতা আমনের স্তুতি করলেন সুরে সুরে। শেষ হওয়ার পরে কথা বললেন রামেসিস।

"কিছু গুজবের ব্যাপারে এবং ভবিষ্যতের জন্য কিছু সিদ্ধান্ত জানাতে আমি আপনাদেরকে এখানে ডেকেছি। মহারানির সাথে অনেক আলোচনা করে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।"

কিছু লিপিকার ফারাও-এর ঘোষণা লিখে নেয়ার জন্য প্রস্তুত হল।

"আমি মিশরের উত্তর-পূর্ব সীমান্ত শক্তিশালী করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। নতুন দুর্গ গড়া হবে সেখানে, পুরানো দেয়াল আরও মজবুত করা হবে, বৃদ্ধি করা হবে সৈন্য সংখ্যা এবং বাড়ানো হবে তাদের বেতন। দেয়ালটা এমন অভেদ্য হবে যেন আর কেউ

ডেল্টাতে আক্রমণ করতে না পারে। পাথরকাটা শ্রমিক এবং ইটপ্রস্তুতকারকরা আগামীকাল থেকে ডেল্টার উদ্দেশ্যে রওনা দেবে।"

একজন বয়স্ক অভিজাত ব্যক্তি কিছু বলার জন্য অনুমতি চাইলেন।

"জাহাঁপনা, শুধুমাত্র দেয়াল তুলে কি হিট্টিদের প্রতিরোধ করা যাবে?"

"দেয়াল হবে আমাদের শেষ প্রতিরোধ ব্যবস্থা। আমাদের সেনাবাহিনীর সাম্প্রতিক কাজকর্মে আমি খুশি। হিট্টিদেরকে পরাজিত করে আমরা আবার আমাদের প্রদেশ দখল করেছি। এখন কানান, আমুরু এবং দক্ষিণ সিরিয়া হিট্টি এবং আমাদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।"

"কিন্তু এসব প্রদেশের শাসকরা তো অতীতে আমাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।"

"হ্যাঁ করেছে। একারণেই আমি ওই এলাকার দাপ্তরিক এবং সেনাবাহিনীর দায়িত্ব আহসার উপরে দিচ্ছি। ও ওখানকার স্থানীয় নেতাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখবে, নির্ভরযোগ্য তথ্যের চক্র তৈরী করবে। এবং হিট্টি আক্রমণ দমনের জন্য সে একটা বিশেষ দলকে প্রশিক্ষণ দেবে।"

সবার চোখ আহসার দিকে ঘুরে গেল। কিছু চোখে প্রশংসা, কিছু চোখে ঈর্ষা। স্বরাষ্ট্রসচিব আহসা রামেসিসের সরকারে যেকোনও সময়ের চেয়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষে পরিণত হলেন।

"আমি রানির সঙ্গে সমুদ্র ভ্রমণে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।" বললেন রামেসিস। "আমার অনুপস্থিতিতে আহমেনি আমার দাপ্তরিক কাজগুলো সামলাবে, কোনও সমস্যায় পড়লে রাজমাতার পরামর্শ নেবে। আর বাহকের দলের সাথে যোগাযোগ থাকবে আমার; আমার অনুমতি ছাড়া কোথাও কোনও আদেশ জারি করা যাবে না।"

দরবারের সবাই স্তব্ধ হয়ে গেল। পর্দার পিছনে আহমেনির ভূমিকা সম্পর্কে সবাই অবগত কিন্তু এই সংকটময় মুহূর্তে রাজা-রাণী কেন সমুদ্র ভ্রমণে যাচ্ছেন?

অনুষ্ঠানাদির প্রধান পরিচালক সবার মনের প্রশ্নটা করলেন।

"জাহাঁপনা, আমরা কি যাত্রার উদ্দেশ্য জানতে পারি?"

"মিশরের আধ্যাত্মিক শক্তিকে শক্তিশালী করতে এই যাত্রা। আমি এবং রাণী প্রথমে থিবসে যাব, ওখানে আমার শ্বাশত মন্দিরের কী অবস্থা তা দেখব। তারপরে আমরা আরও দক্ষিণে যাব।"

"আরও দক্ষিণে মানে নুবিয়া?"

"হ্যাঁ।"

"মাফ করবেন জাহাঁপনা। কিন্তু এই লম্বা যাত্রা করা কি খুব জরুরী?"

"শুধু জরুরী নয়, অপরিহার্য।"

দরবারের সবাই বুঝতে পারল ফারাও এটা নিয়ে আর কিছু বলতে চান না। সভা শেষ হওয়ার পরে সবাই এই যাত্রার পিছনের কাহিনী কী হতে পারে তা আন্দাজ করে ফিসফাস করতে লাগল।

যোদ্ধা রাজমাতা টুইয়ার পায়ের কাছে ঝিমাচ্ছিল। আর ফারাও-এর সোনালী হলুদ কুকুর প্রহরী চেটে দিচ্ছিল রাজমাতার হাত।

"এরা দু'জন তো আপনার দারুণ ভক্ত হয়ে উঠেছে দেখছি।" রামেসিস বললেন তার মাকে। "মা, আমার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কী ঠিক করলেন।"

টুইয়া সেখমেত দেবীর উপাসনার জন্য ফুলের আয়োজন করছিলেন। সোনালীরঙের এক পোশাক পরে আছেন তিনি। কাঁধে ঝুলছে লালরঙের ওড়না। ওড়নার শেষপ্রান্ত মাটিতে ছুঁইছুঁই করছে। রামেসিসের কথা শুনে তিনি ফিরে তাকালেন।

"নেফারতারির সাথে বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছি আমি। আমারও মনে হয়, আমাদের উত্তরপূর্ব সীমান্ত দিয়ে যেন হিট্টিরা আক্রমণ করতে না পারে তার জন্য উচিত হবে প্রদেশগুলোকে কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ করা। তোমার পিতার কর্মপন্থাও এরকম ছিল। তোমারও সেরকমই হওয়া উচিত। নয় বছরের রাজত্বে, এতো ভার কীভাবে বহন করছ তুমি রামেসিস?"

"এতো ভাবার সময় যে আমার হাতে নেই মা।"

"অস্থির হয়ো না, বাবা। জাহাজের কর্মচারীরা সবাই তোমার বিশ্বস্ত তো?"

"হ্যাঁ, মা। ঘনিষ্ঠ ক'জনকে সাথে নিচ্ছি আমি।"

"আহমেনি মানুষটা ভালো।" বললেন রাজমাতা টুইয়া। "সে যে খুব দূরদৃষ্টিসম্পন্ন তা নয় তবে তার মধ্যে খুব দুর্লভ দু'টি গুণ আছে। সততা এবং বিশ্বস্ততা।"

"আহসা'র ব্যাপারেও কি আপনার একই মত, মা?"

"আহসা অন্য এক গুণের অধিকারী। সেটা হলো সাহস। শত্রুপক্ষের এলাকায় ঢুকে যাওয়ার দুর্জয় সাহস। সমস্যাসংকুল উত্তরের সমস্যা সমাধানের জন্য ওর চেয়ে ভালো লোক তুমি আর পাবে না।"

"আমি সেটাউ-এর উপরেও ভরসা করছি। উচিত হচ্ছে কি, মা?"

"হ্যাঁ। আমি যতটুকু বুঝেছি তোমার সাপুড়ে বন্ধুর উপরে আস্থা রাখা যায়।"

"আমার অন্য একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু মোজেস... "

"না, রামেসিস।" বাধা দিলেন টুইয়া। "ওর বিশ্বাস আর তোমার বিশ্বাস এখন ভিন্ন। পথও তাই আলাদা। যাই ঘটুক না কেন, ব্যক্তিগত ব্যাপারের চেয়ে দেশ সবসময়ই আগে।"

"কিন্তু মোজেস এখনও কোনও সমস্যার সৃষ্টি করেনি।"

"ও যদি রাজনৈতিক বক্তব্য প্রচার শুরু করে তাহলে মা'তের আইনই তোমাকে দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। তখন কিন্তু ব্যাপারটা তোমার জন্যও অনেক কঠিন হবে, রামেসিস।"

টুইয়া ফুলের পাপড়িগুলো ছড়িয়ে দিলেন। ফুলের তোড়াটাকে এখন বেশ বড় দেখাচ্ছে।

"আমার অনুপস্থিতিতে আপনি কি দুই জমিন দেখাশোনার দায়িত্ব নেবেন, মা?"

"এছাড়া আর কি কোনও উপায় আছে? তোমাকে কতবার বললাম, আমার বয়স হয়ে গেছে।"

রামেসিস মায়ের কথা শুনে হাসলেন। বললেন, "দেখে কিন্তু একদমই বোঝা যায় না মা। খুব সুন্দরভাবে বয়স লুকিয়ে রেখেছেন।"

"তোমার বয়স হোক, তখন বুঝতে পারবে বয়স হলে কেমন লাগে। যাই হোক, এতো লম্বা ভ্রমণের হেতু কী?"

"মিশর এবং নেফারতারির প্রতি ভালোবাসা। আমি মন্দিরের গুপ্ত আগুনটাকে আবার জ্বালাতে চাই। যেন উৎপন্ন হয় আরও শক্তি।"

"হিট্টিরাই আমাদের একমাত্র শত্রু নয় তাহলে?"

"ওফির নামে এক লিবিয়ান জাদুকর আছে যে অন্ধকারের শক্তিকে আমাদের বিরুদ্ধে কাজে লাগাতে চাইছে। আমি হয়তো তার শক্তিকে খুব বড় করে দেখছি কিন্তু আমি কোনও ঝুঁকি নিতে চাই না। ওর কালো জাদুর কারণে এমনিতেই অনেক ভুগেছে নেফারতারি।"

"দেবতারা তোমার পক্ষে আছেন, বাবা। অসাধারণ একজন স্ত্রীর থেকে বড় আশীর্বাদ আর কী হতে পারে?"

"হ্যাঁ, মা। আপনি ঠিকই বলেছেন। নেফারতারিকে পাওয়ার জন্য কৃতজ্ঞতার শেষ নেই আমার দেবতাদের কাছে।"

"তোমার কথা, তোমার রাজত্বের কথা লোকের মুখে মুখে ফিরবে। নেফারতারি হচ্ছে সেই জাদু যা ছাড়া তোমার কোনও পদক্ষেপই বেশিদিন স্থায়ী হবে না। যদিও যুদ্ধ এবং নিগ্রহ কোনও দিনই শেষ হবে না, তবুও যতদিন তুমি আর নেফারতারি এক হয়ে শাসন করতে পারবে ততদিনই পৃথিবীর মঙ্গল। তোমাদের ভালোবাসাই হতে পারে মানুষকে দেয়া সবচেয়ে বড় উপহার।"

ফুল খুব সুন্দরভাবে সাজানো হয়ে গেছে। এ ফুল পেয়ে নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হবেন দেবী।

"আপনি কি কখনও শানারের অভাব অনুভব করেন, মা?"

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন রাজমাতা। "একজন মা তার সন্তানকে কীভাবে ভুলতে পারে?"

"ও তো আর আপনার সন্তান নয়।"

"তুমি একজন রাজা এবং তোমার কথা আমার শোনা উচিত। আমি আমার সন্তান শানারকে ভুলতে পারিনি, তুমি আমার এই দুর্বলতাকে ক্ষমা করতে পার না?"

রামেসিস টুইয়াকে কোমলভাবে জড়িয়ে ধরলেন।

"শানারের সৎকারের আনুষ্ঠানিকতা ঠিকঠাকমতো না হওয়াটা দেবতাদের পক্ষ থেকে এক ভীষণ শাস্তি।" বললেন টুইয়া।

"আমি কাদেশে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলাম। শানার তার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিল মরুভূমিতে। এর মাধ্যমেই হয়তো শান্তি পাবে ও।"

"কিন্তু যদি ও এখনও জীবিত থাকে?" প্রশ্ন করলেন টুইয়া।

"সে চিন্তা আমার মাথায়ও এসেছিল। ও যদি কোথাও লুকিয়ে থেকে এখনও আমার ক্ষতি করার চেষ্টা করে, তাহলেও কি আপনি ওকে আপনার সন্তান হিসেবে দাবি করবেন?"

"তুমিই মিশর, রামেসিস। তোমার যে ক্ষতি করতে চাইবে আমি তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াব।"

## বাইশ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এসেছেন রামেসিস। আহসা কুর্নিশ করে তার বন্ধুকে অভ্যর্থনা জানালেন। রামেসিস জড়িয়ে ধরলেন তার বন্ধুকে। স্বরাষ্ট্রসচিব যে রাজার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তাই দেখে পরম আনন্দ লাভ করল মন্ত্রণালয়ের কর্মচারীরা।

রামেসিসকে নিয়ে নিজের কার্যালয়ে ঢুকলেন আহসা। সম্পূর্ণ কার্যালয় ফুলে ফুলে সাজানো। দেয়ালে ঝোলানো রয়েছে জলাভূমিতে পাখি শিকারের ছবি।

"আমার কার্যালয়ের চাইতেও সুন্দর।" বললেন রামেসিস। "শুধু একটা জিনিসেরই অভাব। শানারের সংগ্রহের ফুলদানীগুলো থাকলেই সব পরিপূর্ণ হতো।"

"আমি ওগুলো বিক্রি করে তা থেকে প্রাপ্ত অর্থ রাজকোষে জমা করে দিয়েছি।"

সুন্দর একটা কাপড় পরে আছেন আহসা। মাথায় হালকা, সুগন্ধী পরচুলা। তার গোঁফ নিখুঁতভাবে ছাঁটা। দেখে মনে হচ্ছে তিনি কোনও অনুষ্ঠানে যাচ্ছেন।

"আমার নতুন পদক্ষেপ সম্পর্কে তোমার কী মত?"

"আপনার পদক্ষেপের তারিফ করছি আমি।"

"যথেষ্ট মনে হচ্ছে তোমার কাছে?"

"একটা ব্যাপার শুধু বুঝতে পারছি না। এরকম হঠাৎ যাত্রার কারণ কী? আমার ধারণা, কাদেশ?"

"একদম ঠিক ধরেছ। অবশ্য ধরতেই হবে। স্বরাষ্ট্রসচিব এবং মিশরীয় গুপ্তচর বিভাগের প্রধান তুমি।"

"আপনি কি এখনও দুর্গটা দখল করতে ইচ্ছুক?"

"আমরা কাদেশে জিতেছি ঠিকই; কিন্তু হিট্টিরা এখনও ওখানে দুর্গ গড়ে বসে আছে।"

আহসা দুটো রূপার পাত্রে মদ ঢাললেন। ভ্রূ কুঁচকে আছে।

"বুঝতে পারছি, কাদেশ সম্পূর্ণরূপে দখল না করা পর্যন্ত শান্তি পাচ্ছেন না আপনি। দুর্গটা এখনও হুমকিস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে ওখানে।"

"আমি নিশ্চিত যেকোনও হিট্টি আক্রমণ কাদেশ থেকে শুরু হবে। সেক্ষেত্রে দক্ষিণ সিরিয়াতে আমাদের রাজ্যগুলোর বিপদ বাড়বে বই কমবে না।"

"যুক্তিযুক্ত কথা।" বললেন আহসা।

"কিন্তু ওই দুর্গ যে আমাদের দখল করা উচিত, সে বিষয়ে তুমি একমত নও।"

"আমার জায়গায় যদি কেউ অন্য কেউ থাকত, তবে সে আপনার কথার সাথে তাল মিলিয়ে আপনাকে কাদেশ দখল করার জন্য বলত। কিন্তু বোকার মতো কাজ হতো সেটা। আমি যেহেতু বোকা নই, তাই আপনাকে কাদেশ দখলের ব্যাপারে আপত্তি জানাচ্ছি।"

"কাদেশকে কেন দখল করা উচিত হবে না?" জিজ্ঞেস করলেন রামেসিস।

"আপনি দেখিয়েছেন যে হিট্টিরা অপরাজেয় নয়। তাদের সেনাবাহিনী এখনও যথেষ্ট শক্তিশালী কিন্তু তারা দ্বিধায় ভুগছে এই মুহূর্তে। মুওয়াত্তালি তার দেশকে বলেছিল আক্রমণ করে খুব সহজেই যুদ্ধে জয়লাভ করা যাবে। এখন পিছু হটার কারণ ব্যাখ্যা করতে হবে তাকে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে তার ঘরের সমস্যা। সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী কে হবে এই নিয়ে তুমুল বিরোধ চলছে মুওয়াত্তালির ভাই হাত্তুসিলি এবং মুওয়াত্তালির ছেলে উরি-টেশুপের মধ্যে।"

"জেতার সম্ভাবনা বেশি কার?"

"এখন পর্যন্ত দুজনেরই সমান।"

"তোমার ধারণা মুওয়াত্তালির দিন প্রায় শেষ?"

"হ্যাঁ। বিশেষ করে হিট্টি শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে খুন খুব স্বাভাবিক ঘটনা। যুদ্ধে হারা একজন নেতাকে যোদ্ধা জাতি হিসেবে হিট্টিরা কখনও মেনে নেয় না, নেবেও না।"

"তাহলে এখনই কি কাদেশ আক্রমণের উপযুক্ত সময় নয়?"

"আপনার প্রধান লক্ষ্য যদি হয় হিট্টি সাম্রাজ্যের পতন ঘটানো তাহলে ঠিকই বলেছেন। এখনই উপযুক্ত সময়।"

রামেসিস মনে মনে স্বীকার করলেন যে আহসা'র দৃষ্টিভঙ্গী আসলে ঠিকই আছে।

"আমার মতে পররাষ্ট্র নীতিমালা আমাদের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত।" বললেন রামেসিস।

"আমি খুব একটা নিশ্চিত না এই ব্যাপারে।" শুকনোগলায় বললেন আহসা।

বিস্মিত দেখাল রামেসিসকে। "তুমি আমার সাথে মজা করছ না নিশ্চয়ই?"

"যেখানে হাজারো মানুষের জীবনমরণের প্রশ্ন জড়িত সেখানে আমি কীভাবে মজা করব, জাহাঁপনা?"

রামেসিসকে বিভ্রান্ত দেখাল। "তুমি কোনও তথ্য পেয়েছ কি?"

"নিরেট তথ্য বলতে যা বোঝায় তা পাইনি। যা করেছি তা হলো অনুমান। আসিরিয়ানদের ব্যাপারে শুনেছেন কখনও?"

"হিট্টিদের মতোই যোদ্ধা জাতি।"

"হ্যাঁ। কিছুদিন আগে হলেও তারা হিট্টিদের সামনে খড়কুটোর মতো উড়ে যেত। কিন্তু হাত্তুসিলি তাদেরকে নিয়ে আঞ্চলিক জোট গঠনের সময় প্রচুর সোনার লোভ দেখিয়ে দলে টেনেছিল তাদেরকে। ব্যস। পাশার দান উল্টে গেল। এখন হাট্টির চাইতেও উচ্চাকাঙ্ক্ষী, আরও ধ্বংসাত্মক হয়ে উঠেছে আসিরিয়া।"

এক মুহূর্ত ভাবলেন রামেসিস। বললেন, "তুমি কি বলতে চাইছ আসিরিয়া হাট্টিকে দখল করে নিতে পারে?"

"এখনই দখল করবে না। তবে করবে যে এতে কোনও সন্দেহ নেই।"

"মুওয়াত্তালি এই ব্যাপারটার সুরাহা করছে না কেন?"

"কারণ এই মুহূর্তে সিংহাসন ধরে রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে সে। সাথে কাদেশের উপরেও সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে। তার কাছে এখনও আমরাই প্রধান শত্রু।"

"তার পুত্র আর ভাইয়ের কী মত?"

"তার পুত্র উরি-টেশুপের সাথে একজন অন্ধ লোকের কোনও পার্থক্য নেই। তার একমাত্র চিন্তা সে কীভাবে মিশর দখল করবে এবং পাইকারিহারে মানুষ হত্যা করবে। হাত্তুসিলি এদিক দিয়ে বিচক্ষণ। দরজায় বিপদ কড়া নাড়ছে এমন সময় নিশ্চয়ই সতর্ক থাকার কথা তার।"

"পরিস্থিতি খুব খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করে রেখেছ তুমি। যাই হোক, তোমার পরিকল্পনা কী?"

"জাহাঁপনা, আগেই ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। কারণ হয়তো আমার পরিকল্পনা আপনার পছন্দ হবে না।"

"বলো আমাকে।"

"ঠিক আছে, জাহাঁপনা। বলছি। সবচেয়ে ভালো হবে যদি আমরা হিট্টিদেরকে বিশ্বাস করাতে পারি যে আমরা কাদেশের দিকে যুদ্ধযাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছি। গুজব ছড়িয়ে, ভুয়া তথ্য সরবরাহ করে, ভুয়া কাগজপত্র দেখিয়ে কাজটা করা যাবে। আমি নিজেই দেখব ব্যাপারটা।"

"এখন পর্যন্ত আপত্তি করার মতো তো কিছু পেলাম না।"

"পরের অংশ শুনলেই বুঝতে পারবেন। এই অংশটা বেশ কৌশলে সারতে হবে। একবার তাদেরকে বিশ্বাস করানো গেলে আমি ছদ্মবেশে হাট্টিতে যাব।"

"ছদ্মবেশে?"

"হ্যাঁ, জাহাঁপনা। আলোচনার জন্য ছদ্মবেশে যাব আমি।"

"কিন্তু কী আলোচনা করবে তুমি?"

"শান্তি প্রস্তাব, জাহাঁপনা।"

"শান্তি... হিট্টিদের সাথে?"

"আসিরিয়াকে হাট্টির চাইতেও বিপজ্জনক হয়ে ওঠা ঠেকানোর সবচেয়ে ভালো উপায় হিট্টিদের সাথে সন্ধি।"

"হিট্টিরা কখনওই শান্তি প্রস্তাবে স্বাক্ষর করবে না।"

"করবে।"

"আহসা, এই কথা তুমি ছাড়া অন্য কেউ বললে আমি তাকে রাজদ্রোহের সাথে জড়িত আছে ভেবে সন্দেহ করতাম।"

আহসা হাসলেন। "করাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু আমি জানি আপনি আমাকে খুব বিশ্বাস করেন।"

"জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেছেন, 'যারা তোমার চাটুকারিতা করে, তারা তোমার বন্ধু নয়।'"

"আমি কথাটা আপনাকে বন্ধু হিসেবে বলিনি। বলেছি ফারাও হিসেবে। যা বলছিলাম, হিট্টিদেরকে আক্রমণ করা হলে সেই যুদ্ধে যে আমরা জিতব তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এর মধ্যে যদি আসিরিয়া চলে আসে তাহলে আমাদেরকে পরিকল্পনা বদলাতে হবে।"

"কিন্তু তুমিই বললে যে এসবই তোমার অনুমান মাত্র।"

"ভবিষ্যতে কী হবে বা হতে পারে তা আন্দাজ করাটা আমার কাজের মধ্যে পড়ে। কখনও কখনও অনুভূতিই সবচেয়ে ভালো সংকেত দেয়।"

"আমি তোমাকে এতো বড় ঝুঁকি নিতে দেব না।"

"শেষবার কিন্তু কাজ হয়েছিল।"

"তোমার বোধহয় হিট্টি জেলখানা খুব পছন্দ।" রসিকতা করলেন রামেসিস।

"ছুটি কাটানোর জন্য খুব একটা ভালো জায়গা না যদিও, তবুও কী আর করা। কাউকে না কাউকে তো কাজটা করতেই হবে।"

"কিন্তু তোমার মতো আরেকজন লোক খুঁজে পাওয়া অসম্ভব।"

"রামেসিস, নিজের বুদ্ধিতে শান দেয়ার জন্য আমার এরকম একটা অভিযান দরকার। আমি হিট্টিদের কাছ থেকে কৌশলে স্বাক্ষরটা করিয়ে নিয়ে আসব। অন্ততপক্ষে চেষ্টা তো করতে দিন।"

"তোমার পরিকল্পনাটা একটা পাগলামি ছাড়া আর কিছু মনে হচ্ছে না আমার কাছে। তুমিও সেটা জানো, তাই না?"

"আমি চ্যালেঞ্জ ভালোবাসি।"

"তুমি আসলে নিজেও বিশ্বাস করো না যে আমি তোমাকে অনুমতি দেব।"

"বিশ্বাস করি। কারণ আপনি এমন কোনও রাজা নন, যিনি পরিবর্তন নিতে পারেন না। আমি আপনার আদেশের জন্য অপেক্ষা করছি।"

"কয়েকমাসের জন্য দক্ষিণে যাচ্ছি আমি। আর তুমি যাচ্ছ উত্তরে।"

"যেহেতু আপনি আধ্যাত্মিক কাজের জন্য যাচ্ছেন, হিট্টিদের ভার আমার উপরে ছেড়ে দিন।"

## তেইশ

রাজার পালক পুত্রদের বয়স পনেরো থেকে বাইশের মধ্যে। ডান কানের উপরে কিছুটা চুল রেখে বাকি মাথা পুরোপুরি কামানো। কানে সোনার দুল, গলায় বড় বন্ধনী এবং ইস্ত্রী করা কড়াভাঁজের পোশাক পরা। প্রত্যেকের হাতে একটা করে দণ্ড। দণ্ডের মাথায় উটপাখির পালক লাগানো।

সেনাবাহিনীতে রামেসিসের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য শারীরিক এবং মানসিক শক্তি দেখে যুবকদেরকে বাছাই করা হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের কাজ বাহিনীর হারানো মনোবল ফিরিয়ে আনা। কাদেশের যুদ্ধে সেনাবাহিনীর কাপুরুষতা ভোলেননি রামেসিস।

দত্তক সন্তানেরা আপাতত নিরাপদ অঞ্চলে কাজ করবে। তাদের কাজের তদারকি করবেন স্বয়ং আহসা।

ইতিমধ্যেই পিতা হিসেবে রামেসিসের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি নিজের স্বর্গীয় ভাবমূর্তির জন্য প্রায় শতাধিক সন্তানকে দত্তক নিয়েছেন। কিংবদন্তী রামেসিসের এই কাজের কথা ভাস্কররা লিখে রাখবেন পাথরে আর লিপিকাররা লিখে রাখবেন প্যাপিরাসে।

লেবুগাছের ছায়ায় বসে হোমার তার সাদা, লম্বা দাড়িতে হাত বোলাচ্ছিলেন। তার সাদাকালো বিড়াল হেক্টর রামেসিসের কোলে বসে গরগর করছিল।

"কিছু মনে করবেন না, জাহাঁপনা। আপনাকে বিচলিত দেখাচ্ছে।"

"মাথা চিন্তায় ভারী হয়ে আছে।"

"কোনও খারাপ খবর?"

"না। আমি লম্বা এক অভিযানে বের হচ্ছি। অভিযানটা বিপদসংকুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক।"

"এ লম্বা অভিযানের হেতু কী, জাহাঁপনা?"

"আমার পিতা আমাকে বলে গিয়েছিলেন আমি যেন অ্যাবিডোসের মন্দিরকে অবহেলা না করি। আমি তখন তার আদেশ মানিনি, এখন সেটা মেনে সেই ভুল শোধরাতে চাই।"

"শুধু এই? আর কোনও ব্যাপার আছে কি?"

"আমার পিতার কাছে একজন ফারাও-এর সংজ্ঞা ছিলঃ 'সে তার প্রজাদেরকে খুশি রাখতে পারে।' সেটা কীভাবে করা সম্ভব? সম্ভব মা'তের আইন মেনে এবং দেবতাদেরকে সন্তুষ্ট করে, যেন তারা মানবজাতির উপরে তাদের করুণা বর্ষণ করেন।"

"এসব কিছুর কারণ হিসেবে রাণী আছেন বলে মনে হচ্ছে আমার।"

"ওর জন্য এবং ওকে সঙ্গে নিয়ে আমি এমন একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করব যে তা থেকে উৎপাদিত শক্তি মিশর এবং নুবিয়াকে যেকোনও ধরণের বিপদের হাত থেকে রক্ষা করবে।"

"কোথায় নির্মাণ করবেন স্মৃতিস্তম্ভটা?"

"নুবিয়ার একদম প্রাণকেন্দ্রে। আবু সিম্বেল নামে এক জায়গায় যেখানে ছাপ রেখে গিয়েছিলেন হাথর। যেখানে তারাদের রাণী তার গোপন ভালোবাসার কথা পাথরে খোদাই করে রেখেছিলেন। সেই ভালোবাসা আমি নেফারতারিকে উপহার দিতে চাই, যেন সে চিরকাল আবু সিম্বেলের রাণী হয়ে থাকে।"

বড় চুল এবং বড় দাড়িওয়ালা লোকটা একটা হাঁস জবাই করে পরিষ্কার করছিল। দোকানে একজন ভদ্রমহিলাকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকাল সে।

"হাঁসগুলো কি বিক্রির জন্য?" মহিলাটি জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ।"

"আমি একটা হাঁস কিনতে চাইলে আজ সন্ধ্যার মধ্যে প্রস্তুত করে দিতে পারবে?"

"সন্ধ্যার মধ্যে দেয়াটা একটু কঠিন হবে।"

রামেসিসের বোন ডোলোরা তার পোশাকের বামপাশের অংশটা ছিঁড়ে ফেলল। সেখান থেকে মধুর এক পাত্র বের করে লোকটার পায়ের কাছে রাখল।

"দুর্দান্ত ছদ্মবেশ হয়েছে, শানার। তোমাকে কেমন দেখাবে তা না বললে আমি কখনওই তোমাকে চিনতে পারতাম না।"

"গুরুত্বপূর্ণ কিছু জানতে পেরেছ?"

"হ্যাঁ।" জবাব দিল ডোলোরা। "আমি রাজা-রানির কাছ থেকেই আসলাম এইমাত্র।"

"দুই ঘণ্টা পরে এস। হাঁসটা প্রস্তুত হয়ে যাবে ততক্ষণে। দোকান বন্ধ করলে অনুসরণ করো আমাকে। আমি তোমাকে ওফিরের কাছে নিয়ে যাব।"

শহরের একপ্রান্তে অবস্থিত কসাইয়ের দোকানগুলো রাত নামার পরে বন্ধ হয়ে যায়। রাস্তাঘাটে শুধু কয়েকজন কর্মচারীকে দেখা যায় কোনও অনুষ্ঠানের মাংস কোথাও পৌঁছে দিতে।

খালি একটা রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল শানার। তারপর ছোট একটা নীল দরজার সামনে থেমে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে টোকা দিল, চারবার। দরজা খুলে গেলে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ডোলোরাকে ঢুকতে দিল সে।

ডোলোরা ঢুকলে শানারও ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। চারদিকে তাকাল ডোলোরা। ঘরের ছাদ অনেক নিচুতে। মেঝেতে একটা গুপ্তদরজা খুলে ফেলল শানার। তারপর বোনকে আগে নামতে দিয়ে নিজেও নেমে পড়ল।

ওফিরকে দেখেই তার পায়ে পড়ে গেল ডোলোরা। ওফিরের পোশাকের শেষপ্রান্ত হাতে নিয়ে চুমু খেতে লাগল বারবার।

"আমি ভেবেছিলাম আর কখনও আপনার সাথে দেখা হবে না।"

"তোমাকে কথা দিয়েছিলাম যে আমি ফিরে আসব। আখেনাতনের ধ্বংস হয়ে যাওয়া রাজধানীতে ধ্যান করার সময় আমি জেনেছি, যে এক ঈশ্বরের উপরে আমার বিশ্বাস তিনিই একদিন এই দেশ শাসন করবেন।"

ডোলোরা মুগ্ধ দৃষ্টিতে ওফিরের দিকে তাকাল। ওফির-সত্য বিশ্বাসের সত্য নবী। একদিন তার শক্তি জনগণকে পরিচালিত করবে। একদিন তারা ঠিকই রামেসিসকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে।

"তোমার সাহায্য আমাদের খুবই প্রয়োজন।" গাঢ়গলায় বলল ওফির। "তোমার সাহায্য ছাড়া আমরা কীভাবে ঘৃণ্য একনায়ক রামেসিসের বিরুদ্ধে লড়ব?"

"রামেসিস ওর প্রহরীদেরকে সরিয়ে নিয়েছে; আমার মনে হয় ও এখন আমাকে বিশ্বাসও করে। কারণ আমার সাক্ষ্যতে মোজেসের বিচারে সুবিধা হয়েছে।"

"রামেসিসের বর্তমান পরিকল্পনা কী?"

"ও আহসার অধীনে রাজকীয় সন্তানদেরকে উত্তরের রাজ্যে পাঠাচ্ছে।"

"হারামজাদা আহসা।" গর্জন করল শানার। "প্রথমে আমাকে বোকা বানাল, তারপর আমাকে ধোঁকা দিল। যদি আহসাকে আবার হাতে পাই, এমন অবস্থা করব যে..."

"কাজের কথায় আসুন।" মাঝপথে বাধা দিল ওফির। "আমাদেরকে আরও কিছু বলার আছে ডোলোরার।"

তাকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে বুঝতে পেরে মনটা খুশি হয়ে গেল ডোলোরার। "রাজা-রাণী লম্বা এক ভ্রমণে বেরোচ্ছেন।"

"গন্তব্য কোথায় তাদের?"

"উচ্চ মিশর এবং নুবিয়া।"

"কেন যাচ্ছে তারা তা জানো?"

"রামেসিস রানিকে অসাধারণ এক উপহার দিতে চান। সম্ভবত, একটি মন্দির।"

"তাদের ভ্রমণের এটাই একমাত্র কারণ?"

"ফারাও মিশরের স্বর্গীয় শক্তিকে জ্বালাতে চাইছেন আবার। যে শক্তি ঘিরে রাখবে পুরো রাজ্যকে।"

বিদ্রূপাত্মক হাসি দিল ওফির। "রামেসিসের মাথা কি খারাপ হয়ে গেছে নাকি?"

"না।" বলল ডোলোরা। "ও বুঝতে পেরেছে রহস্যময় শত্রুরা ওর বিরুদ্ধে কাজ করছে। ওর যেহেতু দেবতাদের কাছে প্রার্থনা ছাড়া আর কিছু করার নেই, তাই সেটাই করছে ও। যেন ওর যুদ্ধে ও অদৃশ্য সেনাবাহিনীর সাহায্য পায়।"

“যত দিন যাচ্ছে ওর পাগলামি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।” গজগজ করল শানার। “অদৃশ্য সেনাবাহিনী! হাস্যকর।”

ওফিরের শীতল দৃষ্টি দেখে চুপ হয়ে গেল শানার।

“বিপদ ঠিকই চিনতে পেরেছে রামেসিস।” বলল ওফির।

“আপনি নিশ্চয়ই মনে করেন না...” থেমে গেল শানার। ওফিরকে কী যেন অশুভ একটা রশ্মি ঘিরে রয়েছে। এক মুহূর্তের জন্য ওফিরের কালো জাদুর ওপর থেকে শানারের সন্দেহ দূর হয়ে গেল।

“খা'র কী অবস্থা? রাজা-রানির অনুপস্থিতিতে ওর দেখাশোনা করবে কে?” ডোলোরাকে জিজ্ঞেস করল ওফির।

“সেটাউ। সে খা'কে জাদুবিদ্যা শেখাচ্ছে এবং জাদুর দেয়াল খাড়া করছে খা'র চারদিকে।”

“সাপেরা পৃথিবীর জাদুকে একীভূত করে।” স্বগতোক্তি করল ওফির। “সবাই জানে এটা। যাক, মেবাকে ধন্যবাদ যে ও খা'র তুলিটা চুরি করে এনে দিয়েছে; আমি এখনও খা'র ক্ষতি করতে পারব। কিন্তু যেভাবে পরিকল্পনা করেছিলাম তার চেয়ে সময় বেশি লাগবে।”

কালো জাদুতে খা'র ক্ষতি হবে জেনেও ডোলোরা ওফিরের যুক্তিকে অগ্রাহ্য করতে পারল না। সন্তান আক্রান্ত হলে রামেসিস দুর্বল হয়ে পড়বেন, দুর্বল হয়ে সিংহাসনও ত্যাগ করতে পারেন। শুনতে নিষ্ঠুর শোনালেও ডোলোরা মনে করে এটার দরকার আছে।

“যাওয়া উচিত তোমার।” বলল ওফির।

ডোলোরা আবার ওফিরের পোশাকের শেষপ্রান্ত স্পর্শ করল। “আবার কখন দেখা হবে আমাদের?”

“শানার আর আমি রাজধানী ছেড়ে চলে যাচ্ছি। এক জায়গায় বেশিদিন থাকা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। আমরা যদি এখানে ফিরে আসি তবে তুমিই প্রথম জানতে পারবে। আর এই সময়ের মধ্যে তথ্য জোগাড় করতে থাকো।”

“বিশ্বাসও রাখব আপনার উপরে।” শান্ত, দৃঢ়গলায় বলল ডোলোরা।

“এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ আর কী আছে?” একটা মুচকি হাসি দিয়ে বিড়বিড় করল ওফির।

## চব্বিশ

মোজেসের মুক্তি উপলক্ষে ইহুদীরা এক বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করল। প্রচুর খাবারদাবারের সাথে থাকল দামী মদ। মোজেসের নামে স্লোগান দিতে দিতে সারারাত উৎসব করল তারা।

হইচই, চিৎকার-চেঁচামেচিতে বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলেন মোজেস। সবাই মদ খেয়ে চুর হয়ে আছে। সামনে যে কঠিন সময় আসছে তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য একা হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন তিনি। রামেসিসকে বুঝিয়ে সকল ইহুদীকে মিশর থেকে বের করে নিয়ে যাওয়াটা সহজ হবে না। কিন্তু যাই হোক না কেন, তাকে জিহোভার দেয়া কাজ সম্পন্ন করতেই হবে। যদি দরকার হয়, আবার পাহাড়ে যাবেন তিনি।

একটা পাথরের উপরে বসে ছিলেন মোজেস। এমন সময় টাকমাথা এবং দাড়িওয়ালা দু'জন মানুষকে তার দিকে আসতে দেখলেন। বেদুঈন, অ্যামোস আর কেনি।

"তোমরা এখানে কী করছ?" জিজ্ঞেস করলেন মোজেস।

"উৎসবে যোগ দিতে এলাম। তা উৎসব করার মতোই ঘটনা বটে।" অ্যামোস জবাব দিল।

"তোমরা তো ইহুদী নও।"

"আমরা তোমার বন্ধু হতে পারি।"

"তোমাদেরকে প্রয়োজন নেই আমার।"

"তুমি তোমার লোকেদের উপরে খুব বেশি ভরসা করছ। নিরস্ত্র অবস্থায় তুমি তোমার স্বপ্ন কখনওই সফল করতে পারবে না।"

"আমি আমার অস্ত্র ব্যবহার করব।"

"যদি বেদুঈনদের সাথে ইহুদীরা যোগ দেয়, তাহলে শক্তিশালী একটা সেনাবাহিনী তৈরী হবে।" বলল কেনি।

"তা সেই সেনাবাহিনী কী করবে?"

"মিশরীয়দের সাথে লড়াই করে জিতবে।"

"ফালতু চিন্তাভাবনা।" বিদ্রূপের সুরে বললেন মোজেস।

"এ কথা বলার তুমি কে? রামেসিসকে ধোঁকা দিয়ে তোমার লোকদের মিশরের বাইরে বের করে নিয়ে যাওয়া, আইন ভঙ্গ করা এসবও কম ফালতু নয়।"

"আমার পরিকল্পনা সম্পর্কে কে বলেছে তোমাদের?"

"প্রত্যেক ইহুদী জানে কী করতে চাইছ তুমি। তারা এমনকি এটাও বলছে দেবতা জিহোভার পতাকা উড়িয়ে তুমি নাকি মিশরের ক্ষমতা দখল করবে।"

"মিশর থেকে বের হয়ে গেলে এই চিন্তাও মাথা থেকে বের হয়ে যাবে।" বললেন মোজেস।

কেনির মুখে একটা শয়তানিভাব খেলে গেল। "তাহলে তুমি তোমার লোকদের নিয়ে মিশরীয় সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে যাচ্ছ, এ কথা ভুল না?"

"তোমরা দু'জন দূর হও এখান থেকে।"

"তুমি একটা ভুল করছ মোজেস।" বলল অ্যামোস। "তোমার লোকেদের লড়াই করার অভিজ্ঞতার ঘাটতি আছে। অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা সাহায্য করতে পারি।"

"এখন যাও। চিন্তা করতে দাও আমাকে।"

"ঠিক আছে। তোমার যা ইচ্ছা। কিন্তু তোমার উপরে নজর রাখব আমরা।"

গাধায় চড়ে এগিয়ে যাচ্ছে দু'জন কৃষক। কৃষক দু'জন আসলে অ্যামোস আর কেনি। তাদের কাছে মেবার স্বাক্ষর করা কাগজপত্র।

পাই-রামেসিসের দক্ষিণে এসে তারা বিশ্রাম নিতে থামল। পেঁয়াজ সহকারে রুটি এবং শুকনো মাছ খেতে লাগল তারা। তখনই দু'জন লোক তাদের সাথে যোগ দিল।

"মোজেসের সাথে কথাবার্তার কী অবস্থা?" জিজ্ঞেস করল ওফির।

"একরোখা লোক একদম।" বলল অ্যামোস।

"হুমকি দিয়ে কাজ করানো যাবে?" জিজ্ঞেস করল শানার।

"না। ওকে ওর হাস্যকর পরিকল্পনা নিয়ে এগোতে দাও। দেরিতে হলেও সে বুঝতে পারবে আমাদেরকে ওর দরকার।"

"ইহুদীরা কি ওকে গ্রহণ করেছে?"

"মুক্তি পাওয়ায় সে লোকেদের মধ্যে বীরে পরিণত হয়েছে এবং ইহুদীরা মনে করে আগের মতোই সে তাদের অধিকারের দিকে খেয়াল রাখবে।"

"দেশত্যাগের বিষয়ে তাদের কী মত?"

"বিতর্কিত একটা বিষয়। তবে ইহুদীদের তরুণ প্রজন্ম স্বাধীনতা চায়।"

"উসকাও ওদেরকে।" বলল শানার। "ওরা যত ঝামেলা সৃষ্টি করতে পারবে, রামেসিসের সামনে চ্যালেঞ্জ তত বড় হবে। রামেসিস যদি ইহুদীদেরকে দমন করতে চায় তবে ও জনপ্রিয়তা হারাবে।"

মিশরে যে হিট্টি গুপ্তচরদের দল ছিল, অ্যামোস আর কেনি তার দুই সদস্য। চক্রের বাইরে কাজ করার কারণে সেরামানার চোখকে ফাঁকি দিতে পেরেছিল তারা। ডেল্টাতে এখনও কয়েকজন পরিচিত আছে তাদের যাদেরকে কাজে লাগানো যেতে পারে।

ওফির, শানার, অ্যামোস আর কেনি মিলে রামেসিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের জন্য একটা যুদ্ধপরিষদ গঠন করেছে।

"হিট্টি সেনাবাহিনী কোথায়?" জিজ্ঞেস করল ওফির।

"বেদুঈনদের মধ্য থেকে খবর পেয়েছি ওরা কাদেশের চারপাশে অবস্থান ধরে রেখেছে।" বলল কেনি। "মিশরীয়রা যদি আক্রমণ করে তার জন্য সৈন্যসংখ্যা বাড়ানোও হয়েছে।"

"আমি আমার ভাইকে চিনি।" শানার তিক্ত গলায় বলল। "পরিস্থিতি অনুকূলে থাকতে থাকতেই ও আক্রমণ করবে।"

কাদেশের যুদ্ধে, অ্যামোস আর কেনি নিজেরা ধরা দিয়েছিল। ধরা পড়ে এমনভাব করেছিল যেন খুব ভয় পাচ্ছে, ভয় পেয়ে মুখ খোলা শুরু করেছিল তারা। ভুল তথ্য দিয়ে রামেসিসকে প্রলুব্ধ করেছিল গুপ্ত আক্রমণের দিকে। ফারাও কাদেশ থেকে জীবিত ফিরতে পারতেন না সেবার। সেই হার থেকে শিক্ষা নিয়েছে বেদুঈনরা।

"কী আদেশ এসেছে হাট্টি থেকে?" কেনিকে জিজ্ঞেস করল ওফির।

"যেকোনওভাবে যেন রামেসিসকে থামানো হয়।"

এই নির্দেশের মানে কী ওফির তা জানে। একদিকে মিশর নিরাপদ অঞ্চলগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিয়েছে; অন্যদিকে মুওয়াত্তালির কাছ থেকে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নেমে পড়েছে হিট্টি সম্রাটের পুত্র এবং ভাই। মুওয়াত্তালির ভাগ্য ঝুলছে সূতার ওপরে। সবকিছু মিলিয়ে হাট্টির অবস্থা খারাপ এখন। এসবই হয়েছে কাদেশের যুদ্ধে হেরে যাবার পর। তবে ওফির জানে, একবার রামেসিসকে সরিয়ে দিতে পারলে হাট্টি আবার স্বমহিমায় ফিরে যাবে।

"কেনি এবং অ্যামোস, তোমরা ইহুদীদের মধ্যে কয়েকজন চর ঢুকিয়ে দাও।" বলল ওফির। "চরদের কাজ হবে জিহোভা ও মোজেসের গুণগান করা এবং মোজেসের কথামতো কাজ করতে ইহুদীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা। প্রাসাদের ভিতরের তথ্য যোগান দেবে রাজার বড় বোন ডোলোরা। আর আমাকে খা'র ব্যাপারে কাজ করতে হবে। ওর চারিদিকের জাদুর দেয়াল ভেঙে দিতে হবে আমাকে।"

"আমি আহসাকে চাই।" বিড়বিড় করল শানার।

"অযথা সময় নষ্ট করছেন।" বলল ওফির।

""আমি ওকে নিজ হাতে শেষ করতে চাই। তারপর আমি আমার ভাইকে শেষ করব।"

"যদি প্রথমে রামেসিসকেই শেষ করেন, তবে?"

ওফিরের কথায় বারুদ পড়ল শানারের ঘৃণার আগুনে। কিছু বলার আগেই ওফির বলল, "আমি পাই-রামেসিসে যাচ্ছি সব কাজ গুছিয়ে আনতে। আপনি দক্ষিণে যান।"

শানার ওফিরের দিকে তাকিয়ে বলল, "রামেসিসের যাত্রায় বাধা দিতে বলছেন?"

"তারচেয়েও বেশি কিছু চাই আমি আপনার কাছ থেকে।"

"কী করতে হবে আমাকে?"

ওফির মুওয়াত্তালির রণকৌশল খুলে বলল। "যখন হিট্টিরা ডেল্টা আক্রমণ করবে, তখন দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে এলিফ্যান্টাইন আক্রমণ করবে নুবিয়ানরা। রামেসিস একসাথে এতো গুলো আক্রমণ সামলাতে পারবে না।"

"সৈন্যদল কী পরিমাণ আছে আমার হাতে?"

"প্রশিক্ষিত সৈন্যদের বড় একটা দল আপনার জন্য অপেক্ষা করবে আতনের দিগন্ত শহরের কাছে। গত কয়েকমাস ধরে নুবিয়ার যেসব আমরা গোত্রপ্রধানকে ঘুষ দিচ্ছি তারাও থাকবে। রামেসিস ধারণাও করতে পারবে না যে সোজা আমাদের পাতা ফাঁদে এসে পা দেবে ও। ও যেন জীবিত ফিরতে না পারে নিশ্চিত করবেন ব্যাপারটা।"

শানারের মুখে একটা হাসি দেখা গেল। "ঈশ্বরে বিশ্বাস নেই আমার। সে কি এক নাকি একের অধিক তা-ও জানি না। কিন্তু আমি আমার ভাগ্যকে বিশ্বাস করা শুরু করেছি। এ ব্যাপারে আমাকে আগে জানাননি কেন?"

"নির্দেশ ছিল আমার উপরে।" বলল ওফির।

"আজ আর সেগুলো মানলেন না যে?"

"আমি আপনাকে বিশ্বাস করি, শানার। মিশরে আমার কাজ সম্পর্কে এখন জানেন আপনি।"

কিছু ঘাস উপড়ে নিল শানার; তারপর সেগুলো বাতাসে ছুঁড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। এতো দিনে সে স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবে; ওফিরের নির্দেশের অপেক্ষায় তাকে থাকতে হবে না। ওফির তার কালো জাদুর উপরে খুব বেশি ভরসা করে আর শানার ভরসা করে সহজ এবং নিষ্ঠুর উপায়ের উপরে। রামেসিসকে সে কীভাবে ঠেকাবে সেই চিন্তা এখন থেকেই মাথার মধ্যে ঘোরা শুরু করেছে তার।

রামেসিসের তুলনায় শানার নিজের দুর্বলতা সম্পর্কে জানে। কিন্তু তার এমন একটা গুণ আছে যা দিয়ে সিংহাসন লাভ করতে পারে সে। সেটা হলো অধ্যবসায়। রামেসিসকে ঘৃণা করে সে। এই ঘৃণাই রামেসিসকে সিংহাসনচ্যুত করার শক্তি দেয় ওকে।

কিন্তু তার ভাইকে সে কী দোষ দেবে? সিংহাসনে আরোহণ করার পর থেকে সেটি'র উত্তরাধিকারী হিসেবে রামেসিস দেশকে এবং দেশের মানুষকে অনেক কিছু দিয়েছে। সে দেশের মানুষকে নিরাপত্তা দিয়েছে, নিজে যুদ্ধে অসামান্য বীরত্ব দেখিয়েছে, দেশের উন্নতি এবং সুবিচার নিশ্চিত করেছে।

মহামতি রামেসিস হওয়া ছাড়া রামেসিসকে আর কী দোষ দেবে শানার?

## পঁচিশ

সম্রাট মুওয়াত্তালি তার উপদেষ্টা পরিষদের সভা ডাকলেন।

দীর্ঘক্ষণ সভা শেষে সম্রাট জানিয়ে দিলেন, তার ভাই হাত্তুসিলি এবং তার পুত্র উরি-টেশুপ দু'জনের উপরেই তার আস্থা আছে। তাই তিনি হাত্তুসিলিকে অর্থনীতি এবং পররাষ্ট্রের দায়িত্ব দিচ্ছেন এবং উরি-টেশুপকে দিচ্ছেন সেনাবাহিনীর দায়িত্ব। সহজ কথায়, সামরিক বিষয় থেকে হাত্তুসিলিকে সম্পূর্ণভাবে সরিয়ে দিয়ে উরি-টেশুপকে বহাল করলেন তিনি।

উরি-টেশুপের বিজয়ের হাসি আর হাত্তুসিলির হতাশ অভিব্যক্তি দেখে, নাম না ঘোষণা করা সত্ত্বেও কারও কোনও সন্দেহ থাকল না যে মুওয়াত্তালি তার উত্তরাধিকারী হিসেবে কাকে বেছে নিয়েছেন।

কথা শেষ করে প্রহরীবেষ্টিত অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মুওয়াত্তালি।

রাগে অন্ধ হয়ে পুডুহেপা রূপার দুলজোড়া মাটিতে ছুঁড়ে মারল। ওগুলো আজ সন্ধ্যায়ই হাত্তুসিলি তাকে দিয়েছেন।

"তোমার ভাই এভাবে তোমার সাথে প্রতারণা করল!" রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল পুডুহেপা।

"প্রতারণা ঠিক নয়," মিনমিনকরে বলার চেষ্টা করল হাত্তুসিলি। "তিনি আমাকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছেন তো..."

"সেনাবাহিনী ছাড়া উরি-টেশুপের একটা পুতুল ছাড়া আর কিছু নও তুমি।"

"শোনো, যুদ্ধক্ষেত্রে যেসব সেনাপ্রধান বা দুর্গপ্রধানরা আছেন তাদের সাথে যোগাযোগ আছে আমার।"

"কিন্তু তোমার ভাতিজাই যে তাদের নেতা ইতিমধ্যেই তা সবাই জেনে গেছে।"

"মধ্যপন্থীদের ভয় পায় উরি-টেশুপ।"

"ওদেরকে আমাদের পক্ষে রাখতে কত দিতে হবে?" জিজ্ঞেস করল পুডুহেপা।

"ব্যবসায়ীরা আমাদেরকে সাহায্য করবে। চিন্তা করো না।"

"সম্রাটের যে কী হলো বুঝলাম না। মনে হচ্ছিল তিনি তার পুত্রের হাতে ক্ষমতা ছাড়বেন না। এমনকি তার ছেলেকে সরিয়ে দেয়ার পরিকল্পনাতেও সায় দিলেন তিনি!"

"মুওয়াত্তালি হুট করে কখনও কিছু করে না। সেনাবাহিনী থেকে সম্ভবত ওর কানে কিছু এসেছে, এজন্য সে ওদেরকে শান্ত করার জন্য উরি-টেশুপকে ক্ষমতা দিয়েছে।"

"এর কোনও মানে হয়? সব ক্ষমতা কেন ওর হাতে দিতে হবে?"

"আমার মনে হচ্ছে সম্রাট আমাদেরকে একটা সূক্ষ্ম বার্তা দিতে চাইছেন। উরি-টেশুপ হাত্তির শক্তিশালী মানুষ হয়ে উঠছে। তারমানে আমাদেরকে অতটা গুরুত্বের সাথে নেবে না

সে এখন। ওকে আঘাত করার জন্য এটাই কি উপযুক্ত সময় নয়? আমি নিশ্চিত যে মুওয়াত্তালি তোমাকে তাড়াতাড়ি করতে বলছে। এটাই আঘাত করার সময় পুড়ুহেপা, দ্রুত আঘাত করো।"

শয়তানী হাসি ফুটে উঠল পুড়ুহেপার মুখে। বলল, "উরি-টেশুপ যদি জানত ওর সামনে কী আসছে!"

গাধার পিঠে নানারকম জিনিস চাপিয়ে গাধাগুলোকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল লোকটি। তার গন্তব্য একটা নির্দিষ্ট ঘর, যেখানে বসে টাকাপয়সার লেনদেন করছে কয়েকজন লোক।

ব্যবসায়ীদের প্রধান প্রতিনিধি পায়চারি করছিলেন। বছর ষাটের স্থূলকায় মানুষ তিনি। কোনও গোলমাল হলে যেন সামাল দিতে পারেন একারণে লেনদেনের দিকে তীক্ষ্ণ নজর তার। হাত্তুসিলির সাথে দেখা হতেই গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি। রঙিন পোশাক পরা হাত্তুসিলিকে বিচলিত দেখাচ্ছিল।

"দুঃসংবাদ আছে।" হাত্তুসিলিকে দেখে বললেন প্রতিনিধি।

"সরবরাহকারীদের নিয়ে সমস্যা?" জানতে চাইলেন হাত্তুসিলি।

"তার চেয়েও খারাপ ব্যাপার। উরি-টেশুপ সংক্রান্ত।"

"কিন্তু সম্রাট তো অর্থনীতির দায়িত্ব আমার উপরে দিয়েছেন।"

"উরি-টেশুপ তার পরোয়া করে বলে মনে হয় না।"

"সমস্যাটা কী আসলে?"

"উরি-টেশুপ তার সৈন্যদের ব্যয় মেটানোর জন্য প্রত্যেক ব্যবসায়িক লেনদেনের উপরে কর আরোপ করেছে।"

"প্রতিবাদলিপি দাখিল করব আমি।"

"লাভ হবে না তাতে কোনও।"

হতাশায় ডুবে গেলেন হাত্তুসিলি। এই প্রথমবার গুরুত্বপূর্ণ কোনও খবর সম্রাটের কাছ থেকে না শুনে অন্য কারও কাছ থেকে শুনতে হল।

"আমি সম্রাটকে বলব কর বাতিল করতে।" বলল হাত্তুসিলি।

"তিনি অস্বীকৃতি জানাবেন। উরি-টেশুপ ব্যবসায়ী শ্রেণীকে ধ্বংস করে সেনাবাহিনী পুনর্গঠন করতে চাইছে।"

"এর বিরোধিতা করব আমি।"

"ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করুন, হাত্তুসিলি।"



তিন ঘণ্টার বেশি হয়ে গেল হাত্তুসিলি প্রাসাদের ছোট, ঠাণ্ডা ঘরে অপেক্ষা করছেন। অন্য সময় তাকে সরাসরি সম্রাটের কাছে নিয়ে যায় প্রধান ভৃত্য। কিন্তু আজ মুওয়াত্তালির ব্যক্তিগত প্রহরীদের দু'জন তার পথ আটকাল। কিছুক্ষণ পরে প্রধান ভৃত্য এসে জানিয়ে দিল সম্রাটের সাথে আজ দেখা হবে না। তারপরেও হাত্তুসিলির

পীড়াপীড়িতে সে জানাল, চেষ্টা করে দেখতে পারে সে। তবে কোনও কথা দিতে পারছে না।

রাত নেমে এল। হাত্তুসিলি আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। তিনি উঠে গিয়ে এক প্রহরীকে বললেন, "প্রধান ভৃত্যকে গিয়ে বল, আমি আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে পারব না।"

রক্ষী একমুহূর্ত দ্বিধা করল। আড়চোখে তাকাল সঙ্গীর দিকে; তারপর ঘর থেকে বের হয়ে গেল। অন্য রক্ষী প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। হাত্তুসিলি জোর করে ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করলে বাধা দেবে সে।

রুক্ষ চেহারার ছয়জন সৈন্য নিয়ে হাজির হলো প্রধান ভৃত্য। হাত্তুসিলির মনে হলো ওরা হয়তো তাকে গ্রেফতার করবে, তারপর কারাগারে নিক্ষেপ করবে আজীবনের জন্য।

"আপনি ঠিক কী কারণে এখানে এসেছেন?" জিজ্ঞেস করল ভৃত্য।

"সম্রাটের সাথে দেখা করতে।"

"আমি তো বললাম আপনাকে তিনি আজ কারও সাথে দেখা করছেন না। এরপরেও অপেক্ষা করা অর্থহীন।"

হাত্তুসিলি হাল ছেড়ে দিলেন। বের হয়ে আসলেন তিনি। যখন বের হয়ে আসছেন তখন অন্যমনস্ক থাকায় ধাক্কা লাগল উরি-টেশুপের সাথে। সেনাপ্রধান উরি-টেশুপ একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার চাচার দিকে।

প্রাসাদের উপর থেকে রাজধানী হাত্তুসার দিকে তাকিয়ে ছিলেন মুওয়াত্তালি। চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে মাথা।

সিংহাসনে বসার পর মুওয়াত্তালির রাজ্যে আক্রমণ চালিয়েছিলেন রামেসিস। সেসময় হারের একটা সম্ভাবনাও উঁকি দিয়েছিল মুওয়াত্তালির মনে। সেবার কাদেশের বিপর্যয় কোনওরকমে এড়াতে পারলেও, সেই ধারা কি বজায় থাকবে এবারও? নাকি...? রামেসিস তরুণ, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর একজন রাজা। একইসাথে দেবতাদেরও প্রিয়পাত্র। মিশর থেকে হিট্টি হুমকি দূর না করা পর্যন্ত সে শান্ত হবে না। সেক্ষেত্রে রামেসিসকে হারাতে হলে অন্য কৌশল নিতেই হবে।

উরি-টেশুপের আগমন ঘোষণা করল ভৃত্য।

"ভিতরে নিয়ে এসো ওকে।"

"তুফানের দেবতা আপনার উপরে নজর রাখুক, বাবা। যুদ্ধে যে সকল জায়গা আমরা হারিয়েছি তা আবার দখল করে নিতে আমাদের সেনাবাহিনী প্রস্তুত।"

"তুমি নতুন যে কর আরোপ করেছ তাতে ব্যবসায়ীরা রেগে গেছে।" মন্তব্য করলেন মুওয়াত্তালি।

"স্বার্থপর, কাপুরুষের দল। ওদের লাভের একটা অংশ দিয়ে সেনাবাহিনীর খরচ মেটাব আমি।"

"হাত্তুসিলিকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলাম সেই দায়িত্বে তুমি অনধিকার হস্তক্ষেপ করেছ।"

"হাত্তুসিলির ব্যাপারে এতো মাথা ঘামানোর কী আছে? আপনি তো এইমাত্র ওর সাথে কথা বলতে অস্বীকৃতি জানালেন।"

"আমার সিদ্ধান্ত যে গ্রহণযোগ্য তা প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই তোমার।"

"আপনি আমাকে আপনার উত্তরাধিকারী হিসেবে নির্বাচন করেছেন। সেনাবাহিনীর সবাই খুব খুশি এবং জনগণও নিরাপদবোধ করছে। আমার উপরে ভরসা রাখুন। আমি সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠন করে মিশরীয়দের হত্যা করব।"

"তোমার সাহসের প্রশংসা করি আমি, উরি-টেশুপ। কিন্তু তোমাকে এখনও অনেক কিছু শিখতে হবে। মিশরের সাথে আমাদের সংঘাত কমাতে হলে হাট্টির পররাষ্ট্রনীতি বদলাতেই হবে।"

"মানুষ হলো দুই ধরণের। বিজয়ী এবং পরাজিত। হিট্টিরা সবসময়ই বিজয়ী ছিল। বিজয়ীই থাকবে।" একরোখা গলায় বলল উরি-টেশুপ।

"আমার কথা শোনার চেষ্টা কর।"

"কখন আক্রমণ করব আমরা?" একগুঁয়ে গলায় বলল উরি-টেশুপ।

"এর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ অন্য অনেক কাজ আছে আমাদের হাতে।"

"সাম্রাজ্যের যখন এরকম গুরুতর অবস্থা তখন আমরা দেরি করব কেন?"

"কারণ রামেসিসের সাথে আমাদের একটা সমঝোতায় আসতে হবে।"

"হিট্টিরা তাদের শত্রুর সাথে সমঝোতা করবে?" চিৎকার করে উঠল উরি-টেশুপ। "পাগল হয়ে গেছেন আপনি।"

"আমার সাথে এভাবে কথা বলতে নিষেধ করেছিলাম আমি।" কর্কশ গলায় বললেন মুওয়াত্তালি। "সম্রাটের সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে ক্ষমা চাও।"

উরি-টেশুপ দু'হাত বুকের উপরে রেখে অবিচল দাঁড়িয়ে রইলো।

"আমি যা বলছি করো, নইলে..."

সম্রাটের কথা বন্ধ হয়ে গেল। মুখ বিকৃত হয়ে গেল, চোখ যেন বেরিয়ে আসবে। বুক চেপে ধরে মুওয়াত্তালি মেঝেতে বসে পড়লেন।

"বুক... আমার বুক... আঃ আঃ আমার বুক..."

"পূর্ণ ক্ষমতা চাই আমি। এই মুহূর্ত থেকে সেনাবাহিনীকে আদেশ দেয়ার অধিকার একমাত্র আমার।"

"ডাক্তার ডাক, তাড়াতাড়ি।"

"সিংহাসন ছেড়ে দিন।"

"আমি তোমার পিতা। তুমি আমাকে এভাবে মরতে দেবে?"

"সিংহাসন ছেড়ে দিন।" আবার বলল উরি-টেশুপ।

"দেব। দেব। আমি কথা দিচ্ছি তোমাকে।" বিকৃত গলায় বললেন মুওয়াত্তালি।

## ছাব্বিশ

গোত্র-প্রধানরা খুব মনোযোগ দিয়ে মোজেসের কথা শুনছিল। খুনের অভিযোগ থেকে খালাস পাওয়ার পর তার জনপ্রিয়তা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তিনি এখন 'নবী' হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছেন।

"ঈশ্বর আপনাকে বাঁচিয়েছেন।" অমিত্রসুলভ গলায় বলল লিবনি। "এখন বাকি জীবনটা তার নাম করেই কাটিয়ে দিন।"

"তুমি আমার আসল উদ্দেশ্য জানো, লিবনি।"

"খুব বেশি ঝুঁকি নিচ্ছেন আপনি, মোজেস।"

"ঈশ্বর আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন আমি সকল ইহুদী জনগণকে মিশর থেকে বের করে নিয়ে যাই। তার কথা মানতে বাধ্য আমি।"

অ্যারন তার লাঠি দিয়ে মাটিতে আঘাত করল।

"মোজেস ঠিক কথাই বলেছেন। স্বাধীনতা চাই আমাদের। আমাদের নিজেদের একটা দেশ থাকলে আমরা সুখে থাকব, শান্তিতে থাকব। চলুন, সবাই মিলে আমরা মিশর ত্যাগ করে জিহোভার ইচ্ছা পূরণ করি।"

"আমাদেরকে কেন বিপদে ফেলতে চাইছেন?" তীব্র গলায় বলল লিবনি। "বিদ্রোহীদেরকে দমন করবে সেনাবাহিনী আর বিদ্রোহীদের প্রতি যাদের সহানুভূতি থাকবে তাদেরকে গ্রেফতার করে ফাটকে পুরবে ফারাও-এর পুলিশ।"

"আমাদের মন থেকে প্রথমে ভয় দূর করতে হবে।" শান্তগলায় বললেন মোজেস। "তাহলে ফারাও এবং তার ক্রোধকে জয় করার জন্য আমাদের বিশ্বাসই আমাদেরকে শক্তি যোগাবে।"

"আমরা যেখানে জন্মেছি সেখানে অবস্থান করে কেন জিহোভার উপাসনা করতে পারব না?"

"ঈশ্বর পাহাড়ে আমার সাথে কথা বলেছেন।" মনে করিয়ে দিলেন মোজেস। "ঈশ্বরই তোমাদের গতিপথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ঈশ্বরের কথা অমান্য করলে ধ্বংস হয়ে যাবে তোমরা।"

খা মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। মহাবিশ্বের শক্তি কীভাবে প্রবাহিত হয় সে ব্যাপারে তাকে বলছিলেন সেটাউ। দেবতাদের মূর্তির মাঝে এই শক্তিরই একটা ঘনীভূত রূপ বিদ্যমান। মন্দিরগুলোর ভিতরে দেবতাদের পাথুরে দেহগুলো দেখে তার মন যেন ভরছিল না। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাচ্ছিল সে।

একজন পুরোহিত তার হাত এবং পা বিশুদ্ধ করে দিল, পরিয়ে দিল সাদা ঝালরওয়ালা পোশাক। খনিজ লবণ দিয়ে পরিষ্কার করে দিল তার মুখ। যে মুহূর্ত

থেকে খা মন্দিরের মধ্যে পা রেখেছে, তখন থেকেই সে নিজের মধ্যে একটা অদ্ভুত শক্তির উপস্থিতি অনুভব করছে। সেই 'জাদু' যা জীবনের উপাদানগুলোর মধ্যে যোগসূত্র তৈরী করে এবং এর উপরে ভিত্তি করেই ফারাও সঠিকভাবে তার লোকেদের দেখাশোনা করতে পারেন।

সেটাউ যুবরাজকে আমনের মন্দির সংলগ্ন গবেষণাগার ঘুরিয়ে দেখালেন। দেয়ালগুলোতে বিভিন্ন লিপি খোদাই করা আছে। খা অত্যন্ত আগ্রহের সাথে লেখাগুলো পড়ল, যতবেশি সম্ভব হায়ারগ্লিফ মুখস্ত করে ফেলল। যেসব মন্দিরে তারা গিয়েছে সেসব মন্দিরের লিপিগুলো আরও বেশি সময় নিয়ে পড়তে পারলে খুব ভালো লাগত ওর। খোদাই করা এই প্রতীকগুলো হচ্ছে বহু বছর ধরে চলে আসা জ্ঞানের সমষ্টি।

"এখানেই উন্মোচিত হয়েছে আসল জাদু।" খা'কে বললেন সেটাউ। "এটাই সেই অস্ত্র যা খারাপকে বিতাড়িত করতে এবং নিজের ভাগ্যের উপর রাজত্ব করতে ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন।"

"কিন্তু আমরা নিজেদের নিয়তিকে কীভাবে বদলাতে পারি?"

"আসলে আমরা পারি না। তবে আমরা যদি এ সম্পর্কে পুরোপুরি সচেতন থাকি, তাহলে কী হতে যাচ্ছে সে বিষয়ে একটা ধারণা পেতে পারি। তুমি যদি তোমার দৈনন্দিন জীবনে জাদু নিয়ে আসতে পারো তাহলে তুমি এমন এক শক্তির সংস্পর্শে থাকবে যা তোমাকে স্বর্গ এবং পৃথিবীর, দিন এবং রাতের, পাহাড় এবং নদীর গোপন কথা বলবে। পাখি ও মাছের ভাষা বুঝতে পারবে, সূর্যকে পাশে নিয়ে ঘুম থেকে উঠবে আর তুমি সেই স্বর্গীয় শক্তিকে পানির উপরে স্তর তৈরী করতে দেখবে।"

"এসব কীভাবে করতে হয় আমাকে শেখাবেন?"

"অবশ্যই শেখাব, তবে প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হবে তোমাকে।"

"আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে পরিশ্রম করব আমি!"

"তোমার পিতা এবং আমি দক্ষিণে যাচ্ছি। বেশ কয়েক মাসের জন্য থাকব না আমরা।"

খা'র মুখ ঝুলে পড়ল। "আপনি যদি এখানে থেকে আমাকে জাদু শিখাতে পারতেন।" হতাশকণ্ঠে বলল সে।

"তোমার হতাশাকে সুযোগে পরিণত কর। তুমি প্রতিদিন আসবে এখানে, এসে এই পাথরে অঙ্কিত পবিত্র প্রতীকগুলোর মাঝখানে দাঁড়িয়ে যাবে। এভাবে বাইরের কোনও আক্রমণ থেকে বেঁচে থাকবে তুমি। অতিরিক্ত নিরাপত্তার জন্য, আমি তোমাকে একটা তাবিজ আর একটা সুরক্ষা মন্ত্র দিয়ে যাব।"

সেটাউ একটা সোনালী কাঠের বাক্স খুলে একটা তাবিজ বের করলেন। তাবিজের আকৃতি প্যাপিরাস চারার মতো। প্রাণশক্তি এবং উন্নতির প্রতীক এটা। একটা সূতার সাহায্যে খা'র গলায় পরিয়ে দিলেন তিনি। তারপর চিকন কাপড়ের একটা ফালি খুলে একটা চোখ আঁকলেন নতুন কালি দিয়ে। কালি শুকানোর সাথে সাথেই তিনি ফালিটাকে যুবরাজের বাম হাতের কব্জিতে বেঁধে দিলেন।

"এই জিনিস দুটির যত্ন নিও।" উপদেশ দিলেন তিনি। "তোমার রক্তে বাইরের খারাপ প্রভাব পড়তে দেবে না এগুলো। পুরোহিতেরা এগুলোকে তরলে ভিজিয়ে রেখেছেন যা প্রতিরোধক্ষমতা বৃদ্ধি করবে তোমার।"

"সাপরা কি গোপন সূত্র জানে?"

"বাস্তবতার দুই দিক জীবন এবং মৃত্যু সম্পর্কে তারা আমাদের চেয়ে বেশি জানে। তাদের বার্তা বুঝতে পারাটাই সব জ্ঞানের ভিত্তি।"

"আমি আপনার শিক্ষার্থী হয়ে ওষুধ তৈরী করতে চাই আপনার সাথে।" ব্যাকুল কণ্ঠে বলল খা।

"তোমাকে শাসক হতে হবে বাবা, চিকিৎসক নয়।"

"আমি রাজা হতে চাই না! হায়ারোগ্লিফ আর গোপন বিদ্যা পছন্দ আমার। ফারাওকে অনেক লোকের সাথে সাক্ষাৎ করতে হয়, করতে হয় সব ধরণের সমস্যার সমাধান। শান্তি এবং নির্জনতা চাই আমার।" প্রতিবাদ করল খা।

"আমরা যেমন চাই, জীবন যে সবসময় সেরকম হয় না বাবা।"

"কিন্তু সেটাই তো হওয়া উচিত, কারণ জাদু আছে আমাদের কাছে!" উজ্জ্বলমুখে বলল খা।

অ্যারন এবং দুই গোত্রপ্রধানের সাথে বসে দেশত্যাগের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন মোজেস।

ঘরের দরজায় টোকা পড়ল। অ্যারন দরজা খুলে দিলে ঘরে ঢুকল সেরামানা।

"মোজেস আছে এখানে?"

মোজেসকে রক্ষার জন্য অবস্থান নিয়ে দাঁড়াল গোত্রপ্রধান দু'জন। নবীকে নিয়ে যেতে দেবে না তারা।

"আমার সাথে আসুন, মোজেস।"

"কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন তাকে?" জানতে চাইল অ্যারন।

"সেটা নিয়ে তোমাদের মাথা ঘামানোর কোনও দরকার নেই। বল প্রয়োগে বাধ্য করো না আমাকে।" বলল সেরামানা।

মোজেস এগিয়ে গেলেন। "সেরামানা, আমি আসছি।"

মোজেসকে নিয়ে রথে উঠল সেরামানা। পিছনে পুলিশের আরও দুই বাহন। দ্রুতগতিতে ছুটে চলল তারা। শহর, মাঠ পার হয়ে এসে মরুভূমিতে এসে থামল।

সেরামানা নিজের পায়ের উপরে খাড়া হয়ে দূরে কী যেন দেখার চেষ্টা করল।

"উপরে উঠে যান, মোজেস।" বলল সেরামানা।

ওঠার রাস্তাটা খুব একটা কঠিন না। উঠে এলেন মোজেস। রামেসিস অপেক্ষা করছিলেন তার জন্য।

"তোমার মতো আমারও মরুভূমি খুব পছন্দ, মোজেস। সিনাইয়ে আমরা যে অভিযান করেছিলাম, তার কথা কি তোমার মনে আছে?"

ফারাও-এর পাশে বসলেন মোজেস। ফারাও যেদিকে তাকিয়ে আছেন সেদিকে তাকালেন।

"কোন দেবতা তোমাকে শান্তি দিচ্ছে না, মোজেস?"

"বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র প্রভু। একমাত্র ঈশ্বর।"

"আমি ভেবেছিলাম মিশরীয় শিক্ষা ব্যবস্থা তোমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছে।"

"অতীতের কথা মনে করতে চাই না আমি। একমাত্র মিশরের বাইরেই আমার লোকদের একটা ভবিষ্যৎ আছে। তিন দিনের দূরত্বে অবস্থিত মরুভূমিতে যেতে দিন ইহুদীদেরকে; সেখানে আমরা জিহোভার উদ্দেশ্যে কোরবানি করব।"

"তুমি খুব ভালো করেই জানো যে এটা অসম্ভব। এই কাজে যথাযথ নিরাপত্তা দরকার যা কিনা এই মুহূর্তে আমার পক্ষে দেয়া কঠিন। বেদুঈন হামলার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না। নিরস্ত্র জনগণের উপরে হামলা হলে হতাহতের সংখ্যা বাড়বে বহুলাংশে।"

"জিহোভা আমাদেরকে রক্ষা করবেন।"

"ইহুদীরা আমার প্রজা, মোজেস। তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব আমার।"

"প্রজা? বলুন, আমরা আপনার বন্দী।"

"আইন মেনে মিশরের যেকোনও জায়গায় যেতে পারে ইহুদীরা। দেশের অবস্থা ভালো না, যুদ্ধাবস্থা বিরাজ করছে এমন সময় তোমার দাবি রীতিমতো অবাস্তব। আর যা শুনেছি, তোমার লোকেদের অনেকেও তো তোমাকে অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।"

"আমি আমার লোকদেরকে পথ দেখিয়ে প্রতিশ্রুত ভূমিতে নিয়ে যাব।" শান্ত, একরোখাগলায় বললেন মোজেস।

"প্রতিশ্রুত ভূমি? কোথায় সেটা?"

"জিহোভা বলে দেবেন।"

"ইহুদীরা কি মিশরে অসুখী?"

"তারা সুখী না অসুখী সেটা কোনও বিষয় না। বিষয় হচ্ছে, ঈশ্বরের ইচ্ছা।"

"তুমি এরকম একগুঁয়ে হয়ে গেছো কেন? পাই-রামেসিসে অন্য ধর্মের দেবতাদের উপাসনা করা তো নিষেধ না। ইহুদীরা তাদের বিশ্বাস নিয়ে বসবাস করতেই পারে এখানে।"

"সেটা যথেষ্ট নয় আমাদের জন্য। অন্য কোনও স্রষ্টা দেবতা যে স্থানে বিদ্যমান, সে স্থানে জিহোভা তার উপাসনা গ্রহণ করবেন না।"

"তুমি একটা ব্যাপারে ভুল করছ, মোজেস। বহুদিন ধরে মিশরে বিভিন্ন দেবতার উপাসনা চলে আসছে। অন্য সব দেবতাকে নিষিদ্ধ করে আখেনাতনও একই ভুল করেছিল।"

"সেই মতবাদই প্রচার করছি আমি। তবে আরও পরিশীলিত উপায়ে।"

"এক ঈশ্বরে বিশ্বাস প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে ধর্মীয় আদানপ্রদান রোধ করবে। যার ফলে শান্তি নষ্ট হবে, হাঙ্গামা বাড়বে।"

"জিহোভাই রক্ষা করবেন সবকিছু থেকে।"

"তুমি কি আমনকে ভুলে গেছ? তিনি অশুভ শক্তির আতংক, সবার প্রার্থনা তিনি শুনতে পান। যার সাহায্য প্রয়োজন তাকে সাহায্য করেন তিনি। আমন সেই আরোগ্যকারী যিনি অন্ধ মানুষকে তার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন। তার অজানা থাকে না কোনওকিছুই।"

"ইহুদীরা জিহোভার উপাসনা করে, আমনের নয়। এবং জিহোভা একাই তাদের গন্তব্য নির্ধারণ করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট।"

"এরকম অনমনীয় মতবাদ মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে, মোজেস।"

"সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছি আমি এবং সেটাতেই অবিচল থাকব। ঈশ্বরের এটাই ইচ্ছা।"

"কিন্তু এ কাজের জন্য ঈশ্বর তোমাকে বেছে নিয়েছেন এটা অদ্ভুত ব্যাপার না?"

"আপনার মতামতে কিছু যায় আসে না আমার।"

"তাহলে বন্ধুত্ব টিকে থাকছে না আমাদের?"

"ইহুদীরা আমাকে ওদের নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছে। দেশের রাজা হিসেবে আপনি আমাদেরকে বন্দী হিসেবে আটকে রেখেছেন। বন্ধুত্ব এবং আপনার প্রতি সম্মানের চাইতে আমার কাজ আমার কাছে বড়।"

"তুমি যদি এরকম একগুঁয়ে ভাব দেখাও, তুমি কিন্তু মা'তের আইন অমান্য করে ফেলবে।"

"কী যায় আসে আমার?"

"তোমার কি ধারণা, তুমি মা'তের আইনের ঊর্ধ্বে?"

"আমরা, ইহুদীরা শুধু একটা আইনই মানি। সেটা হচ্ছে জিহোভার আইন। যাই হোক, আপনি কি আমাদেরকে মরুভূমিতে গিয়ে কোরবানি করতে দেবেন?"

"না, মোজেস। যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা হিট্টিদের সাথে যুদ্ধাবস্থায় আছি, ততক্ষণ এটা জাতীয় স্বার্থের বিপক্ষে যেতে পারে। আমাদের রক্ষণ দুর্বল হয়ে যায় এরকম কিছু আমি করব না।"

"আপনি যদি এভাবে আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন, জিহোভা আমার হাত দিয়ে এমন কিছু হয়তো করবেন যার ফলে আপনার দেশের ক্ষতি হতে পারে।"

রামেসিস উঠে দাঁড়ালেন।

"আমার উত্তর তুমি পেয়ে গেছ, বন্ধু। সাথে এটাও জেনে রাখো, আমি কখনও হুমকির মুখে নতি স্বীকার করব না।"

## সাতাশ

লিপিকার, সৈন্যসহ প্রায় জনাত্রিশের একটা দল ঘোড়ার পিঠে চেপে এগিয়ে যাচ্ছে। দলের নেতৃত্বে আছেন আহসা। দলের সাথে আছে প্রায় শখানেক গাধা; গাধার পিঠে চাপানো হয়েছে উপহার।

পাহাড়ের মধ্যকার সরু রাস্তা দিয়ে তারা এগিয়ে চলেছে। পাহাড়ের গায়ে হিট্টি যোদ্ধাদের বড় ছবি আঁকানো। ছবিতে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণে মিশরের দিকে চলেছে তারা। আহসা ছবির অর্থ উদ্ধার করলেন। তুফানের দেবতা যোদ্ধাদের পথ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেই পথ ধরে তারা এগিয়ে চলেছে বিজয়ের দিকে।

দলটা সরু রাস্তা থেকে বের হয়ে নদী পার হলো। সৈন্যদের ছবি খোদাই করা পাথরের বোল্ডার পার হয়ে এসে সমতল ভূমিতে দাঁড়াল। দূরে একটা দুর্গ দেখা যাচ্ছে। সাম্রাজ্যের সীমান্ত।

গাধাগুলো থেমে পড়ল। আর এগোতে ইচ্ছুক না তারা। গাধাদের রাখালরা তাদের জানা সব কৌশল অবলম্বন করতে লাগল গাধাগুলোকে সামনে নিয়ে যাবার জন্য।

এদিকে দলটাকে দেখে তীর ছোঁড়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল দুর্গের তীরন্দাজরা।

আহসা দলের সবাইকে ঘোড়া থেকে নেমে অস্ত্র মাটিতে নামিয়ে রাখার নির্দেশ দিলেন। পতাকা বহন করছিল যে মানুষটা সে একটা বোকামি করল। সে পতাকা হাতে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

একটা তীর প্রথমে পতাকাকে ছিঁড়ে ফেলল। দ্বিতীয় তীর গাঁথল পতাকাবাহকের পায়ের সামনে। তৃতীয় তীর তার কাঁধের মাংস ভেদ করে ঢুকে গেল। ব্যথায় মুখ কুঁচকে পিছু হটল সে। তাই দেখে মিশরীয় সৈন্যরা অস্ত্র তুলে নিল আবার।

"না," আর্তনাদ করে উঠলেন আহসা। "অস্ত্র নামিয়ে রাখ।"

"আমরা তো ওদের হাতে এভাবে মারা পড়তে পারি না।" বলল এক কর্মকর্তা।

"হিট্টিদের অদ্ভুত আচরণ করছে। দেশে নিশ্চয়ই কোনও সমস্যা হয়েছে, নাহলে এতো অল্পতেই ওদের ক্ষেপে যাওয়ার কথা না। কিন্তু কী হয়েছে সেটাই তো বুঝতে পারছি না। দুর্গের সেনাপ্রধানের সাথে কথা না বলা পর্যন্ত বোঝা যাবে না মনে হচ্ছে।"

"এরকম অভ্যর্থনার পরেও আপনি কথা বলতে?"

"দশজন মানুষ নিয়ে পিছু হটো। হিট্টি আক্রমণ অনিবার্য তা ধরে নিয়ে সর্বোচ্চ সতর্কাবস্থায় থাকতে বলো প্রাদেশিক বাহিনীকে। ফারাও-এর কাছে লোক দিয়ে খবর পাঠাও যে আমাদের উত্তরপূর্ব সীমান্তে যুদ্ধ লেগে গেছে প্রায়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি বিশদে লিখে জানাচ্ছি তাকে।"

আহসার আদেশে তড়িৎগতিতে কাজ শুরু করল সেই কর্মকর্তা। কয়েকজনকে বেছে, আহত পতাকাবাহককে নিয়ে পিছু হটল সে।

আহসার সাথে যারা থাকল তাদের খুবই চিন্তিত হয়ে পড়ল। এদিকে তাদের নেতা শান্তভাবে প্যাপিরাসে নিজের নাম এবং পদ উল্লেখ করে হিট্টিদের কাছে চিঠি লিখে যাচ্ছেন। চিঠি লেখা শেষ হলে তিনি তা এক তীরের আগায় লাগিয়ে দুর্গের দরজার উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিলেন।

"ওরা আমাদের সাথে কথা বলতে আসে নাকি আমাদেরকে ধরতে আসে এখন দেখা যাক।"

"কিন্তু আমরা মিশর সরকারের সরকারী দূত।" একজন লিপিকার বলল।

"যদি হিট্টিরা আলোচনার জন্য আসা কূটনীতিকদেরও না ছাড়ে, এর মানে হলো যুদ্ধ একটা নতুন পর্যায়ে চলে গেছে।"

ঢোক গিলল লিপিকার। "আমরা কি পিছু হটতে পারি না?"

"বাজে ব্যাপার হবে সেটা। আমরা ফারাও-এর সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছি।"

আহসার এরকম নির্বিকার কথাবার্তায় তেমন কোনও লাভ হলো না। মৃত্যুভয়ে সবার চেহারা শুকিয়ে পাংশুবর্ণ ধারণ করল।

দুর্গের দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এল তিনজন হিট্টি অশ্বারোহী। তাদের নেতা শিরস্ত্রাণপরা একজন কর্মকর্তা। কাছাকাছি এসে সে বলল, "আসুন আমাদের সাথে।"

দু'দিকে দুই হিট্টি সৈন্যের প্রহরায় এগিয়ে যেতে লাগল দলটি।

দুর্গের ভিতরটা বাইরের মতোই করাল দর্শন। ঠাণ্ডা, শীতল কক্ষ। মেঝেও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। অস্ত্রশালা, সৈন্যদের থাকার জায়গা সবকিছুই আটকানো। আহসার হাঁসফাঁস লাগতে লাগল। কিন্তু কিছু না বলে তিনি অধীনস্তদের সাথে কথাবার্তা চালাতে লাগলেন।

অনেকক্ষণ পরে শিরস্ত্রাণ পরা সেই কর্মকর্তা আসল আবার।

"আপনাদের মধ্যে আহসা কে?"

আহসা উঠে দাঁড়ালেন।

"সেনাপ্রধান আপনার সাথে দেখা করতে চেয়েছেন।"

আহসাকে পথ দেখিয়ে একটি বর্গাকৃতির ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। ঘরের ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে। ফায়ারপ্লেসের পাশে ফুলদানীতে ফুল রাখছে এক চিকন, খর্বাকৃতির লোক।

"হাট্টিতে সুস্বাগতম। আবার দেখা হল, আহসা।" অভ্যর্থনা জানালেন তিনি।

"আপনাকে এখানে দেখে অবাক হলাম, হাত্তুসিলি।"

হাসলেন হাত্তুসিলি। "ফারাও হঠাৎ করে এতো উচ্চপর্যায়ের একজন গুপ্তচরকে পাঠালেন কেন?"

"সম্রাটের জন্য উপহার নিয়ে আসার জন্য।"

"ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক না? বিশেষ করে আমরা যখন যুদ্ধাবস্থায় আছি।"

"দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ কি সারাজীবন চলবে?"

হাত্তুসিলি চমকে গেলেন। "কী বলতে চাইছেন আপনি?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"বলতে চাইছি আমি সম্রাটের সাথে দেখা করব। তারপরে রামেসিসের ইচ্ছার কথা বলব তাকে।"

হাত্তুসিলি দু'হাত ঘষলেন।

"কঠিন হবে ব্যাপারটা...খুব কঠিন।"

"অসম্ভব বলতে চাইছেন?"

"মিশরে ফিরে যান আহসা...না, আমি তো যেতে দিতে পারি না আপনাকে..."

হাত্তুসিলির দ্বিধার সুযোগ নিলেন আহসা। "আমি মুওয়াত্তালির সাথে একটা শান্তিচুক্তি করতে এসেছি এখানে।" বলে দিলেন তিনি।

হাত্তুসিলি স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেন অনেকক্ষণ। "এটা কি কোনও ফাঁদ? নাকি মজা করছেন?"

"ফারাও চিন্তা করে দেখেছেন যে এটা মিশর তো বটেই, হাত্তির জন্যও সবথেকে ভালো উপায়।"

"রামেসিস শান্তি চাইছেন? বিশ্বাস হচ্ছে না আমার।"

"আপনাকে বুঝিয়ে রাজি করানো এবং শান্তিচুক্তি করাটা আমার দায়িত্ব।"

"লাভ নেই, আহসা।"

"কেন?"

হাত্তুসিলি ভালো করে লক্ষ করলেন আহসাকে। ও কি আন্তরিক? কিন্তু এই মুহূর্তে আহসাকে সত্যি কথা বললে হারানোরই বা কী আছে?

"সম্রাট অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কোনওরকম নড়াচড়া বা কথা বলতে পারছেন না তিনি। দেশও চালাতে পারছেন না।"

"তাহলে দেশ চালাচ্ছে কে?"

"তার ছেলে, সেনাবাহিনীর একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিপতি উরি-টেশুপ।"

"তিনি আপনাকে দায়িত্ব দেননি?"

"অর্থ আর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন।"

"তাহলে ঠিকই আছে। আমি আপনার সাথেই দেখা করতে এসেছি।"

"আমি কেউ না আহসা। আমার নিজের ভাই আমার মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে দিয়েছেন। মুওয়াত্তালি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন জানতে পারার পরেই আমি এখানে আশ্রয় নিই। সেনাপ্রধান আমার বন্ধু।"

"উরি-টেশুপ কি নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করবে?"

"মুওয়াত্তালি মরলেই করবে।"

"হাত্তুসিলি, আপনি এতো সহজে কেন হাল ছেড়ে দিচ্ছেন?"

"লড়ার মতো আর কিছু নেই যে আমার হাতে।"

"সেনাবাহিনীর সবাই কি উরি-টেশুপের সাথে একমত?"

"ওর কয়েকজন কর্মকর্তা ওর এই ধরণের মানসিকতাকে ঘৃণা করে, কিন্তু ভয়ে কিছু বলতে পারে না।"

"আমি আপনার রাজধানীতে গিয়ে শান্তি প্রস্তাব দিতে চাই।"

"শান্তি? উরি-টেশুপ ওই শব্দের মানেও জানে না। কাজ হবে না একথা এখনই বলে দিচ্ছি আপনাকে।"

"ভাল কথা, আপনার স্ত্রী কোথায়?"

"পুডুহেপা রাজধানীতে আছে।"

"বুদ্ধিমানের কাজ হয়েছে কি এটা?"

হাত্তুসিলি ফায়ারপ্লেসের দিকে ঘুরে গেলেন।

"উরি-টেশুপের পতন ঘটানোর একটা পরিকল্পনা আছে পুডুহেপার।"

গত তিনদিন ধরে পুডুহেপা ইশতারের মন্দিরে ধ্যান করছে। জ্যোতিষী যখন সদ্য নিহত এক শকুনের মৃতদেহ মন্দিরের বেদীর উপরে এনে রাখল, পুডুহেপা বুঝতে পারল তার কাজের সময় হয়ে গেছে।

লাল একটা পোশাক পরে নিল সে। চুল বাঁধল দামী পাথর খচিত ফিতা দিয়ে। ছুরিটা দৃঢ় হাতে ধরল। উরি-টেশুপ যখন ঝুঁকে শকুনের নাড়িভুঁড়ি দেখতে যাবে তখন সে এই ছুরি ঢুকিয়ে দেবে উরি-টেশুপের পিছনে। জ্যোতিষী সেরকমই বলে দিয়েছে।

শান্তির স্বপ্ন দেখে পুডুহেপা। সেই শান্তি যা মিশর এবং হাত্তির মধ্যে ক্ষমতার একটা সাম্যাবস্থা তৈরী করবে। কিন্তু সে জানে যতদিন উরি-টেশুপ বেঁচে থাকবে ততদিন তার এই স্বপ্ন কখনও পূর্ণ হবে না।

একমাত্র সে-ই এই দানবকে ঠেকিয়ে বিপর্যয় রোধ করতে পারে। একমাত্র সে-ই ক্ষমতা তুলে দিতে পারে তার স্বামী হাত্তুসিলির হাতে। হাত্তিকে আবার সঠিক পথে নিয়ে আসতে পারে একমাত্র হাত্তুসিলিই।

উরি-টেশুপ মন্দিরে ঢুকল। বেদীর কাছেই একটা বড় কলামের পিছনে লুকিয়ে রইলো পুডুহেপা।

উরি-টেশুপ একা আসেনি, প্রচণ্ড বিরক্তির সাথে খেয়াল করল পুডুহেপা। পুডুহেপা জানে, ইচ্ছে করলে সে এখন উরি-টেশুপকে খুন না করে কেউ দেখার আগেই মন্দির থেকে বের হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আবার কখন এরকম একটা সুযোগ আসবে তার ঠিক আছে? উরি-টেশুপের নিরাপত্তা ক্রমেই জোরদার হচ্ছে। সে যদি উরি-টেশুপকে খুন করতে পারে, তাহলে তার স্বামীর পথের কাঁটা সরে যাবে। তবে উরি-টেশুপের ব্যক্তিগত রক্ষীরা তাকে আটক করে ফেলবে হয়তো।

না, নিজের কথা ভাবাটা একদমই ঠিক হচ্ছে না। তার দেশের, দেশের ভবিষ্যতের কথা ভাবা উচিত। নিজের কথা নয়।

যোতিষী শকুনের পেট কেটে ফেলল। সাথে সাথে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল এক তীব্র দুর্গন্ধ। তারপর নাড়িভুঁড়িগুলো ধীরে ধীরে ছড়িয়ে দিতে লাগল বেদীর উপরে।

নিরাপত্তারক্ষীদেরকে পিছনে রেখে সামনে এগোল উরি-টেশুপ। পুডুহেপা ছুরির হাতলটা শক্ত করে ধরে আঘাত করার প্রস্তুতি নিল। বন বিড়ালের মতো আঘাত করতে হবে তাকে, যেন এক আঘাতেই ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায় ওর।

জ্যোতিষীর আর্তনাদ শুনে জায়গায় থেমে গেল পুডুহেপা। উরি-টেশুপও পিছিয়ে গেল।

"জাহাঁপনা, ভয়ংকর ব্যাপার।"

"নাড়ী-ভুঁড়িতে কী দেখতে পাচ্ছেন আপনি?"

"পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে হবে আপনাকে জাহাঁপনা। কোনও কিছুই আপনার পক্ষে নেই।"

উরি-টেশুপের ইচ্ছে হলো যে জ্যোতিষীর গলাটা কেটে দেয়। কিন্তু যা সর্বনাশ হবার তা হয়ে গেছে। এখন জ্যোতিষীকে মেরে ফেললেও তার নিরাপত্তারক্ষীরা এই খবর সর্বত্র প্রচার করে দেবে। হাট্টিতে জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎবাণী কেউ অবহেলা করতে পারে না।

"কতদিন অপেক্ষা করতে হবে?"

"অশুভ সংকেতগুলো পরিবর্তিত হওয়া পর্যন্ত, মহামান্য।"

মেজাজ খারাপ করে মন্দির থেকে বের হয়ে এল উরি-টেশুপ।

## আটাশ

রাজা-রানির দক্ষিণে যাত্রা নিয়ে নানারকম গুজবে ভরে আছে মিশরের রাজদরবার। কারও মতে এটা দরকার ছিল, আবার কারও মতে যাত্রা বাতিল করা উচিত এই মুহূর্তে। কেউ কেউ এমনটাও ভাবছে যে রাজপুত্ররা যেহেতু যুদ্ধে যাচ্ছে, ফারাও নিজেও এবার যুদ্ধে যেতে বাধ্য হবেন।

আলোয় আলোকিত রামেসিসের কার্যালয়। পিতার ভাস্কর্যের সামনে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছিলেন তিনি। টেবিলের উপরে কানান এবং দক্ষিণ সিরিয়া থেকে আসা চিঠিপত্র রাখা। সোনালী-হলুদ কুকুর প্রহরী কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে ছিল রামেসিসের চেয়ারে।

দ্রুতবেগে ওফিসে ঢুকলেন আহমেনি। "আহসার কাছ থেকে চিঠি এসেছে।"

"যাচাই করেছ?"

"হাতের লেখা ওরই। আর চিঠিতে সাংকেতিক ভাষায় আমার নামও ঢুকিয়ে দিয়েছে।"

"কীভাবে পাঠিয়েছে ও?"

"একজন বাহক সরাসরী হাট্টি থেকে নিয়ে এসেছে। ও বলছে এই চিঠি ওর হাত থেকে এক মুহূর্তের জন্যও খোয়া যায়নি।"

রামেসিস আহসার লেখা চিঠি পড়লেন। চিঠিতে হিট্টি সাম্রাজ্যের অন্তর্বর্তী সমস্যা নিয়ে লেখা। তিনি এবার বুঝতে পারলেন কেন আহসা আগের চিঠিতে উত্তরপূর্ব সীমান্তে জরুরী অবস্থা জারি করতে বলেছিলেন।

"আহমেনি, আমাদেরকে আক্রমণ করার মতো অবস্থায় নেই হিট্টিরা। আমি এবং রাণী ভ্রমণে যেতেই পারি।"

গণিতের একটা সমস্যা সমাধান করছিল খা। বীণা বাজাচ্ছিল মেরিতামন। আর ইসেটের সামনে ছোট ছোট পা ফেলে থপথপ করে হাঁটার চেষ্টা করছিল মেরেনতাহ। এমন সময় সেরামানাকে বাগানে ঢুকতে দেখা গেল।

সেরামানাকে দেখল যোদ্ধা। লোকটা ক্ষতিকর নয় বুঝতে পেরে ছোট করে একটা গর্জন ছেড়ে আবার শুয়ে পড়ল।

"যুবরাজ খা'র সাথে কথা বলতে চাই।" সেরামানা বলল ইসেটকে।

"কোনও সমস্যা?" ইসেট জিজ্ঞেস করল সেরামানাকে।

"না, কোনও সমস্যা নয়। যুবরাজ খা হয়তো আমার তদন্তে সাহায্য করতে পারবেন।"

"একটু অপেক্ষা করুন এখানে। ও লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত আছে। আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি ওকে।"

সেরামানার তদন্ত আগাচ্ছে। সে জানে লিটাকে খুন করার জন্য ওই লিবিয়ান জাদুকর ওফিরই দায়ী। হিট্টি গুপ্তচর পরিচয়টাকে লুকানোর জন্য সে আখেনাতনের ধর্মীয় বিশ্বাসটাকে ব্যবহার করেছে, সাথে রাজদ্রোহ প্রচারও করেছে। এগুলো যে আর শুধু ধারণা নয়, বাস্তবেও এমনটাই হয়েছে তার প্রমাণ মিলেছে মেমফিসে ওফিরের আগের বাড়ি থেকে এক ফেরিওয়ালাকে আটক করার পর। বাড়ির মালিক শানার। সেই হকার ছিল এক চুনোপুঁটি হিট্টি গুপ্তচর, সিরিয়ান ব্যবসায়ী রাইয়া'র হয়ে কাজ করত। রাইয়া যে হাট্টিতে পালিয়ে গিয়েছে এবং হিট্টি গুপ্তচক্র যে ভেঙে গিয়ে তা ওই ফেরিওয়ালা জানত না। অত্যাচারের ভয়ে মুখ খুলেছে সে এবং তার মুখ খোলার ফলে বেশ কয়েকটা অমিমাংসিত ব্যাপার মিলিয়ে ফেলেছে সেরামানা।

কিন্তু ওফির তাকে ধোঁকা দিয়ে পালিয়ে গেলেও শানার যে মরুভূমিতে মারা গেছে সে ব্যাপারে সেরামানা এখনও নিশ্চিত নয়। ওই দুজন কি হাট্টির উদ্দেশ্যে পালিয়ে গেছে? সেরামানার অভিজ্ঞতা বলে এই ধরণের খারাপ মানুষরা কখনও হাল ছাড়ে না।

খা এসে সেরামানার দিকে তাকাল।

"তুমি কী লম্বা! গায়েও খুব জোর নিশ্চয়ই!"

"আপনি কি আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন, যুবরাজ?"

"তুমি কি গণিতে ভালো?" জিজ্ঞেস করল খা।

"আমি আমার লোকদেরকে এবং তাদেরকে যে অস্ত্র দেয়া হয় সেগুলো গণনা করতে জানি।"

"তুমি কি জানো কীভাবে মন্দির অথবা পিরামিড গড়ে তুলতে হয়?"

"ফারাও আমাকে অন্য কাজ দিয়েছেন। অপরাধী ধরার কাজ।"

"আমি শুধু হায়ারোগ্লিফ লিখতে আর পড়তে পছন্দ করি।"

"এ বিষয়েই আমি আপনার সাথে কথা বলতে এসেছি। শুনেছি, আপনার একটা তুলি খোয়া গেছে।"

"আমার খুব প্রিয় তুলি ছিল। ওটার অভাব অনুভব করি খুব।"

"তাহলে তো ভালোই হলো। কে দোষী সে ব্যাপারে আপনি নিশ্চয় সাহায্য করতে পারবেন আমাকে।" সেরামানা বলল খা'কে।

"আমি অনুমান করেছি, কিন্তু নিশ্চিত নই। কাউকে চুরির অপবাদ দেয়াটা মোটেই হালকা কোনও বিষয় নয়।"

খা'র পরিপক্কতা দেখে তাজ্জব হয়ে গেল সেরামানা! কোনও সূত্র যদি থাকে তবে তা খা'র চোখ এড়িয়ে যায়নি।

"খুব অদ্ভুত আচরণ করতে লক্ষ করেছেন কাউকে?" সেরামানা জিজ্ঞেস করল খা'কে।

"কয়েক সপ্তাহ আগে আমার একজন নতুন বন্ধু পেয়েছিলাম।"

"কে?" সতর্ক হয়ে গেল সেরামানা।

"মেবা। সে হঠাৎ আমার কাজের প্রতি আগ্রহ দেখানো শুরু করেছিল। তারপর হঠাৎই তার আর কোনও খোঁজ খবর নেই।"

একটা ক্রূর হাসি খেলে গেল সেরামানার মুখে।

"আপনাকে ধন্যবাদ, যুবরাজ।"

পাই-রামেসিসের মতো মিশরের অন্যান্য শহরেও 'ফুলের ভোজ' উৎসবটা সার্বজনীন এক উৎসব। মন্দিরের প্রধান যাজিকা হিসেবে একটা বড় দায়িত্ব আছে রাণী নেফারতারির। মন্দিরের বেদী থেকে দরজার চৌকাঠ সর্বত্র শুধু ফুলের ছড়াছড়ি।

খঞ্জনি হাতে শহরের প্রধান রাস্তায় নাচছে মেয়েরা। নীল ঝুমকা ফুল আর পপি দিয়ে বানানো মালা পরে আছে তারা। নাচার তালে তাদের পায়ের নিচে পড়ে পিষে যাচ্ছে ফুলের শতশত পাঁপড়ি।

রামেসিসের বোন ডোলোরা নেফারতারির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ছোটবেলায় তিনি যে একটা নিরুত্তাপ, নিস্তরঙ্গ জীবন চেয়েছিলেন তা মনে পড়ল নেফারতারির। সেখান থেকে কীভাবে রাণী হয়ে গেলেন তিনি? যত দিন যাচ্ছে, রানির দায়িত্ব আরও ভারী মনে হচ্ছে তার কাছে।

মিছিল আমনের মন্দিরের দিকে গেল। সেখানে হর্ষধ্বনি করে স্বাগত জানানো হলো তাদেরকে।

"যাবার দিন কি হয়ে গেছে, রাণী?" জিজ্ঞেস করল ডোলোরা।

"কাল সকালে জাহাজ ছাড়বে আমাদের।" নেফারতারি উত্তর দিলেন।

"দরবারের সবাই অস্বস্তিতে ভুগছে। আপনাদের অনুপস্থিতি নাকি কয়েক মাস দীর্ঘায়িতও হতে পারে এমন কথা শোনা যাচ্ছে।"

"হওয়ার সম্ভাবনা আছে।"

"আপনারা কি সত্যিই নুবিয়া পর্যন্ত যাবেন?"

"সেরকমই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ফারাও।"

"মিশরের খুব দরকার আপনাদেরকে!"

"নুবিয়া মিশরেরই একটা রাজ্য, ডোলোরা।" শান্তকণ্ঠে বললেন রাণী।

"ওখানে যাওয়াটা বিপজ্জনক হতে পারে..."

"এমনিতেও কোনও আনন্দভ্রমণ নয় এটা।"

"আপনারা রাজধানী থেকে যে দূরে থাকছেন, জরুরী ব্যাপারটা কি জানতে পারি আমি?"

নেফারতারি হাসলেন। "ভালবাসা, ডোলোরা। শুধুমাত্র ভালোবাসা।"

"বুঝতে পারছি না আমি, রাণী। যাই হোক, আপনাদের অনুপস্থিতিতে কী করব আমি?"

"ইসেট যদি চায় তো ওকে সাহায্য করো। আমার একটাই আফসোস, ছেলেমেয়েরা বড় হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাদের বড় হওয়াটা আমি দেখতে পারছি না।"

"দেবতারা তাদেরকে এবং তাদের মা'কে রক্ষা করুন।" ভালোমানুষী দেখিয়ে বলল ডোলোরা।

উৎসব শেষ হওয়ার সাথে সাথে ডোলোরা যা জানতে পেরেছে তা ওফিরকে জানিয়ে দিল।

রামেসিস এবং নেফারতারির অনুপস্থিতির সুযোগে তাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গেল শত্রুরা।

নিজের চটিবাহককে সঙ্গে নিয়ে নৌকাভ্রমণে এসেছে মেবা। মনটা কেমন যেন লাগছে তার। শান্ত পানিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখল সে। তার সারাজীবনের স্বপ্ন ছিল মিশরের কোনও এক উঁচু পদে আসীন হবে সে। একটা কার্যালয় থাকবে, একটা সম্মান থাকবে। মানুষ যেন মেবাকে দেখলেই শ্রদ্ধা করে। কিন্তু হিট্টি গুপ্তচরদের পাল্লায় পড়ে সে স্বপ্ন ধূলিসাৎ হতে বসেছে। ধ্বংস হয়ে যাবে মিশর, না, না, এ কখনওই চায়নি সে।

কিন্তু মেবা ওফিরকে ভয় পায়। ওফিরের ঠাণ্ডা, শীতল দৃষ্টি তার শিরদাঁড়া বেয়ে শীতল স্রোত বইয়ে দেয়। এখান থেকে বেরোনোর আর কোনও উপায় নেই। মেবার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে রামেসিসের পতনের উপরে।

চটিবাহক পাড়ে ঝিমুতে থাকা একজন মাঝিকে ডাকল। মাঝি কিছু বলার আগেই হাজির হলো সেরামানা।

"আপনাকে সাহায্য করি, জনাব?"

চমকে উঠল মেবা। সেরামানাকে অশুভ কিছু মনে হলো তার। "আপনি সাহায্য করবেন?" জানতে চাইল সে।

"হ্যাঁ। আশা করি কোনও সমস্যা নেই আপনার?"

ইচ্ছা ছিল না মেবার। কিন্তু সাহায্য করতে চাইছে, সরাসরি না-ও তো করা যায় না। "আচ্ছা, আপনার যা ইচ্ছা।" নিরুপায় হয়ে বলল সে।

সেরামানার ধাক্কায় নৌকা গভীর পানিতে চলে এল।

"দারুণ প্রকৃতি। আবহাওয়াটাও দারুণ।" চারপাশে তাকাতে তাকাতে বলল সেরামানা। "ভালোই হলো, আপনার সাথে কিছুক্ষণ সময় কাটানো যাবে, গল্পও করা যাবে।"

"আমার সাথে কী কথা আপনার?"

"চিন্তা করবেন না। আপনাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কোনও ইচ্ছে আমার নেই।"

"জিজ্ঞাসাবাদ করার প্রশ্ন আসছে কেন?"

"আসলে একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য দরকার।"

"আপনাকে সাহায্য করতে পারব কিনা জানি না।" এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল মেবা।

"যুবরাজ খা'র ব্যাপারটা শুনেছেন তো? ওর প্রিয় তুলিটা চুরি হয়ে গেছে।" বলল সেরামানা। তীক্ষ্ণ নজর মেবার উপরে।

"চুরি? আপনি নিশ্চিত?" সেরামানার চোখের দিকে না তাকিয়ে বলল মেবা।

"যুবরাজের কোনও সন্দেহ নেই।"

"কিন্তু খা একটা বাচ্চা ছেলে মাত্র।"

"আমি ভাবলাম আপনি হয়তো চোরকে চিনে থাকতে পারেন।"

"হাস্যকর চিন্তাভাবনা! এই মুহূর্তে আপনি আমাকে পাড়ে ফিরিয়ে চলুন। অপমানিত বোধ করছি আমি।" গলায় জোর ফুটানোর চেষ্টা করল মেবা।

সেরামানা এমন একটা চাহনি দিল যে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে গেল মেবার।

"ঠিক আছে, জনাব। এরকম শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।" শিক্ষামূলক শব্দের উপরে জোর দিল সেরামানা।

## উনত্রিশ

জাহাজের অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে রামেসিস ভালোবেসে জড়িয়ে ধরলেন নেফারতারিকে। মধুর সময় পার করছেন এই জুটি।

ফুলে ফেঁপে উঠেছে নীলনদ। নীলনদের সেই স্রোত কেটে এগিয়ে চলেছে ফারাও-এর জাহাজ। জাহাজের অধিনায়ক সবসময় হুঁশিয়ারির উপরে আছেন। কারণ স্রোত ঘূর্ণাবর্তে পূর্ণ। একটা ভুল পদক্ষেপেই ধ্বংস হয়ে যেতে পারে জাহাজ।

যত দিন যাচ্ছে, নেফারতারি এক বিস্ময়ে পরিণত হচ্ছেন। এমনিতেই তিনি সুন্দরী, তার সাথে রাজপরিবারের আভিজাত্য তার সৌন্দর্য যেন আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। দারুণ ব্যক্তিত্বের সাথে যুক্ত হয়েছে অপূর্ব শারীরিক কাঠামো। দক্ষিণের এই যাত্রা তার প্রতি রামেসিসের ভালোবাসার একটা নিদর্শন। নেফারতারির সাথে জীবন কাটিয়ে রামেসিস বুঝতে পারেন কেন জ্ঞানী ব্যক্তিরা বলেছিলেন এই জুটি মিশর শাসন করবে।

নয় বছরের রাজত্বে, সবকিছু পাওয়ার পরেও রামেসিস এবং নেফারতারি একে-অপরকে এখনও সেরকমই ভালোবাসেন যখন প্রথম বুঝতে পেরেছিলেন জীবনমৃত্যুর জন্য একে অপরের কাছে দায়বদ্ধ তারা।

বাতাসে চুল উড়ছে নেফারতারির। সাধারণ, সাদা একটা পোশাক পরে আছেন তিনি। মধ্য মিশরের প্রাকৃতিক দৃশ্য চোখে পড়ল তার। তালের বাগান, নদীতীরের মাঠ, পাহাড়ের মাথায় গ্রাম তার মনে একটা স্বর্গীয় অনুভূতি এনে দিল।

"আমরা না থাকায় খারাপ কিছু ঘটতে পারে বলে ভয় পাচ্ছ তুমি?" রামেসিসকে জিজ্ঞেস করলেন নেফারতারি।

"আমি আমার রাজত্বের একটা বড় সময় উত্তরে কাটিয়েছি। এবার সময় হয়েছে দক্ষিণে কাটানোর। দুই ভূমি এক না হলে মিশর টিকে থাকতে পারবে না। আর হিট্টিদের সাথে যুদ্ধ তোমার সাথে কাটানো সময়ের পরিমাণ কমিয়ে দিচ্ছে।" জবাব দিলেন রামেসিস।

"যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি।"

"পূর্বে পট পরিবর্তনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। যদি সেখানে শান্তি ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে, সেটা কি নেয়া উচিত না আমাদের?"

"আহসার বিশেষ কাজের উদ্দেশ্য কি এটাই?" জিজ্ঞেস করলেন নেফারতারি।

"হ্যাঁ। ও যে ঝুঁকি নিচ্ছে তা কল্পনাতীত। কিন্তু আমি জানি ও-ই এই কাজের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি।"

"তুমি আর আমি সব অবস্থাতেই একসাথে থাকব। যে জাদু খুঁজে ফিরছি আমরা তা সাহায্য করুক আমাদের বন্ধু আহসাকে।"

সেটাউ-এর পদশব্দ শোনা গেল।

"আপনাদের কথায় বাধা দেয়ার জন্য দুঃখিত।" বললেন তিনি।

"বলো সেটাউ।"

"খা'র কাছাকাছি থাকতে পারলে খুব ভালো হতো। ছেলেটা ভবিষ্যতে দারুণ একজন জাদুকর হবে। যাই হোক, আমি ওর নিরাপত্তার যা ব্যবস্থা করেছি তাতে আপনার চিন্তিত হওয়ার কোনও কারণ নেই। আমার জাদুর দেয়াল ভাঙতে পারবে না কেউ।"

"নুবিয়াতে যেতে পেরে তুমি আর লোটাস খুব খুশি, তাই না?" নেফারতারি জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ, পৃথিবীর সবচেয়ে ভালো সাপ পাওয়া যায় এখানে। কিন্তু আমি আপনাদেরকে যা বলতে এসেছি সেটা হলো স্রোতের প্রকৃতি দেখে জাহাজের অধিনায়ক ঘাবড়ে গেছেন। তার মতে সমস্যায় পড়তে যাচ্ছি আমরা। তিনি পরিকল্পনা করছেন যে একবার এই ঘেসো জমি পার হতে পারলে আমরা তীরের দিকে যাব।"

এঁকেবেঁকে চলেছে জাহাজ। খুব শীঘ্রই একটা অর্ধচক্র আকৃতির পাহাড় চোখে পড়ল।

নেফারতারির হাত তার গলার কাছে উঠে গেল।

"কী হয়েছে?" রামেসিস উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

"গলার কাছে কী যেন দানা বেঁধে উঠল। তেমন কিছু না।"

জাহাজ ভয়ংকরভাবে দুলে উঠল। কাছেই সৃষ্টি হয়েছে একটা ঘূর্ণির।

তীরে দাঁড়িয়ে আছে আখেনাতনের রাজধানীর ধ্বংসপ্রাপ্ত দালান।

"রানিকে কামরায় নিয়ে যাও।" রামেসিস আদেশ দিলেন সেটাউকে। "ওর দিকে খেয়াল রেখ।"

কয়েকজন নাবিক আতংকে চিৎকার শুরু করল। মাস্তুল থেকে পাল সামলাতে গিয়ে পড়ে গেল তাদের একজন; পড়ল একদম জাহাজের অধিনায়কের উপরে। অধিনায়ক আঘাত পেয়ে অচেতন হয়ে পড়লে অনিশ্চয়তা দেখা দিল। হইচই শুরু করল অন্য নাবিকরা।

"সবাই চুপ!" গর্জে উঠলেন রামেসিস। "নিজের জায়গায় ফিরে যাও সবাই। এরপরে কী করতে হবে তা আমি বলব।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিপদ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিল। রামেসিসের জাহাজের সাথে যে বহর ছিল সেটা হঠাৎ করে পিছন থেকে উধাও হয়ে গেল।

জাহাজের গতিপথ ঠিক হওয়ার পরে ফারাও যখন সমস্যার কারণটা দেখতে পেলেন তখন আর কিছুই করার নেই।

নদীর মাঝখানে সৃষ্টি হয়েছে এক বিশাল ঘূর্ণির। আতনের দিগন্ত শহরের তীর দেখা যাচ্ছে, তীরে সারি দিয়ে রাখা হয়েছে ভেলা। প্রত্যেকটা ভেলার উপরে একটা করে বড় আকৃতির কুপি। রাজাকে হয় নদীতে তার জাহাজ বিসর্জন দিতে হবে নয়তো ভেলায় আঘাত করে আগুন লাগিয়ে দিতে হবে জাহাজে।

তার জন্য এই পরিত্যক্ত শহরে ফাঁদ পাতবে কে? রামেসিস বুঝতে পারলেন নেফারতারি কেন ওরকম করেছিলেন; বিপদ দেখতে পেয়েছিলেন তিনি।

এক মুহূর্ত ভাবার সময় পেলেন রাজা। এবার তাকে সাহায্য করার জন্য তার সিংহটাও নেই।

"জাহাজ আসছে।" সামনে থেকে জানাল একজন।

হাঁসের রান চিবাচ্ছিল শানার। এই কথা শুনে সে রান ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তীরধনুক এবং তলোয়ার হাতে উঠে দাঁড়াল। শানারকে এখন একজন যোদ্ধার মতো দেখাচ্ছে।

"অন্য জাহাজগুলোর রশি ফারাও-এর জাহাজ থেকে কেটে দেয়া হয়েছে?"

"একদম আপনার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করা হয়েছে, মহামান্য। পিছনে পড়ে গেছে বহর।" বলল এক ভাড়াটে সৈন্য।

ঠোঁট চাটল ভাড়াটে সৈন্য। ওফির এই গুপ্তআক্রমণের জন্য যাদেরকে ভাড়া করেছে তারা নিজেদের কাজে খুবই দক্ষ, অনেক টাকা দিতে হয়েছে তাদের। শানারের চেহারা দেখে তারা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

এখন পর্যন্ত কোনও ভাড়াটে সৈন্যই বজ্রাঘাতে মরার ভয়ে রামেসিসকে মারার জন্য রাজি হয়নি। কাদেশ থেকে তার অলৌকিক ক্ষমতার কথা ছড়িয়ে পড়েছে। শানার শ্রাগ করে নিজেই সম্রাটকে মারার জন্য তৈরী হয়ে গেল।

"তোমাদের অর্ধেক ভেলার কাছে যাও আর বাকি অর্ধেক আমার সাথে এস।"

আতনের দিগন্ত শহরের কাছে মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন রামেসিস। আখেনাতনের ধর্মবিশ্বাস, আমন এবং অন্যান্য যেসব দেবতার উপাসনা রামেসিস করেন তাদের উপরে জয়লাভ করতে যাচ্ছে। নেফারতারিকে জিম্মি করতে পারলে বহরের অন্যসব লোকেরা তাকে রাজা হিসেবে মেনে নেবে। রামেসিসের মৃত্যু শানারের সামনে খুলে দেবে সম্ভাবনার দুয়ার।

একদল ভাড়াটে সৈন্য লাফিয়ে ভেলায় উঠল। উঠে তীরের মাথায় আগুন লাগিয়ে ছোঁড়ার প্রস্তুতি নিল। আর অন্যদল শানারের নেতৃত্বে পিছন থেকে হামলার প্রস্তুতি নিল।

এবার তাদের পরাজিত হওয়ার কোনও প্রশ্নই আসে না।

"সব নাবিক প্রস্তুত!" চিৎকার করে উঠলেন রামেসিস।

আগুন লাগানো প্রথম তীরটা কাঠের দেয়াল ভেদ করে বেরিয়ে গেল। সতর্ক ছিল লোটাস, বস্তা দিয়ে আগুনটা চাপা দিল সে।

ছাদে উঠলেন রামেসিস। হাতে তীর-ধনুক। আক্রমণকারীদের একজনের দিকে লক্ষস্থির করলেন, একটা শ্বাস নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন তীর। তীরটা ভাড়াটে সৈন্যের গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল। রামেসিসের তীরের হাত থেকে বাঁচার জন্য কয়লার আগুনের

পিছনে অবস্থান নিল অন্য সৈনিকরা। নিয়ে সেখান থেকে তীর ছুঁড়তে লাগল। তাদের তীর পানিতে পড়ে অদৃশ্য হতে লাগল।

রামেসিসের আদেশে বুনো ঘোড়ার মতো ছুটতে শুরু করেছে জাহাজ। ঘূর্ণিটা যদি এড়ানো যায় আর শানারের লোকেদেরকে ফাঁকি দেয়া গেলে, বাঁচার একটা সুযোগ আছে। শানার ইতিমধ্যেই তীর ছুঁড়ে দু'জন নাবিককে পানিতে ফেলে দিয়েছে।

সেটাউ একটা মাটির ডিম নিয়ে জাহাজের সামনে চলে গেলেন। ডিমের উপরে অনেককিছু লেখা। এই ডিম হারমোপলিসে থোট-এর মন্দিরে রাখা ডিমের একটা নকল। একমাত্র সেটাউ-এর মতো রাজবৈদ্যরাই এই ডিম ব্যবহারের সুযোগ পান। এই ডিম এখন একেবারেই ব্যবহারের ইচ্ছে ছিল না সেটাউয়ের। তিনি ভেবেছিলেন নুবিয়াতে রাজা-রানির কোনও বিপদ হলে নাহয় ব্যবহার করবেন! কিন্তু এখন এই ঘূর্ণি থামানোর আর কোনও উপায় নেই ওটা ছাড়া।

সেটাউ পবিত্র ডিমটা ঘূর্ণির মধ্যে ফেলে দিলেন। বুদ্বুদ উঠল, সিদ্ধ হচ্ছে যেন। তারপর ঘূর্ণি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, সেখানে সৃষ্টি হলো বিশাল এক জলোচ্ছ্বাসের। সেই জলোচ্ছ্বাস গিয়ে আঘাত করল ভেলায় থাকা ভাড়াটে সৈনিকদের। আগুন নিভে গেল এবং সাথে সাথে মারা গেল দু'জন ভাড়াটে সৈন্য।

রাজার জাহাজ এখন ডুবে যাওয়া কিংবা আগুন থেকে নিরাপদ তবে বিপদ এখনও কাটেনি। শানারের সাথের সৈন্যরা আংটা ছুঁড়ে জাহাজে উঠে আসতে লাগল, আর তাদের নেতা তীর ছুঁড়তে লাগল বহরের দিকে।

দুটো আগুন লাগানো তীর আবার আঘাত করল, লোটাস আবারও নিভিয়ে ফেলল। নিজের অবস্থান ফাঁস হয়ে যাওয়ায় রামেসিস জায়গায় দাঁড়িয়ে তীর ছোঁড়া শুরু করলেন, ভাড়াটে সৈন্যদের লাশ ফেলতে লাগলেন একের পর এক। এমন সময় পিছন থেকে চিৎকার শুনে ফিরে তাকালেন রামেসিস।

ভেবেছিলেন শত্রুপক্ষের কোনও সৈন্য তার কোনও নাবিককে মারতে উদ্যত হয়েছে। কিন্তু তিনি শত্রুপক্ষের নেতার সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল তার। দাড়িওয়ালা, ক্ষিপ্ত একজন মানুষ। রামেসিসের বুক বরাবর তীর তাক করেছে।

তীর ছুঁড়ে দিল সে। রামেসিস বামে ঘুরে তীরটাকে কাটালেন; তীরটা তার গাল ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল। শত্রুপক্ষের নেতা হাল ছেড়ে দিয়ে অন্য সৈন্যদেরকে পিছু হঠার নির্দেশ দিল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই লোটাসের পোশাকে আগুন ধরে গেল। নদীতে লাফ দিল সে। এগিয়ে যেতে লাগল ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে যাওয়া ঘূর্ণাবর্তের দিকে। সাহায্য চেয়ে হাত উঁচু করল লোটাস।

লোটাসকে সাহায্য করার জন্য রামেসিস এগিয়ে গিয়ে লাফ দিলেন নদীতে।

নিজের কামরা থেকে বেরিয়ে নেফারতারি দেখতে পেলেন তার স্বামী অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন নীলনদে।

## ত্রিশ

সময় কাটতে লাগল দ্রুত।

রাজবজরা এবং এর বহরের জাহাজগুলো পরিত্যক্ত রাজধানীর কাছে শান্ত পানিতে নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। ভাড়াটে যোদ্ধা পালিয়ে গেছে কয়েকজন। তবে তা নিয়ে সেটাউ এবং নেফারতারির চিন্তা নেই। রামেসিস এবং লোটাস নদীর যেখানে অদৃশ্য হয়ে গেছেন, সেখানে তাকিয়ে আছেন তারা।

নৌবিদ্যার দেবী হাথরের উদ্দেশ্যে ধূপ জ্বালালেন নেফারতারি। নাবিকদের মন জয় করে নিয়েছেন তিনি ইতিমধ্যেই। নেফারতারি অনুসন্ধানী দলের খবরের অপেক্ষায় আছেন। অনুসন্ধানী দল চেষ্টার কমতি করছে না। তবে যা মনে হচ্ছে, স্রোত রাজা এবং লোটাসকে দূরে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

সেটাউ রানীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেন।

"ফারাও ফিরে আসবেন।" বিড়বিড় করলেন নেফারতারি।

"রাণী, এই নদী কখনও কখনও নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। ক্ষমা করতে জানে না সে।"

"তিনি ভালো আছেন এবং লোটাসকে বাঁচিয়েছেন।"

"আপনি ভাবছেন..."

"রামেসিসের কাজ এখনও অসমাপ্ত। এতো কাজ বাকি রেখে একজন ফারাও মরতে পারেন না।"

সেটাউ দেখলেন রানির সাথে তর্ক করে কোনও লাভ নেই। কিন্তু সত্যটা জানতে পারার পরে তার প্রতিক্রিয়া কী হবে? সেটাউ একপাশে সরে এসে নেফারতারির দুঃখ নিয়ে ভাবতে লাগলেন। তিনি ইতিমধ্যেই রাজধানীতে ফিরে রামেসিসের মৃত্যুসংবাদ ঘোষণা করার প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছেন।

শানার এবং তার সঙ্গীরা বেশ কিছুটা দূরে চলে এল। তারপরে থামল তারা। নিজেদের নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে গ্রামের দিকে যাত্রা করল। ওখানে গিয়ে তারা গাধা কিনে তার পিঠে চেপে রওনা দেবে।

"আমরা কোথায় যাচ্ছি?" একজন ক্রেটান যোদ্ধা জিজ্ঞেস করল।

"ওফিরকে সবকিছু খুলে বলতে পাই-রামেসিসে যাচ্ছ তুমি।" বলল শানার।

"সংবাদবাহককে মেরে না ফেললেই হয়।"

"লজ্জিত হওয়ার কিছু নেই আমাদের। সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি আমরা।"

"যতদূর জানি ওফির পরাজিত হতে পছন্দ করে না।"

"সে আমাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানে; সে জানে আমার পক্ষে যা করা সম্ভব ছিল তাই করেছি আমি। আরও দুটো মূল্যবান তথ্য দেবে তাকে। এক, আমি

সেটাউকে জাহাজে দেখেছি। এর মানে হল, খাঁকে দেখে রাখার কেউ নেই। দুই, আমি আগের কথা অনুযায়ী নুবিয়ার দিকে রওনা দিচ্ছি। ওখানেই রামেসিসকে হত্যা করব আমি।"

"আমি বরং আপনার সাথে যাই।" বলল ক্রেটান যোদ্ধা। "আমার সঙ্গীরা সংবাদবাহক হিসেবে ভালো হবে। আমি লড়াই এবং কারও পিছু ধাওয়া করতে খুব দক্ষ।"

"ঠিক আছে।"

শানার খুব একটা হতাশ না রামেসিসকে খুন না করতে পেরে। এসবের ফলে যা লাভ হয়েছে সে পুরোদস্তুর একদল যোদ্ধার প্রধান হয়ে গেছে। ভাগ্য একটু সহায় হলেই রামেসিসকে খতম করা কোনও ব্যাপার না। আজকেই তো বিজয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল প্রায়।

পরেরবার প্রায় না, করেই ছাড়বে সে।

জাহাজে সবাই চুপ করে আছে। রাণী বিরক্ত হবেন এজন্য কেউ কথা বলছে না। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসলেও তিনি জাহাজের একদম অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে আছেন।

সেটাউ-ও চুপ করে আছেন। রানিকে আশাহত করতে মন চাইছে না তার। সূর্য ডুবে গেলে সত্যিটা মেনে নিতেই হবে রানিকে।

"আমি জানতাম।" নরম গলায় তিনি বললেন সেটাউকে।

"রাণী..."

"রামেসিস ওখানে, সাদা প্রাসাদের ছাদে।"

"রানি, অন্ধকার হয়ে আসছে আর তাছাড়া..."

"ভালো করে দেখ।"

নেফারতারি যেদিকে ইংগিত করছেন সেদিকে দেখলেন সেটাউ। "আপনি এর মধ্যেও দেখতে পাচ্ছেন?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"না।" দৃঢ়গলায় বললেন তিনি। "কাছে নিয়ে চল।"

সেটাউ রানির কথার উপরে ভরসা করে নোঙর তোলার নির্দেশ দিলেন। জাহাজ চলল আতনের দিগন্ত শহরের দিকে। অনেকটাই অন্ধকার হয়ে এসেছে ইতিমধ্যে।

সেটাউ সাদা প্রাসাদের ছাদের দিকে আরেকবার তাকালেন। এই প্রাসাদ একসময় আখেনাতন আর নেফারতিতির বাসস্থান ছিল। হঠাৎ করেই তিনি দাঁড়িয়ে থাকা এক ছায়ামূর্তি দেখতে পেলেন। চোখ ডলে আবার তাকালেন সেটাউ। না, কোনও ভুল নেই। আসলেই একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে।

"বেঁচে আছেন রামেসিস।" আবার বললেন নেফারতারি।

"পূর্ণগতিতে সামনে এগিয়ে চলো।" চিৎকার করলেন সেটাউ।

ছায়ামূর্তি কাছে চলে এল। সূর্যের নিভে আসা আলোয় বড় হতে লাগল প্রতিমুহূর্তে।

রেগে গেছেন সেটাউ। "ফারাও কেন একবার সাহায্যের আশায় সংকেত দিলেন না? এতে তো সম্মানের কোনও হানি হতো না আপনার।" বললেন তিনি।

"আমার আরও কিছু কাজ ছিল।" উত্তর দিলেন রাজা। "আমি এবং লোটাস পানির নিচ দিয়ে সাঁতার কাটছিলাম, কিন্তু লোটাস জ্ঞান হারিয়ে ফেলল। ভেবেছিলাম ডুবে যাচ্ছে ও। পরিত্যক্ত শহর থেকে দূরে আমরা পাড়ে উঠি। জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করতে থাকি আমি। ওর জ্ঞান ফিরে আসলে তোমরা যেন আমাদেরকে খুঁজে পাও এজন্য আমরা শহরের সবচেয়ে উঁচু স্থানের দিকে যাত্রা করি। আমি জানতাম নেফারতারি আমাদের প্রত্যেকটা পদক্ষেপ খেয়াল করবে। ঠিকমতোই খেয়াল করেছে ও।"

রাজার প্রশংসা শুনে ঝলমল করতে লাগল রানির মুখ। রামেসিসের হাত জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

"আমি ভেবেছিলাম ডিমটা আপনাকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে।" বিড়বিড় করলেন সেটাউ। "আপনি মারা গেলে আমার জাদুকর জীবন শেষ হয়ে যেত।"

"লোটাস কেমন আছে?" জিজ্ঞেস করলেন রাণী।

"ঘুমের ওষুধ দিয়েছি ওকে। একটা ভালো ঘুমের পর ও এই দুর্ঘটনাটার কথা ভুলে যাবে।"

একজন ভৃত্য তাঁদের জন্য পাত্রে করে সাদা মদ নিয়ে এল।

"মনে হচ্ছে সভ্যতা পিছনে ফেলে এসেছি আমরা।" হালকাগলায় বললেন সেটাউ।

"লড়াইয়ের সময় শত্রুপক্ষের নেতার চেহারা দেখেছ তুমি?" জিজ্ঞেস করলেন ফারাও।

"আমার কাছে সবাইকেই ভয়ংকর লাগছিল। ওদের যে একজন নেতা ছিল সেটাই খেয়াল করিনি আমি।"

"দাড়িওয়ালা, বুনোদৃষ্টির রাগী এক লোক। এক মুহূর্তের জন্য আমার মনে হয়েছিল লোকটা বোধহয় শানার।"

"শানার জেল থেকে পালানোর সময় বালিঝড়ে হারিয়ে গেছে। এমনকি কাঁকড়া বিছেরাও বাঁচে না ওখানে।"

"ও যদি না মরে থাকে?"

"তাই যদি হয়, আমাদের নজরের বাইরে থাকাই ওর একমাত্র চিন্তা হওয়ার কথা। একদল ভাড়াটে যোদ্ধা সঙ্গে নিয়ে ঘুরে বেড়ানোটা প্রায় অসম্ভব একটা ব্যাপার।"

"আক্রমণটা পরিকল্পিত ছিল, সফলও হয়ে গিয়েছিল প্রায়।"

"নিজের ভাইকে গুপ্তহত্যা করতে চায়? ঘৃণা কি একজন যুবরাজকে এতোটাই অন্ধ বানিয়ে দেয়?"

"লোকটা যদি শানার হয়ে থাকে তাহলে তোমার এই প্রশ্নের উত্তর আমরা দু'জনেই জানি।"

সেটাউ রেগে গেলেন। "যদি সে জীবিত থাকে তাহলে আমাদেরকে সতর্ক থাকতে হবে। মরুভূমির পিশাচরা ওর রক্তে ঢুকে গেছে এখন।"

"আক্রমণের আর কোনও সুযোগ দেয়া হবে না কাউকে। আশেপাশের শহর থেকে পাথর কাটা শ্রমিকদের ডেকে পাঠাও।" বললেন রামেসিস।

কিছু লোক এল থোট-এর শহর হারমোপলিস থেকে, অন্যরা এল আনুবিসের শহর আসিয়ুত থেকে। কয়েকঘণ্টার মধ্যেই কয়েক ডজন শ্রমিক তাঁবু খাটিয়ে কাজ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। কী করতে হবে তা তাদেরকে বুঝিয়ে দিলেন রামেসিস। তারপর তাদেরকে নিয়োগ দিলেন দু'জন প্রধান মিস্ত্রীর অধীনে।

পরিত্যক্ত শহরের সামনে দাঁড়িয়ে আদেশ দিলেন ফারাও। আতনের দিগন্ত শহরের চিহ্ন পৃথিবী থেকে মুছে ফেলতে হবে। রামেসিসের একজন পূর্বপুরুষ হোরেমহেব কার্নাকের স্মারকদ্বার নির্মাণের সময় পাথরের জন্য এই শহরের কিছু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন। রামেসিসের পরিকল্পনা হলো এই শহরের প্রাসাদ, বাড়ি, কারখানাসহ সব দালান ধ্বংস করে দেয়া। একমাত্র তখনই তার কাজ সম্পন্ন হবে। পাথর আর ইটগুলোকে পুনরায় লাগানো হবে কাজে। যেসব সমাধিতে মমি নেই, সেগুলো অবিকৃত অবস্থায় রাখা হবে।

সবগুলো দালান ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত নোঙর ফেলে রাখল রাজার জাহাজ। এখন দালানগুলোর ভিতটুকু বাকি থাকল শুধু। সেগুলোর উপর দিয়ে বালি বয়ে যাবে খুব শীঘ্রই। সবগুলো দালান ভেঙে ফেলার কারণে লুকিয়ে হামলার কোনও জায়গা রইলো না আর।

দালান ভাঙার পরে যেসব নির্মাণসামগ্রী উদ্বৃত্ত থাকল, সেগুলো মালবাহী নৌকায় ভর্তি করা হল। যার যার প্রয়োজন মতো বিতরণ করে দেয়া হলো আশেপাশের শহরগুলোতে। বখশিশ হিসেবে শ্রমিকদেরকে দেয়া হলো মাংস, তেল, মদ এবং পোশাক।

ভেঙে ফেলার আগে রামেসিস আর নেফারতারি রাজপ্রাসাদটা শেষবারের মতো দেখতে গেলেন। রাজপ্রাসাদের ছবি আঁকানো টালিগুলো ব্যবহার করা হবে হারমোপলিসের রাজপ্রাসাদে।

"ভুল ছিল আখেনাতন।" বললেন রামেসিস। "সে যে ধর্মপ্রচার করছিল, তা ছিল সংকীর্ণমনা এবং অসহিষ্ণু। সে মিশরের চেতনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে মোজেসও সেই পথেই হাঁটছে।"

"আখেনাতন আর নেফারতিতি দু'জনে একটা শক্ত দম্পতি ছিল।" নেফারতারি তাকে মনে করিয়ে দিলেন। "আমাদের আইনকে শ্রদ্ধা করত তারা এবং তাদের

চিন্তাধারাকে একটা পরীক্ষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়ার মতো বুদ্ধিমান ছিল। অন্ততপক্ষে আতনের উপাসনার ব্যবস্থা অনেক দূরে রাখা দেখেই বোঝা যায় তা।"

"কিন্তু যা বিষ ছড়ানোর তা ছড়িয়ে গেছে, আর এই শহর ভেঙে ফেললেই যে তা দূর হবে এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত না। তবুও আমরা চেষ্টা করছি এখানে পাহাড় আর মরুভূমি ফিরিয়ে নিয়ে আসার যাতে আর কোনও বিদ্রোহীরা এই জায়গাটা ব্যবহার করতে না পারে।"

শেষ শ্রমিকটাও যখন ধ্বংস হওয়া শহর ছেড়ে গেল, রামেসিস অ্যাবিডোসের জন্য পাল তোলার নির্দেশ দিলেন।

## একত্রিশ

অ্যাবিডোসের দিকে এগিয়ে চলল জাহাজ। মনটা খারাপ লাগল রামেসিসের। তার পিতা এখানকার মন্দিরগুলোকে অনেক ভালোবাসতেন জেনেও, এখানে আসা হয়নি অনেকদিন। হ্যাঁ, হিট্টিদের সাথে যুদ্ধ এবং রাষ্ট্রীয়কার্য পরিচালনায় অনেক ব্যস্ত ছিলেন তিনি। কিন্তু শেষবিচারের দিনের পুনরুত্থানের দেবতার কাছে এটা কোনও অজুহাত হতে পারে না।

সেটাউ টাকমাথার কয়েকজন পুরোহিতকে যেতে দেখলেন। তাদের পরনে সুন্দর পোশাক। তাদের সাথে কয়েকজন কৃষকও হাঁটছেন হাতে নৈবেদ্য নিয়ে। মহিলা পুরোহিতরা বাজাচ্ছেন বাঁশি। সমস্যা হচ্ছে, মন্দিরের এলাকাটা জনশূন্য ।

"কিছু একটা সমস্যা আছে।" বললেন সেটাউ। "জাহাজ থেকে নামা উচিত হবে না।"

"কীসের ভয় পাচ্ছ?" জিজ্ঞেস করলেন রামেসিস।

"অন্য কোনও দুর্বৃত্তের দল মন্দির দখল করে ফাঁদ পাততে পারে আপনার জন্য।"

"এখানে? অ্যাবিডোসের এই পবিত্র ভূমিতে?"

"ঝুঁকি নেয়ার কোনও দরকার নেই রামেসিস। দক্ষিণে চলুন এবং সেখানে গিয়ে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে দিন।"

"আমারই রাজত্বের একটা অংশে আমি যেতে পারছি না। তারমানে তো এটাই যে দেশের এই অংশের নিয়ন্ত্রণ আমার হাতের বাইরে। অসম্ভব। অ্যাবিডোসে নামতেই হবে আমাকে।"

সেথ-এর ঝড়ের মতো ফুঁসে উঠল রামেসিসের রাগ। এমনকি নেফারতারিও রামেসিসের সাথে এ ব্যাপারে কথা বলার সাহস পেলেন না।

নোঙর ফেলল জাহাজ। রথের একটা বহর নিয়ে নেমে পড়লেন রামেসিস।

রাস্তাটা সরাসরি মন্দির প্রাঙ্গণে চলে গেছে। এলাকার মতো মন্দির প্রাঙ্গণও সম্পূর্ণ ফাঁকা। দরজার সামনে বাক্সে সুন্দরভাবে বন্দী যন্ত্রপাতি স্মৃতি বহন করছে পাথরের শ্রমিকদের। কাঠের স্লেজগুলো ঝাউগাছের নিচে শুয়ে আছে চুপচাপ।

কিছু বুঝতে না পেরে রামেসিস মন্দিরের সাথে লাগোয়া প্রাসাদের দিকে এগিয়ে গেলেন। প্রধান দরজার সামনে একজন বুড়ো মানুষ রুটিতে পনির মাখিয়ে খাচ্ছে। রামেসিস এবং তার সাথের রথচালকদের দেখে ভয় ফুটে উঠল লোকটার চোখে, খাওয়া বাদ দিয়ে পালাতে গেল সে। কিন্তু তার আগেই রাজার একজন সৈন্য তাকে ধরে রাজার সামনে এনে হাজির করল।

"কে তুমি?" জিজ্ঞেস করলেন রামেসিস।

"প্রাসাদের পরিচ্ছন্নতাকর্মী।" কাঁপাগলায় বলল লোকটা।

"তুমি কাজ করছ না কেন?"

"আসলে...সবাই চলে যাওয়ার পর কাজ করার আর কিছু নেই তেমন। প্রায় সবাইই চলে গেছে, শুধু আমার বয়সের কিছু পুরোহিত পবিত্র হ্রদের চারপাশে রয়ে গেছেন।"

রামেসিসের তার সৈন্যদের নিয়ে পুরোহিতদের বাসস্থানের দিকে এগোলেন।

হাতে বাবলাকাঠের লাঠি নিয়ে পাথরের বসার আসনে বসে থাকা একজন বৃদ্ধ মানুষ উঠে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতে গেলেন রাজাকে।

"দেবতার সেবক, আমাকে সম্মান দেখাতে হবে না।"

"আপনিই ফারাও! ক্ষমতা যার সূর্যের মতো ঔজ্জ্বল্য ছড়ায় সেই আলোর পুত্রের কথা অনেক শুনেছি আমি। চোখে ঠিকমতো দেখি না কিন্তু ভুল করার কোনও কারণ নেই আমার। কী সৌভাগ্যবান আমি! মরার আগে আপনাকে দেখতে পারলাম। এই বিরানব্বই বছর বয়সে এসে দেবতারা আমাকে এতো বড় সৌভাগ্য দান করলেন।"

"অ্যাবিডোসে কী হচ্ছে, বুড়ো?"

"দিন পনেরো আগে সবাইকে এখান থেকে ডেকে নিয়ে গেছে।"

"ডেকে নিয়ে গেছে? কে?"

"পাশের নগরের নগর প্রধান। তার মতে এখানে বসে প্রার্থনা করার চেয়ে খাল কাটা ঢের ভালো।"

নগর প্রধান একজন গোলগাল, হাসিখুশি মানুষ। খুব বেশিদূর হাঁটতে পারেন না তিনি, বেশিরভাগ সময় একটা চেয়ারে বসে থাকেন, বেহারারা বয়ে নিয়ে যায় তাকে। কিন্তু অ্যাবিডোসে রথ এসে থেমেছে শুনে এক মুহূর্ত দেরি না করে ছুটে গেলেন। ছুটে গিয়ে রাজার পায়ের সামনে ঝুঁকে বসলেন। সিংহপায়া একটা সিংহাসনে বসে আছেন রামেসিস।

"আমাকে ক্ষমা করুন, জাহাঁপনা। আপনার আসার কথা জানতাম না আমি। জানলে অবশ্যই আপনার জন্য অভ্যর্থনার ব্যবস্থা..."

"এখানকার সব লোকদের কি তুমি ডেকে নিয়েছ?" সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন রামেসিস।

"হ্যাঁ, কিন্তু..."

"এটা যে আইনবিরুদ্ধ সেটা কি ভুলে গিয়েছিলে?"

"না, জাহাঁপনা। কিন্তু আমি ভেবেছিলাম মন্দিরের কর্মীরা অর্ধেক দিন তো বসেই থাকে, তাই তাদেরকে অন্য কাজে লাগানো যায়।"

"আমার পিতা যে কাজ তাদেরকে দিয়েছিলেন সেই কাজ থেকে তুমি তাদেরকে সরিয়ে নিয়েছ।" শীতল গলায় বললেন রামেসিস।

"কিন্তু..."

"মারাত্মক এক অপরাধ করেছ তুমি। তোমার শাস্তির আদেশ দিলাম। তোমার শাস্তি একশ'টা দোররার সাথে নাক এবং কান কেটে দেয়া।"

ফ্যাকাশে হয়ে গেল নগরপ্রধান। তোতলাতে শুরু করল সে।

"জা-জাহাঁপনা, এ-এটা অ-অ-অমানবিক। আ-আপনি আমাকে এ শা-শা-শাস্তি দিতে পা-পারেন না।"

"তুমি যা করেছ তার শাস্তি কী তা তুমি খুব ভালো করেই জানতে। তা সত্ত্বেও তুমি করেছ। তোমাকে শাস্তি দিতে কোনও আদালতেরও প্রয়োজন নেই।"

নগরপ্রধান কাকুতি মিনতি করতে লাগল। "আমি যে অপরাধ করেছি তা আমি স্বীকার করছি, জাহাঁপনা। কিন্তু আমি নিজের লাভের জন্য কিছু করিনি। দেখুন, মন্দিরের সেবায়েতদের সাহায্যে পরিখাগুলি স্বল্প সময়ের মধ্যে মেরামত করা সম্ভব হয়েছে, সাথে খালগুলোও খনন করা হয়েছে সঠিকভাবে।"

"সেক্ষেত্রে আমি তোমাকে আরেকটা সুযোগ দিচ্ছি। তুমি এবং তোমার কর্মীরা এই মন্দির যতদিন না নির্মাণ সম্পন্ন হবে ততদিন এর নির্মাণকর্মী হিসেবে কাজ করবে।"

এই ঘটনার পরে রামেসিস একটা ঘোষণা জারি করলেন। মন্দিরের যত সম্পত্তি আছে তা সবসময় ওসাইরিসের সেবার জন্যই বরাদ্দ থাকবে। কেউ কোনও অবস্থাতেই তা অন্য কোনও কাজে লাগাতে পারবে না। যদি কেউ কাজে লাগায় তবে তাকে কঠোর শাস্তি প্রদান করা হবে।

মন্দিরে প্রচুর অনুদান দিলেন রামেসিস। মন্দির ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে সুসজ্জিত করা হল, সেবায়েতরা পেল উৎকৃষ্ট মানের উপহার। মন্দিরের গোয়ালঘর ভরে গেল গবাদিপশুতে, গোলাঘর ভরে গেল উৎকৃষ্ট মানের শস্যতে। হায়ারোগ্লিফে লেখা হলঃ ফারাও দেবতাদের জন্য সব জীবজন্তু বাড়িয়ে দিয়েছেন।

রামেসিসের তাড়ায় দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল নির্মাণকাজ। চকচক করতে লাগল মন্দিরের চূড়া। দূর হলো অশুভ শক্তি।

মন্দির আবার মা'তের আইনের অধীনে চলে এল।

অ্যাবিডোসে নেফারতারির সময়টা দারুণ কাটছে। তিনি প্রায়ই দেবতাদের সান্নিধ্যে সময় কাটাচ্ছেন। এককথায় বলা যায়, তার ছোটবেলার স্বপ্ন কিছুটা হলেও পূরণ হচ্ছে।

একরাতে প্রার্থনা শেষে বেরোলেন নেফারতারি। আশেপাশে রামেসিসকে দেখা যাচ্ছে না। একটু খুঁজতেই পেয়ে গেলেন তিনি। সকল রাজাদের তালিকা যেখানে লিপিবদ্ধ আছে সেখানে তাকিয়ে আছেন রামেসিস। প্রথম থেকে শুরু করে সব ফারাও-এর নাম লেখা আছে এখানে। রামেসিসের নামও ভবিষ্যতে উঠবে তার পিতার পরে।

"আমি কীভাবে তাদের পর্যায়ে যাব?" স্বগতোক্তি করলেন রাজা। "একজন ফারাও কীভাবে মানুষের হৃদয় থেকে শঠতা, কাপুরুষতা, মিথ্যাবাদীতা দূর করতে পারেন?"

"কোনও ফারাওই তা পারেননি।" জবাব দিলেন নেফারতারি। "কিন্তু তারা সবাইই লড়াই করেছেন, আগে থেকে যুদ্ধে হেরে গেছেন জানা থাকলেও লড়েছেন।"

"অ্যাবিডোসের পবিত্র ভূমিতে লজ্জিত হবে জেনেও কি তাহলে আমার প্রত্যাদেশ জারি করার কোনও প্রয়োজন আছে?"

"তুমি তো নিরুৎসাহিত হওয়ার লোক নও।"

"এজন্যই আমি আমার পূর্বপুরুষদের সাথে কথা বলতে এসেছি।"

"তারা শুধু একটাই উপদেশ দিতে পারেন। এগিয়ে যাও, শেখো কীভাবে বিদ্বেষকে কাজে লাগাতে হয়। এটাকে শক্তিতে পরিণত কর।"

"আমরা যদি এই মন্দিরে থাকতে পারতাম, নেফারতারি। এখানে একটা শান্তি আছে যা আমি বাইরের দুনিয়ায় পাই না।"

"আমি তোমার সাথে একমত। কিন্তু এই মোহ থেকে সতর্ক করাটা আমার কর্তব্য।"

রামেসিস তার রানিকে আলিঙ্গন করলেন।

"তোমাকে ছাড়া আমার সবকিছু অর্থহীন। দুই সপ্তাহ পরে ওসাইরিসের রহস্য উদযাপিত হবে। আমরা এটাতে অংশগ্রহণ করব এবং তোমাকে একটা প্রস্তাব দেব। সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে তোমার।"

## বত্রিশ

রাগে ফুঁসছে উরি-টেশুপ।

অন্যান্য জ্যোতিষীদের সাথে কথা বলেও কোনও লাভ হয়নি। কোনও আশার বাণী শোনাতে পারেনি কেউ। সবারই একই পরামর্শঃ এখন আক্রমণ করবেন না। বেশিরভাগ সৈন্যই এতোটা কুসংস্কারাচ্ছন্ন যে অশুভ সংকেতকে উপেক্ষা করতে পারছে না উরি-টেশুপ। এবং কোনও জ্যোতিষী বলতেও পারছে না যে কখন আক্রমণ করার সময় হবে।

ডাক্তাররা নিশ্চিত করেছেন যে সম্রাট হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন। মুওয়াত্তালিকে সুস্থ করতে পারেননি তারা। এদিকে সম্রাটও যেন মরবেন না বলে পণ করেছেন। সত্যি কথা বলতে, নিজের পিতার এই অবস্থায় উরি-টেশুপ বেশ খুশিই হয়েছে। সম্রাটকে খুনের অভিযোগে কেউ তাকে আর অভিযুক্ত করতে পারবে না। সে নিয়মিত তার পিতাকে দেখতে আসছে। নিজের ভাইয়ের কথা না ভেবে পালিয়ে থাকার জন্য সবার সামনে হাত্তুসিলির কঠোর সমালোচনা করছে উরি-টেশুপ।

পুডুহেপাকে দেখে সুযোগটা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিল উরি-টেশুপ।

"আপনার স্বামী কি লুকিয়ে পড়েছেন?" বিদ্রূপের স্বরে জিজ্ঞেস করল উরি-টেশুপ।

"হাত্তুসিলি সম্রাটের অনুরোধে বিশেষ কাজে আছেন।"

"আমার পিতা কিন্তু আমাকে এ সম্পর্কে কিছু বলেননি।"

"তাই নাকি?" বাঁকাসুরে বলল পুডুহেপা। "আমি তো জানি ডাক্তাররা বলেছেন যে সম্রাট কথা বলার শক্তি হারিয়েছেন।"

"তাতে আপনাকে খুব দুঃখিত মনে হচ্ছে না।" অভিযোগের সুরে বলল উরি-টেশুপ।

"আমি দুঃখিত অবশ্যই, কিন্তু সেটা দেখিয়ে বেড়াচ্ছি না। তবে তার সাথে তুমি আর কাউকে দেখা করতে দিচ্ছ না কেন?"

"সম্রাটের বিশ্রাম দরকার।"

"আশা করি তিনি খুব শীঘ্রই তিনি তার কার্যক্ষমতা ফিরে পাবেন।" বলল পুডুহেপা।

"পেলেই ভালো। কিন্তু যতদিন না পাচ্ছেন, ততদিন আমি রাজ্য চালাব।"

"হাত্তুসিলির অনুপস্থিতিতে এরকম সিদ্ধান্ত নিতে পারো না তুমি।"

"তাহলে হাত্তুসিলিকে আসতে বলুন।"

"এটা কী আদেশ না পরামর্শ?"

"যা ইচ্ছা আপনি মনে করতে পারেন।"

সেদিন রাতে মাত্র কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে রাজধানী ছাড়ল পুডুহেপা। উরি-টেশুপ তার পিছু নিয়েছে কিনা তা লক্ষ করতে লাগল বারবার।

হাত্তুসিলি যেখানে আশ্রয় নিয়েছে সেই ভয়ংকর দুর্গটাকে দেখে পুডুহেপা শিউরে উঠল। দুর্গের সেনাপ্রধানের কাছে শান্তি প্রস্তাব দেয়ার কারণে হয়তো তার স্বামীকে বন্দী করে রাখা হয়েছে এতো ক্ষণে। যদি তাই হয় তবে তার কপালেও কারাগার ছাড়া আর কিছু জুটবে না।

মরতে চায় না পুডুহেপা। সে এখনও দেশের সেবা করতে চায়, হাত্তুসিলিকে হাট্টি শাসন করতে দেখতে চায়। তার জন্য সরাতে হবে উরি-টেশুপকে। তাকে সরানোর সম্ভাবনা যত কমই হোক, তা নিতে চায় পুডুহেপা।

দুর্গে তাকে যেভাবে অভ্যর্থনা জানানো হলো তাতে নিশ্চিন্ত হয়ে গেল পুডুহেপা। সেনাপ্রধানের নিজস্ব বাসস্থানে নিয়ে যাওয়া হলো তাকে। হাত্তুসিলি বসে ছিল সেখানে। নিজের স্ত্রীকে দেখে জড়িয়ে ধরলেন তিনি।

"পুডুহেপা, অবশেষে আসতে পারলে তুমি। পালাতে কোনও সমস্যা..."

"উরি-টেশুপ রাজধানীর দখল নিয়ে নিয়েছে।" বাধা দিয়ে বলল পুডুহেপা।

"এখানে নিরাপদ আমরা। এখানকার সব মানুষ ঘৃণা করে ওকে। কারণ প্রচুর সৈন্যকে লাঞ্ছিত করেছিল ও।"

এতক্ষণ লক্ষ করেনি আহসা। আগুনের পাশে একজন মানুষ বসে আছে।

"ও কে?" প্রায় চিৎকার করে উঠল সে।

"আহসা। ফারাও-এর স্বরাষ্ট্রসচিব এবং বিশেষ দূত।"

"আহসা! এখানে!"

"ও-ই আমাদের জন্য একমাত্র সুযোগ।"

"কী চায় সে?"

"শান্তি।"

হাত্তুসিলি দেখল তার স্ত্রীর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

"মিশরের সাথে শান্তি!" বিস্ময়াবিভূত হয়ে বলল পুডুহেপা। "এটা কখনও সম্ভব নয়।"

"শত্রু যখন শান্তির প্রস্তাব নিয়ে আসে তখন তা শোনা উচিত নয় কি?"

হাত্তুসিলি সামনে থেকে আহসার দিকে এগোলো পুডুহেপা। পুডুহেপাকে অভিবাদন জানানোর জন্য উঠে দাঁড়ালেন আহসা।

"দুঃখিত, আহসা। আপনার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।"

"সমস্যা নেই।" হেসে বললেন আহসা। "আপনাদের পুনর্মিলনে বিঘ্ন ঘটাতে চাইনি।"

"এখানে অবস্থান করে আপনি কিন্তু অনেক বড় ঝুঁকি নিচ্ছেন।" বলল পুডুহেপা।

"আমি আরও আগেই রাজধানীর উদ্দেশ্যে রওনা দিতাম। কিন্তু আপনার স্বামী আমাকে আপনি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বললেন।"

"সম্রাটের অসুস্থতার ব্যাপারে তো তাহলে শুনেছেন।"

"তারপরেও আমি কথা বলতে চাই তার সাথে।"

"লাভ নেই, মারা যাচ্ছেন তিনি। সাম্রাজ্যের ভার ইতিমধ্যেই উরি-টেশুপের কাছে চলে গেছে।"

"আমি শান্তির জন্য এসেছি, শান্তি না নিয়ে যাব না।"

"আপনি কি ভুলে গেছেন যে উরি-টেশুপের মাথায় মিশরকে ধ্বংসের চিন্তা ছাড়া আর কিছু নেই। আমি উরি-টেশুপকে সমর্থন করছি না তবে আমি মনে করি যুদ্ধই আমাদের সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রেখেছে।"

"কিন্তু এর ফলে আপনাদেরকে যে ভয়ংকর বিপদের মুখোমুখি হতে হচ্ছে তা ভেবেছেন?"

"সেনাবাহিনী নিয়ে রামেসিসের আক্রমণের কথা বলছেন?"

"শুধু তাই নয়। আসিরিয়ানদের কথাও ভুলে যাবেন না।"

হাত্তুসিলি এবং পুডুহেপা নিজেদের বিস্ময় চেপে রাখতে ব্যর্থ হল। তারা যা মনে করেছিল আহসার তথ্য সংগ্রহের উৎস তার চাইতেও অনেক কার্যকরী।

"আজ হোক, কাল হোক আসিরিয়া আপনাদেরকে আক্রমণ করবে এবং তখন দু'দিক থেকে চাপের মুখে পড়ে হাট্টির পালানোর পথ থাকবে না। মিশরকে ধ্বংস করার যে স্বপ্ন উরি-টেশুপ দেখছে তা একেবারেই হাস্যকর এবং অবাস্তব। আগের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছি আমরা, রাজ্যগুলোতেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়িয়ে দিয়েছি। তাদেরকে পার হয়ে যাওয়াটাই যথেষ্ট কঠিন হবে আপনাদের জন্য, আর যদি পার হয়ে যেতেও পারেন তবে সেখানে দেরি হয়ে যাবে আপনাদের। এর মধ্যে খবর পেয়ে আমরা পাল্টা আক্রমণ করব। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো যে, আপনারা নিশ্চয়ই খবর পেয়েছেন যে দেবতা আমন নিজে হাজার মানুষের শক্তি হয়ে রামেসিসকে যুদ্ধে সাহায্য করেন।"

"তো আপনি হিট্টি সাম্রাজ্যের পতনের কথা বলতে এসেছেন?" ধারালোগলায় জিজ্ঞেস করল পুডুহেপা।

"না, মাননীয়া পুডুহেপা। এই যুদ্ধ থেকে মিশরের পাওয়ার কিছু নেই। পুরানো শত্রুর মতো শত্রু আর নেই প্রবাদটা শুনেছেন তো! তার সম্পর্কে যাই শোনা যাক না কেন, রামেসিস একজন শান্তিপ্রিয় ফারাও। আপনাদের সাথে শান্তিস্থাপনের এই পদক্ষেপে রানিও সম্মতি দিয়েছেন।"

"রাজমাতা টুইয়ার কী মত?"

"তিনি আমার সাথে একমত। আসিরিয়া হুমকি হয়ে উঠছে। প্রথমে হিট্টিদেরকে শেষ করে পরে মিশরের দিকে হাত বাড়াবে তারা।"

"আসিরিয়ার বিরুদ্ধে জোট বাঁধার কথা বলতে চাইছেন?"

"দুই দেশকেই বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য একটি শান্তি প্রস্তাব এবং একটি জোট। হাট্টির পরবর্তী সম্রাটকে অনেক কিছু মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।"

"উরি-টেশুপ রামেসিসকে পরাজিত করার চেষ্টা ছাড়বে না।"

"হাত্তুসিলির কী মত?"

"আমার এবং আমার স্বামীর কোনও ক্ষমতা নেই বর্তমানে।"

"আপনাদের উত্তরটা দিন।" বললেন আহসা।

"আমরা আলোচনা শুরু করতে রাজি।" বললেন হাত্তুসিলি। "কিন্তু লাভটা কী?"

"অসম্ভবকে সম্ভব করাই আমার কাজ।" মুচকি হেসে বললেন আহসা। "আজ হয়তো আপনারা কিছুই না, কিন্তু আমি আমার দেশের জন্য আপনাদের উপরে বাজি ধরতে রাজি। হাত্তুসিলি যদি সম্রাট হন, তাহলে আমাদের আলোচনা ফলপ্রসূ হবে।"

"স্বপ্নই থেকে যাবে তা। বাস্তব হবে না।" বলল পুডুহেপা।

"এখন আপনাদের যা অবস্থা, হয় লড়তে হবে নাহয় পালাতে হবে।" ঠাণ্ডা গলায় বলল আহসা।

পুডুহেপার চোখ জ্বলে উঠল। "আমরা কখনও পালাব না।"

"তাহলে আপনাদের সেনাবাহিনীর অফিসারদেরকে কিনে নেয়া প্রয়োজন। দুর্গের সেনাপ্রধান আপনাদের পক্ষ নেবে কারণ উরি-টেশুপ তাদেরকে তাচ্ছিল্য করে এবং তারা শুধুমাত্র রক্ষীর ভুমিকা পালন করে এই অভিযোগে তাদের পদন্নোতি আটকে রেখেছে। ব্যবসায়ীদের সবাই আপনাকে পছন্দ করে। তাদেরকে সাথে নিয়ে ছড়িয়ে দিন যে হিট্টি অর্থনীতি আরেকটা যুদ্ধের ধকল নিতে পারবে না এবং মিশরের সাথে ঝামেলা শুধু দুর্ভোগই বাড়াবে আর কিছু লাভ হবে না। উরি-টেশুপকে সরানোটা জরুরী। কারণ ও একজন ঝামেলাবাজ এবং জাতিকে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম।"

"রাতারাতি ঘটার কোনও সম্ভাবনা নেই ব্যাপারটার।"

"আপনি যদি চেষ্টাই না করেন, তাহলে শান্তি আসবে কীভাবে?"

"এই সময়ে আপনি কী করবেন?" পুডুহেপা জিজ্ঞেস করল আহসাকে।

"আমার পরিকল্পনা হলো ঝুঁকিপূর্ণ একটা কাজ করা। উরি-টেশুপকে প্রস্তাব দিতে যাচ্ছি আমি।"

একজন সহিস এবং একজন চটিবাহককে নিয়ে আহসা হাত্তুসাতে ঢুকে পড়লেন।

দলের বাকি সবাই মিশরে ফিরে গেছে। আহসা যখন সেনাছাউনির রক্ষীকে তার সরকারী সিলমোহর দেখালেন, তখন বেচারার চোয়াল ঝুলে পড়ল।

"আমার আগমনের কথা সম্রাটকে জানাও।"

"কিন্তু... আপনি তো মিশরীয়!"

"মিশরের বিশেষ দূত। যাও, তাড়াতাড়ি করো।"

কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় রক্ষী একজনকে প্রাসাদে পাঠাল। আর নিজে থাকল আহসার উপরে নজর রাখতে।

খুব অল্পসময়ের মধ্যে পদাতিক সৈন্যের এক দল দেখা গেল। অবাক হলেন না আহসা। সুশৃঙ্খলভাবে পা ফেলছে তারা, শক্ত হাতে ধরে আছে অস্ত্র। আদেশ পালন হতে দেখতে অভ্যস্ত এমন একজন রুক্ষ চেহারার লোক নেতৃত্ব দিচ্ছে তাদের।

"সেনাপতি মিশরের দূতের সাথে দেখা করতে চেয়েছেন।" বলল নেতা।

নিজের পরিচয় দিয়ে উরি-টেশুপকে শুভেচ্ছা জানালেন আহসা।

"রামেসিসের সবচেয়ে বিশ্বস্ত উপদেষ্টা হাত্তুসাতে! বিস্ময়কর ব্যাপার।"

"আপনার পদন্নোতি হয়েছে দেখতে পাচ্ছি, মহামান্য। আমার শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন।"

"এবার এর ফল দেখতে পাবে মিশর।" ক্রূর হাসি হাসল উরি-টেশুপ।

"যুদ্ধে আপনার বীরত্বের ব্যাপারে খেয়াল করেছি আমরা। তাই তো আমাদের দেশের রাজ্যগুলোতে নিরাপত্তা আরও জোরদার করেছি।"

"তাদেরকে গুঁড়িয়ে দেব আমরা।"

"আক্রমণ যত দুর্বারই হোক না কেন প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত তারা।"

"মুখটা বন্ধ রাখুন, আহসা। কেন এসেছেন এখানে?"

"আমি শুনেছি সম্রাট মুওয়াত্তালি অসুস্থ।"

"যা শুনেছেন তার পুরোটাই গুজব। সম্রাটের স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়েছে।"

"হাট্টির সম্রাট আমাদের শত্রু বটে, কিন্তু আমরা তাকে সম্মান করি। এজন্যই আমি এসেছি।"

"কী প্রস্তাব এনেছেন, আহসা?"

"আমার কাছে এমন ওষুধ আছে যা সম্রাটকে সুস্থ করে দিতে পারে।"

## তেত্রিশ

সাত বছর বয়সে ছেলেটা মাথায় তার বাবার দেয়া প্রবাদ গেঁথে নিয়েছিল। তার বাবা সেটা শিখেছিলেন দাদার কাছ থেকে। প্রবাদটা হলঃ "কাউকে একটা মাছ দাও, সে একদিন খেতে পারবে; তাকে মাছ ধরার কৌশল শেখাও, তাহলে সে সারাজীবন খেতে পাবে।"

লাঠির সাহায্যে পানিতে আলোড়ন তুলে মাছগুলোকে তাড়িয়ে নিচ্ছিল সে। ক্ষুধা লেগেছে প্রচণ্ড। মাছগুলোকে প্যাপিরাসের ঝোপের দিকে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য তার। সেখানে তার মতোই ক্ষুধার্ত হয়ে তার বন্ধু জাল পেতে অপেক্ষা করে আছে।

হঠাৎ ছেলেটা তাদের দেখতে পেল।

একটা নৌবহর উত্তর দিক থেকে আসছে। নেতৃত্বে থাকা জাহাজের সামনের দিকে রয়েছে একটা সোনার স্ফিংক্স । এটা ফারাও-এর জাহাজ।

মাছ আর জাল দুটোই ভুলে সে নদীতে ঝাঁপ দিল। গ্রামে খবরটা পৌঁছে দেয়ার জন্য সাঁতরে পাড়ের দিকে চলে আসল। ফারাও আসার মানে হচ্ছে বহুদিন ধরে ভোজ চলবে গ্রামে।

কার্নাকের মন্দিরে বিশাল কলামের ঘরটা স্থাপত্যের এক চমৎকার নিদর্শন। বারোটা স্তম্ভ নির্দেশ করে সৃষ্টির শক্তিকে, যা উঠে এসেছিল আদিম সমুদ্র থেকে।

আমনের প্রধান পুরোহিত নেবু লাঠিতে ভর দিয়ে এসেছিলেন রাজদম্পতিকে অভ্যর্থনা জানাতে। বাতের রোগ সত্ত্বেও কুর্নিশ করলেন তিনি। রামেসিস দাঁড়াতে সাহায্য করলেন তাকে ।

"আমি আপনার এবং আপনার সুন্দরী রানির সঙ্গে দেখা করতে পেরে খুবই খুশি জাহাঁপনা।"

"আপনি তো খুব ভালো প্রশংসা করতে শিখে গেছেন, নেবু।" হাল্কা গলায় বললেন রামেসিস।

"না জাহাঁপনা। আমি যা ভাবি তাই বলে ফেলি।" বললেন নেবু।

"শরীর কেমন আপনার?"

"যত বয়স হচ্ছে, শরীরের সংযোগস্থলগুলোতে যন্ত্রণা বাড়ছে। যেন কিছুটা আরাম হয় সেজন্য দাওয়াই হিসেবে উইলোর নির্যাস দিয়েছেন মন্দিরের ডাক্তাররা। নিজের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই আসলে... কত দায়িত্ব দিয়েছেন না আপনি আমাকে!"

"নিজের পছন্দ নিয়ে আমি সন্তুষ্ট।" মুখে হাসি নিয়ে বললেন রামেসিস।

আশি হাজার লোক, প্রায় দশ লক্ষ গবাদিপশু, শখানেক বজরা, পঞ্চাশটা নির্মাণাধীন স্থান, প্রচুর ফসলি জমি, ফলের বাগান, কাঠজাতীয় গাছের জঙ্গল আর আঙুর বাগানের দায়িত্বে ছিলেন নেবু। আমনের সমৃদ্ধশালী এলাকাগুলোর একটা ছিল কার্নাক।

"লিপিকারদের সাথে রাষ্ট্রীয় দপ্তর, শস্যভাণ্ডার, হিসাব রক্ষা দপ্তরসহ আর যারা আছে তাদের সবার সমন্বয় ঘটানোই সবচেয়ে কঠিন কাজ। ঠিকমতো নজর না দিলেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় সব।"

"আপনি তো পুরোদস্তুর কূটনীতিক হয়ে উঠেছেন, নেবু।"

"শুধু দুটো গুণ আছে আমার; আদেশ পালন করা এবং সেবা দেয়া। বাকি সবকিছুর কোনও মূল্য নেই আমার কাছে। আর এই বয়সে, মূল্যহীন বিষয়ে দৃষ্টিপাত করার সময় আমার নেই।"

রামেসিস এবং নেফারতারি প্রশংসার দৃষ্টিতে এক এক করে একশ চৌত্রিশটা স্তম্ভ পরিদর্শন করলেন। স্তম্ভগুলোতে সমস্ত দেব দেবীর নাম খোদাই করা আছে। ফারাও সবসময় ভেট দিয়ে আসছেন তাদেরকে। এই লম্বা স্তম্ভগুলো মেঝে থেকে নীল রঙের তারা সম্বলিত আকাশের প্রতীক ছাদের সাথে যুক্ত।

সেটি চেয়েছিলেন, এই বিশাল স্তম্ভবহুল ঘর লুকানো দেবদেবীর চিরন্তন গৌরব প্রকাশ করবে একই সাথে খুলে দেবে সব রহস্যের দ্বার।

"আপনারা কি থিবসে অনেকদিন থাকবেন?" নেবু জিজ্ঞাসা করলেন।

"মিশরকে শান্তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে দেবদেবীদের উপযুক্ত বাসস্থান দিয়ে সন্তুষ্ট করতে হবে আমাকে, শেষ করতে হবে আমার আর নেফারতারির জন্যও চিরন্তন বাসগৃহও।" উত্তর দিলেন রামেসিস। "জীবন এমন একটা আশীর্বাদ যা এক সময় দেবতারা ফিরিয়ে নেবেন, কিন্তু তাদের সামনে যাওয়ার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।"

কার্নাকের উপাসনাস্থলের সুপ্ত স্বর্গীয় শক্তিকে আহ্বান জানালেন রামেসিস। সেই শক্তিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বললেনঃ "জয় হোক তার, যিনি জীবন দিয়েছেন, যিনি দেবতা এবং মানুষকে পৃথিবীতে এনেছেন, যিনি আমার দেশ এবং দূরের দেশগুলোর সৃষ্টিকর্তা, যিনি বিস্তীর্ণ সমভূমি সৃষ্টি করেছেন এবং বন্যার পানি প্রবাহিত করেছেন। সমস্ত সৃষ্টি তার পরিপূর্ণতার প্রমাণ।"

জেগে উঠছিল কার্নাক।

দিনের আলোতে তেলের বাতির ঔজ্জ্বল্য কমে গেল। পুরোহিতেরা পবিত্র লেকের পানি দিয়ে কলস ভরে নিয়ে আসলেন, উপাসনাঘরগুলোতে সুগন্ধ ছড়ানোর জন্য সুগন্ধী ধূপের পাত্রগুলোকে বদলে দিলেন, বেদীগুলোকে ফুল, ফল, সবজি আর তাজা রুটি দিয়ে সাজালেন। মা'তের উদ্দেশ্যে ভেট নিয়ে ছোট ছোট মিছিল আসল।

শুধু তিনিই জীবনের বৈচিত্র অটুট রাখতে পারেন। শুধুমাত্র তিনিই সূর্যোদয়ের সময়ে পৃথিবীকে শিশিরের তাজা সুবাসে স্নিগ্ধ করতে পারেন।

নেফারতারিকে পাশে নিয়ে রামেসিস স্ফিংক্সের রাস্তা দিয়ে লুক্সরের মন্দিরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

রাজদম্পতিকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বিশাল প্রবেশদ্বারে একজন দাঁড়িয়েছিলেন। একজন চৌকো চোয়াল ওয়ালা, শক্তপোক্ত একজন মানুষ। রাজার আস্তাবলের পরিদর্শক ছিলেন আগে। সেনাবাহিনীতে রামেসিসের প্রথম প্রশিক্ষণের সময় তার প্রশিক্ষক ছিলেন মানুষটা।

"বাখেন আমাকে বাধ্য করেছিল ওর সাথে লড়তে।" নিজের স্ত্রীকে বললেন রামেসিস। "আমার এখনও মনে আছে যে আমাকে পিটানো হবে না ভেবে আমি কতই না গর্বিত ছিলাম!"

সেনাবাহিনীর জীবন ছেড়ে দেয়ার পর বাখেনের পরিবর্তন লক্ষণীয়। রামেসিস পরবর্তীতে তাকে আমনের চতুর্থ পুরোহিত হিসেবে ঘোষণা করেন। আজকের ফারাওকে দেখেও তার সেরকমই অনুভূতি হল, বাকশুন্য হয়ে গেলেন তিনি, রাজদম্পতিকে লুক্সর মন্দির ঘুরিয়ে দেখালেন। লুক্সরের সম্মুখভাগ আকর্ষণীয় সেটাকে সৌন্দর্য প্রদান করেছে দুটো চিকন স্মৃতিস্তম্ভ আর রামেসিসের প্রকাণ্ড সব মূর্তি। সুন্দর বেলেপাথরে আঁকা আছে কাদেশের যুদ্ধ এবং রামেসিসের বিজয়ের চিত্রাবলী।

"জাহাঁপনা, নির্মাণ শেষ হয়েছে!" খুব উৎসাহের সাথে জানালেন বাখেন।

"কাজটা চলতেই থাকবে কিন্তু।"

"আমি প্রস্তুত, জাহাঁপনা।"

রাজদম্পতি বাখেনের সাথে প্রবেশদ্বার দিয়ে ঢুকে সামনের দরবারকক্ষে প্রবেশ করলেন। এখানে স্তম্ভগুলোর মাঝে রামেসিসের অনেকগুলো মূর্তি রয়েছে যা লালন করে তার অন্তঃস্থ কা'কে। সেই অমর শক্তি যা তাকে রাজত্ব করার জন্য সচল রাখে।

"ভাস্কর এবং পাথরের কারিগরেরা খুব ভালো কাজ করেছে বাখেন, কিন্তু আমি তাদেরকে এখন কোনও ছুটি দিতে পারব না। তাদেরকে আমি আরও একটা কঠিন কাজ দেব।"

"কী কাজ, জাহাঁপনা?"

"নুবিয়াতে প্রচুর প্রার্থনাগৃহ এবং একটা বিশাল মন্দির গড়ে তোলার কাজ। কারিগরদের ডেকে নিয়ে এসে তাদের জিজ্ঞেস করো। যারা স্বেচ্ছায় যেতে চায় শুধু তাদেরকেই নেব আমরা।"



রামেসিয়াম হওয়ার কথা ছিল রামেসিসের শবযাত্রার মন্দির। যেখানে তার মহান আত্মার গৌরব প্রকাশ করা হবে, তার চিরন্তন জায়গা। কিন্তু রামেসিসের নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়া তার লক্ষ বছরের বাসস্থান হলো একটা অভূতপূর্ব স্থাপনা;

থিবসের পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত সবচেয়ে বড় স্থাপনা। প্রবেশদ্বার, দরবারকক্ষ আর প্রার্থনা কক্ষগুলো বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে গ্রানাইট, বেলে পাথর আর আগ্নেয়শিলা। দেয়ালগুলো কাদামাটির ইটের তৈরী। অনেকগুলো ব্রোঞ্জের পাত লাগানো দরজা রয়েছে মন্দিরের বিশেষ বিশেষ জায়গাগুলো নির্দেশ করার জন্য।

রাতে শানার লুকিয়ে একটা গুদামঘরে ঢুকল। যে অস্ত্রটা সে লুকিয়ে রেখেছিল ওফিরের আশা ধোঁকা দিতে পারবে তা। শানার এই পবিত্র জায়গায় কাজ চালানোর আগে পুরোপুরি অন্ধকার নেমে আসার অপেক্ষা করছে ।

অন্ধকার নামলে সে প্রাসাদের নির্মাণাধীন একটা দেয়াল পার হয়ে দরবারে এসে থামল। একটা প্রার্থনাঘরের সামনে সে কিছুক্ষণ থেমে দাঁড়াল যেখানে সেটির স্মরণ করা হয়েছে।

সেটি, তার পিতা...

কিন্তু পিতা হয়েও রামেসিসকে ফারাও হিসেবে বেছে নিয়ে তিনি তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। পিতা হয়েও তাকে ছুঁড়ে ফেলে একজন স্বৈরাচারীকে তার সামনে এগিয়ে দিয়েছেন...

তার কাজকর্ম শেষ হয়ে গেলে সে আর সেটি'র পুত্র থাকবে না। কিন্তু তাতে কী যায় আসে? মৃত্যুকে তো কেউই এড়াতে পারেনি। সেটি পারেননি, রামেসিসও পারবে না। জীবনের উদ্দেশ্য একটাইঃ যত পারো ক্ষমতা অর্জন করো; যেকোনও উপায়ে। দুর্বল এবং অকাজের মানুষগুলোকে ছুঁড়ে ফেলে কোনও শর্ত ছাড়াই ব্যবহার করো।

আর রামেসিসকে ঈশ্বর কল্পনা করা হাজার হাজার বোকা মানুষের দল! শানার যখন তাদের ঈশ্বরকে সরিয়ে দেবে, নতুন সাম্রাজ্যের পথ খুলে যাবে তখন। পুরনো রীতিনীতিগুলো বদলে দিয়ে সে শুধু দুটো মূলনীতির উপরে সবকিছু গড়ে তুলবেঃ রাজ্যদখল এবং অর্থনৈতিক উন্নতি।

যখন সে সিংহাসন অধিকার করে ফেলবে, রামেসিয়াম আর রামেসিসের সব প্রতিমূর্তি ধ্বংস করে দেবে শানার।

এমনকি এই অসম্পূর্ণ অবস্থাতেও এই চিরন্তন মন্দির থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে শক্তি, যা এড়িয়ে যেতে পারছে না শানার। হায়ারগ্লিফ লেখা, খোদাই, এমনকি চিত্রলিপিগুলোও রামেসিসের ক্ষমতার প্রমাণ।

না। নিজেকে বলল শানার। অন্ধকারের কারণেই এমন লাগছে আসলে। মন থেকে সব ভয় ঝেড়ে ফেলে শানার খুব সাবধানে ওফিরের দেয়া নির্দেশনা মেনে কাজগুলো শেষ করে ফেলল, এরপর নিঃশব্দে মন্দির ছেড়ে বেরিয়ে গেল।



শক্তিশালী হয়ে গড়ে উঠছে শ্বাশত মন্দির। কার্নাক আর লুক্সরের মতো স্থপতিরা, পাথরের কারিগর, ভাস্কর, চিত্রশিল্পী প্রত্যেকেই অসাধারণ কাজ করেছে। সেটির শ্বাশত মন্দিরের সাথেই অনেকগুলো প্রার্থনাঘর আর একটা স্তম্ভশোভিত বড়ঘরের

কাজ শেষ হয়েছে। নির্মাণাধীন বাকিটুকুর মধ্যে আছে ইট রাখার ঘর, পাঠাগার আর পুরোহিতদের থাকার জায়গা।

রামেসিসের রাজত্বের দ্বিতীয় বছরে লাগানো রামেসিয়ামের বাবলা গাছ খুব দ্রুত বেড়ে উঠেছে। নেফারতারি গাছটার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন।

রাজা এবং রাণী মূল দরবারকক্ষ দিয়ে ঘুরে গেলেন। অবাক হয়ে তাদেরকে দেখতে লাগল পাথরের শ্রমিকেরা।

কাজের তত্ত্বাবধায়কের সাথে আলাপ করে রামেসিস শ্রমিকদের সবাইকে এক এক করে জিজ্ঞেস করলেন কারো কোনও সমস্যা হচ্ছে কিনা। এই লোকগুলোকে তিনি বখশিশ হিসেবে মদ আর সবচেয়ে ভালো কাপড় দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

রাজদম্পতি সেটির স্মারকমন্দিরে গেলেন। হঠাৎ নেফারতারি তার বুকের বামপাশ চেপে ধরে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

"বিপদ..বিপদ....খুব কাছে।"

"এখানে? এই মন্দিরে?" রামেসিস অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

মুহূর্ত পার হল। তারপর রাজা আর রাণী সেই প্রার্থনাকক্ষে গেলেন যেখানে সেটির জন্য প্রার্থনা নিবেদিত হবে চিরকাল।

"দরজা ছোঁবে না, রামেসিস। খবরদার। বিপদ এখানে, ওই দরজার ওপাশে। আমাকে খুলতে দাও।"

নেফারতারি ধাক্কা দিয়ে পাত লাগানো কাঠের দরজা খুলে ফেললেন।

সেটির মূর্তির পাশে, প্রার্থনাকক্ষের পিছন দিকে মরুভূমির পশুর লোমে তৈরী একটা লাল গোলক চুরমার অবস্থায় পড়ে আছে।

জাদুকরী দেবী আইসিসের সমস্ত শক্তি কাজে লাগিয়ে নেফারতারি চোখটাকে জোড়া লাগালেন। রাজার পা এই চূর্ণ বিচূর্ণ চোখকে স্পর্শ করলে, সাথে সাথে নিশ্চল হয়ে যেতেন তিনি। তারপর হাতের স্পর্শ যেন না লাগে সেটা খেয়াল রেখে নেফারতারি লাল গোলকটাকে নিজের কাপড়ে মুড়িয়ে নিলেন, এরপর বাইরে নিয়ে গেলেন যেখানে পুড়িয়ে ফেলার জন্য।

শয়তানের চোখ ছিল ওটা, একমত হলেন তারা। কেউ একজন এটা করেছে যাতে সেটির সাথে রামেসিসের আত্মিক বন্ধন নষ্ট হয়ে যায়। আর যদি সেটা হত, তাহলে তিনি একজন সাধারণ মানুষে পরিণত হতেন যার সাথে তার পূর্বপুরুষের কোনও অতিপ্রাকৃত যোগ নেই।

শানার তার জাদুকর বন্ধু ছাড়া আর কে? ভাবলেন রামেসিস। শানার ছাড়া এতো নিচে আর কেউ নামতে পারে না। শানারের কুৎসিত হৃদয় যা নিতে পারে না, সেটাকে আর কে ধ্বংস করতে চাইবে?

## চৌত্রিশ

দ্বিধায় ভুগছেন মোজেস।

জিহোভার পক্ষ থেকে দেয়া কাজ সম্পন্ন করার দায়িত্ব তার উপরে। কিন্তু তিনি বর্তমানে অনিশ্চয়তা বোধ করছেন। রামেসিস বললেন ইহুদীদেরকে তিনি মিশরের একটা অংশ মনে করে করেন। মোজেস রামেসিসকে যতটুকু চেনেন, তাতে তিনি বলতে পারেন রামেসিস কথাটা অন্তর থেকেই বলেছেন। এবং সেভাবেই কাজ করবেন তিনি। সুতরাং মোজেস ইহুদীদেরকে নিয়ে দেশত্যাগ করতে চাইলেই মানবেন না রামেসিস।

এর মধ্যে দেশত্যাগের কথা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। দেশত্যাগের বিরুদ্ধে যেসব প্রতিবাদ হচ্ছিল থেমে গেছে তা-ও। অনেকে ভাবছে মোজেসের সাথে রামেসিসের ভালো সম্পর্কের কারণে দেশত্যাগ করতে আর সমস্যা হবে না। সব গোত্র-প্রধানও সম্মতি জানিয়েছে একে একে। শেষ বৈঠকে যখন অ্যারন মোজেসকে ইহুদীদের নেতা হিসেবে ঘোষণা করল তখন সবাই মেনে নিয়েছে বিনা দ্বিধায়।

ঝামেলা মিটে গেছে। মোজেসের এখন শুধু একজন শত্রুকেই জয় করতে হবেঃ মহামতি রামেসিস।

মোজেসের চিন্তায় বাধা পড়ল অ্যারনের কথায়।

"একজন ইট প্রস্তুতকারক আপনার সাথে দেখা করতে চাইছে।"

"কথা বলো তুমি।"

"সে আপনার সাথে ছাড়া আর কারও সাথে কথা বলবে না।"

"কী ব্যাপারে?"

"আপনি নাকি অতীতে তাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তাই আপনার উপরে বিশ্বাস রাখে সে।"

"ভিতরে নিয়ে এসো তাকে।"

ভিতরে যে ঢুকল তার ঝাঁকড়া চুল ফিতা দিয়ে বাঁধা। গায়ের রঙ গাঢ় তামাটে, ছোট দাড়ি এবং অসমান গোঁফ। দেখতে তাকে একদম ইহুদী ইটপ্রস্তুতকারকের মতোই লাগছে।

মোজেসের মনে হলো এই মানুষটাকে তিনি আগে দেখেছেন। মনের ভিতরে সতর্কঘণ্টা বেজে উঠল তার।

"কী চাও আমার কাছে?"

"একই আদর্শে অনুপ্রাণিত আমরা।"

"ওফির!"

"হ্যাঁ, মোজেস। আমি।"

"পরিবর্তন হয়েছে আপনার।"

"বাধ্য হয়েছি নিজেকে পরিবর্তন করতে। খোঁজা হচ্ছে আমাকে।"

"কারণও আছে বলে শুনেছি। এটা কি সত্যি যে আপনি একজন হিট্টি গুপ্তচর?"

"হিট্টিদের জন্য কাজ করতাম তা আমি অস্বীকার করব না, তবে আমার চক্র ধ্বংস হয়ে গেছে। এখন আমি আর মিশরের জন্য হুমকি নই।"

"তাহলে আপনি আমাকে মিথ্যা বলেছিলেন। আপনি রামেসিসের কাছে যাওয়ার জন্য আমাকে ব্যবহার করেছেন।"

"না, মোজেস। আমরা দুজনেই সর্বশক্তিমান এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। এখন আমি ইহুদীদের সাথে মিশে মোটামুটি নিশ্চিত যে জিহোভাই সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। "

"আপনি একবার আমাকে বোকা বানিয়েছেন। আমি আবার আপনাকে কেন বিশ্বাস করব?"

"বুঝতে পারছি আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না। কিন্তু এখান থেকে পাপমোচন ছাড়া আমার ব্যক্তিগত কোনও লাভ নেই।"

বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন মোজেস। "আপনি কি আতনের উপর থেকে বিশ্বাস সরিয়ে নিয়েছেন?"

"আমি বুঝতে পেরেছি যে আতন প্রকৃতপক্ষে সর্বশক্তিমানের এককণা মাত্র। আমি এখন আলোর দেখা পেয়েছি, তাই সেই বিশ্বাসকে পিছনে ফেলে রেখে এসেছি।"

"আপনি যে নারীকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিয়েছিলেন তার কী হয়েছে?"

"নিষ্ঠুরভাবে খুন করা হয়েছে ওকে, খুবই কষ্ট পেয়েছি আমি। মিশরীয় পুলিশ এই জঘন্য অপরাধের জন্য আমাকে দায়ী করছে; অথচ আমি কাজটা করিইনি। এই দুর্ঘটনাকে আমি একটা সংকেত হিসেবে নিয়েছি। এখন একমাত্র আপনিই মোকাবেলা করতে পারেন রামেসিসের। একারণেই আমি আমার সবটুকু দিয়ে আপনাকে সমর্থন করব।"

"আপনি কী চান, ওফির?"

"জিহোভার বিশ্বাস সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে আপনাকে সাহায্য করতে চাই। আর কিছু চাই না।"

"আপনি কি জানেন, জিহোভা আমার লোকদেরকে দেশত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন?"

"চমৎকার দূরদর্শিতার ব্যাপার। এর ফলে যদি রামেসিসের পতন হয় এবং মিশরে সত্য ঈশ্বরের বিশ্বাস ফিরে আসে, আমি খুব বেশি আনন্দিত হব।"

"কিন্তু কেউ একবার গুপ্তচর মানেই কি সে চিরজীবনের জন্য গুপ্তচর নয়?"

"হিট্টিদের সাথে আমার আর কোনও যোগাযোগও নেই। এবং ওরা বর্তমানে ক্ষমতা নিয়ে লড়াইয়ে আছে। জীবনের ওই অংশটা শেষ আমার। আপনিই ভবিষ্যতের প্রতিনিধি; আপনিই আমার ভরসা।"

"আপনি কীভাবে আমাকে সাহায্য করবে বলে ভাবছেন?"

"রামেসিসের সাথে লড়াইটা সহজ হবে না। কালো জাদুর অভিজ্ঞতা লাগবে আপনাদের।"

"আমার লোকেরা শুধু মিশর ত্যাগ করতে চাইছে, রামেসিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কিংবা বিদ্রোহ করতে নয়।"

"পার্থক্য কী, মোজেস? ব্যাপারটা যাই হোক না কেন, আপনি রামেসিসকে চ্যালেঞ্জ করছেন। রামেসিসও সেভাবেই দেবেন জবাবটা।"

মোজেস জানেন, ওফির সত্যি কথাই বলছে।

"চিন্তা করার সময় দরকার আমার।"

"ব্যাপারটা আপনার উপরে ছেড়ে দিয়ে গেলাম, মোজেস। তবে একটা পরামর্শ দিই। রামেসিস ভ্রমণে থাকা অবস্থায় কিছু করতে যাবেন না। আপনি রামেসিসের সাথে আলোচনা করতে পারবেন কিন্তু এখন কিছু করতে গেলে আহমেনি আর সেরামানা আপনার লোকেদের উপরে চড়াও হতে পারে। এমনকি রাজমাতা টুইয়াকে তারা কিছু জানাবেও না। দমনপীড়ন চলবে আপনার লোকেদের উপরে। তারচেয়ে রাজা-রানির এই অনুপস্থিতির সুযোগে আমরা অবিশ্বাসীদের বোঝাই এবং নিজেদেরকে অনিবার্য সংঘাতের জন্য প্রস্তুত করি। সেটাই ভালো হবে?"

ওফিরের দৃঢ়তা মুগ্ধ করল মোজেসকে। জাদুকরের সাহায্য নেবে কিনা সে সিদ্ধান্ত না নিলেও তার পরামর্শ যে ভালো সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

থেবান পুলিশের প্রধান বোঝানোর চেষ্টা করছিল যে তার লোকেরা শানার এবং শানারের সঙ্গীদেরকে খুঁজে বের করার কোনও চেষ্টাই বাদ রাখেনি। নদীতে যে লোকটি তার দিকে তীর ছুঁড়েছিল, তার বর্ণনা দিয়েছিলেন রামেসিস। কিন্তু তদন্ত শেষপর্যন্ত ফলপ্রসূ হয়নি।

"থিবস ছেড়ে চলে গেছে সে।" আত্মবিশ্বাসী গলায় বললেন নেফারতারি।

"তুমি ভাবছ শান্যর জীবিত আছে? আমিও তাই ভাবছি।" বললেন রামেসিস।

"আমি কারও বিপজ্জনক উপস্থিতি টের পাচ্ছি। অশুভ শক্তি একটা, হতে পারে এটা শানার অথবা ওফির অথবা অন্য কেউ।"

"শানার।" দৃঢ়গলায় বললেন রামেসিস। "সে আমার আর সেটি'র মধ্যকার বন্ধন নষ্ট করতে চায়, বঞ্চিত করতে চায় আমাকে আমার পিতার সুরক্ষা থেকে।"

"শয়তানের যে চোখ তার কাছে আছে তার আর কোনও শক্তি নেই। আগুন তার শক্তিকে নষ্ট করে দিয়েছে। পাই-রামেসিসে সেথ'এর মন্দির থেকে যে রক্তিম চোখটা চুরি হয়েছিল তা খুব সহজেই আঠা দিয়ে মেরামত করা যাবে।"

"ও মরুভূমির জন্তুদের পশম দিয়ে রক্তিম চোখটা তৈরী করেছিল। সেই জন্তুগুলো সেথ'এর সৃষ্টি। শানার সেথ'এর ভয়ংকর শক্তিকে আমার বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর চেষ্টা করছে।"

"সে সেথ'এর সাথে তোমার বন্ধনটাকে ভুলভাবে বিচার করেছে।"

"হতে পারে, তা সত্ত্বেও আমি আমার পিছন দিকে লক্ষ রাখা কখনও বন্ধ করব না। হয়তো যে মুহূর্তে আমি অন্যদিকে তাকাব, সেই মুহূর্তে সেথ'এর আগুন আমার বিপক্ষে চলে যাবে।"

"আমরা দক্ষিণের দিকে রওনা করছি কখন?"

"খুব তাড়াতাড়ি।"

রাজারাণী থিবসের দক্ষিণে পাহাড়ঘেরা এলাকার দিকে রওনা হলেন। উপত্যকাটা 'পুনর্জন্মের স্থান' অথবা 'পদ্মের স্থান' নামে পরিচিত। এই উপত্যকাতেই শেষ নিদ্রায় শায়িত হবেন রাজমাতা টুইয়া এবং রাণী নেফারতারি। তাদের সমাধি হবে একদম চূড়াতে যেখানে নৈঃশব্দের দেবীর বাসস্থান।প্রকৃতির দেবী, হাস্যোজ্জ্বল আকাশের দেবী হাথর যিনি আকাশে তারা জ্বালান, তিনি তার প্রতি বিশ্বাসী হৃদয়কে খুশি করে দেন।

"আবাস পছন্দ হয়েছে, নেফারতারি?"

"এতো আড়ম্বর! এর যোগ্য নই আমি।"

"তোমার মতোই এটা। তোমার ভালোবাসা হলো জীবনের শ্বাস, তুমি চিরকালই দেবতা এবং মানুষের হৃদয়ে রাজত্ব করে যাবে।"

এখানে আছেন সাদা পোশাক পরা সবুজমুখের ওসাইরিস। আছেন দীপ্তিমান রা, প্রকাণ্ড এক সোনালী পোশাক পরে আছেন তিনি। রূপান্তরের দেবী গুবরেপোকার মাথাবিশিষ্ট খেপ্রি আছেন; আর আছেন সার্বজনীন আইন, চমৎকার একজন তরুণী মা'ত যার একমাত্র প্রতীক সত্যের মতোই হালকা উটপাখির পালক। এখানকার স্বর্গীয় সকল শক্তিই নেফারতারিকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতেও বাঁচিয়ে রাখবে। থামগুলো এখন ফাঁকা কিন্তু একজন লিপিকার 'দিনে দিনে এগিয়ে আসা'র বই এবং থামে বই খোদাই করে দেবে যার পবিত্র কথাগুলো পরবর্তী জীবনে দিক নির্দেশনা দেবে রানিকে।

সেখানে কোনও মৃত্যু নেই। আছে কেবল রহস্য আর আনন্দ।

চিরটা জীবন যেসব দেবদেবীর সঙ্গে কাটাবেন নেফারতারি তার জন্য বেশ কয়েকদিন ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তার সমাধিতে নৈঃশব্দ থাকবে ভেবে শান্তি বোধ করছেন তিনি। মাটির গভীরে স্বর্গের মতো মনে হবে ব্যাপারটা।

নেফারতারি যখন 'পদ্মের স্থান' ছেড়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন রামেসিস তাকে 'অসাধারণ স্থান' এ নিয়ে গেলেন। অসাধারণ স্থানও একটি উপত্যকা। আঠারোতম রাজবংশ থেকে ফারাওরা এখানে ঘুমিয়ে আছেন। রাজা-রাণী বেশ কিছুক্ষণ রামেসিসের দাদা এবং সেটি'র কবরের সামনে সময় কাটালেন। প্রত্যেকটা ছবি যেন একেকটা সেরা কাজ। থামে খোদাই করা গুপ্তকক্ষের বই পড়তে লাগলেন নেফারতারি। সেখানে প্রকাশ করা আছে কীভাবে জীবন ফিরে পায় মৃতপ্রায় সূর্য। এ যেন ফারাও-এর পুনরুত্থানের এক নকশা।

পড়া শেষ করে তিনি রামেসিসের শেষনিদ্রার জায়গা দেখলেন। চিত্রশিল্পীরা দেয়ালে প্রতীকী দৃশ্য আঁকার করার জন্য পাত্রে রঙ মেশাচ্ছিল। বাবলা গাছের আঠার

সাথে পানি এবং রঙের গুঁড়া দিয়ে আঁকা যাবে নির্ভুল দৃশ্য। সম্রাট কবরে যাওয়ার পরেও সম্রাটকে টিকিয়ে রাখবে এই দৃশ্যগুলো।

আট থামবিশিষ্ট সোনালী কক্ষের কাজ প্রায় শেষের পথে। কফিন এই কক্ষেই থাকবে। যেকোনও সময় মৃত্যু ঘটতে পারে রামেসিসের। সেজন্য তিনি তৈরী।

স্থপতির সাথে কথা বললেন রামেসিস।

"আমি একটা গলি চাই।" বললেন তিনি। "আমার পূর্বপুরুষদের সমাধিতে যা আছে সেরকম। পাথর কেটে বানানো এবং সেই দেয়াল থাকবে অমসৃণ। কঠোর গোপনীয়তার সংকেত যা কোনও মনুষ্য শক্তি ভেদ করতে পারবে না।"

নেফারতারি এবং রামেসিস অনুভব করলেন মৃত্যুর ব্যাপারে সচেতনতা তাদের ভালোবাসার একটা অখণ্ড উপাদান।

মৃত্যু মানে সবকিছু শেষ হয়ে যাওয়া নয়, মৃত্যু সবকিছুর শুরু মাত্র।

## পঁয়ত্রিশ

অপেক্ষার খেলা শুরু করেছে সেরামানা।

রাজমাতা টুইয়ার দেয়া ভোজে যোগ দিতে প্রায় ঘন্টাখানেক আগে বাসা থেকে বেরিয়েছে মেবা। রাজা-রানির অনুপস্থিতিতে রাজদরবারের লোকেদের বেশ ভালোই দেখাশোনা করছেন টুইয়া। রামেসিসের সাথে চিঠিপত্রের মাধ্যমে নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে তার। টুইয়া আহমেনি এবং সেরামানার কাজে খুবই সন্তুষ্ট। দুজনেই নিজের কাজ ঠিকমতো করে যাচ্ছে। এমনকি ইহুদীদের নিয়ে যে ঝামেলা, সেটাও শেষ হতে যাচ্ছে প্রায়।

সাবেক জলদস্যু সেরামানা নিজের ইন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করে। তার সেই ইন্দ্রিয় বলছে সামনেই ঝড় আসছে। আর এখনকার নীরবতা সেই ঝড়ের আগের পূর্বাভাস। মোজেস ইহুদী নেতাদের সাথে দেখা করার চাইতে বেশি কিছু করেনি। তবে তাকে সবাই নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছে। আরও একটা ব্যাপার হলো, যেহেতু মোজেস রামেসিসের বন্ধু, মিশর সরকারের কর্মকর্তাদের অনেকেই মনে করছেন মোজেস আবারও তার সব পাগলামি চিন্তা বাদ দিয়ে সরকারের কোনও একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে ফিরে আসবেন।

মোজেসের ব্যাপারটা এখনও বুঝে উঠতে পারছে না সেরামানা। তবে মেবার ব্যাপারে তার সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই। সেরামানা নিশ্চিত যে মেবাই যুবরাজ খা'র তুলি চুরি করেছিল। কিন্তু চুরির পিছনের কারণটা এখনও বুঝে উঠতে পারছে না সে। কূটনীতিবিদদের ঘৃণা করে সেরামানা, মেবার প্রতি ঘৃণাটা তার বেশি। সেরামানার দৃষ্টিতে মেবা একজন বাকসর্বস্ব, মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কিছুই না।

খা'র তুলিটা যদি মেবার বাড়িতে লুকানো থাকে তাহলে সেরামানা তাকে চুরির দায়ে অভিযুক্ত করে আদালতে তুলতে পারবে। এবং তখনি মেবা বাধ্য হবে আদালতের সামনে সবকিছু স্বীকার করতে।

ঘুমোতে চলে গেল মেবা'র মালী। অন্যান্য চাকরবাকররাও ঘুমিয়ে পড়েছে। বাড়ির পিছনে গেল সেরামানা। তারপর বারান্দায় উঠে গেল। পা টিপে টিপে গিয়ে চিলেকোঠার দরজা খুলে ফেলল। সেখান থেকে মেবার শয়নকক্ষে যাওয়াটা সুবিধের হবে।

তল্লাশী চালাবে এখন সেরামানা।

"কিছুই পাওয়া যায়নি।" ক্রুদ্ধ গলায় বলল সেরামানা।

"তল্লাশীটা কিন্তু অবৈধ ছিল।" আহমেনি মনে করিয়ে দিলেন তাকে।

"আমি প্রমাণ খুঁজে পেলে মেবাকে কর্তৃপক্ষের সামনে দাঁড় করাতে পারতাম।"

“ওকে সন্দেহ করছ কেন তুমি?”

“কারণ ও বিপজ্জনক।”

“বিপজ্জনক? মেবা? এর উপরে ওর পুরো ক্যারিয়ার নির্ভর করছে। না, না। ও এসবের সাথে জড়াবে না।”

সেরামানা একটা ভাজা মাছ নিয়ে মুখে দিল।

“হয়তো আপনার কথাই ঠিক।” মুখ ভর্তি খাবার নিয়ে বলল ও। “কিন্তু আমার কেন যেন মনে হচ্ছে ওর মনে কোনও দুরভিসন্ধি আছে। ওকে নজরে রাখব আমি। আশা করি, খুব বেশিদিন লাগবে না ওর বিরুদ্ধে প্রমাণ জোগাড় করতে।”

“ঠিক আছে। কিন্তু একটু দেখেশুনে।”

“মোজেসের দিকেও নজর রাখা দরকার।”

“মোজেস রামেসিসের স্কুলের বন্ধু। আমারও বন্ধু।”

“মোজেস একজন ফালতু ধর্মপ্রচারক। আপনি ফারাও-এর চাকর আর ওদিকে রামেসিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে মোজেস।”

“আরে নাহ। বিদ্রোহ করবে না ও।”

“জোর দিয়ে বলা যায় না। আমি মোজেসকে যতটুকু চিনেছি, ওর সাথে আমার সাবেক কিছু জলদস্যু কর্মীর মিল পাই। ঝামেলাবাজ মানুষ। কিন্তু আপনি আর রামেসিস তো তা শুনবেন না।”

“আমরা মোজেসকে চিনি। এজন্যই ওর সম্পর্কে এতো নিচু ধারণা করতে পারি না।”

“একদিন আপনাকে এর জন্য পস্তাতে হবে।”

“যাও, গিয়ে বিশ্রাম করো। আর ইহুদীরা অপমানিত বোধ করে এমন কিছু করো না যেন।”

দুর্গে রাখা হলো আহসাকে। সাধারণ খাবার দেয়া হলো তাকে, দেয়া হলো মাঝারী মানের মদ। ভৃত্য হিসেবে তার কাছে পাঠানো হলো সুন্দরী স্বর্ণকেশী মেয়েকে। নির্লজ্জ এক মেয়ে। যেরকম শোনা যায়, মিশরীয়রা আসলেই বিছানায় সেরকম পারদর্শী কিনা তা জানার চেষ্টা করতে লাগল শুরু থেকেই। আহসাও পাকা খেলোয়াড়। তিনিও মেয়েটাকে ‘জ্ঞান’ আহরণে সাহায্য করলেন।

আহসার হঠাৎ আগমনে হকচকিয়ে গিয়েছিল উরি-টেশুপ। তবে আহসার আতিথেয়তা করতে পেরে আনন্দ বোধ করছে সে। কারণ এর মানে হলো রামেসিস ইতিমধ্যেই মুওয়াত্তালির ছেলেকে হাত্তির ভবিষ্যৎ সম্রাট হিসেবে মেনে নিয়েছেন।

হুট করে আহসা'র ঘরে ঢুকে পড়ল উরি-টেশুপ। আহসা আর স্বর্ণকেশীর গাঢ় এক চুম্বনে বাধা পড়ল তাতে।

“পরে আসছি।” বলল উরি-টেশুপ।

"না, দাঁড়ান।" বলে উঠলেন আহসা। "এই সুন্দরী নিশ্চয়ই জানে আনন্দের আগে কাজ।"

স্বর্ণকেশী বের হয়ে গেলে পোশাক পরে নিলেন আহসা।

"সম্রাট কেমন আছেন?" উরি-টেশুপকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"অবস্থা স্থিতিশীল তার।"

"আমি আবারও আপনাকে বলছিঃ তার চিকিৎসা করতে দিন আমাকে।"

"আপনার সবচেয়ে বড় শত্রুর চিকিৎসা কেন করতে এসেছেন আপনি?"

"খুব সূক্ষ্ণ প্রশ্ন। এক কথায় দেয়া সম্ভব না।"

"আমি উত্তর চাই, এবং এখনই।"

"কূটনীতিবিদরা তাদের সব গোপন কথা প্রকাশ করে না। আমরা কি ব্যাপারটাকে মানবিকতার স্বার্থে দেখতে পারি না?"

"না।"

ভ্রূ কুঁচকালেন আহসা। "রামেসিস মুওয়াত্তালিকে শ্রদ্ধা করেন। এ কারণেই সম্রাটের অসুস্থতায় তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন।"

"হাস্যকর কথা বলবেন না।"

"আমার মনে হয়," খুব সতর্কতার সাথে বললেন আহসা। "আপনাকে আপনার পিতার মৃত্যুর জন্য দায়ী করা হলে আপনার তাতে কিছু যায় আসে না।"

রাগ উঠলেও কিছু বলল না উরি-টেশুপ। এই সুযোগটা নিলেন আহসা।

"হাত্তুসাতে যা ঘটছে তাতে জড়িয়ে গেছি আমরা। আমরা জানি যে সেনাবাহিনী চাইছে ক্ষমতা হস্তান্তর খুব মসৃণভাবে হোক, সম্রাট তার উত্তরাধিকারীকে বেছে নিন। এ কারণেই আমি তাকে মিশরের ওষুধ দিয়ে সুস্থ করে তুলতে চাইছি।"

এই দাবী পূরণ করতে পারবে না উরি-টেশুপ। মুওয়াত্তালি যদি কথা বলার শক্তি ফিরে পান তাহলে তিনি তার পুত্রকে কারাগারে নিক্ষেপ করবেন এবং হাত্তুসিলির হাতে সাম্রাজ্য তুলে দেবেন।

"আপনি এই ব্যাপারে এতো কিছু কীভাবে জানেন?" আহসাকে জিজ্ঞেস করল সে।

"সেটা বলার..."

"বলুন আমাকে।"

"দুঃখিত, আমি তা বলতে পারব না।"

"এটা মিশর নয়, আহসা। আপনি আমার এলাকায় আছেন।"

"আমি এক বিশেষ কাজে সরকারের পক্ষ থেকে দূত হয়ে এসেছি। ভয়ের কী আছে আমার?"

"আমি একজন সৈন্য। কূটনীতিবিদ নই। এবং আমরা যুদ্ধাবস্থায় আছি।"

"আমি কি আপনার কথাকে হুমকি হিসেবে নেব?"

"আমার ধৈর্য্য খুব কম, আহসা। যত তাড়াতাড়ি মুখ খুলবেন ততই আপনার জন্য ভালো।"

"মনে হচ্ছে আপনি নির্যাতন চালাবেন আমার উপরে।"

"দ্বিধা করব না এটুকু বলতে পারি।"

"কথা বললে আপনি কি আমাকে রেহাই দেবেন?" শান্তগলায় বললেন আহসা।

"খুব ভালো বন্ধু হয়ে থাকব আমরা।"

চোখ নিচু করলেন আহসা। "আমার এখানে আসার আসল উদ্দেশ্য ছিল সম্রাটের কাছে সাময়িক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব রাখা।"

"সাময়িক মানে কতদিন?" তাজ্জব হয়ে জিজ্ঞেস করল উরি-টেশুপ।

"যতদিন সম্ভব।"

উরি-টেশুপের খুশি আর বাঁধ মানতে চাইল না। ফারাও-এর সেনাবাহিনী অবশেষে হার মানল! অশুভ সংকেত কতদিন স্থায়ী হয় দেখা যাক, তারপরে প্রথম সুযোগ পাওয়া মাত্র ডেল্টা আক্রমণ করা হবে।

"তারপরে..." বলে থেমে গেলেন আহসা।

"তারপরে?"

"আমরা জেনেছি যে সম্রাট তার উত্তরাধিকারীকে বেছে নিতে এক কঠিন সময় পার করেছেন।"

"আপনাকে কে বলেছে এ কথা?"

"আপনার হাতে ক্ষমতা থাকলে আপনি কি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব গ্রহণ করবেন?" উরি-টেশুপকে জিজ্ঞেস করলেন আহসা।

"যদিও আমি একজন সৈনিক, তবুও আমি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবকে উড়িয়ে দিচ্ছি না। যদি না এর ফলে হাত্তি দুর্বল হয়ে পড়ে অথবা হাত্তির দুর্বলতা প্রকাশ পায়।"

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন আহসা।

"আমি রামেসিসকে বলেছিলাম আপনি রাজনীতি ভালো বোঝেন। এবং দেখা যাচ্ছে আমি ভুল করিনি। আপনি চাইলে আমরা একটা শান্তিচুক্তিতে পৌঁছাতে পারি।"

"আমরা ব্যাপারটা দেখব। কিন্তু আমি যা জানতে চাইছি তা আপনি এখনও বলেননি। আপনি এতো কথা কীভাবে জানেন?"

"হাত্তুসিলিকে যারা গোপনে সমর্থন করে সেসব সেনা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে। যদিও তারা ভান করে আপনাকে সমর্থন করার।"

এরকম একটা কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল উরি-টেশুপ।

"হাত্তুসিলি কখনও শান্তিচুক্তি করতে রাজি হতো না।" বলতে লাগলেন আহসা। "এমনকি সাময়িক যুদ্ধবিরতিতেও না। তার একটাই লক্ষ্য, আর তা হলো কাদেশের মতো আরেকটা জোট গঠন করা এবং আমাদের সৈন্যদেরকে ধ্বংস করা।"

"আমি নাম জানতে চাই, আহসা।"

"আমরা কি হাত্তুসিলির বিরুদ্ধে জোট বাঁধব?"

উরি-টেশুপের পেশীগুলো শক্ত হয়ে গেল। এরকমটা যুদ্ধক্ষেত্রে হয় তার। ভাগ্য তার সামনে দারুণ এক সুযোগ এনে দিয়েছে। এই মিশরীয়কে ব্যবহার করে তার শত্রুকে সরিয়ে দেয়া সম্ভব। এই সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। কিছুতেই না।

"বিশ্বাসঘাতকদেরকে নির্মূল করতে আমাকে সাহায্য করুন, আহসা। তারপরে আমরা যুদ্ধবিরতিতে যাব।"

আহসা নামগুলো বলতে লাগলেন। প্রত্যেকটা নাম উরি-টেশুপের কাছে ছুরিকাঘাতের সমান মনে হতে লাগল। তালিকায় উরি-টেশুপের চরম অনুগত কিছু সমর্থকও আছে, এমন কিছু কর্মকর্তা আছে যারা কিনা উরি-টেশুপের পাশে দাঁড়িয়ে থেকে লড়াই করেছে, যারা কিনা ইতিমধ্যেই হবু সম্রাট হিসেবে তাকে মেনে নিয়েছে।

পাংশুমুখে উরি-টেশুপ দরজার দিকে এগোলো।

"একটা ব্যাপার," বললেন আহসা। "স্বর্ণকেশী মেয়েটাকে পাঠিয়ে দেবেন দয়া করে।"

## ছত্রিশ

রামেসিস গ্রানাইটের মাঝ দিয়ে হাঁটছিলেন বাখেনের সাথে। প্রাণহীন, বদ্ধ, নিষিদ্ধ একটা জায়গা। বছরের বেশিরভাগ সময় প্রচণ্ড গরম হয়ে থাকে। এই গ্রানাইট দিয়েই তৈরী হয় মিশরের সকল সমাধি এবং মন্দির।

সেটি'র পুরাতন ঐশ্বরিক লাঠি হাতে হাঁটছিলেন রামেসিস। হঠাৎ তিনি থেমে দাঁড়ালেন।

"এই জায়গাটা খোঁড়ো।" বাখেনকে আদেশ দিলেন তিনি। "এখানে একটা আস্ত পাথর পাবে যা দিয়ে তুমি রামেসিয়ামের জন্য একটা প্রকাণ্ড ভাস্কর্য নির্মাণ করতে পারবে। তুমি তোমার কর্মীদের সাথে কথা বলেছ?"

"ওরা সবাই নুবিয়াতে স্বেচ্ছাশ্রম দিতে গেছে। তাই ওদের সংখ্যা কমাতে বাধ্য হয়েছি আমি। জাহাঁপনা, আমি আনুকূল্য চাইছি না কিন্তু..."

"বলো, বাখেন।"

"আমি কি যেতে পারি নুবিয়াতে?"

"তোমাকে হতাশ করতে হচ্ছে আমার। কার্নাকে আমনের তৃতীয় পুরোহিত হিসেবে থিবসে উপস্থিতি দরকার তোমার।"

"পদোন্নতির প্রত্যাশা ছিল না আমার।" উজ্জ্বল হয়ে উঠল বাখেনের মুখ।

"জানি। কিন্তু তোমার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা নেবু এবং আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে তুমি আরও দায়িত্বের জন্য তৈরী। তুমি প্রধান পুরোহিতের সাথে কাজ করবে, স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি যেন বৃদ্ধি পায় সেদিকে নজর রাখবে এবং আমার অনন্ত জীবনের মন্দিরের নির্মাণ তত্ত্বাবধান করবে। তোমাকে পেলে নেবুর ভার হালকা হবে।"

বুকের উপরে হাত রেখে নতুন দায়িত্ব নিতে চলে গেল বাখেন। মন কৃতজ্ঞতায় ভরে আছে।

প্রবল বন্যা হয়েছে। আবার এতোটা প্রবলও না যে পরিখা, খাল এবং ফসলের ক্ষেত নষ্ট হয়ে যাবে। পানির উচ্চতা বাড়ায় যাত্রা সহজ হয়েছে রাজা-রানির জন্য। তবে এর ফলে জায়গায় জায়গায় যে ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হয়েছে তা বিপজ্জনক হয়ে উঠছে ক্রমেই। যেকোনও সময় উল্টে যেতে পারে জাহাজ। জাহাজ ঠিক রাখতে নাবিকরা জোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

বড় হয়ে উঠছে যোদ্ধা। বিশালাকার সিংহটি নিজের এলাকায় ফিরতে উদগ্রীব হয়ে আছে। রামেসিস তাকে কাছে ডেকে কেশরে হাত বুলিয়ে দিলেন।

রামেসিসের সাথে কথা বলতে দু'জন এগিয়ে এল। প্রথমজন একজন লিপিকার যে কিনা নীলনদের পানির উচ্চতা নথিভুক্ত করছিল, সে নিজের প্রতিবেদন দাখিল করল।

"জাহাঁপনা, পানির উচ্চতা একুশ কিউবিটে পৌঁছেছে।"

"দারুণ।"

"বেশ সন্তুষ্টজনক, জাহাঁপনা। এ বছর আর আমাদের সেচের সমস্যা থাকবে না।"

আরেকজন হলো এলিফ্যান্টাইনের পুলিশ প্রধান। সে যা খবর এনেছে তা খুব ভালো নয়।

"জাহাঁপনা, আপনি যার বর্ণনা দিয়েছিলেন, সেরকম একজনকে দেখা গেছে। সে শুল্কবিভাগের চেকপয়েন্ট পার হচ্ছিল।"

"তাকে থামানো হয়নি কেন?"

"লোকটার কাগজপত্র সব ঠিক ছিল আর দায়িত্বশীল কর্মকর্তা তখন বাইরে থাকায় দায়িত্ব নিতে চায়নি অন্য কেউ।"

রামেসিস অনেক কষ্টে রাগ সামলালেন।

"আর কিছু?"

"লোকটা একটা ঘোড়া ভাড়া করে দক্ষিণে যাত্রা করেছে। ওর দাবী ও একজন ভ্রমণরত ব্যবসায়ী।"

"তার মালপত্র কী?"

"দুর্গের জন্য পাত্রভরা শুকনো গরুর মাংস।"

"কবে ঘটেছে এ ঘটনা?"

"এক সপ্তাহ আগে।"

"তার চেহারার বর্ণনা দুর্গের সব সেনাপতির কাছে পৌঁছে দাও। এবং বলে দাও লোকটাকে দেখামাত্র যেন গ্রেফতার করা হয়।"

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে চলে গেল পুলিশ প্রধান। রামেসিস যে তাকে কোনওরকম অপমান করেননি তাতেই সে খুশি।

"শানার নুবিয়ার দিকে যাচ্ছে।" বললেন নেফারতারি। "আমাদের এই যাত্রা চালানো কি ঠিক হবে?"

"একটা ফেরারিকে ভয় পাওয়ার কী আছে?"

"সে কী করবে তা কি কেউ বলতে পারে? ওর ঘৃণা এখন পাগলামিতে রূপ নিয়েছে।"

"আমাদের যাত্রা চলবে। শানারের ভয়ে তা বন্ধ হবে না। ও যে আমার ক্ষতি করতে চায় এতে কোনও সন্দেহ নেই তবে তাতে আমি ভয় পাই না। একদিন আমরা সামনাসামনি মুখোমুখি হবো। দেবতাদের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হবে আমার ভাই এবং শাস্তি ওকে সেদিন পেতেই হবে।"

রাজা রাণী আলিঙ্গনে বাঁধলেন একে অপরকে। এই কথোপকথন রামেসিসের দৃঢ়চরিত্রকেই প্রকাশ করল।

সতর্ক সেটাউ এক নৌকা থেকে আরেক নৌকায় যাচ্ছেন। প্রত্যেকটা নৌকার আগাপাশতলা তল্লাশী করছেন, মালপত্র পরীক্ষা করছেন, দড়ি আরও শক্ত করে বাঁধছেন, পাল ঠিক আছে কিনা দেখছেন, দিকনির্দেশক যন্ত্র পরীক্ষা করছেন। নৌকাভ্রমণ তার খুব যে প্রিয় শখ তা নয় তবে অতি আত্মবিশ্বাসী নাবিকদের ওপর তার কোনও ভরসা নেই। সৌভাগ্যক্রমে নৌকা নদের বড় অংশেই আছে, এই বন্যার মধ্যেও চালানো যাচ্ছে নৌকা। তবে সেটাউ শুকনো মাটিতে পা না দেয়া পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছেন না।

রাজার জাহাজে নিজের কক্ষে গিয়ে সেটাউ নিজের সব জিনিসের একটা তালিকা করলেন। উদ্দীপক পানীয়, ওষুধের শিশি, বিভিন্ন আকৃতির সাপের জন্য ঝুড়ি, চূর্ণ করার যন্ত্র, হামানদিস্তা, ক্ষুর, ছোট এক বস্তা লেড অক্সাইড, তামার গুঁড়া, মধুর পাত্র। এককথায় সবকিছু ঠিকই আছে।

একটা নুবিয়ান গান গুনগুন করতে করতে কাপড় ভাঁজ করে কাঠের বাক্সে রাখছিল লোটাস। এই সকালে নগ্ন অবস্থায় আছে সে। মুগ্ধ হয়ে লোটাসকে কিছুক্ষণ দেখল সেটাউ। তারপর কোমর ধরে লোটাসকে কাছে টেনে নিল।

"জাহাজের অবস্থা বেশ ভালো বলেই মনে হচ্ছে।" সেটাউ বললেন লোটাসকে।

"তুমি কি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করেছ সবকিছু?"

"তুমি জানো, করেছি।"

"মাস্তুলটা আরেকবার পরীক্ষা করো। এখন ছাড়ো। গোছানো শেষ করতে হবে আমার।"

"পরেও শেষ করা যায়।"

"আমি জায়গার জিনিস জায়গায় রাখতে পছন্দ করি।"

সেটাউ পরনের পোশাক খুলে ঘরের মেঝেতে ফেলে দিলেন। "এটাকেও জায়গামতো রেখে দাও তাহলে।"

লোটাস স্বামীর সাথে কথায় না পেরে মেনে নিল। পোশাক খুলে ফেলে ব্যস্ত হয়ে গেলেন সেটাউ।

"আমরা যখন নুবিয়াতে বাড়ির কাছে চলে এসেছি তখন তুমি আমার কাছ থেকে সুবিধা নিতে চাইছ?" কপট রাগ দেখাল লোটাস।

"বাড়ির কাছে চলে এসেছি? তাহলে সেই খুশি উদযাপন করার ভালো উপায় আর কী হতে পারে?"

বহর দক্ষিণে যেতে থাকলে ভিড় বাড়তে থাকল। কাঠের উপরে ভেসে থাকা কয়েকটা দুঃসাহসী সজারু পিছু নিল বহরের। সবার মনের মধ্যে একটাই চিন্তা ঘুরছে যে রাজারাণী ভোজ দেবেন, আর সেই ভোজে পানির মতো বইবে মদের স্রোত।

স্রোতের এলাকাটা থেকে বের হয়ে এসেই পূর্ণগতিতে চলতে শুরু করল বহর।

নেফারতারি সেটাউ আর লোটাসকে তার কক্ষে কিছু পান করার জন্য ডাকার কথা ভাবলেন। কিন্তু সেটাউয়ের কক্ষের কাছে এসে ঘন নিঃশ্বাস আর হাসির শব্দ শুনে থেমে গেলেন তিনি। মুচকি হেসে জাহাজের অগ্রভাগে এসে দাঁড়ালেন তিনি। সেখানে যোদ্ধা খুব ব্যস্তভাবে নুবিয়ার বাতাস টেনে নিচ্ছে।

নেফারতারি এতো সুখী জীবন দেয়ার জন্য দেবতাদেরকে ধন্যবাদ দিলেন। মনে মনে চাইলেন এই সুখ যেন তার জনগণের উপরও বর্ষিত হয়। তিনি একজন লাজুক বাঁশীবাদিকা হিসেবে জীবন শুরু করেছিলেন। সেই তার জায়গা এখন রামেসিসের একদম পাশে।

যত দিন যাচ্ছে, রামেসিসের প্রতি তার ভালোবাসা যেন আরও বাড়ছে। এই ভালোবাসা ধ্বংসের ক্ষমতা নেই কারও। রামেসিস যদি একজন কৃষক অথবা পাথরের শ্রমিক হতেন তাহলেও নেফারতারির ভালোবাসার কোনও পরিবর্তন ঘটতো না। কিন্তু নিয়তি তাকে একটা বিশেষ কাজ দিয়েছে যেখানে নিজের ব্যক্তিগত চিন্তা বা অনুভূতির কোনও মূল্য নেই।

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত মিশরের জনগণের কল্যাণই তাদের একমাত্র লক্ষ্য। এবং তারা চলে যাওয়ার পর তাদের উত্তরাধিকারীদেরও একই লক্ষ্য থাকবে।

## সাঁইত্রিশ

কোথাও সোজা হয়ে উদ্ধতভাবে বয়ে যাওয়া...আবার কোথাও অলসভাবে বাঁক নেয়া, শিশুদের হাসিতে মুখরিত কোনও গ্রামকে আলিঙ্গন করে বয়ে চলা। এই হচ্ছে দক্ষিণের রাজকীয় নীলনদ। রুক্ষ পাহাড় আর গ্রানাইটের দ্বীপগুলোর মাঝ দিয়ে জায়গায় জায়গায় গজিয়ে ওঠা তালগাছে সমৃদ্ধ সবুজের ফালি তৈরী করেছে এই নীলনদ। রাজবজরা যখন নীল আকাশ আর মরুভূমির সংস্পর্শে আসল তখন জাহাজের উপরে উড়ে বেড়াতে লাগল সারস, রাজ হাঁসসহ বিভিন্ন জলচর পাখি।

রাজা তীরে নামলে স্থানীয় আদিবাসীরা রাজার তাঁবুর সামনে নাচতে এল। আদিবাসীদের প্রধানদের সাথে কথা বললেন রামেসিস। সেটাউ আর লোটাস তাদের অনুরোধ এবং অভিযোগ লিখে নিলেন। আগুনের ধারে বসে, বিশাল নীলনদ এবং আর মিশর এবং নুবিয়ার অভিভাবক মহামতি রামেসিসের প্রশংসায় কাটতে লাগল সন্ধ্যাগুলো।

নেফারতারি বুঝতে পারছেন যে ঈশ্বর হয়ে উঠছেন ফারাও; কাদেশের বিজয়ের পর এই যুদ্ধের কাহিনী বার বার পুনরাবৃত্তি করা হয় সারাদেশে, এমনকি সবচেয়ে দুর্গম গ্রামও বাদ যায় না এ গল্প বলা থেকে। নেফারতারি এবং রামেসিসকে চোখের সামনে দেখাকে বিবেচনা করা হলো ঈশ্বরের উপহার হিসেবে। বলা হয়ে থাকে, আমনের আত্মা রামেসিসের তলোয়ার ধরা হাতকে শক্তিশালী করে আর নেফারতারির মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান হয় দেবী হাথরের ভালোবাসা।

উত্তরের বাতাস ধীরে ধীরে কমে গেল। এই গতি খুব ভালো লাগছিল রামেসিস আর নেফারতারির, তারা বেশিরভাগ সময় সেতুর উপর ছাতার নিচে বসে কাটাচ্ছিলেন। যোদ্ধা তার স্বাভাবিক শান্ত মেজাজে ঘুমিয়ে থাকত আশেপাশে।

সোনালী বালি আর এই মরুভূমির বিশুদ্ধতা দেখে মনে হয় তা যেন অন্য কোনও ভুবনের প্রতিচ্ছবি। রাজকীয় জাহাজ দেবী হাথরের ভুলে যাওয়া এলাকার যত কাছে এগোচ্ছিল নেফারতারি ততই অনুভব করছিলেন যে তারা বড় কোনও একটা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন। জড়িত হতে যাচ্ছেন উৎসের সাথে সম্পর্কিত কোনওকিছুর সাথে।

রাতগুলো ছিল উপভোগ্য।

রাজদম্পতির কেবিনে রামেসিসের প্রিয় বিছানা করা হয়েছিল যেখানে তোশক তৈরী হয়েছিল শণের তন্তু দিয়ে। বিছানাটা সাজানো হয়েছিলো প্যাপিরাস ফুল, জিনিয়া আর প্যাপিরাসের কাণ্ড ঘিরে বেড়ে ওঠা ম্যান্ড্রেক আর পদ্মকুঁড়ি যা কিনা উত্তর এবং দক্ষিণ মিশরের প্রতীক। এমনকি ঘুমের মধ্যেও, দুই ভূমিকে একত্রিত করেছিলেন রামেসিস।

রাতগুলো উপভোগ্য ছিল কারণ নুবিয়ার গ্রীষ্মের তাপে রামেসিসের ভালোবাসা ছিল তারাময় আকাশের মতো বিশাল।

প্রায় পঞ্চাশজন জেলেকে ভাড়া করেছিল শানার। তারা খুব যে গরীব ছিল তা নয়। জেলেদের অধিকাংশই শানারকে উত্তেজনা খোঁজা ধনী লোক মনে করেছিল। যদি সে তাদের পরিবারের কয়েক বছরের চলার খরচ যোগাতে পারে, তাদের অভিযোগ করার কী আছে?

নুবিয়াকে খুব অপছন্দ করেছিল শানার। এই গরমে সারাদিন ঘামতে হয়েছিল তাকে। প্রচুর পানি পান করার সাথে খেতে হয়েছে বাজে খাবারও। তবে সবকিছুর পরেও সে যেখানে যেতে চেয়েছিল, সেখানে পৌঁছে গিয়েছিল সে। তার সর্বশেষ পরিকল্পনা ছিল রামেসিসকে শেষ করে দেয়া।

কিন্তুযতই অপছন্দ করুক না কেন নুবিয়া থেকে সে অসংখ্য নিষ্ঠুর হত্যাকারীর সাহায্য পাবে যাদেরকে রামেসিসের সৈন্যরা প্রতিহত করতে পারবে না। নুবিয়ানদের সুশৃঙ্খল করা খুব কঠিন কাজ অবশ্যই, তবে তারা নির্ভীক যোদ্ধা সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

সে সেখানে আস্তানা গেড়ে রামেসিসের রাজ বজরা আসার অপেক্ষা করতে লাগল।

নুবিয়ার বড়লাট দিনগুলো বুহেনের প্রাসাদে কাটাচ্ছিলেন। প্রাসাদের আশেপাশের অনেকগুলো দুর্গ তাকে নুবিয়ার আগ্রাসন থেকে রক্ষা করছিল। এর আগে নুবিয়ার আদিবাসী গোত্রপ্রধানরা যখন বিদ্রোহ করেছিল, তখন সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এখানকার সেনাবাহিনীকে বিশেষভাবে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা হবে। বর্তমানে এখানকার সৈন্যরা সবচেয়ে বেশি বেতন পায়।

বড়লাট কুশেরঃ রাজপুত্র নামেও পরিচিত। তার আরেকটা পেশা ছিল। তা হলঃ খনি থেকে স্বর্ণ উত্তোলন করে সেগুলো থিবস, মেমফিস আর পাই-রামেসিস-এ সরবরাহ করা। সেখানকার স্বর্ণের কারিগররা এই মূল্যবান ধাতু দিয়ে দেবতার দেহ গড়ত; বিশাল দরজা, মন্দিরের দেয়াল বা মূর্তির উপরেও ব্যবহৃত হতো এ স্বর্ণ। ফারাও এ সোনা বিভিন্ন দেশের সাথে ভালো কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখার জন্যও ব্যবহার করতেন। সোনা দিয়ে তিনি তাদের সহযোগিতা কিনতেন।



বড়লাটের পদটা খুব করে চেয়েছিলেন তিনি। যদিও নিজের এলাকা থেকে বহুদূরে যেতে হতো প্রায়ই, তবুও বিশাল এক এলাকার শাসন ক্ষমতা হাতে থাকায় খুশি ছিলেন ভীষণ। নির্দিষ্ট সেনাবাহিনী এবং স্থানীয় যোদ্ধা হাতে থাকায় কোনও হাঙ্গামার ভয় করতেন না বড়লাট। নিজেকে চমৎকার খাবার, সঙ্গীত এবং কবিতার মধ্যে ডুবিয়ে রাখতেন। চারটি সন্তান জন্ম দিয়ে বুড়িয়ে গিয়েছিল তার স্ত্রী। নুবিয়ান তরুণীদের সঙ্গে স্বামীর উপভোগকে প্রচণ্ড হিংসা করত সে। বিবাহ বিচ্ছেদ অত্যন্ত

ব্যয়বহুল একটা ব্যাপার, কারণ এককালীন এবং খোরপোশের বেশ অনেক টাকা দিতে হতো বড়লাটকে।

ঝামেলা একেবারেই পছন্দ করেন না বড়লাট। তাই যখন রাজদম্পতির ভ্রমণের ঘোষণা এল, ব্যাপারটা ভালো লাগল না তার। রাজারাণী কেন আসছেন সেটাও জানানো হয়নি! আর আরেকটা আদেশ হচ্ছে রামেসিসের বড় ভাই শানারের গ্রেফতারের বিষয়টা। বহু আগে যাকে মৃত বলে ধরে নেয়া মানুষটি মরেনি; বর্তমানে তার চেহারায় নাকি বিশাল পরিবর্তন ঘটে গেছে। সবকিছু মিলিয়ে বড়লাট সম্রাটের সাথে দেখা করতে যাবেন কিনা এ নিয়ে খুব দ্বিধায় ভুগছিলেন ।

যেহেতু ফারাও নদীতে কোনও বিপদের মধ্যে নেই, ভোজসভায় কাদের ডাকতে হবে সে-বিষয়ে মনোযোগ দেয়াটাই ভালো হবে। সিদ্ধান্ত নিলেন বড়লাট।

বুহেন দুর্গের সেনাধ্যক্ষ তার রোজকার প্রতিবেদন দাখিল করল।

"এই এলাকায় সন্দেহভাজনের কোনও পাত্তা পাওয়া যায়নি, তবে একটা অদ্ভুত বিষয় ঘটেছে।"

"আমি অদ্ভুত বিষয় পছন্দ করি না, সেনাপতি।"

"আপনি শুনতে চান না?"

"যদি শুনতেই হয় তাহলে..."

"স্থানীয় কিছু জেলে দুই দিন আগে গ্রাম ছেড়ে গিয়েছিল।" জানাল সেনাপতি। "যখন তারা ফিরেছে, মাতাল হয়ে মারামারি শুরু করেছে। মারাও গেছে একজন। তার কুঁড়েতে একটা রূপার বাট পেয়েছি আমি।"

"জেলেদের কুঁড়েতে রূপার বাট!"

"হ্যাঁ, কিন্তু সে কোথা থেকে এটা পেল বোঝা যাচ্ছে না। আমার মনে হয় কেউ তাকে এটা দিয়েছে সেনাবাহিনীর রসদ ছিনতাই করার জন্য।"

যদি বড়লাট এই তদন্ত চালিয়ে যান এবং কিছু না পান, ফারাও তাকে অদক্ষ বলে রায় দেবেন। সবচেয়ে ভালো হয় কিছুই না করলে, এই আশায় যে রাজার কানে এই খবর যাবে না।

বাতাসের বেগ এতো কম ছিল যে নাবিকেরা ঘুমিয়ে আর পাশা খেলে সময় কাটাচ্ছিল। জাহাজের অধিনায়ক কর্মচারীদের এরকম অলস বসে থাকা একদম পছন্দ করছিলেন না। তিনি একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা কর্মসূচীর ব্যবস্থা করলেন এমন সময় একটা ভয়াবহ ধাক্কা লেগে জাহাজ দুলে উঠল, বেশ কয়েকজন নাবিক মাটিতে পড়ে গেল।

"আমরা একটা পাথরে ধাক্কা খেয়েছি!"

রাজবজরার উপরে বসে ধাক্কার শব্দ শুনতে পেলেন রামেসিস। বাকি জাহাজগুলো তখনই পাল নামিয়ে ফেলে থেমে দাঁড়াল।

লোটাস সর্বপ্রথম বুঝতে পারল কী ঘটেছে।

কাদাময় নদীতে প্রচুর গোল ধূসর রঙের পাথর দেখা গেল পানির উপরে। কিন্তু একটু কাছ থেকে দেখতেই পানি থেকে বেরিয়ে থাকা গোল গোল চোখ আর কান দেখা গেল।

"জলহস্তী।" রামেসিসকে বলল লোটাস।

অনায়াসে মাস্তুলের একদম উপরে উঠে গেল সে। নৌকাটা যে আটকে গিয়েছে নিশ্চিত হলো সে ব্যাপারে।

"আমি কখনো এতো গুলো জলহস্তী দেখিনি, জাহাঁপনা!" নেমে এসে বলল সে। "সামনে বা পিছনে কোনও দিকেই যেতে পারব না আমরা। শপথ করে বলতে পারি এদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে এখানে।"

ফারাও বিপদটা বুঝতে পারলেন। একটা প্রাপ্তবয়স্ক জলহস্তীর ওজন প্রায় তিন টনেরও বেশি হয়! আর তাদের শক্ত দাঁত থাকে যা দিয়ে জাহাজের খোল ভেঙ্গে ফেলা সম্ভব। এই দলটাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব সহজেই রেগে যেতে পারে তারা, যদিও আপাতত অলসভাবে ভেসে ভেসে সাঁতার কাটছে। কিন্তু সামান্য উত্যক্ত করলেই খুলে যাচ্ছে তাদের বিশাল ভয়ংকর চোয়ালগুলো।

"যদি পুরুষগুলো মাদীগুলোর জন্য লড়াই করার সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে," ব্যাখ্যা করল লোটাস। "কিছুই দাঁড়াতে পারবে না ওদের সামনে। ওরা আমাদের জাহাজগুলোকে ডুবিয়ে দেবে। আমরা হয় পিষ্ট হয়ে যাব অথবা ডুবে মরব।"

অসংখ্য কান নড়ে উঠল, পাতা ফেলল আধবোজা চোখগুলো, পানির উপরে ভেসে উঠল নাসারন্ধ্রগুলো। চোয়ালগুলো খুলল আর বন্ধ হল, ভয়ংকর চাপা গর্জনে আশেপাশের বাবলা গাছে বসা সারসগুলো উড়ে গেল। মদ্দাগুলোর শরীর পূর্ববর্তী লড়াইয়ের ক্ষতচিহ্নে ভর্তি।

তাদের হলুদ দাঁতের প্রদর্শনী দেখে ভয়ে স্থবির হয়ে গেল নাবিকরা। জলহস্তীগুলোর মধ্য থেকে বিশটার মতো শক্তিশালী জলহস্তীর একটা দলকে শনাক্ত করে ফেলল তারা। যদি এরা নৌযানগুলোর দিকে ছুটে যায় ওদের চোয়ালের আঘাতে হালগুলো ভেঙ্গে যাবে। জাহাজগুলো নড়তে পারবে না একদমই, তারপর তারা জাহাজের খোলগুলো ভেঙ্গে ফেলে সবাইকে ডুবিয়ে দেবে। জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া একটা উপায় হতে পারে কিন্তু এতো গুলো দানবের মাঝখান দিয়ে কে ই বা সাঁতরাতে চায়!

"আমরা ওদেরকে বর্শা দিয়ে গেঁথে ফেলি।" পরামর্শ দিলেন সেটাউ।

"এতো গুলো থাকতে সম্ভব নয়।" রামেসিস উত্তর দিলেন। "শুধু কয়েকটাকে মারতে পারব আমরা আর বাকিগুলো রেগে যাবে।"

"কিন্তু আমরা কিছু না করে চুপচাপ বসে তো থাকতে পারি না!"

"কাদেশে কি আমি তাই করেছিলাম? আমার পিতা আমন বাতাসকে শাসন করেন, আমরা একটু স্থির হই আর তার কণ্ঠ শোনার চেষ্টা করি।"

রামেসিস এবং নেফারতারি আকাশের দিকে উপাসনার ভঙ্গিতে হাত তুললেন।

প্রভুর অনুকরণে যোদ্ধাও সোজা হয়ে দূরে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সম্পূর্ণ বহর চুপ না হওয়া পর্যন্ত নির্দেশটা জাহাজ থেকে জাহাজে জানিয়ে দেয়া হল।

অনেক জলহস্তী ধীরে ধীরে তাদের চোয়াল নামিয়ে নিয়ে শুধু নাকটা ভাসিয়ে রেখে ডুবে গেল। তাদের চোখের পাতাও ঝুলে পড়ল কিছুটা।

কয়েকটা মুহূর্ত পার হয়ে গেল, নড়ল না কিছুই। এই কয়েক মুহূর্তকেই অসীম বলে মনে হতে লাগল সবার।

লোটাস তার গালে উত্তরের বাতাস অনুভব করল। হঠাৎ ভেসে ওঠা জলহস্তীদের মাঝখান দিয়ে কোনও অঘটন ছাড়াই এগোতে লাগল রাজ বজরা। বাকি জাহাজগুলোও অনুসরণ করল তাকে।

একটা তালগাছের উপর থেকে এই দৃশ্য দেখল শানার। যেখান থেকে সেজাহাজগুলোর ধ্বংস হওয়া দেখতে চেয়েছিল, সেখান থেকেই সে রামেসিসের এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করল। অলৌকিক? না, ভাগ্যের জোরে এই গরম আবহাওয়াতে একটু আরামদায়ক বাতাস এসে বাঁচিয়ে দিল ওদের!

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে একমুঠো খেজুর পিষে ফেলল শানার।

## আটত্রিশ

গ্রীষ্মের মাসগুলোতে, ইহুদী ইটের কারিগরদের কাজ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কিছু লোক বাড়িতে বসে বিশ্রাম করে, আবার কিছু লোক বিশাল জমিদারিগুলোতে সৌন্দর্য বর্ধনের কাজ করে। মনে হচ্ছে এই বছরে ফলবাগানগুলোতে প্রচুর ফলন হবে; পাই-রামেসিসের বিখ্যাত আপেল প্রচুর পরিমাণে শোভা পাবে ভোজসভার টেবিলগুলোতে।

আপাতত দেশত্যাগের পরিকল্পনা স্থগিত মনে হচ্ছে। তবুও মোজেসকে কার্যালয়ের দিকে আসতে দেখে আহমেনি ভাবলেন, খুব তাড়াতাড়ি শেষ হতে যাচ্ছে এবারের গ্রীষ্ম।

"তুমি কি কখনো বিশ্রাম নাও না, আহমেনি?"

"আসলে এতো কাজ! রামেসিস না থাকলে, অবস্থা আরও খারাপ হয়। রাজা মুহূর্তের মধ্যে অনেক সিদ্ধান্ত দিয়ে দিতে পারেন। আমার অনেক কিছু বিশ্লেষণ করতে হয়।"

"তুমি বিয়ে করলে তখন কী হবে?"

"বলোও না ও কথা! বিয়ে করলে আমার স্ত্রী আমার কাজে অনেক বাধা দেবে আর তখন ফারাওকে আমার যতটুকু সেবা দেয়া উচিত সেটা দিতে পারব না।"

"ফারাও আমাদের বন্ধু।"

"তিনি কি এখনও তোমার বন্ধু, মোজেস?"

"কোনও সন্দেহ আছে তোমার?"

"সত্যি কথা বলব? তোমার আচরণ আমাকে ভাবায়।"

"ইহুদীদের দাবি সঙ্গত।"

"দেশত্যাগ বিষয়টা সঠিক কাজ মনে হয় না আমার কাছে।"

"যদি তোমার লোকেদের দাস বানিয়ে রাখা হত, তুমি কি তাদের স্বাধীন করতে চাইতে না?"

"দাস বানিয়ে রাখা হয়েছে, মোজেস? মিশরের প্রত্যেকটা মানুষ স্বাধীন, তুমিও তাই।"

"আমাদের জিহোভার উপাসনা করার জন্য স্বাধীনতা প্রয়োজন আহমেনি। একমাত্র এবং আসল ঈশ্বর।"

"আমি একজন প্রশাসক মাত্র, ঈশ্বরবাদী নই।"

"রামেসিস কবে আসবেন সেটা তুমি আমাকে বলতে পারো কি?"

"তিনি আমাকে বলেননি।"

"যদি বলতেনও তুমি কি আমাকে বলতে?"

আহমেনি একটা লেখার প্রস্তরখণ্ড নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। "আমি তোমার পরিকল্পনা সমর্থন করি না, মোজেস। বন্ধু হিসেবে আমার তোমাকে সতর্ক করা উচিত তাই বলছি তোমাকে বিপজ্জনক মনে করে সেরামানা। তাই ঝামেলা তৈরী করো না। সামাল দিতে পারবে না।"

"জিহোভার সাহায্য থাকতে আমি কোনও কিছুকে ভয় পাই না।"

"সেরামানার ব্যাপারে তবুও সতর্ক থেক। তুমি যদি শান্তি নষ্টের চেষ্টা করো, সে খুব কঠিন আঘাত করবে তোমাকে।"

"তুমি কি তাকে থামানোর চেষ্টা করবে না, আহমেনি?"

"মিশর আমার ধর্ম। তুমি যদি আমার দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করো, তোমার জন্য কিছুই করার থাকবে না আমার।"

"আমার মনে হয় এখন আমাদের মধ্যে কোনও বিষয়েই মিল নেই।"

"তার জন্য কে দায়ী, মোজেস?"

আহমেনির অফিস থেকে বের হয়ে মোজেস চিন্তায় ডুবে গেলেন। ওফির ঠিকই বলেছিল, রামেসিসের ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করা উচিত তার। তারপর তাকে বোঝানোর চেষ্টা করা যেতে পারে এই আশায় যে রামেসিস তার মন পরিবর্তন করবেন।

ইহুদী আবাসস্থলের গোলকধাঁধার মধ্যে নতুন আস্তানা গেড়েছে ওফির। সে ইতোমধ্যে খা'র তুলির উপর কিছু পরীক্ষামূলক জাদু করেছে, কিন্তু সফল হয়নি। নিশ্চল হয়ে আছে তুলিটা, নেই কোনও কম্পন, যেন কখনও কোনও মানুষের হাতের স্পর্শই পায়নি।

খা'র চারিদিকে জাদুর সুরক্ষা এতো কার্যকরী ছিল যে চিন্তায় পড়ে গেল লিবিয়ান জাদুকর। এই দেয়াল ভাঙতে তাকে সাহায্য করবে সেই শক্তি কি আছে তার মধ্যে? তাকে সাহায্য করতে পারে একজনই, সে হচ্ছে মেবা।

কিন্তু যে মেবাকে সে নিজের দরজায় আবিষ্কার করল সে কোনওভাবেই একজন প্রতাপশালী এবং আত্মবিশ্বাসী কূটনীতিক নয়। একটা আলখাল্লায় মুখ ঢেকে কাঁপতে কাঁপতে যখন আসল, মেবাকে দেখতে একজন পলাতক আসামীর মতো লাগছিল।

"অন্ধকার নেমে গেছে।" বলল ওফির।

"তারপরও আমাকে দেখে ফেলতে পারত। এখানে আসা আমার জন্য বিপজ্জনক। আমার মনে হয় না এভাবে দেখা করা উচিত আমাদের।"

"কিন্তু আমাদেরকে যে সামনাসামনি দেখা করতেই হবে।" শান্তগলায় বলল ওফির।

হিট্টি গুপ্তচরদের সাথে যোগ দেয়ার কারণে খুব অনুতাপ হলো মেবার। কিন্তু সে একাই বা কীভাবে কাজ করত?

"আমাকে ডেকেছেন কেন, ওফির?"

"হিট্টি সাম্রাজ্যে যে সবকিছু বদলে যাচ্ছে সেটা বলতে।"

"আমাদের জন্য কেমন হবে সেটা?"

"ভালোই হবে। তুমি আমার জন্য কী খবর নিয়ে এসেছ?"

"আহসা সতর্ক হয়ে গেছেন। তার পাঠানো বার্তা শুধুমাত্র আহমেনি দেখেন এখন এবং তিনিই সেটার সারসংক্ষেপ রামেসিসকে জানান। সংকেতের মাধ্যমে পাঠানো হয় সেগুলো, সংকেত জানা নেই আমার। আর বেশি আগ্রহ দেখালে কেউ সন্দেহ করতে পারে।"

"ওসব বার্তায় কী আছে তা জানতে চাই আমি।"

"কিন্তু ঝুঁকিটা..."

ওফিরের ঠাণ্ডা দৃষ্টি মেবাকে বুঝিয়ে দিল যে কোনও অজুহাত চলবে না।

"সর্বোচ্চ চেষ্টা করব আমি।" হতাশগলায় বলল মেবা।

"তুমি কি নিশ্চিত যে তুমি যে তুলিটা চুরি করেছিলে সেটা খা'রই ছিল?"

"কোনও সন্দেহ নেই।"

"আর সেটাউ রামেসিসের পুত্রের চারিদিকে জাদুর দেয়াল তুলেছে এ ব্যাপারেও তুমি নিশ্চিত?"

"একদম নিশ্চিত।"

"সেটাও রামেসিসের সাথে নুবিয়া গিয়েছেন, কিন্তু তার ঢাল প্রমাণ করছে সেটা আমি যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশি শক্তিশালী। সেটাউ আসলে কী ব্যবহার করেছে?"

"আমার মনে হয় মন্ত্রপূত কবচ। কিন্তু আমাকে এখন আর খা'র কাছে যেতে দেয়া হয় না।"

"কেন?"

"সেরামানা সন্দেহ করেছে যে ওই তুলিটা চুরি করেছি আমি। একটা ভুল পদক্ষেপ নিলেই সে আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবে।"

"মাথা ঠাণ্ডা রাখ, মেবা। মিশরে ন্যায়বিচার শুধু একটা শব্দ নয়। সেরামানার হাতে কোনও প্রমাণ নেই, সুতরাং তুমি ওর থেকে নিরাপদ।"

"আমি নিশ্চিত খা'ও আমাকে সন্দেহ করে।"

"সে কি কাউকে বলেছে এ ব্যাপারে?"

কূটনীতিক কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, "তার অভিভাবক নেদজেমকে সম্ভবত বলেছে।"

"তাহলে নেদজেমকে কবচের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করো।"

"খুব বিপজ্জনক হবে সেটা।"

"মেবা, তুমি হিট্টি সাম্রাজ্যের একজন চর।"

বুড়ো কূটনীতিক চোখ সরিয়ে নিল, "আমি কথা দিচ্ছি আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করব।"

সেরামানা সুন্দরী লিবিয়ানের পাছায় জোরে থাপ্পড় মারল। বিছানায় মেয়েটা খুব একটা দক্ষ না। তবে সেটা সে পুষিয়ে দিচ্ছে উৎসাহ দিয়ে। মেয়েটার শরীরটা খাসা।

"আরেকবার..." ফিসফিস করল সে।

"এখন নয়। কাজ আছে আমার!"

পিছিয়ে গেল মেয়েটা। সেরামানা লাফিয়ে তার ঘোড়ায় উঠে যেখানে তার লোকেরা পাহারা দিচ্ছে সেই ছাউনির দিকে ছুটে গেল। রাজদম্পতি যখন বাইরে, রাজমাতা এবং রাজপরিবারের বাকি সদস্যদের নিরাপত্তার জন্য লোক দ্বিগুণ করে দিয়েছিল সেরামানা।

রক্ষীদের জন্য নির্দিষ্টস্থানে সবকিছু চুপচাপ একদম।

"কী হয়েছে?" বিপদ অনুভব করে জানতে চাইল সেরামানা।

একজন রক্ষী উঠে দাঁড়াল, কাঁধ ঝুলে পড়েছে তার।

"আমরা আপনার আদেশ পালন করেছি, সর্দার।"

"তারপর?"

"আমরা আদেশ পালন করেছি, কিন্তু ইহুদী আবাসস্থলে যে লোকটা ছিল তার ভাগ্যে শিকে ছেঁড়েনি। দেখতে পায়নি সে মেবাকে।"

"তার মানে কাজের সময় ঘুমাচ্ছিল ও!"

"সেটা হতে পারে।"

"আর তুমি সেটাকে আদেশ পালন করা বলছ?"

"আজকে অত্যন্ত গরম ছিল..."

"আমি ওকে একজন সন্দেহভাজনের পিছনে লেগে থাকতে বললাম, বিশেষ করে যখন সে যখন ইহুদীদের আবাসস্থলে যায় তখন তার পিছনে আঠার মতো ঘুরতেও বললাম। আর ও তাকে হারিয়ে ফেলল!"

"এরকম আর কখনও হবে না, সর্দার।"

"এরকম আর একটা ভুল করলে যেখান থেকে তোমরা এসেছ, গ্রীক দ্বীপপুঞ্জ নাকি এইরকম কিছু একটা, সেখানে পাঠিয়ে দেব তোমাদের। মনে রেখ।"

সেরামানা ছাউনি ছেড়ে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল। তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছে মেবা ইহুদীপরিকল্পনাকারীদের সাথে জড়িত এবং তারা মোজেসের কাজটা এগিয়ে নেয়ার মতলব আঁটছে। আর এরা আরও অনেক কর্মকর্তার মতোই বোকা, যাদের বিন্দুমাত্র বোধ নেই যে এই নতুন পয়গম্বর কতখানি ভয়ংকর।

ওফির তার কাজের ঘরের দরজা বন্ধ করল। তার দুজন অতিথি, অ্যামোস আর কেনির জানার কোনও দরকার নেই সে কি করছে। ওরা তার মতোই ইহুদী ইটপ্রস্তুতকারকের জামা কাপড় পরে আছে।

এই দুইজন এবং মরুভূমির যাযাবরদের চক্রই হিট্টির রাজধানী হাত্তুসার সাথে তার যোগাযোগ। মোটা টাকা দিয়ে ওদেরকে হাতে রেখেছিল সে।

"সম্রাট মুওয়াত্তালি এখনও জীবিত আছেন।" জানাল অ্যামোস। "তার পুত্র উরি-টেশুপ হবেন তার উত্তরাধিকারী।"

"নতুন আক্রমণের কোনও পরিকল্পনা করছে তারা?"

"আপাতত না।"

"কোনও অস্ত্র পেয়েছ আমাদের জন্য?"

"আমাদের কাছে আছে, কিন্তু এখানে আনাটা একটা সমস্যা। ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে আনতে হবে যেন কর্তৃপক্ষ কোনওরকম সন্দেহ না করে। কিছুদিন সময় লাগবে, সতর্কভাবে চলাফেরা করতে হবে এই আর কি। মোজেস কি পরিকল্পনার সাথে একমত হয়েছেন?"

"হননি এখনও। তবে হয়ে যাবেন। এই সময়ের মধ্যে কিছু স্বেচ্ছাসেবী লোক খুঁজে বের করতে হবে যারা অস্ত্রগুলো মজুদ রাখবে। লড়াই করার জন্য মুখিয়ে আছে এমন লোকের অভাব নেই।"

"আমরা বিশ্বস্ত লোকদের একটা তালিকা তৈরী করতে পারি।" বলল অ্যামোস।

"আনা নেয়া কী নাগাদ শুরু হবে?" ওফির জিজ্ঞেস করল।

"সামনে মাসে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।"

## উনচল্লিশ

হিট্টি রাজধানীর নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা উরি-টেশুপের সবচেয়ে অনুগত সমর্থকদের একজন। উরি-টেশুপ যেন দায়িত্ব নেয় এবং নেয়ার পরে মিশর দখল করতে পারে, সেজন্য সে-ও আরও অনেক সেনা সদস্যের মতো মুওয়াত্তালির মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেনি।

সারা শহরে তার লোকজন সঠিক অবস্থানে আছে কিনা দেখে সেনাশিবিরের দিকে বিশ্রাম করতে এগোলো লোকটা। যারা ফাঁকি দিচ্ছে সকালে, তাদের কয়েকজনকে শারীরিক পরিশ্রম করাবেন আর বাকিদের পাঠাবেন খাড়া দেয়ালের উপরে। শৃঙ্খলা রাখার জন্য এগুলোর প্রয়োজন আছে।

হাত্তুসা একটা বিষণ্ন জায়গা। দুর্গপ্রাচীর আর ধূসর দেয়ালগুলো সেই বিষণ্নতাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বহুগুণে। শীঘ্রই একদিন হিট্টি সেনারা মিশরের কোনও গ্রামে বিজয় উদযাপন করবে, নীলনদের পাড়ে গৌরবে জ্বলজ্বল করবে হিট্টি সাম্রাজ্যের পতাকা।

নিজের বিছানায় বসলো সে। জুতা খুলে মলম দিয়ে পা মেসেজ করতে লাগল। প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল, ঠিক তখন তার ঘরের দরজা হাট করে খুলে গেল।

দুজন সৈনিক খোলা তলোয়ার হাতে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

"কী করছ তোমরা? বেরিয়ে যাও!"

"তুমি ধোঁকা দিয়েছ আমাদের নেতা উরি-টেশুপকে, শকুনের চাইতেও খারাপ তুমি!"

"কী বলছ এসব?" অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল সে।

কসাইয়ের মতো চাপা গর্জন করে তারা নিজেদের তলোয়ার এই বিশ্বাসঘাতকের পেটে ঢুকিয়ে দিল।

সূর্য উঠল সকালে। নির্ঘুম এক রাতের পর, উরি-টেশুপের কিছু জলখাবার দরকার ছিল। উরি টেশুপ যখন দুধ আর ছাগলের দুধের পনির দিয়ে সকালের নাশতা করছিল তখন ঘরে ঢুকল তার বিশ্বস্ত দুজন লোক।

"কাজ শেষ।" বলল একজন।

"কোনও সমস্যা?"

"একদম না। কোনও ঝামেলা ছাড়াই শেষ হয়েছে সবকিছু। সবাইকেই চমকে দিতে পেরেছি আমরা।"

"সিংহদ্বারে বড় করে আগুন জ্বালাও একটা আর লাশগুলো ওখানে ফেলে রাখ। আরেকটু পরে আমি নিজে হাতে আগুন লাগাব। যারা আমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তাদের জন্য শিক্ষা হবে একটা।"

আহসার দেয়া নামের বদৌলতেই সরিয়ে দেয়ার এই ঘটনা খুব দ্রুত ও নিষ্ঠুরভাবে ঘটলো। উরি-টেশুপের সেনাবাহিনীতে হাত্তুসিলির সংবাদদাতা আর কেউ থাকল না।

নিজের বাবাকে দেখতে গেল উরি-টেশুপ। দুজন ভৃত্য তাকে বারান্দায় নিয়ে গিয়েছে, সেখান থেকে তিনি শহরের উপরের অংশ দেখছেন।

মুওয়াত্তালি তার চেয়ারের হাতল শক্ত করে ধরে শূন্য দৃষ্টিতে দূরে তাকিয়ে আছেন।

"আমার সাথে একটু কথা বলবেন বাবা?"

নিশ্চল মুখটা খুলে গেল, কিন্তু আওয়াজ বের হলো না কোনও। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল উরি টেশুপ।

"রাজ্যের ব্যাপারে একদম চিন্তা করবেন না। আমি খুব ভালো করে দেখেশুনে রাখব। হাত্তুসিলি দেশেই কোথাও লুকিয়ে আছেন সম্ভবত। তাই থাকুক, কাপুরুষটা মানুষের স্মৃতিতেই পচে মরুক।"

মুওয়াত্তালির চোখে ঘৃণা ঝিলিক দিয়ে উঠল।

"আমাকে ঘৃণা করার আপনার কোনও অধিকার নেই, বাবা। হয় ক্ষমতা আপনাকে দেয়া হবে অথবা কেড়ে নিতে হবে, ঠিক না?"

উরি টেশুপ নিজের ছোরা খাপমুক্ত করল।

"কষ্ট করতে করতে আপনি কি ক্লান্ত নন, বাবা? একজন মহান সম্রাট শুধু তার দেশ শাসন নিয়ে চিন্তা করেন। আপনার বর্তমান অবস্থায় সেটার কোনওই সম্ভাবনা নেই। আমাকে একটু ইশারা দিন, আমি আপনার কষ্ট একদম শেষ করে দেব।"

উরি-টেশুপ মুওয়াত্তালির কাছে চলে এল। সম্রাটের চোখের পাতা পর্যন্ত কাঁপল না।

"আমাকে বলুন বাবা, বলুন। অনুমোদন দিন আমাকে। জন্মসূত্রে যে ক্ষমতা আমার, আমাকে ক্ষমতা দিয়ে দিন সেটা।"

সমস্ত শক্তি এককরে নিজের পুত্রের দিকে তাকিয়ে থাকলেন মুওয়াত্তালি।

উরি-টেশুপ হাত তুলল। আঘাত হানার জন্য প্রস্তুত।

"সব দেব- দেবীর নামে আত্মসমর্পণ করুন!"

সম্রাট গদিওয়ালা হাতলটা এমনভাবে চেপে ধরলেন যে সেটা পাকা ফলের মতো ফেটে গেল। চমকে গিয়ে ছোরাটা হাত থেকে ফেলে দিল উরি-টেশুপ, যা গড়াগড়ি খেতে লাগল মেঝেতে।



হিট্টি রাজধানীর উত্তরপূর্ব দিকে পাহাড়ের পাশে অবস্থিত ইয়াযিলিকায়া পবিত্র স্থান। সেই পবিত্র স্থানে ঝড়ের দেবতার মূর্তি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছিলেন পুরোহিতরা যেন দেবতার ক্ষমতা জায়গা করে নেয় তাদের মধ্যে । এরপর তারা বিশৃঙ্খলাকে বর্জন

এবং যা কিছু মন্দ তাকে মাটির নিচে আটকে ফেলার জন্য প্রয়োজনীয় রীতি রেওয়াজ পালন করলেন। একটা শুকরের বাচ্চার গায়ে লোহা, ব্রোঞ্জ এবং তামার সাতটা করে পেরেক ঢুকিয়ে দিলেন এবং এরপর সেটাকে পুড়িয়ে ফেললেন যাতে হাট্টির বিরুদ্ধে কাজ করছে এমন কালো শক্তি দূর হয়ে যায়।

যখন রীতি রেওয়াজ শেষ হল, পুরোহিতেরা বারো জন দেবতার মূর্তি পার হয়ে একটা পাথরের টেবিলের দিকে গেলেন। মন থেকে সকল কুচিন্তা যেন দূর হয়ে যায় সেজন্য তারা পান করলেন কড়া মদের মিশ্রণ। সবশেষে তারা একটা পাথর কাটা সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের গভীরে নেমে গেলেন যেখানে রয়েছে একটা প্রার্থনা ঘর ।

একজন পুরোহিত এবং একজন মহিলা পুরোহিত মিছিলটা ছেড়ে একটা তেলের বাতি জ্বালানো মাটির নিচের ঘরে প্রবেশ করলেন। এতোক্ষণ মুখ ঢেকে রাখা হাত্তুসিলি এবং পুডুহেপা এবার মাথার ঘোমটা টেনে দিলেন পিছনে।

"একান্তে সময় কাটাতে ভালো লাগে।" বলল পুডুহেপা।

"এখানে নিরাপদ আমরা।" একমত হলেন হাত্তুসিলি। "এই পবিত্র স্থানে উরি-টেশুপের কোনও সৈন্যই পা রাখতে সাহস পাবে না। তাও শুধুমাত্র সতর্কতার জন্য আমি মন্দিরের চারিদিকে কয়েকজন পাহারাদার নিযুক্ত করেছি। এখন আমাকে তোমার সফর সম্পর্কে বলো।"

"প্রত্যাশাতীত সফর হয়েছে। অনেক কর্মকর্তাই উরি-টেশুপের ব্যাপারে বেশি উৎসাহী নয়। আর তারা নিজের জীবন বলি না দিয়ে ভাগ্য গড়ে নিতে বেশি ইচ্ছুক। তাদের মধ্যে বেশ কিছু মানুষ সচেতন যে আসিরিয়া আমাদের জন্য হুমকিস্বরূপ এবং মিশরের সাথে আরেকটা যুদ্ধে না জড়িয়ে আমাদের নিজেদের আরও শক্তি বৃদ্ধি করা উচিত।"

হাত্তুসিলির কানে তার স্ত্রীর কণ্ঠ মধুবর্ষণ করছিল।

"এটা কি স্বপ্ন, পুডুহেপা? নাকি আসলেই তুমি আমাকে আশা দিচ্ছ?"

"মানুষ আহসার দেয়া স্বর্ণ দেখে যেভাবে মন খুলে কথা বলা শুরু করল, সন্দেহ নেই ব্যাপারটা আসলেই বিস্ময়কর। আমি এমন বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে পেলাম যারা মনে করে উরি-টেশুপ উদ্ধত, নিষ্ঠুর, গোল্লায় যাওয়া একজন মানুষ আর এজন্য তারা তাকে ঘৃণা করে। উরি-টেশুপের রামেসিসকে হারানোর অহংকারী ভাষণে আর বিশ্বাস করে না তারা, সম্রাটের সাথে ওর ব্যবহারের জন্য ওকে ক্ষমাও করেনি। উরি-টেশুপ হয়ত তার পিতাকে এখনও হত্যা করেনি, কিন্তু সে যে তার মৃত্যু কামনা করে এতে কোনও সন্দেহ নেই। আমরা যদি ঠিকমতো সবকিছু করতে পারি, উরি- টেশুপের রাজত্বকাল খুব একটা বড় হবে না।"

"আমার ভাই মারা যাচ্ছেন আর আমি তার জন্য কিছুই করতে পারছি না..."

"তুমি কি অভ্যুত্থানের চেষ্টা করতে চাও?"

"এটা একটা ভুল পদক্ষেপ হবে, পুডুহেপা। মুওয়াত্তালির ভাগ্য ঠিক হয়ে গিয়েছে।"

স্বামীকে প্রশংসার চোখে দেখলেন সুন্দরী পুরোহিত পুডুহেপা।

"হাট্টি শাসন করার জন্য নিজের অনুভূতি উৎসর্গ করবেন আপনি?"

"যদি আমাকে তা করতেই হয়, তবেই। কিন্তু জেনে রেখ, তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা কখনও বদলাবে না।"

"আমরা একসাথে লড়ব, হাত্তুসিলি। আমরা জেতার জন্য লড়াই করব। এখন আমাকে বলো,ব্যবসায়ীদের সাথে কী কথা হল।"

"তারা আমার প্রতি বিশ্বাস হারায়নি। আসলে, উরি-টেশুপের অপকর্মগুলোর জন্যই আজ তারা আমাকে আরও বেশি সমর্থন দেয়। তারা বুঝতে পেরেছে যে ও এই রাজ্যকে দেউলিয়া বানিয়ে ফেলবে। আর আমাদের প্রদেশগুলোতেও আমাদের প্রচুর সমর্থক রয়েছে, কিন্তু রাজধানীতে অতটা নেই।"

"আহসার স্বর্ণ দ্বারা সেটাও পেয়ে যাব আমরা। আমি হাত্তুসা যাব, গিয়ে কাজ শুরু করে দেব সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থদের ব্যাপারে।"

"তুমি যদি উরি টেশুপের হাতে ধরা পড়..."

"হাত্তুসাতে আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা রয়েছেন। তারা আমাকে লুকিয়ে রাখবেন। যাদেরকে কিনতে হবে তাদের সাথে গোপন জায়গায় সাক্ষাৎ করব আমি। এবং একই জায়গায় একাধিকবার কখনওই নয়।"

"বিষয়টা অত্যন্ত বিপজ্জনক, পুডুহেপা।"

"এক ঘণ্টা সময়ও নষ্ট করার মতো নেই হাতে।"

স্বর্ণকেশী হিট্টি মেয়েটি ধীরে ধীরে আহসার পিঠ বেয়ে জিভ বুলিয়ে উঠে আসছে। আধো ঘুমে ছিলেন আহসা, ধীরে ধীরে নড়ে উঠলেন, ঘুরে তার সঙ্গীকে আলিঙ্গন করলেন। আরও কিছু করতে যাবেন ঠিক তখনই তার ঘরে প্রবেশ করল উরি-টেশুপ।

"যৌনতা ছাড়া আপনি আর কিছু ভাবেন না, আহসা?"

"এখানে আমার থাকাটা বেশ শিক্ষামূলক প্রমাণিত হয়েছে।" মুখে হাসি নিয়ে বললেন আহসা।

উরি-টেশুপ স্বর্ণকেশীর চুল ধরে বাইরে বের করে দিল, তৎক্ষণে নিজেকে একটু গুছিয়ে নিলেন আহসা।

"আমার আজকে মন ভালো।" বলল যুবরাজ। ফোলা দেখাচ্ছে তার পেশীগুলো। লম্বা চুল আর লালচে লোমযুক্ত বুক, পুরোদস্তুর একজন যোদ্ধা মুওয়াত্তালির পুত্র।

"আমি আমার সব শত্রু থেকে মুক্ত।" জানাল উরি-টেশুপ। "শুধু একজন বিশ্বাসঘাতক বাকি। বাকি সেনাবাহিনী আমার হাতের মুঠোয়।"

বিশ্বাসঘাতকদের নিকেশের আদেশ দেয়ার আগে অনেক চিন্তা করেছিল উরি-টেশুপ। যদি আহসা সত্যি কথা বলে থাকেন তাহলে এই শুদ্ধি অভিযান জরুরী ছিল। যদি মিথ্যাও বলে থাকে, লুকিয়ে থাকা বিরোধীপক্ষকে দূর করারও উপায় ছিল এটা একটা। সবকিছু ভেবে চিন্তে সে মিশরীয় লোকটার পরামর্শে ভুল পায়নি।

"আপনি কি এখনও আমাকে আপনার বাবার চিকিৎসা করতে দেবেন না?" জিজ্ঞেস করলেন আহশা।

"তিনি আর সেরে উঠবেন না, আহসা। তাই এমন ওষুধ ব্যবহার করার কোনও দরকার নেই যা তাকে ভালো না করে আরও অসুস্থ করে তুলবে।"

"যেহেতু তিনি রাজ্যশাসন করার মতো অবস্থায় নেই, তাহলে কি এই রাজ্যের কোনও প্রধান থাকবে না?"

উরি টেশুপ দাঁত বের করে হাসল। "সেনাবাহিনী খুব শীঘ্রই আমাকে সম্রাট ঘোষণা করবে।"

"তখন আপনি শান্তিচুক্তিতে সই করবেন?"

"আমি কি সেটাই বলিনি?"

"আপনি কথা দিয়েছেন।"

"একটা বড় ঝামেলা আছে, হাত্তুসিলি।"

"আমার ধারণা ছিল তার কোনও প্রভাব প্রতিপত্তি নেই এখন।"

"যতক্ষণ তিনি বেঁচে আছেন, আমার সিংহাসন নিষ্কণ্টক হবে না। ব্যবসায়ীরা যেহেতু তার পিছনে আছে, তিনি আমার সেনাবাহিনীর রসদ নিয়ে ঝামেলা করতে পারেন।"

"আপনি তাকে আটকাতে পারেন না?"

"হাত্তুসিলি ইলের মতো পিচ্ছিল।"

"একটা সমাধান কিন্তু আছে।" আহসা বললেন।

উরি টেশুপের চোখ জ্বলে উঠল। "বলুন আমাকে।"

"একটা ফাঁদ পাতুন তার জন্য।"

"আপনি তাকে ধরতে আমাকে সাহায্য করবেন?"

"এটাকে হাত্তির সম্রাটের প্রতি আমার প্রথম উপহার হিসেবে ধরে নিন।"

## চল্লিশ

নিজের আধ্যাত্মিক ক্ষমতাবলে রামেসিসের সাথে ঘটা সম্ভাব্য সকল ঘটনা নিশ্চিত করেছিলেন নেফারতারি। এই প্রমত্ত জলহস্তীদের সাথে দেখা হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না। শিকারী আর জেলেরা এই পশুগুলোকে একত্র করেছিল।

"শানার... এর পেছনে শানার রয়েছে।" রামেসিস তাকে বললেন। "সে আমাদের ধ্বংস করার চেষ্টায় ক্ষান্ত দেবেনা কখনও। এটা নিয়েই বেঁচে আছে সে। তুমি কি আমার সাথে দক্ষিণে যাবে, নেফারতারি?"

"ফারাও-এর নিজের পরিকল্পনা ঠিক রাখা উচিত।"

নীলনদ আর নুবিয়ান প্রকৃতির মাঝে শানার আর তার ঘৃণা হারিয়ে গেল। যতগুলো জায়গায় থামা সম্ভব, সবগুলো জায়গায় থামলেন সেটাউ আর লোটাস; অনেক গোখরো সাপ ধরলেন, তার মধ্যে একটা ছিল মাথায় লাল কালো ডোরাকাটা গোখরো, প্রচুর বিষ পাওয়া যাবে। লোটাস অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। তাল থেকে তৈরী মদ ছিল প্রচুর আর উষ্ণ রাতগুলোর জন্য যাত্রাটাকে মধুচন্দ্রিমা ছাড়া অন্য কিছু মনে হচ্ছিল না তার।

ভোরের আলো পড়ে যখন তালগাছের সবুজ, পাহাড়ের সোনালী রং উদ্ভাসিত হলো, নেফারতারি নতুন দিনের প্রাণশক্তি আহরণ করে নিলেন। অসংখ্য পাখির ডাকে মনটা খুশি হয়ে উঠল তার। প্রত্যেক সকালে, তিনি একটা সাদা পোশাক পরে আকাশ, ভূমি আর এর মাঝের পৃথিবীর সকল দেবতার উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করেন। মিশরের লোকেদের প্রাণ দেয়ার জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ দেন তিনি।

একটা বালির চরে একটা ছোট সওদাগরী জাহাজ আটকে আছে।

রাজ বজরা এসে জাহাজের পাশে দাঁড়াল। জলযানটাতে প্রাণের কোনও সাড়া নেই।

রামেসিস, সেটাউ আর দুজন নাবিক একটা ছোট নৌকো নিয়ে জাহাজটা ভালোকরে দেখার জন্য গেলেন। নেফারতারি আটকাতে চেয়েছিলেন রাজাকে কিন্তু রাজার মনে হয়েছিল জাহাজটা শানারের। তিনি তিনি সূত্র খুঁজতে যেতে চাইছিলেন।

বাইরে কিছুই পাওয়া গেল না। ভিতরে ঢোকার দরজা খুলতে গিয়ে দেখা গেল দরজা আটকে গিয়েছে। সেটাউয়ের সাহায্য নিয়ে একজন নাবিক কাঠের কজা ভেঙ্গে ফেলল।

কিন্তু একটা জাহাজ কেন চড়ায় আটকে যাবে যেখানে নদীতে চলাচল জন্য যথেষ্ট সহজ? আর মালপত্র না নামিয়েই জাহাজটা সবাই ছেড়ে গেল কেন?

ভিতরেও তেমন কিছু নেই। ঘুরে ঘুরে দেখছিল নাবিকটা।

হঠাৎ করে একটা তীক্ষ্ণ চিৎকারে সকালের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল। লাফ দিয়ে পিছিয়ে গেলেন সেটাউ। সাপ নিয়ে অবলীলায় কাজ করা তিনিও নিজের জায়গায় জমে গেলেন।

অনেকগুলো কুমির একটা ফুটো দিয়ে ঢুকে পড়েছে সওদাগরী জাহাজে। প্রথমে নাবিকটার পা, পরে দেহ সেগুলোর চোয়ালের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। হঠাৎই থেমে গেল তার চিৎকার।

রামেসিস চেয়েছিলেন লোকটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে। কিন্তু সেটাউ তাকে ধরে রাখলেন।

"এরপরে তোমার পালা আসত। আমরা ওর জন্য কিছুই করতে পারতাম না।"

এটা আগেরটার মতোই নতুন একটা ফাঁদ। শানার তার পরিকল্পনাগুলো তৈরী করেছে তার ভাইয়ের কুখ্যাত নির্ভীকতাকে কেন্দ্র করে।

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে রাজা লাফ দিয়ে বালিতে পড়লেন, সেখান থেকে নৌকায় করে সেটাউ আর বাকি নাবিকটিকে সাথে নিয়ে ফিরতে লাগলেন।

রাস্তায় একটা বিশাল আকারের কুমির তাদের সামনে পড়ল; মুখ হা করা এবং লাফ দেয়ার জন্য প্রস্তুত। তারা জানেন, বিশালাকৃতির হওয়া সত্ত্বেও কুমির বিদ্যুতের গতিতে লাফ দিতে পারে। হায়ারোগ্লিফে অসতর্ক অবস্থায় বিপদকে বোঝানোর জন্য কুমিরের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

সেটাউ চারিদিকে দেখলেন। অসংখ্য কুমির ঘিরে রেখেছে তাদেরকে, বিষদাঁতও দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এমন উপাদেয় সকালের নাশতা দেখে কুমিরগুলো হাসছে।

রাজ বজরা থেকে তাদের অবস্থা দেখা যাচ্ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই নাবিকরা চিন্তা করা করা শুরু করবে তাদের এতো দেরি হচ্ছে কেন, কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে।

"এভাবে মরতে চাই না আমি।" সেটাউ বিড়বিড় করলেন।

রামেসিস ধীরে ধীরে নিজের ছোরাটা বের করে আনলেন। যুদ্ধ না করে হাল ছাড়বেন না তিনি। যখন কুমির আক্রমণ করবে আর তিনি কুমিরের নিচে চলে যাবেন তখন চেষ্টা করবেন গলাটা দু'ফাক করে দিতে। খুব কঠিন একটা লড়াই হবে এবং শেষপর্যন্ত যে শানারই জিতবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। সে আশেপাশেই কোথাও লুকিয়ে আছে এখন।

দানবাকৃতির কুমিরটা আরেকটু এগিয়ে এসে থেমে গেল। নাবিকটা দুহাত দিয়ে চোখ ঢেকে হাঁটু গেড়ে বসে ছিল।

"তুমি আর আমি চিৎকার করতে করতে ওর দিকে এগিয়ে যাব," রামেসিস সেটাউকে বললেন।" মনে হয় জাহাজ থেকে আমাদের চিৎকার শুনতে পাবে। তুমি বামে যাও আর আমি ডানে।"

রামেসিসের শেষ চিন্তায় ছিলেন নেফারতারি; এতো কাছেও তবুও কত দূরে। তারপর তিনি মন থেকে সব চিন্তা ভাবনা দূর করে দিলেন, সমস্ত শক্তি সঞ্চয় করে তার বিশাল প্রতিযোগীর দিকে তাকালেন।

তিনি চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলেন তীরে একটা ঝোপের মধ্যে নড়াচড়া দেখে। এরপরই এতো জোরে একটা শব্দ শোনা গেল যে সেই বজ্র নিনাদে কুমিরগুলো পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেল।

শব্দের সাথে মানাসই দানবাকৃতির একটা মদ্দা হাতি পানির ভিতর দিয়ে বালির চড়ার দিকে ছুটে আসতে লাগল।

কুমিরটাকে লেজ ধরে তুলে পানিতে ছুঁড়ে ফেলে দিল হাতিটা। পুরো দলটাই ভয় পেয়ে গেল এটা দেখে।

"ওহ তুমি! পুরানো বন্ধু আমার!" স্বস্তির সাথে বললেন রামেসিস।

হাতিটা তার শুঁড় দিয়ে রাজার কোমর পেঁচিয়ে তাকে নিজের ঘাড়ের উপর বসিয়ে নিল। বিশাল কানজোড়া পতপত করতে লাগল খুশিতে।

"আমি কোনও একদিন তোমার জীবন বাঁচিয়েছিলাম, আর আজ তুমি আমার জীবন বাঁচালে।"

এই মদ্দার শুঁড় থেকে বহু আগে একটা তীর বের করেছিলেন রামেসিস। সেদিনের সেই হাতি আজ বিশাল বপুর অধিকারী। তার ছোট্ট চোখগুলোতে বুদ্ধির ঝিলিক।

যখন রামেসিস ওর মাথা চাপড়ে দিলেন হাতিটা আবার বজ্র নিনাদে ডেকে উঠল। খুশিতে।

কৃষিমন্ত্রী নেদজেম মাত্রই তার প্রতিবেদনটা শেষ করলেন। ভালো বন্যা হওয়ার কারণে এবারে দুই রাজ্যেই প্রচুর ফসল জমা করা গিয়েছে। রাজকোষের লিপিকারদের সতর্ক ব্যবস্থাপনায় করও ভালো পাওয়া যাবে। রামেসিস রাজধানীতে ফিরলে দেখতে পাবেন তার মন্ত্রীসভার প্রত্যেক সদস্যই আহমেনির তত্ত্বাবধানে অসাধারণ কাজ করেছেন।

নেদজেম খা আর মেরিতামনকে খুঁজতে প্রাসাদের বাগানে গেলেন। শুধু মেরিতামন সেখানে ছিল, তার বাদ্যযন্ত্র বাজানোর চর্চা করছিল।

"তোমার ভাই কি অনেকক্ষণের জন্য গিয়েছে?"

"ও তো এখানে আসেইনি।"

"কিন্তু আমাদের তো এখানেই দেখা করার কথা ছিল।"

নেদজেম পাঠাগারের দিকে গেলেন, তিনি খা'কে দুপুরের খাবারের পরে সেখানেই রেখে গিয়েছিলেন। ছেলেটার পরিকল্পনা ছিল পিরামিডের সময় থেকে জ্ঞানের পরিচ্ছদগুলো লিখবে বসে বসে।

খা সেখানেই ছিল। একজন লিপিকারের ভঙ্গিতে বসে লিখে যাচ্ছে। একটা সুন্দর তুলি প্যাপিরাসের সাথে তার কোলের উপরে রাখা।

"তুমি কি ক্লান্ত হওনি এতক্ষণে?"

"না, নেদজেম। এই লেখাগুলো এতো সুন্দর যে এগুলো লেখার কাজটা আমাকে শক্তি যোগাচ্ছে।"

' "বিশ্রাম নেয়া দরকার তোমার।"

"না, এখন নয়! আমি সাক্কারাতে উনাসের পিরামিডের স্থাপনকৌশল সম্পর্কে পড়তে চাই।"

"কিন্তু তোমার রাতের খাওয়া..."

"আমি ক্ষুধার্ত নই, নেদজেম। দয়া করে আমাকে থাকতে দিন।"

"ঠিক আছে কিন্তু অল্প কিছুক্ষণ।"

যুবরাজ উঠে দাঁড়িয়ে তার অভিভাবকের দুই গালে চুম্বন করল তারপর আবার বসে পড়াশোনা আর গবেষণায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

পাঠাগার থেকে বের হতে হতে নেদজেম আশ্চর্য হয়ে মাথা ঝাঁকালেন। আরেকবার তিনি নিশ্চিত হলেন রামেসিসের জ্যেষ্ঠ পুত্রের ব্যতিক্রমী প্রতিভা সম্পর্কে। এই শিশু প্রতিভা বালক বয়সেই তার আগের কথা রেখেছে। খা যদি জ্ঞানের মধ্যেই লালিতপালিত হয়, তাহলে রামেসিস নিশ্চিতভাবেই একজন যোগ্য উত্তরসূরি পেতে যাচ্ছেন।

"কৃষিকাজ কেমন চলছে, প্রিয় নেদজেম?"

সম্ভ্রান্ত, হাসিমুখ মেবার কণ্ঠে তার ধ্যানের সুতা ছিঁড়ে গেল।

"ভাল, খুব ভালো।"

"অনেকদিন আমাদের ভালোমত কথাবার্তা হয় না। আপনি কি রাতের খাবারের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন?"

"আমি আসলে নিমন্ত্রণটা গ্রহণ করতে পারছি না। আগে থেকেই অন্য কাজের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছি সময়টা।"

"ওহো। ভালো হতো যদি আসতেন।"

"ভালো তো হতোই, কিন্তু কর্তব্য আগে। আমার মনে হয় আপনিও তাই বলবেন।"

"ফারাও-এর একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী এর অন্যথা অবশ্যই করবে না।"

"দুর্ভাগ্যজনকভাবে অনেকে প্রায়ই নিজেদের কর্তব্যের কথা ভুলে যায়।"

মেবা এই বোকা আর আত্মকেন্দ্রিক নেদজেমকে ঘৃণা করত, কিন্তু তথ্য যোগাড় করার জন্য তাকে সম্মান এবং বিবেচনা দেখাতেই হয়।

মেবার অবস্থা শোচনীয়। অসংখ্যবার চেষ্টার পর সে বুঝতে পেরেছে আহসার সংকেত ভাঙা তার পক্ষে সম্ভব না এবং আহসার গোপন বার্তাও জানা সম্ভব নয়। সেটার রক্ষা করেন আহমেনি।

"তাহলে আপনাকে বাড়ি পৌঁছে দিই? একটা নতুন রথ আর খুব শান্ত দুটো ঘোড়া রয়েছে আমার সাথে।"

"আমি হেঁটেই তাড়াতাড়ি পৌঁছুব।" কাটাকাটাভাবে বললেন নেদজেম।

"রাজপুত্র খা কেমন আছেন জানতে পারি?"

কৃষিমন্ত্রীর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। "ভাল, খুব ভালো।"

"কী আশ্চর্য একটা ছেলে!"

"আশ্চর্যের চেয়েও বেশি, তার মধ্যে রাজা হওয়ার সব গুণ আছে।"

মেবা গম্ভীর হয়ে গেল। "শুধুমাত্র আপনার মতো একজন মানুষই তাকে সমস্ত শয়তানী আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারেন। তার মতো প্রতিভা অন্যের মধ্যে হিংসা আর ঘৃণার জন্ম দিতেই পারে।"

"চিন্তার কোনও কারণ নেই। সেটাউ তাকে শয়তানের চোখ থেকে বাঁচার সুরক্ষার ব্যবস্থা করেদিয়েছেন।"

"আপনি কি নিশ্চিত তিনি সমস্ত সতর্কতা অবলম্বন করেছেন?"

"একটা তাবিজ রয়েছে যা তাকে আরও শক্তিশালী হতে সাহায্য করবে। এছাড়াও একটা বালা আছে জাদুর মন্ত্র লেখা। যত খারাপ কিছুই আসুক না কেন, নিরাপদ থাকবে সে।"

"শুনতে তো বেশ ভালোই লাগছে।"

"শুধু তাই নয়, প্রতিদিন আমনের মন্দিরের গবেষণাগারের গোপন মন্ত্র সে নতুন করে ধারণ করে। ছেলেটা সুরক্ষিত তা নিশ্চিত।"

"আপনি আশ্বস্ত করলেন আমাকে। এবার বলুন, কোন সময় আপনাকে খাবার নিমন্ত্রণ করতে পারি?"

"সত্যি কথা বলতে কী, আমি সামাজিকতায় খুব একটা অভ্যস্ত নই।"

যখন তারা আলাদা হয়ে গেলেন, মেবার মনে হলো আনন্দে লাফিয়ে ওঠেন তিনি। তাকে নিয়ে গর্ব হবে ওফিরের।

## একচল্লিশ

রাজ বজরা আবু সিম্বেলে পৌঁছাতেই বাজনার সাথে এক মদ্দা হাতি এগিয়ে গিয়ে স্বাগত জানাল তাদের। রামেসিস সোনালী বালির মাঝে যেখানে পাহাড় ভাগ হয়ে আবার জোড়া লেগেছে সেই জলাভূমির দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কীভাবে তিনি জায়গাটা প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন তা মনে পড়ল রাজার, মনে পড়ল কীভাবে লোটাস দেবীর জাদুর পাথর খুঁজতে এখানে এসেছিল।

নুবিয়াতে পৌঁছে লোটাস এতো খুশি যে ও নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সাঁতার কাটার জন্য। পৌঁছাতে পেরে খুশি সৈনিকরাও সবাই খুশি।

রামেসিস নেফারতারিকে জিজ্ঞেস করলেন, "জায়গাটা কেমন লাগছে তোমার?"

নেফারতারি বললেন, "দেবী হাথরের উপস্থিতি অনুভব করছি আমি। পাথরগুলো যেন সূর্য থেকে পাওয়া কিরণে তারার মতো ঝলমল করছে।"

"উত্তর দিকে একটা সমতল গ্রানাইট পাথর ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে জোয়ারের দিকে। দক্ষিণের পাহাড়গুলো সমতল হয়ে গিয়েছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হলো এই খাড়া টিলা দুটো যুগল। এখানেই আমি আমাদের ভালোবাসার প্রতীক হিসেবে জোড়া মন্দির নির্মাণ করব। মন্দিও দুটো হবে ঠিক ফারাও আর তার প্রধান স্ত্রীর মত, চিরজীবন জড়িয়ে থাকবে একসাথে। পাথরে খোদাই করা তোমার মূর্তি চিরকাল নতুন দিনের সূর্যকে স্বাগত জানাবে।"

মানুষের সামনে স্বামীকে কখনও চুমু খান না নেফারতারি। কিন্তু আজ আলতোভাবে রামেসিসের গলা জড়িয়ে চুমু খেলেন তিনি।

নুবিয়ার বড়লাট যখন জাহাজ থেকে আবু সিম্বেলের দিকে চোখ রাখলেন তখন তার মনে হলো তিনি নিশ্চয়ই হয়তো ভুল দেখছেন। চোখ কচলালেন তিনি।

উপকূলে ডজন ডজন পাথর কাটার শ্রমিক পাথর কাটার যন্ত্র আরম্ভ করেছে। কিছু শ্রমিক চূড়ার উপরে স্থাপনার কাজ করছে আর পাথরের চারকোনা গুঁড়ি কেটে বের করছে কিছু শ্রমিক। মালবাহী জাহাজগুলো প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বয়ে এনেছে আর শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণের জন্য দলনেতারা প্রত্যেক কাজের জন্য আলাদা আলাদা দল গঠন করে কাজ চালাচ্ছে।

মূল নির্মাতা আর কেউ নন, স্বয়ং রামেসিস। খোলা জায়গায় ছোট একটা নকশা আর পরিকল্পনা রয়েছে। রাজা নিজে দেখে স্থপতি এবং পাথরের কারিগরের সাথে আলোচনা করে ভুলভ্রান্তি সংশোধন করবেন। নিশ্চিত করবেন যেন তার স্বপ্ন পরিপূর্ণভাবে রূপায়িত হয়।

ফারাওকে বিরক্ত না করে ওখানে উপস্থিত হবেন কীভাবে? ভাবলেন নুবিয়ার বড়লাট। রামেসিস তাকে লক্ষ করা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই ভালো হবে বোধহয়। কারণ তিনি যতদূর শুনেছেন রাজা অনেক রগচটা আর নিজের কথার মাঝখানে ব্যাঘাত একদম পছন্দ করেন না।

ঠাণ্ডা আর মসৃণ কিছু একটা হাল্কাভাবে তার পা স্পর্শ করলো। বড়লাট নিচে তাকিয়ে জমে গেলেন।

প্রায় তিন ফুট লম্বা একটা কালো আর লাল রঙের সাপ। বালির মধ্য দিয়ে এসে তার পায়ের উপর থেমেছে। একটু নড়লেই কামড় বসাবে, এমনকি কারও সাহায্য চাইতে গেলেও আক্রমণের সম্ভাবনা রয়েছে।

কিছুদূরে এক তরুণী দাঁড়িয়ে ছিল। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত, নিম্নাঙ্গে একখণ্ড ছোট কাপড় বাতাসে উড়ছে। কাপড়টা ঢাকার চেয়ে সৌন্দর্য উন্মুক্তই করছিল বেশি।

"সাপ!" বিড়বিড় করলেন বড়লাট। এই গরমেও তার শরীরের লোমগুলো দাঁড়িয়ে গেছে।

লোটাস সতর্ক হওয়ার কোনও কারণ দেখতে পেল না। "ভয় পাচ্ছেন কেন আপনি?"

"সাপ, একটা সাপ!" ঢোক গিলতে গিলতে বললেন বড়লাট।

"জোরে বলুন, আপনার কথা শুনতে পাচ্ছি না আমি।"

সাপটা তার পায়ের গোড়ালিতে জড়িয়ে গেল। মুখ থেকে কোনও শব্দই বের করতে পারছেন না তিনি।

কাছে আসলো লোটাস, "আপনি সাপটাকে আঘাত করেছেন?"

বড়লাট অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলেন প্রায়। লোটাস সাপটাকে তুলে নিয়ে নিজের বাঁ হাতে জড়িয়ে রাখল। সে তো সাপটার বিষ বের করে নিয়েছে। তাহলে মোটাসোটা লোকটা সাপটাকে এতো ভয় পাচ্ছে কেন?

বড়লাট সোজা একটা পাথরের দিকে দৌড় দিলেন। দৌড়ে রাজার কাছাকাছি এসে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। মানুষটাকে এভাবে পড়ে যেতে দেখে কৌতূহলীদৃষ্টিতে তাকে দেখলেন রামেসিস। "আমাকে কুর্নিশ করা উচিত মানি, কিন্তু আপনি যা করছেন তা বেশি হয়ে যাচ্ছে না?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

বড়লাট উঠে দাঁড়ালেন, "ক্ষমা করবেন জাহাঁপনা। এইমাত্র জীবন নিয়ে পালিয়ে এসেছি আমি, একটা সাপ..."

"আপনি কি শানারকে গ্রেফতার করেছেন?" বাধা দিয়ে বললেন ফারাও।

"শপথ করে বলছি জাহাঁপনা, আমি চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখিনি। সবদিকে নজর রাখতে বলেছি আমি।"

"আপনি আমার প্রশ্নের উত্তর দেননি এখনও।" শান্ত গলায় বললেন রামেসিস

"আমরা তাকে পেয়ে যাব। উচ্চ এবং নিম্ন নুবিয়াতে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে আমার সৈন্যদের। ওরা শয়তানটাকে খুঁজে আনবে।"

"আরও আগে আসেননি কেন?"

"এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত..."

"আপনার কাছে কি সেটা আপনার রাজা-রানির সুরক্ষার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ?"

বড়লাটের চেহারা লাল হয়ে গেল। "অবশ্যই না জাহাঁপনা। আমি সেটা বোঝাতে চাইনি, আর..."

"আমার সাথে আসুন।"

ফারাও-এর অগ্নিমূর্তি চিন্তা করে ভয় পেয়ে গেলেন বড়লাট, কিন্তু রামেসিসকে শান্ত দেখাল একদম।

বড়লাট রামেসিসের সাথে তার কাজের জায়গার পাশে বড় তাঁবুগুলোর একটাতে এসে পড়লেন। সেটাউয়ের হাসপাতাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় এই তাঁবুটা। পাথরের একজন শ্রমিকের আহত পায়ের চিকিৎসা করছিলেন সেটাউ।

রাজা জানতে চাইলেন, "সেটাউ, নুবিয়া পছন্দ তোমার?"

"জিজ্ঞেস করার কোনও প্রয়োজন আছে কি, জাহাঁপনা?"

"তোমার স্ত্রী-ও তো এখানে অনেক খুশি।"

"আমিই ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি ওর সাথে তাল মিলাতে গিয়ে। এখানে এসে যেন অস্থিরমতি এক চঞ্চল বালিকাতে পরিণত হয়েছে ও।"

বড়লাট খুবই অবাক হলেন। কে এই লোক? দুই জমিনের মালিকের সাথে এভাবে কথা বলছে কীভাবে?

"তুমি এই ভদ্রলোককে চেন? অবশেষে আমাদের সাথে দেখা করতে আসার সময় হলো তার।" বড়লাটের দিকে এক ঝলক দেখে বললেন রামেসিস।

"আমি প্রশাসকদের ঘৃণা করি," বললেন সেটাউ। "দিনশেষে তারা ফুলের বিছানায় দম আটকে মরে।"

"আমি তোমাকে সেভাবে মারা যেতে দেখলে খুব দুঃখ পাব।"

ফারাও-এর দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকালেন সেটাউ। "মানে কী?"

"নুবিয়া একটা বিশাল এলাকা। আর এখানে শাসন করাটা একটা চ্যালেঞ্জ। তাই না বড়লাট?"

"জ্বি, জ্বি জাহাঁপনা!" তাড়াতাড়ি বলল বড়লাট।

"শুধু কুশ প্রদেশ নিয়ন্ত্রণে রাখতেই একজন শক্ত লোক লাগে। এটাও ঠিক, তাই না?"

"অবশ্যই জাহাঁপনা।"

"যেহেতু আপনার মতামতের উপর আমার অশেষ আস্থা, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমার বন্ধু সেটাউকে 'কুশ প্রদেশের রাজপুত্র' খেতাব দেব। ও চালাবে এই প্রদেশ।"

অন্যমনস্কভাবে ব্যান্ডেজ বাঁধতে লাগলেন সেটাউ। প্রাণহীন মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন বড়লাট।

"জাহাঁপনা, সমস্যাগুলো দেখুন, সেটাউ-এর সাথে আমার সম্পর্ক..."

"খুব আন্তরিক সম্পর্ক হবে ওর সাথে আপনার, তাতে আমার কোনও **সন্দেহ** নেই। বুহেন দুর্গে ফিরে যান আপনি আর শানারকে ধরার ব্যাবস্থা করুন।"

কোনও কথা না বলে বেরিয়ে গেলেন বড়লাট।

সেটাও বললেন, "জাহাঁপনা, আমার মনে হচ্ছে আপনি মজা করছেন আমার সাথে।"

"প্রচুর সাপ রয়েছে এই এলাকায়। প্রচুর বিষ সংগ্রহ করতে পারবে তুমি। লোটাসও সুখী হবে আর তোমরা এই অসাধারণ সৌন্দর্যের মধ্যে থাকতে পারবে। এই স্থাপনার কাজে এবং এই জোড়া মন্দিরের পরিকল্পনা যেন পূর্ণতা পায় সেজন্য তোমাকে আমার প্রয়োজন, সেটাউ । মন্দির দুটো অমর করে রাখবে রাজজুটিকে আর এই নুবিয়ার মাঝখানে আমাদের সভ্যতার রহস্য উদযাপন করবে। কিন্তু আমার সিদ্ধান্ত যদি পছন্দ না হয়, প্রত্যাখ্যান করতে পার তুমি।"

সেটাউ নাক দিয়ে একটা শব্দ করে বললেন, "আপনি নিশ্চয়ই লোটাসের সাথে সব ঠিকঠাক করেই এসেছেন। আর ফারাও-এর ইচ্ছা অপূর্ণ রাখবে, এই দুঃসাহস কার?"

রীতিসিদ্ধ এই জাদু দ্বারা রাজা তার শত্রুদের আত্মা দক্ষিণ থেকে উত্তরে, পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং উল্টোদিকে পরিচালিত করেন। আবু সিম্বেলকে লোকচক্ষু থেকে দূরে স্থাপন করার কারণে তা সুরক্ষিত থাকবে মানুষের অত্যাচার থেকে। মন্দিরগুলো যেখানে স্থাপিত হবে, রাণী আগে থেকেই সেখানে বহিরাগত আক্রমণ থেকে প্রতিরক্ষাক্ষেত্রের ব্যবস্থা করেছেন।

যে ভালোবাসা তিনি স্ত্রী নেফারতারির কাছে পেয়েছেন, সেই ভালোবাসার জন্য বাইরের ছোট প্রার্থনা ঘরে রামেসিস মা'তকে নৈবেদ্য উৎসর্গ করলেন। সেই মা'ত যিনি এই রাজকীয় জোড়ের আলোর পথে মিলন ঘটিয়েছেন। চিরায়তভাবে আবু সিম্বেলে অনুষ্ঠিত হবে তাদের বিয়ে, যা হবে স্বর্গীয় শক্তির পথ প্রদর্শক এবং মিশরের মানুষের জন্য কল্যাণের ঝর্ণা।

রামেসিস আর নেফারতারির চোখের সামনে গড়ে উঠল এই জোড়া মন্দির। কারিগরেরা ভিতরের উপাসনাকক্ষ খুঁড়েছে ক্লিফের গভীরে। পাথর কাটা হবে একশ ফিট উঁচু, একশ কুড়ি ফিট চওড়া এবং প্রায় দুইশ ফিট গভীর পর্যন্ত।

প্রথমবারের মতো রামেসিস আর নেফারতারির নাম আবু সিম্বেলের পাথরে খোদাই করে দিলে ফেরার প্রস্তুতি নেয়ার আদেশ দেবেন রাজা।

"আপনি কি পাই-রামেসিসে ফিরে যাবেন, জাহাঁপনা?" জিজ্ঞেস করলেন সেটাউ।

"এখনই নয়। আমি নুবিয়াতে আরও কয়েকটা জায়গা দেখতে চাই যেখানে মন্দির বানানো সম্ভব। দেবদেবীরা এই আগ্নেয়ভূমিতে বাস করবেন আর তুমি নির্মাণকাজ তত্ত্বাবধান করবে। আবু সিম্বেল হবে আগুনের কেন্দ্র, আর উপাসনাস্থানের প্রাচুর্য

সাহায্য করবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। এই কাজ শেষ হতে অনেক সময় লাগবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমরা সময়কে জয় করতে পারব।

চিন্তা মগ্ন লোটাস রাজকীয় জাহাজটিকে দূরে চলে যেতে দেখল। ক্লিফের উপর থেকে নুবিয়ার নীল আকাশের পটভূমিতে, নীল পানিতে ভেসে যাওয়া জাহাজে দাঁড়ানো রামেসিস আর নেফারতারিকে দেখে খুব ভালো লাগল তার।

লোটাস আগে শুধু অনুমান করতে পেরেছিল, কিন্তু আজ পরিষ্কার বুঝতে পারল, নেফারতারির প্রতি ভালোবাসা এবং তার প্রতি নেফারতারির ভালোবাসাই রামেসিসকে একজন মহান ফারাও-এ পরিণত করেছে।

স্বর্গ এবং মর্ত্যের রাস্তায় দ্যুতি এনেছেন নেফারতারি, দ্য লেডি অফ আবু সিম্বেল।

## বিয়াল্লিশ

রাগে, ক্ষোভে আর কিছু ভাবতে পারছে না শানার।

কোনও কিছুই তার প্ল্যানমাফিক হচ্ছে না। রামেসিসকে উৎখাত করার চেষ্টার পরে অভিযান বানচালের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে। এমনিতেই শানারকে পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে, এখন সে আরও দক্ষিণে পালিয়েছে।

একটা গ্রাম থেকে একটা নৌকা চুরি করেছিল সে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে স্থানীয় এক জেলে খবরটা কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দেয়। সেই খবর শুনে তার পিছনে বড়লাটের সৈনিকেরা ধাওয়া করে পূর্ণোদ্দমে। তার নুবিয়ান নাবিকদের দক্ষতা ছাড়া এই যাত্রায় সে বাঁচতে পারত না। সে নৌকা ছেড়ে দিয়ে মরুভূমিতে নেমেছে এই আশায় যে বড়লাটের সৈনিকেরা হয়তো তাকে আর খুঁজে পাবে না। বর্তমানে শানারের ডান হাত একজন ক্রেটান মার্সেনারি। সারাক্ষণ মরুভূমির এই উত্তাপ, রুক্ষ বালিময় গরম বাতাস, সাপ, সিংহ আর অন্যান্য বন্য প্রানির ভয়কে শাপশাপান্ত করছে।

কিন্তু শানার ইরেমের ভূমিতে পৌঁছানোর ব্যাপারে বেশি মনোযোগী। ওখানে সে আদিবাসীদের উসকিয়ে আবু সিম্বেল আক্রমণ করে মন্দিরের নির্মাণস্থল ধ্বংস করে দিতে পারবে। একবার নুবিয়াতে অরাজকতা শুরু হয়ে গেলে ফারাও-এর সম্মান ক্ষুণ্ন হবে। একইসাথে তাকে শেষ করার জন্য আবার একত্রিত হবে বিরুদ্ধ দলগুলো।

শানারের ছোট্ট দলটা সোনা বিশুদ্ধকরণ কারখানাগুলোর দিকে এগোলো, মিশরীয় সেনাদলের পাহারায় দক্ষ কারিগরেরা কাজ করেন এখানে। মূলভূমিতে স্বর্ণ পৌঁছানো বন্ধ করতে বিদ্রোহীদের এই এলাকা কব্জা করাটা জরুরী।

শানার একটা বালিয়াড়ির উপরে উঠে দাঁড়াল। প্রাথমিক ভাঙ্গা ও বাছাইয়ের পরেও থেকে যাওয়া আকরিকগুলো ধুয়ে পাথুরে অংশ থেকে সোনা পৃথক করতে দেখল নুবিয়ানদেরকে। ওখানে পানি আনা হয় মরুভূমির মাঝের একটা কুয়া থেকে। সেটা একটা চৌবাচ্চায় ধরে রেখে একটা বিশেষ দরজা নিয়ে জমা করা হয় ছোট ডোবায়। নিম্নগামী স্রোত আলগা করে ফেলে পাথরগুলোকে। তারপর যতক্ষণ পর্যন্ত সোনা পুরোপুরি বিশুদ্ধ না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া বারবার চলতে থাকে।

মিশরীয় সৈনিকেরা সংখ্যায় অনেক এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত। ছোট্ট একটা গেরিলা দলের তাদেরকে হারানোর কোনও সম্ভাবনা নেই। শানার দেখল, সফল হতে হলে তাকে পুরোপুরি একটা বিদ্রোহের আয়োজন করতে হবে, বিভিন্ন আদিবাসী গোত্র থেকে জোগাড় করতে হবে শত শত যোদ্ধা।

একজন নুবিয়ান গাইডের পরামর্শ মোতাবেক, ইরেমের ভূমির একজন গোত্রপ্রধানের সাথে দেখা করল সে। গোত্র-প্রধান লম্বা এক লোক, শরীরের বাদামী চামড়ার প্রায় পুরোটাই দাগে ভর্তি। গোত্র-প্রধান তাকে ঠাণ্ডা চোখে জরিপ করে

গ্রামের মাঝখানে নিজের বড় কুঁড়েতে নিয়ে গেল। তারপর কথা বলতে লাগল শানারের সাথে। "আপনি মিশরীয়?"

"হ্যাঁ, কিন্তু রামেসিসকে ঘৃণা করি আমি।"

"যারা আমার দেশ দখল করে নেয় সেসব ফারাওকে ঘৃণা করি আমি। কে পাঠিয়েছে আপনাকে?"

"রামেসিসের উত্তরের ক্ষমতাশালী শত্রুরা। আমরা যদি তাদেরকে সাহায্য করি, তারা রামেসিসকে উৎখাত করে আপনাদের দেশ ফিরিয়ে দেবে।"

"আমরা যদি বিদ্রোহ করি, ফারাও-এর সেনাদল ধুলায় মিশিয়ে দেবে আমাদের।"

"অন্যান্য গোত্রেরও সাহায্য লাগবে আমাদের। আমাদের মিত্র কারা হতে পারে তা খুঁজে বের করতে হবে।"

"খুব কঠিন হবে ব্যাপারটা। চাঁদের পর চাঁদ শুধু সাক্ষাৎ আর কথাবার্তাই হবে।"

শানারের সবচেয়ে বেশি যে গুণের অভাব ছিল সেটা হচ্ছে ধৈর্য। তারপরও সে এই দীর্ঘসূত্রিতা মেনে নিয়ে রাগটা হজম করে ফেলল।

সে গোত্র-প্রধানকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কি সাহায্য করবেন আমাকে?"

"নিজের গ্রামে থাকা প্রয়োজন আমার। কথাবার্তা শুরু করতে হলে পাশের গ্রামে যেতে হবে। অনেক দূরে সেই গ্রাম।"

ক্রেটান ভাড়াটে যোদ্ধা শানারকে একটা ছোট রূপার বাট দিল।

শানার গোত্র-প্রধানকে বলল, "এটা দিয়ে আপনি আপনার গোত্রকে কয়েকমাস খাওয়াতে পারবেন। আমাকে যারা সাহায্য করে, আমি তাদের মূল্য দিই।"

গোত্র-প্রধানের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। "আপনি আমাকে এটা দিচ্ছেন শুধুমাত্র কথাবার্তা শুরু করার জন্য?" অবিশ্বাসভরাগলায় জিজ্ঞেস করল সে।

"ফল যদি পাই, আরও দেব।"

"তারপরও অনেক সময় লাগবে।"

"সূর্যোদয়েই তাহলে কাজ শুরু করে দেই।"

পাই-রামেসিসে, ইসেট প্রায়ই কুঁড়েঘরে রামেসিসের সাথে সেই অভিসারের কথা ভাবত। তখনও রামেসিসের সাথে নেফারতারির দেখা হয়নি। একটা সময় পর্যন্ত তার আশা ছিল যে তার ভালোবাসার মানুষ রামেসিসকেই বিয়ে করবেন। কিন্তু নেফারতারির সাথে কীভাবে প্রতিযোগিতা করবে সে, যেখানে নেফারতারি নিজের যোগ্যতাতেই রাজার স্ত্রী হয়েছেন।

এসব চিন্তা করে কখনও কখনও হতাশায় ডুবে যায় ইসেট। কিন্তু যখনই সে তার বাচ্চাদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, বাচ্চাদের প্রতি স্নেহ তার হতাশা দূর করে দেয়।। বাচ্চারা বলতে রামেসিস ও তার দুই পুত্র খা আর মেরেনতাহ এবং রাজা আর নেফারতারির মেয়ে মেরিতামন। মেরেনতাহ শক্তপোক্ত, সুন্দর বাচ্চা; বুদ্ধিমত্তার প্রমাণ রাখতে শুরু করেছে ইতিমধ্যেই। মেরিতামন সুন্দরী আর চিন্তাশীল; প্রতিভাধর

বাদক। খা যে ভবিষ্যতে পণ্ডিত হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এই তিন সন্তানের উপরে তার অনেক ভরসা, এরাই হবে তার ভবিষ্যৎ।

নীল এবং লাল পাথরের এক নেকলেস, রূপার কানের দুল আর একটা সোনার কাজ করা রঙিন পোশাক নিয়ে তার পরিচারিকা এল। তার পিছনপিছন এল রামেসিসের বোন ডোলোরা।

"তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে, ইসেট।"

"না, তেমন কিছু না। তোমার কী অবস্থা? কোথায় যাচ্ছ এগুলো নিয়ে?"

"এগুলো তোমার জন্য ছোট্ট উপহার। আশা করছি তোমার পছন্দ হবে।"

"খুব খুশি হলাম। কীভাবে যে তোমাকে ধন্যবাদ দেই!"

ডোলোরা আজ আক্রমণাত্মক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিল।

"তোমার অস্তিত্ব নিজের কাছে বোঝা মনে হয় না, ইসেট?"

"না। আমি তো যথেষ্ট ভাগ্যবতী যে রামেসিসের বাচ্চাদের লালন পালন করতে পারছি।"

"আড়ালে থেকেই এতো খুশি কেন তুমি?"

"আমি রাজাকে ভালোবাসি, তার বাচ্চাদেরও ভালোবাসি। অসাধারণ একটি জীবন দিয়েছেন আমাকে দেবতারা।"

"দেবতারা! তারা ভ্রম ছাড়া আর কিছু নয়, ইসেট।"

"কী বলছ?"

"শুধু একজন দেবতাই আছেন। আখেনাতন যার প্রার্থনা করতেন, যিনি মোজেস আর ইহুদীদেরও দেবতা। তার দিকেই আমাদের সবাইকে ফিরতে হবে।"

"সেটা তোমার জন্য ঠিক হতে পারে, ডোলোরা। কিন্তু আমাকে এর মধ্যে টেনো না।"

ডোলোরা বুঝতে পারল যে সে আসলে ইসেটকে ধর্মান্তরিত করতে পারবে না। কিন্তু আরেকটা কৌশল আছে যেটা সফল হলেও হতে পারে।

"তোমাকে দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে অবহেলিত হতে হয়, আমার মনে হয় এটা অন্যায়।"

"একমত হতে পারলাম না, ডোলোরা। নেফারতারি আমার চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী। ওর কোনও তুলনা নেই।"

"এটা সত্যি নয়। তাছাড়া ওর আরও একটা মারাত্মক সমস্যা আছে।"

"কী?"

"নেফারতারি রামেসিসকে ভালোবাসে না।"

"তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হচ্ছি। কোন সাহসে তুমি মনে করছ...

"আমি মনে করছি না, শুধু সত্যিটা বলছি। তুমি তো জানো আমি সবসময় রাজ দরবারের গুজবের দিকে লক্ষ রাখি। ওখান থেকেই জানতে পারলাম যে নেফারতারির সবই অভিনয়। রামেসিসের সাথে দেখা হওয়ার আগে কী ছিল ও? কোনও এক প্রদেশের একজন সামান্য শিক্ষানবিশ গায়িকা! ভবিষ্যতে যার স্থান হতো কোনও এক

দ্বিতীয় শ্রেণীর মন্দিরে! এরপরে তার উপর রামেসিসের চোখ পড়ল আর রাতারাতি ও পরিণত হলো একজন ক্ষমতালোভী মহিলাতে।"

"ডোলোরা, এসব বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছে আমার।"

"তুমি কি জানো নুবিয়া ভ্রমণের পিছনের ঘটনা কী? নেফারতারি ওর গরিমার নিদর্শনস্বরূপ একটা বিশাল মন্দির চেয়েছে রামেসিসের কাছে! রামেসিসও রাজি হয়ে অত্যন্ত ব্যয়বহুল নির্মাণকাজ শুরু করেছে যা কিনা শেষ হতে কয়েক বছর লেগে যাবে। নেফারতারির আসল উদ্দেশ্য এখন পরিষ্কার। রাজার স্থান চায় ও; চায় দেশ শাসন করতে। যেকোনওভাবেই হোক ওকে থামাতে হবে।"

"তুমি নিশ্চয়ই বলতে চাচ্ছ না..."

"যেকোনওভাবে। রামেসিসকে শুধু তুমিই বাঁচাতে পার, ইসেট।"

ইসেট বিহবল হয়ে পড়ল। ডোলোরাকে বিশ্বাস করে না সে, কিন্তু তার অভিযোগের মূলে কিছু না কিছু তো আছেই। তারপরও নেফারতারিকে খুব নিষ্ঠাবান মনে হয় ইসেটের। তবে ক্ষমতার প্রভাবে যে মানুষ বদলাতে পারে তা অস্বীকারও করা যায় না। হঠাৎই নিষ্ঠাবান, রামেসিসের উপাসনা করা নেফারতারির যে ছবি তার মনের মধ্যে ছিল ভালোবাসাময় তাতে ফাটল ধরল। একজন প্রতারকের জন্য দুই জমিনের মালিককে ফাঁসানোর চেয়ে ভালো আর কী হতে পারে!

"আমাকে কী করতে বলো ডোলোরা?"

"বোকা বানানো হয়েছে রামেসিসকে। তোমাকে বিয়ে করা উচিত ছিল তার। তুমি তার প্রথম সন্তানের মা। তুমি যদি রামেসিসকে ভালোবাসো, তুমি যদি মিশরকে ভালোবেসে থাক, মিশরের ভালো চাও, তাহলে নেফারতারিকে সরিয়ে দাও তুমি।"

ইসেট চোখ বন্ধ করে ফেলল। "সেটা অসম্ভব, ডোলোরা!"

"তোমাকে সাহায্য করব আমি।"

"খুন একটা জঘন্য অপরাধ। আত্মা, নাম, অস্তিত্বকে ধ্বংস করে দেয় তা...আর রানির জীবনের উপর হামলা তো শাস্তিযোগ্য এক অপরাধ।"

"কাজটা যে তুমিই করেছ তা কে জানছে? যখন আঘাত হানার সিদ্ধান্ত নেবে, কাজ শেষ করে তোমাকে কোনও চিহ্ন না রেখে লুকিয়ে পড়তে হবে।"

"এটা কি তোমার দেবতার ইচ্ছা, ডোলোরা?"

"নেফারতারি এক বাজে মহিলা। রামেসিসের আত্মাকে দূষিত করে ফেলছে সে, রামেসিসকে দিয়ে খুব ভুল কাজ করিয়ে নিচ্ছে। ওর প্রভাব দূর করতে তোমাকে আর আমাকে এক হতে হবে। এভাবেই আমরা আমাদের রাজার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে পারি।"

"চিন্তা করে দেখতে হবে আমাকে।"

"সেটাই স্বাভাবিক। তোমার উপরে আমার আস্থা আছে ইসেট, আমি জানি তুমি সঠিক সিদ্ধান্তই নেবে। তুমি যাই সিদ্ধান্ত নাও না কেন, তোমার প্রতি আমার ভালোবাসা একই রকম থাকবে।"

ডোলোরা তার গালে চুমু খেয়ে চলে যেতে ফ্যাকাশে হাসি হাসল ইসেট।

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল তার। বেতাল অবস্থায় বাগানে উজ্জ্বল সূর্যালোকে বেরিয়ে এল সে।

প্রতিদ্বন্দ্বী! এই প্রথমবারের মতো ইসেট নেফারতারিকে আসলেই প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখতে লাগল। বছরের পর বছর ধরে চেপে রাখা ক্ষোভ আর সুপ্ত প্রতিযোগিতার ছাপে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল তাদের মধ্যকার অব্যক্ত চুক্তি। ইসেট রামেসিসের দুই ছেলের মা। ইসেট রামেসিসের প্রথম ভালোবাসা। তার পাশে তো ইসেটেরই রাজত্ব করা উচিত। আসলে যে সত্যিটা সে জেনেও না জানার, দেখেও না দেখার ভান করছিল, ডোলোরা সেই সত্যিটা তার চোখের সামনে উন্মোচন করে দিয়ে গেছে।

নেফারতারিকে রাস্তা থেকে সরাতে পারলেই রামেসিস বুঝতে পারবেন যে নেফারতারি শুধুই একটা মোহের নাম ছিল। নেফারতারির জাদু নষ্ট হয়ে যাবে আর রামেসিস তার প্রথম ভালোবাসা ইসেটের কাছে ফিরে আসবেন।

## তেতাল্লিশ

ইহুদীদের প্রতি অবিশ্বাস সত্ত্বেও ইটের কারিগরদের বাসস্থানই যে আদর্শ লুকানোর জায়গা সে বিষয়ে ওফিরের সন্দেহ ছিল না। তারপরও সে নিরাপত্তার খাতিরে এক জায়গায় বেশিদিন থাকত না। এমনভাবে সে ভুল তথ্য সরবরাহ করেছিল যে সেরামানা পর্যন্ত বিশ্বাস করে ফেলেছিল দেশ থেকে পালিয়েছে ওফির। তদন্ত শিথিল করে দিয়েছে সে। শুধু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য রোজকার রাতে টহল চলে।

তবুও মনের মধ্যে অশান্তির আগুন জ্বলছিল ওফিরের। কয়েকমাস ধরে আটকে আছে সে, কিছু করতে গেলেই বিপদ। রামেসিসের রাজত্বের পনেরোতম বছরে, নিজের সাঁইত্রিশ বছর বয়সে মিশর ছিল সবচেয়ে সুখী সময় পার করছিল। মিশরের এই সুখে অশান্তিতে জ্বলেপুড়ে যাচ্ছিল ওফির।

হিট্টি সাম্রাজ্যের খবর ভালো না। উরি-টেশুপ এখনও মিশরের সাথে যুদ্ধের পক্ষে, তবে আক্রমণ করেনি আর। এছাড়া দক্ষ মিশরীয় সৈন্যদল দক্ষিণ সিরিয়া আর কানানের মাঝে অপেক্ষা করছে সবচেয়ে বড় আক্রমণটা প্রতিরোধ করার জন্য। উরি-টেশুপ তো কখনও ভেবেচিন্তে কাজ করে না, তাহলে সে এরকম চুপ হয়ে আছে কেন? বেদুঈনদের পাঠানো সংবাদেও কোনও ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না এর।

এদিকে নুবিয়াতে শানার গোত্রপ্রধানদের নিয়ে কাজে নামতে পারেনি এখনও। অনন্তকাল ধরে কথাবার্তাই চলছে শুধু।

এদিকে রাজ দরবারের খবরাখবর ডোলোরা মনের মাধুরী মিশিয়ে ইসেটের কাছে দেয়ার পরেও কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না সে। মেবাও কোনও কাজে আসছে না; আহসার সাংকেতিক বার্তা ভাঙতে পারেনি ও। রাজপুত্র খা কোনসব জাদুমন্ত্র দিয়ে সুরক্ষিত এটা মেবা জানাতে পারলেও, খা'র কোনওরকম ক্ষতি এখনও করতে পারেনি ওফির।

অনেকগুলো মন্দির প্রতিষ্ঠা করে, লম্বা যাত্রা শেষে রাজধানীতে ফিরলেন রামেসিস। খুশিতে ঝকমক করছিল নেফারতারির মুখ। যুদ্ধ আসন্ন হলেও অসম্ভব জনপ্রিয়তা পেয়েছেন এই রাজদম্পতি। তাদেরকেই সবাই মিশরের এই স্থায়ী উন্নতির কৃতিত্ব দিচ্ছিল। সবাই এটাও মেনে নিয়েছিল যে রামেসিস তাদেরকে আসন্ন আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন।



পরিস্থিতি যে খুব খারাপ তা বুঝতে পারছিল ওফির। দিন যত যাচ্ছে, রামেসিসকে উৎখাত করার সম্ভাবনা কমে যাচ্ছে। এমনকি যে ওফির নিজেও কখনও তার অভিযানের সাফল্য নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেনি, সেই এখন দুশ্চিন্তা আর আশঙ্কায় অস্থির।

মূলঘরের পিছনদিকে অন্ধকারে বসেছিল সে। এমন সময় একজন আগন্তুক প্রবেশ করল।

"আপনার সাথে কোথা বলতে চাই আমি।"

"মোজেস!"

"আপনি কি ব্যস্ত?"

"না, ব্যস্ত না। চিন্তা করছিলাম কিছু ব্যাপার।"

"ফিরে এসেছে রামেসিস। আপনার কথামতো ওর সাথে সাক্ষাৎ পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি আমি।"

মোজেসের কণ্ঠস্বরের দৃঢ়তা উৎসাহ যোগাল ওফিরকে। মোজেস কি অবশেষে কিছু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন?

"গোত্র-প্রধানদের একসাথে ডেকেছিলাম আমি।" বলতে লাগলেন মোজেস। "ফারাও-এর সাথে কথা বলার জন্য মুখপাত্র হিসেবে আমাকে বেছে নিয়েছে তারা।"

"সবাইকে নিয়ে দেশত্যাগের পরিকল্পনা এখনও আছে তাহলে আপনার?"

"ইহুদীরা মিশর ছেড়ে চলে যাবে, এটাই জিহোভার ইচ্ছা। আপনার কাজ শেষ হয়েছে?"

"আমাদের বেদুঈন মিত্ররা অস্ত্র সরবরাহ করেছে, মাটির নিচের ঘরে রাখা হবে সেগুলো।"

"আমি হানাহানি সমর্থন করি না, তবে নিজেরা আক্রান্ত হলে যেন রুখে দিতে পারি সেই ব্যবস্থা করে রাখা ভালো।"

"আক্রান্ত আপনারা হবেনই মোজেস। একটা পুরো জাতি তার বশ্যতা স্বীকার করবে না রামেসিস এটা কখনওই মেনে নেবে না ।"

"আমাদের বিদ্রোহ করতে চাই না। আমরা শুধু এই দেশ ছেড়ে আমাদের জন্য নিদিষ্ট জায়গায় চলে যেতে চাই।"

ওফির ভিতরে ভিতরে খুবই খুশি হল। অবশেষে কিছু একটা তো ঠিকঠাকমতো হচ্ছে! মোজেস একটা গণ্ডগোল সৃষ্টি করতে পারলে উরি-টেশুপের সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে।

ইয়াযিলিকায়া মন্দিরের পূজারিণী পুডুহেপা, বারো দেবতার মূর্তির দিকে মুখ করে মৃতের মতো শুয়ে ছিল। তার বাঁধা চুল একটা টুপি দিয়ে ঢাকা।

তিনদিন তিনরাতের জন্য গভীর ঘুমে নিমগ্ন করে ফেলার মতো এক বিপজ্জনক পানীয় পান করেছে সে। বিপজ্জনক কিন্তু নিয়তি জানার জন্য তার কাছে এরচেয়ে ভালো উপায় আর ছিল না।

সাধারণ জ্যোতিষীদের সাথে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেয়া যাচ্ছে না। এই সিদ্ধান্তের উপরে হাত্তুসিলির তো বটেই, এমনকি তার নিজের জীবনও নির্ভর করছে। এজন্যই সে এই বিপজ্জনক পদ্ধতি বেছে নিয়েছে।

সম্পূর্ণ ব্যবসায়ী শ্রেণী আর সেনাবাহিনীর বেশ বড় অংশ (যদিও ভীতিপ্রদর্শনের পর) হাত্তুসিলিকে সমর্থন দেবে, তবে হাত্তুসিলি এবং পুডুহেপা তাদেরকে নিয়ে একটু

বেশিই আশা করছেন হয়তো। আহসার স্বর্ণের ফলে সেনাবাহিনীর বড় কর্মকর্তারা ভাবতে বাধ্য হয়েছে যে উরি-টেশুপের মিশর হামলার চেয়ে দেশের অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা আর শিবিরগুলোর নিরাপত্তা জোরদার করাটাই বেশি যুক্তিযুক্ত। তবুও তারা সম্ভবত দ্বিধায় আছে এই মুহূর্তে। কারণ উরি-টেশুপ যদি জেনে ফেলে যে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হচ্ছে, তাহলে তারা পক্ষ বদলে ফেলবে।

আগে হোক বা পরে হোক, উরি-টেশুপকে চ্যালেঞ্জ করাটা গৃহযুদ্ধের সৃষ্টি করবে যার ফল কী হবে জানে না কেউ। এজন্যই হাত্তুসিলি তার পক্ষে ক্রমবর্ধমান সমর্থন সত্ত্বেও আন্দোলন শুরু করতে দ্বিধা করছেন। কারণ একবার আন্দোলন শুরু হয়ে গেলে এর ফলশ্রুতিতে হাজারো হিট্টির জীবন যেতে পারে।

একারণেই পুডুহেপা সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ভবিষ্যৎকে স্বপ্নে আনবে সে, যা শুধুমাত্র অনেকক্ষণ জোরপূর্বক ঘুমানোর ফলেই পাওয়া সম্ভব।

কখনও কখনও ঘুমই ভাঙে না, কখনও কখনও সম্পূর্ণ মানসিক সুস্থতাও আসে না। হাত্তুসিলির প্রচণ্ড বিরোধিতা সত্ত্বেও পুডুহেপা স্ত্রী জিদ করে এই পরীক্ষা করছিলেন।

তিন দিন তিন রাত ধরে তিনি এখানে অনড় পড়ে আছেন। স্বর্গীয় বই অনুযায়ী, তার এখন চোখ খুলে তাকিয়ে নিয়তির চালিকাশক্তিরা কী বলেছে তা জানানো উচিত।

হাত্তুসিলি নিজের চাদর নিজেকে আরও মুড়িয়ে নিলেন। সময় চলে যাচ্ছে।

"ওঠো, পুডুহেপা। ওঠো!"

উঠছে পুডুহেপা। নাহ ,ভুল করেছেন হাত্তুসিলি... পুডুহেপা নড়ছেও না।

কিন্তু আবার ঘটল বিষয়টা! পুডুহেপা চোখ খুলে বারো দেবতার চেহারা খোদাই করা পাথরের দিকে তাকিয়ে থাকল। এরপর যে গলায় কথা বলল সে, তার স্বামীও গভীর, ধীর সেই কণ্ঠ চেনেন না।

"আমি ঝড়ের দেবতা আর দেবী ইশতারকে দেখলাম। দুজনেই আমাকে বললেন, 'তোমার স্বামীকে সমর্থন করি আমি। সারাদেশ তার পিছনে জড়ো হবে আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী গড়াগড়ি খাবে কাদায়।'"

নরম হাতটা তাকে মধু আর বসন্তের বৃষ্টির কথা মনে করিয়ে দিল। স্পর্শটা এতো চমৎকার ছিল যে তা জন্ম দিচ্ছিল এক নতুন অনুভূতির, আর সূচনা করছিল এক অসম্ভব আনন্দের তীব্রতার। আগের চারজনের মতোই আহসার পঞ্চম হিট্টি রক্ষিতাও ছিল আকর্ষণীয় এক নারী। তা সত্ত্বেও তিনি মিশরীয় রমণীদের অভাব অনুভব করছিলেন, আরও অভাববোধ করছিলেন নীলনদের পাড়ের, তালের বাগানের।

হিট্টি রাজধানীর এই বিরক্তিকর পরিবেশে তার আনন্দের একমাত্র উৎস ছিল সঙ্গম। এদিকে সওদাগরদের সাথে অনেক কথাবার্তা চলছিল, সেনাবাহিনীর প্রধানদের সাথে চলছিল গোপন শলাপরামর্শ। আহসার পোশাকি কাজ ছিল উরি

টেশুপের সাথে লম্বা আলাপ আলোচনা চালানো। কিন্তু তার আসল কাজ ছিল হাত্তুসিলিকে লুকানো জায়গা থেকে বের করে উরি-টেশুপের হাতে তুলে দেয়া।

এ পর্যন্ত তিনবার যুবরাজের সৈন্যরা হাত্তুসিলির কাছে পৌঁছেই গিয়েছিল প্রায়, কিন্তু প্রত্যেকবারই ভিতরের কেউ তাকে খবর দিয়ে শেষ মুহূর্তে সেখান থেকে সরিয়ে দেয়।

আহসার ঘরে ঢুকলেন উরি-টেশুপ। আহসার ঘরে আজ আর কোনও মেয়ে নেই। পাথরের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকল উরি-টেশুপ।

"সুসংবাদ আছে আমার কাছে।" হাতে সুগন্ধি তেল মাখতে মাখতে বললেন আহসা।

"আমার কাছেও আছে।" গুরুগম্ভীর কণ্ঠে বলল উরিটেশুপ। "আমার বাবা মুওয়াত্তালি আজ সকালে মারা গিয়েছেন। হাট্টি অবশেষে আমার হলো।"

"অভিনন্দন আপনাকে... হাত্তুসিলি এখনও আছেন কিন্তু।"

"আমার সাম্রাজ্য যত বড়োই হোক না কেন, বেশিদিন পালিয়ে থাকতে পারবে না সে। আপনি বলছিলেন আপনার কাছে সুসংবাদ আছে?"

"হ্যাঁ, হাত্তুসিলির ব্যাপারে। নির্ভরযোগ্য একজন সংবাদদাতা জানিয়েছে কোথায় আছেন তিনি। কিন্তু..."

"কিন্তু কী, আহসা?"

"আপনার চাচা বন্দী আছেন, এমন অবস্থায় কি আমরা চুক্তি সম্পাদন করব?"

"আপনি সঠিক মানুষকে বেছে নিয়েছেন আহসা। চিন্তা করবেন না, হতাশ হবে না মিশর। কোথায় ওই দেশদ্রোহীটা?"

"ইয়াযিলিকায়ার মন্দিরে।"

কেউ যেন বুঝতে না পারে তাই ছোট একটা দল নিয়ে নিজে রওনা হলো উরি-টেশুপ। পুরো সৈন্যদল নিয়ে গেলে হাত্তুসিলি হয়তো আরেকবার পালিয়ে যেতে সক্ষম হবে।

ইয়াযিলিকায়ার মন্দিরে আছে হাত্তুসিলি। তারমানে পুডুহেপার পুরোহিতরা আশ্রয় দিয়েছে হাত্তুসিলিকে। ঠিক আছে। উরি-টেশুপ কঠিন শাস্তি দেবে তাদেরকে।

হাত্তুসিলি যেখানে লুকিয়েছে জায়গাটা রাজধানীর খুব কাছেই। হাত্তুসিলিকে এখানেই ঝুলিয়ে দেবে, নাকি নাকি একটা বিচারসভা করে মৃত্যুদণ্ড দেবে, সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না উরি-টেশুপ। আইনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নেই তার, তাই প্রথমটাই পছন্দ হলো। কিন্তু আফসোসের ব্যাপার হলো, রাজার পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সে নিজে হাত্তুসিলির গলা কাটতে পারবে না; অন্য কাউকে দিয়ে করাতে হবে কাজটা । কাজটা শেষ হোক, উরি-টেশুপ অনেক বড় করে মুওয়াত্তালির শবযাত্রার আয়োজন করবে হাত্তুসাতে।

হিট্টি সম্রাটের পুত্র, তার একমাত্র উত্তরাধিকারী উরি-টেশুপ একদল সৈন্য নিয়ে জয় করবে দক্ষিণ সিরিয়া, যোগ দেবে বেদুঈনদের সাথে, কানান দখল করে মিশরে ঢুকবে এবং তারপর মুখোমুখি হবে রামেসিসের। শান্তিতে বিশ্বাস করে খুব ভুল করেছে রামেসিস।

হিট্টি সম্রাজ্য শাসন করবে উরি-টেশুপ! সে তার পরিকল্পনা এমনভাবে বাস্তবায়ন করবে যাতে বোকা হাত্তুসিলির মতো কোনও ব্যয়বহুল যৌথশক্তির প্রয়োজন না হয়। উরি-টেশুপ নিজেকে আসিরিয়া, মিশর, নুবিয়া এমনকি পুরো এশিয়া জয় করার মতো শক্তিশালী ভাবতে লাগল। পূর্বসূরীদের ছাড়িয়ে যাবে তার সুনাম এবং গৌরব।

ইয়াযিলিকায়ার পবিত্র পাথরের দিকে এগোতে থাকল ছোট দলটা। অনেক ছোটখাটো উপাসনালয় গড়ে উঠেছে সেখানে। কিংবদন্তি অনুযায়ী, এটা ছিল ঝড়ের দেবতা আর তার স্ত্রীর বাড়ি। নতুন সম্রাট এই ভয়ংকর দেবতার নাম বহন করছে। সে হচ্ছে টেশুপ, স্বর্গীয় ঝড়। তার বজ্রকে অনুভব করবে তার শত্রুরা।

মন্দিরের দরজায় একজন লোক, একজন মহিলা আর একটা বাচ্চা দাঁড়িয়ে রয়েছে। হাত্তুসিলি, তার স্ত্রী পুড়ুহেপা আর তাদের আট বছর বয়সী মেয়ে। বোকাগুলো উরি-টেশুপের দয়ার ভরসায় আত্মসমর্পণ করছে!

সে তার অশ্বারোহীদের থামাল, নিজের বিজয়কে ধীরে ধীরে আস্বাদন করতে চায় সে। আহসা তার কথা রেখেছেন। নতুন সম্রাট তার প্রধান শত্রুর হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেলে এই দূতের আর কোনও প্রয়োজন থাকবে না । উরি-টেশুপ তার গলা টিপে মারবে। সে শান্তি চাইবে একথা আহসা ভাবল কী করে! কত সাধনা, কত অপেক্ষার পর এই মুহূর্তটা আসলো। আজ থেকে সমস্ত ক্ষমতা তার।

"মেরে ফেল ওদের।" নিজের সৈন্যদের আদেশ দিল উরি-টেশুপ।

সৈন্যরা যখন ধনুকের ছিলা টান করছিল, আনন্দের শিহরণ অনুভব করল উরি-টেশুপ। বিশ্বাসঘাতক হাত্তুসিলি আর অহংকারী পুড়ুহেপা, তাদের তীরবিদ্ধ দেহ নাকি পুড়ে যাওয়া লাশ কোনটা বেশি ভালো লাগবে?

কিন্তু কোনও তীর বাতাস চিরে ছুটে গেল না।

ধনুকগুলো তার দিকে ঘুরে গেল।

বিশ্বাসঘাতকতা... বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হলেন সম্রাট!

এজন্যই হাত্তুসিলি, তার স্ত্রী আর মেয়ে ওখানে এতো শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

হাত্তুসিলি সামনে এগিয়ে আসলেন।

"তুমি এখন আমাদের বন্দী উরি-টেশুপ। আত্মসমর্পণ করো, তাহলে আদালতের বিচার পাওয়ার সুযোগ পাবে।"

একটা চিৎকার দিয়ে উরি-টেশুপ পিছিয়ে গেল ঘোড়া নিয়ে। একজন দক্ষ যোদ্ধার মতো সৈন্যদের  বৃত্ত ভেঙ্গে রাজধানীর দিকে ছুটল উরি-টেশুপ। তার আশপাশ দিয়ে অনেক তীর ছুটে গেল কিন্তু কোনওটাই তাকে বিদ্ধ করতে পারল না।

## চুয়াল্লিশ

উরি-টেশুপ সিংহদ্বার দিয়ে ঢুকে প্রাসাদের দিকে ঘোড়াটাকে ছুটিয়ে দিল। একদম প্রাসাদের মাথায় পৌঁছে পড়ে গেল ঘোড়াটা। এখান থেকেই নিজের সাম্রাজ্য দেখতেন হাত্তির সম্রাট।

রাজার দেহরক্ষীদের প্রধান ছুটতে ছুটতে এলেন।

"কী ঘটছে এসব, জাহাঁপনা?"

"মিশরীয় লোকটা কোথায়?" হিসহিসেগলায় বলল উরি-টেশুপ।

"তার ঘরে।"

এবার আহসা কোনও রমণীর বাহুডোরে ছিলেন না, এই মুহূর্তে ভারী একটা আলখাল্লা পরে আছেন তিনি। কোমরের পাশে খঞ্জর ঝুলানো।

"ফাঁদ ছিল এটা একটা! আমার নিজের সৈন্যরা আমার বিরুদ্ধে চলে গেল!" রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলল উরি-টেশুপ।

"আপনি কোথাও পালিয়ে যান।" আহসা পরামর্শ দিলেন।

আহসার কথা শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেল উরি-টেশুপ।

"পালিয়ে যাব মানে? ওই মন্দির চুরমার করে দেবে আমার সৈন্যরা আর হত্যা করবে বিদ্রোহীদের।"

"আপনার আর কোনও সৈন্যদল নেই।"

"সৈন্যদল নেই?" বোকার মতো তাকিয়ে থাকল উরি-টেশুপ। "মানে কী?"

"আপনার সৈন্যরা কুলক্ষণ আর পুডুহেপার দেখা দেবতাদের কথা মানে। এজন্যই তার হাত্তুসিলির পক্ষে যোগ দিয়েছে। আপনার পক্ষে এখনও আপনার দেহরক্ষীরা আর দুই একটা সেনাদল আছে, কিন্তু তারা বেশিক্ষণ টিকতে পারবে না। কয়েক ঘন্টার মধ্যে আপনি নিজের প্রাসাদেই বন্দী হয়ে পড়বেন এবং এই সময়ে আবির্ভাব ঘটবে বিজয়ী হাত্তুসিলির।"

"এ হতে পারে না, এ সম্ভব নয়।"

"সত্যের মুখোমুখি হতে হবে আপনাকে, উরি-টেশুপ। একটু একটু করে হাত্তুসিলি পুরো সাম্রাজ্যের দখল নিয়ে নিয়েছেন।"

"শেষ পর্যন্ত লড়াই করব আমি!"

"আত্মহত্যার শামিল হবে তা। একটা ভালো উপায় আছে।"

"বলুন আমাকে!"

"আপনি হিট্টি সেনাদল সম্পর্কে সবকিছু জানেন, ওদের লড়ার ক্ষমতা, রণকৌশল, দুর্বল দিক..."

"হ্যাঁ, জানি। কিন্তু তাতে কী?"

"আপনি যদি এখনই বেরিয়ে পড়েন, আমি আপনাকে হাত্তির বাইরে বের করে দিতে পারব।"

"কোথায় যাব আমি?"

"মিশর।"

উরি-টেশুপকে দেখে মনে হলো ধাক্কা খেয়েছে সে। "ঠাট্টা করছেন, আহসা?"

"হাত্তুসিলির আওতার বাইরে আপনি আর কোথায় নিরাপদ থাকবেন আপনি? অবশ্য আপনার নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য মূল্য দিতে হবে। আপনার জীবনের বিনিময়ে আপনি হিট্টি সেনাদল সম্পর্কে যা জানেন তা রামেসিসকে বলবেন।"

"দেশের সাথে গাদ্দারী করতে বলছেন?"

"যা মনে করেন।"

উরি টেশুপের চেহারা দেখে মনে হলো সে খুন করে ফেলবে আহসাকে। এই মিশরীয় কূটনীতিক তাকে কৌশলে হারিয়ে দিয়েছে। কিন্তু বেঁচে থাকার একমাত্র বাস্তব সুযোগও দিতে চাচ্ছে সে। হ্যাঁ, সেই বেঁচে থাকাটা অসম্মানের হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই কিন্তু এই মুহূর্তে বেঁচে থাকাটাই আসল কথা, সেনাবাহিনীর গোপন কথা প্রকাশ করে হাত্তুসিলির ক্ষতি করার আরও সুযোগ পাওয়া যাবে।

"আমি রাজি।" বলল উরি-টেশুপ।

"যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আপনি।"

"আমাকে কি আপনি নিয়ে যাবেন?"

"না, আমি হাত্তুসাতেই থাকছি।"

"এটা বিপজ্জনক হবে না?"

"আমার কাজ শেষ হয়নি এখনও। শান্তিচুক্তির ব্যাপারটা ভুলে গেলেন?"

উরি-টেশুপের পালিয়ে যাওয়ার খবর প্রকাশ হওয়ার সাথে সাথে তার বাকি যে ক'জন সমর্থক ছিল, তারাও হাত্তুসিলির পক্ষে চলে গেল। অবশেষে নতুন সম্রাট হিসেবে স্বীকৃত হলেন হাত্তুসিলি। শাসক হিসেবে তার প্রথম কর্তব্য হলো মুওয়াত্তালির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। এক বিরাট শবযাত্রার পরে বিশাল এক চিতায় পোড়ানো হয়েছিল মুওয়াত্তালির লাশ, এরপর এক সপ্তাহ ধরে চলেছিল রাজার অভিষেকের ভোজ।

রাজার অভিষেকের খাওয়াদাওয়ার সময় আহসার জায়গা হয়েছিল সম্রাট হাত্তুসিলির বাম পাশে, অত্যন্ত সম্মানজনক জায়গা হিসেবে বিবেচনা করা হয় জায়গাটিকে।

"সম্রাট হাত্তুসিলি, আপনার অনুমতিক্রমে, আপনার লম্বা ও শান্তিপূর্ণ রাজত্ব কামনা করছি।"

"উরি-টেশুপের কোনও পাত্তা নেই। সবদিকেই তো আপনার চোখকান আছে আহসা, ওকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারেন?"

“কোনও ধারণা নেই জাহাঁপনা। আপনিই সম্ভবত শেষ ব্যক্তি যে ওকে দেখেছেন।”

“অবাক হচ্ছি আমি। উরি-টেশুপ একজন গোঁয়ার এবং প্রতিশোধপরায়ণ লোক, সে কখনওই বদলা না নিয়ে ছাড়বে না।”

“যদি তার সেটা করার ক্ষমতা থাকে, তবেই।”

“তার মতো একজন যোদ্ধা কখনও হাল ছাড়ে না।”

"আমি আপনার মতো ভয় পাচ্ছি না।" বললেন আহসা।

“আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আহসা... আপনি যা **বলছেন তার চেয়ে বেশি** জানেন।”

“এটা শুধুই একটা ধারণা, জাহাঁপনা।"

“উরি-টেশুপকে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে আপনি সাহায্য করেননি তো?” সন্দেহের সুরে বললেন হাত্তুসিলি।

“ভবিষ্যতে এমন অনেক ঘটনাই ঘটতে পারে যা চমকে দেবে আপনাকে, কিন্তু তাতে আমার কোনও হাত থাকবে না। আমার একমাত্র কাজ হচ্ছে রামেসিসের সাথে শান্তিচুক্তির জন্য আপনাকে রাজি করানো।”

“আপনি খুবই বিপজ্জনক খেলা খেলছেন আহসা। ধরুন আমি যদি এখন ঠিক করি যে, মিশরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করব?”

“আপনি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি খুব ভালোমতোই জানেন, আর নিজের লোকজনের ভালো বোঝেন বলেই অকারণ যুদ্ধে আপনি যেতে চাইবেন না।"

“আপনার বিশ্লেষণ ভালো, কিন্তু আমি আপনার সাথে একমত তো আমি নাও হতে পারি, তাই না? সরকার চালানোতে সত্য'র ভূমিকা খুব সামান্যই। যুদ্ধ মানুষকে একত্রিত করতে সাহায্য করবে।”

“এতে কত মানুষ মরবে তাতে আপনার কিছু যায় আসে না?”

“যুদ্ধ হলে মানুষ মরবেই।”

“মরবে না যদি আপনি শান্তিরক্ষা করার চেষ্টা করেন।”

“আপনার লেগে থাকার প্রশংসা করছি আমি।” বললেন হাত্তুসিলি।

“আমি জীবন ভালোবাসি জাহাঁপনা। যুদ্ধ মানুষের সুখ নষ্ট করে।”

“তাহলে পৃথিবী যেভাবে চলছে তা আপনার পছন্দ নয়।”

“মিশরে আমাদের নিজেদের দেবী রয়েছেন, মা'ত। তিনি চান সবাই, এমনকি ফারাও পর্যন্ত পৃথিবীর নিয়ম মেনে চলুন আর ন্যায় প্রতিষ্ঠা করুন। সেরকম পৃথিবীতে বাস করতে চাই আমি।”

“শুনতে খুবই ভালো শোনাচ্ছে আহসা। কিন্তু শুনতেই শুধু ভালো লাগছে। কোনও কাজের নয় এই কথাগুলো।”

“ভুল করবেন না জাহাঁপনা। আপনি যদি মিশর আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নেন, তাহলে আপনি মা'তের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন। আর যদি আপনাকে জিততে হয়, এমন একটা সভ্যতা ধ্বংস করতে হবে যার সমকক্ষ নেই।"

“হাত্তি যদি পৃথিবী শাসন করে, অসুবিধা কী তাতে?”

"তা অসম্ভব জাহাঁপনা। আসিরিয়ার উত্থান এখন আর কেউ থামাতে পারবে না। শুধুমাত্র মিশরের সাথে মিত্রতাই আপনার রাজ্যকে নিরাপদ করতে পারে।"

"আমি যদি ভুল না করে থাকি আহসা, আপনি আমার উপদেষ্টা নন। আপনি একজন বিদেশী রাষ্ট্রদূত। আপনি তো নিজের স্বার্থটাই দেখবেন।"

"ব্যাপারটা সেরকমই মনে হচ্ছে কিন্তু হাট্টি আমার ভালো লেগে গিয়েছে। আপনার রাজ্য ভেঙ্গে পড়তে দেখলে আমার খারাপ লাগবে।"

"আপনি যা বলছেন সেটাই আপনার মনের কথা?"

"একজন কূটনীতিককে সন্দেহ করাই উচিত। আপনিও যে আমাকে সন্দেহ করছেন তাতে একেবারেই কিছু মনে করছি না আমি। কিন্তু আমি অনুরোধ করছি আমার কথা বিশ্বাস করুন। শান্তিই আমাদের মূল লক্ষ্য।"

"আপনি কি রামেসিসের নামে শপথ করতে পারেন?"

"অবশ্যই। আমি যা বলি সেটা তারই ইচ্ছা।"

"আপনারা দুজন তাহলে খুবই ঘনিষ্ঠ।"

"হ্যাঁ জাহাঁপনা।"

"রামেসিস খুবই ভাগ্যবান।"

"তার শত্রুরাও তাই বলে।"

গত পাঁচ বছরের প্রত্যেকটা দিন খা অন্তত এক ঘণ্টা আমনের মন্দিরের গবেষণাগারে কাটিয়েছে। সেখানকার সব লেখাই এখন তার মুখস্ত। এই বছরগুলোতে সে জ্যোতির্বিদ্যা, জ্যামিতি, সংকেতবিদ্যাসহ আরও অন্যান্য পবিত্র বিজ্ঞান শিখেছে, শিখেছে চিন্তা করতে এবং জ্ঞান অর্জনের নিয়ম।

বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও, খুব শীঘ্রই সে মন্দিরের প্রথম রহস্যগুলো সম্পর্কে জানতে পারবে। রামেসিসের রাজ দরবার যখন খবরটা শুনেছে, সবাই খুব অবাক হয়েছে। ধর্মের সর্বোচ্চ ডাক পেয়েছে যুবরাজ খা ।

খা তার গলার তাবিজ আর জাদুর বালা খুলে ফেলেছে। নগ্ন, চোখ বন্ধ অবস্থায় তাকে একটা মন্দিরের গোরস্থানে নিয়ে যাওয়া হলো যোগাসনের জন্য, সেখানকার দেয়ালগুলোতে সৃষ্টির রহস্য লেখা। চার পুরুষ ব্যাঙ আর চার মেয়ে সাপ মিলে আদিম জোড় তৈরী করে বিশ্ব সৃষ্টি করেছিল। তরঙ্গায়িত রেখাগুলো বোঝায় প্রথম পানিকে বোঝায় যেখান থেকে উঠে এসেছিল মহাবিশ্ব তৈরীর প্রথম ভিত্তি। একটা স্বর্গীয় গরু জন্ম দিয়েছিল আকাশের তারাদের।

তারপর খা'কে স্তম্ভবিশিষ্ট একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে দুজন পুরোহিত 'থোট' আর 'হোরাসে'র মুখোশ পরে দাঁড়িয়ে আছেন। তারা যুবকটির মাথা ও কাঁধের উপর ঠাণ্ডা পানি ঢাললেন। এই দুই পুরোহিত তাকে সাদা একটা নেংটি পরিয়ে স্তম্ভগুলোতে অধিষ্ঠিত স্বর্গীয় সত্ত্বাদের কাছে প্রার্থনা করাতে নিয়ে গেলেন।

দশজন মাথা কামানো পুরোহিত ঘিরে থাকলেন খা'কে। এই তরুণটিকে হাজার প্রশ্নের জবাব দিতে হলো যার মধ্যে ছিল দেবতা আমনের লুকানো প্রকৃতি, পৃথিবীর ডিমের মধ্যে অবস্থিত সৃষ্টির উপাদান, প্রধান হায়ারোগ্লিফগুলোর মানে, পূজার মন্ত্র এবং আরও অনেক কিছু যা শুধুমাত্র একজন বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই ভুলভ্রান্তিহীনভাবে উত্তর দেয়া সম্ভব।

তার পরীক্ষকেরা কোনও মন্তব্য করলেন না। একটা উপাসনাঘরে খা তার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছিল।

মাঝরাতে একজন বয়স্ক পুরোহিত তাকে হাত ধরে মন্দিরের ছাদে নিয়ে গেলেন, তার পাশে বসে আকাশ দেখতে আহবান করলেন। মৃতকে জীবিত করার একমাত্র দেবী নুতের দেহে তারার মেলা দেখতে লাগল খা।

আইনের বাহক হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার পর খা শুধু সেসব দিনের কথা ভাবছিল যেদিন সে মন্দিরের রীতিনীতিগুলো শিখতে পারবে। চিন্তায় এতো বেশি মগ্ন ছিল যে সে তার তাবিজ আর জাদুর বালা ফেলে গেল।

## পঁয়তাল্লিশ

সেটাউ-এর মন্দিরের নির্মাণকাজে নেশা লেগে গিয়েছে যেন। তিনি তার সমস্ত শক্তি নিয়ে এই আবু সিম্বেলে এই অমূল্য স্মৃতিস্তম্ভ দাঁড় করাচ্ছে। থিবসে, রামেসিসের চিরন্তন মন্দিরের নির্মাণ তত্ত্বাবধান করছিল বাখেন। আর নীলকান্তমণির শহর পাই-রামেসিসের সৌন্দর্য দিন দিন আরও বাড়ছিল।

ফারাও রামেসিস পাই-রামেসিসে ফিরে আসা মাত্রই আহমেনি তার অফিসে থাকতে শুরু করলেন। প্রায় পুরোটাই টাক হয়ে গিয়েছিল তার মাথা, আগের চাইতেও আরও শুকিয়ে গেছেন। খুব কম ঘুমাতেন তিনি। রাজদরবারের যেকোনও ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান ছিল তার। এতো কাজ করার পরেও সবরকম তিনি মিশরের আনুষ্ঠানিক পদবী প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

রাজা বহু আগে তাকে সিলমোহর দেয়া লেখার জিনিসপত্র দিয়েছিলেন, সেগুলো নিয়ে এই লিপিকার এক অন্যরকম ভক্তি বোধ করতেন রামেসিসের প্রতি। রামেসিসের সাথে তার যে বন্ধন তা ভাঙা ছিল রীতিমতো অসম্ভব। যার রাজত্বকাল ফারাওদের ইতিহাসে ইতিমধ্যেই মিশরের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় হিসেবে বিবেচিত হয়, সেই সূর্যের পুত্রের প্রশংসা না করে কে থাকতে পারে? আহমেনি কৃতজ্ঞ যে তিনি রামেসিসের সময়ে জন্মেছিলেন।

"তুমি কি বড় কোনও সমস্যায় পড়েছ, আহমেনি?"

"এমন কিছু না যেটার সমাধান করা যাবে না। রাজমাতা টুইয়া অনেক সাহায্য করেছেন। বিভিন্ন বিষয়ে রাজ সভার অনেকে বিরোধিতা করলেও সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন রাজমাতা টুইয়া। মিশর সমৃদ্ধ হচ্ছে জাহাঁপনা কিন্তু আমাদেরকে সবকিছুর দিকে খেয়াল রাখতে হবে। সময়মতো খালগুলো মেরামতে দেরি, জীবজন্তুগুলোর দেখাশোনায় অবহেলা, কয়েকজন লিপিকারের শৃঙ্খলার অভাব পুরো ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দিতে পারে।"

"সাম্প্রতিক কী খবর আহসার?"

গর্বে বুক ফুলে গেল আহমেনির। "আহসা আসলেই অসম্ভব বুদ্ধিমান।"

"হাট্টি থেকে কবে ফিরছে ও?"

"আপাতত ও হাট্টির রাজধানীতেই থাকছে।"

রামেসিস খুবই অবাক হয়ে বললেন, "হাত্তুসিলি সিংহাসন অধিকার করার সাথে সাথে ওর অভিযান শেষ হওয়ার কথা ছিল।"

"অভিযানের সময় বাড়াতে বাধ্য হয়েছে ও, কিন্তু এর মাঝে খুব দারুণ কিছু করে ফেলেছে।"

আহমেনির উত্তেজনা দেখে রামেসিসের মনে হলো সামনে তার জন্য একটা চমক অপেক্ষা করছে। সব বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আহসা নিশ্চয়ই পুরো পরিকল্পনাই সফল করতে পেরেছে।

"জাহাঁপনা কি আমাকে একজন গুরুত্বপূর্ণ অতিথিকে এখানে আনার অনুমতি দেবেন?"

রামেসিস সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করলেন।

সেরামানা একজন লম্বা, শক্তপোক্ত লোককে ঠেলতে ঠেলতে ঘরে ঢুকল, লোকটার চুল লম্বা আর বুকে কোঁকড়ানো লালচে চুল দেখা যাচ্ছে।

সেরামানার আচরণে অসন্তুষ্ট হয়ে উরি-টেশুপ ঘুরে তাকে উদ্দেশ্য করে ঘুসি দেখালো।

"হাট্টির আসল সম্রাটের সাথে এ কেমন ব্যবহার!"

"ফারাও-এর সামনে উঁচু গলায় কথা বলাটা কেমন ব্যবহার?" রামেসিস জিজ্ঞেস করলেন।

উরি-টেশুপ রামেসিসের চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে থাকল, কিন্তু কয়েক সেকেন্ডের পরে আর পারল না, নামিয়ে নিলো চোখ। এমনিতেই পরাজিত মানুষের মতো এসেছিল উরি-টেশুপ, তার উপরে রামেসিসের সামনে এরকম একজন সাধারণ বন্দীর মতো হাজির হয়ে রামেসিসের শক্তি তাকে একই সাথে আকর্ষণ করল এবং নত হতে বাধ্য করল।

"আমি রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করছি জাহাঁপনা, আর এর মূল্যটাও জানি আমি। আমি আপনাকে হিট্টি সেনাবাহিনীর সব শক্তি এবং দুর্বলতার কথা জানিয়ে দেব।"

"শুরু করা যাক তাহলে।" ঠাণ্ডা গলায় বললেন রামেসিস।

শিরায় শিরায় জ্বলুনি নিয়ে অপমান মেনে নিল উরি টেশুপ।

প্রাসাদের বাগান ভরে উঠছিল জুনিপার, বেদানাসহ বিভিন্ন ফলবতী গাছে। ছেলে মেরেনতাহ'র সাথে এখানে হেঁটে বেড়াতে খুব পছন্দ করত ইসেট। নয় বছর বয়সেই মেরেনতাহ'র শরীরের শক্তসমর্থ গড়ন অবাক করে দিত সবাইকে। হলদে সোনালী কুকুর প্রহরীর সাথে খেলতে খুব ভালোবাসত সে। তারা এক সাথে প্রজাপতির পিছনে ছুটত, তারপর শরীরটা লম্বা করে ঘুমিয়ে পড়ত প্রহরী। নুবিয়ান সিংহ যোদ্ধার গায়ে হাত বোলাতো মেরেনতাহ, প্রথমদিকে একটু অনিশ্চিত থাকলেও আর পরে একদম নিশ্চিন্ত হয় যেত যোদ্ধা।

মাঝে মধ্যে পুরোনো স্মৃতিগুলো দোলা দিয়ে যেতো ইসেটের মনে। খা, মেরিতামন আর মেরেনতাহ সবাই ছোট ছিল, এই উদ্যান আর বাগানে খেলে বেড়াত ওরা। আজ খা মন্দিরের একজন শিক্ষানবিশ আর ইতিমধ্যেই অনেক প্রভাবশালী পুরুষের প্রস্তাব পাওয়া মিষ্টি মেরিতামন পড়াশুনা করছে পবিত্র সঙ্গীত নিয়ে। ইসেটের

মনে পড়ে লেখার জিনিসপত্র বয়ে বেড়ানো সেই গম্ভীর ছোট্ট বালকটির কথা, সেই সুন্দরী বালিকার কথা যার নিজের বীণা তার চেয়ে বড় ছিল। এই সুখ গতকালই ছিল তার কিন্তু আজ নাগালের বাইরে।

কতবার ইসেট আর ডোলোরার দেখা হয়েছে, তারা নেফারতারিকে নিয়ে আলোচনা করেছে তা গুণে শেষ করা যাবে না। নেফারতারির উচ্চাকাঙ্ক্ষা, তার দু'মুখো আচরণ ইসেটের মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছে। ডোলোরার চাপাচাপিতে অবশেষে তার মন গলেছে ওর।

নীলপদ্ম আঁকা টেবিলে দুই পেয়ালা শরবত রেখেছে ইসেট। যে কাপটা সে নেফারতারিকে দেবে সেটাতে খুব ধীরে কাজ করে এমন বিষ দেয়া আছে। কয়েক সপ্তাহ পরে রাণী যখন মারা যাবেন, তার দিকে আঙুল তুলতে পারবে না কেউ। ডোলোরা তাকে এই জিনিস দিয়েছে, সে এটাও বলেছে স্বর্গীয় ন্যায়বিচারই নেফারতারির মৃত্যুর দায় বহন করবে।

সূর্যাস্তের কিছুক্ষণ আগে বাগানে এলেন রাণী। ঘোমটা খুলে ফেলে ইসেট আর মেরেনতাহকে চুমু খেলেন। বললেন, "ক্লান্তিকর একটা দিন গেল।"

"রাজার সাথে দেখা হয়েছে, রাণী?"

"নাহ, দেখা হয়নি। তাকে অনেক ব্যস্ত রাখছে আহমেনি আর তাছাড়া আমাকেও হাজারটা বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়।"

"আপনি এতো কর্তব্য আর দায়িত্বের চাপে কখনও ক্লান্ত হয়ে পড়েন না?"

"নুবিয়াতে কত খুশি ছিলাম আমি তা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না ইসেট! রামেসিস আর আমি সর্বক্ষণ একসাথে ছিলাম, প্রত্যেকটা মুহূর্ত ছিল আনন্দময়।"

"আমি ভেবেছিলাম...", কেঁপে গেল ইসেটের গলা।

নেফারতারিকে উদ্বিগ্ন দেখাল, "তুমি ঠিক আছ তো, ইসেট?"

"হ্যাঁ, শুধু...", ইসেট নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। যে প্রশ্নটা তাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিচ্ছিল সে প্রশ্নটা করে ফেলল সে।

"মহারাণী, আপনি কি সত্যিই রামেসিসকে ভালোবাসেন?"

নেফারতারির চেহারায় এক মুহূর্তের জন্য উদ্বিগ্নতা দেখা গেল। তারপরেই একটা সুন্দর হাসি ঢেকে দিল সেটাকে।

"সন্দেহ আছে কোনও?"

"রাজ দরবারে সবাই নাকি বলে..."

"রাজ দরবারের গুজবের গুরুত্ব নেই কোনও। কেউ জানে না এই 'সবাই' আসলে কারা। সব বিষয়েই কথা বলে তারা কিন্তু বলার মতো ভালো কিছু খুঁজে পায় না। এসব গুজবে কান দেয়ার কিছু নেই।"

"অবশ্যই নেই, কিন্তু..."

"আমি মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে এসে বিয়ে করেছি মহান রামেসিসকে। এটা তো গুজবের পালে হাওয়া দেবেই।" নেফারতারি সোজা ইসেটের চোখের দিকে তাকালেন। "প্রথম দেখাতেই রামেসিসকে ভালোবেসেছিলাম আমি, যদিও সেটা

নিজের কাছেও স্বীকার করার সাহস পাইনি আমি। বিয়ে হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি আমার ভালোবাসা শুধু বেড়েছেই, আর আমাদের ভালোবাসা আমাদের মৃত্যুর পরেও বেঁচে থাকবে।"

"কিন্তু আপনি কি তাকে বলে নিজের জন্য আবু সিম্বেলে মন্দির তৈরী করাচ্ছেন না?"

"না, ইসেট। ফারাও মন্দির নির্মাণ করে স্মরণীয় করে রাখতে চান আমাদের ভালোবাসাকে। এতো বিশাল কিছু তিনি ছাড়া আর কার মাথায়ই বা আসবে?"

ইসেট উঠে টেবিলটার দিকে গেল।

"রামেসিসকে ভালোবাসা একটা বিশাল পাওয়া", বলে চললেন নেফারতারি। "আমি সবটুকুই তার জন্য, তিনিই আমার সবকিছু।"

ইসেট হাঁটু দিয়ে টেবিলে গুঁতা দিল, কাত হয়ে পানীয় গুলো ছড়িয়ে পড়ল ঘাসের মধ্যে।

"আমাকে মাফ করবেন রাণী। আপনার কথাগুলো খুব ভালো লেগেছে আমার। দয়া করে ভুলে যাবেন আমি এ ব্যাপারে কখনও কিছু বলেছি আপনাকে।"

সম্রাট হাত্তুসিলি প্রাসাদের প্রদর্শনী কক্ষের যুদ্ধের নিদর্শনগুলো সরিয়ে ফেললেন। এগুলো তার রুচির সাথে যায় না। এখন থেকে উজ্জ্বল রঙের জ্যামিতিক নকশার ওয়ালম্যাট দিয়ে ঢাকা থাকবে।

হাত্তুসিলির পরনে একটা ডোরাকাটা নকশার কাপড়, বাম কনুইতে একটা রূপার বন্ধনী, মাথার চুল পেছনে টেনে বাঁধা আর মাথায় একটা উলের টুপি। টুপিটা মুওয়াত্তালির। হাত্তুসিলি পরিকল্পনা করেছেন, এমনভাবে তিনি রাজ্য পরিচালনা করবেন যা হাত্তিতে কেউ আজ পর্যন্ত দেখেনি।

ব্যবসায়ীদের মুখপাত্ররা প্রদর্শনীকক্ষে উপস্থিত, তারা সম্রাটকে রাজ্যের অর্থনৈতিক অবস্থা বুঝতে সাহায্য করছে। সম্রাজ্ঞী পুডুহেপা দেখছিলেন ধর্মীয় বিষয়গুলো। তিনিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং সেনাবাহিনীর বরাদ্দ কমিয়ে দিতে প্রস্তাব দিলেন। তাদের সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও এতে চমকে উঠল ব্যবসায়ীরা। কারণ মিশরের সাথে যুদ্ধকালীন অবস্থায় রয়েছে হাত্তি।

একে একে সবার সাথে কথা বললেন হাত্তুসিলি এবং তাদেরকে আরও লম্বা চুক্তির প্রয়োজনীয়তা বোঝালেন। কিন্তু এতো দীর্ঘ কথাবার্তাতে শান্তি কথাটা একবারও উচ্চারণ করলেন না তিনি।

পুডুহেপা একই বিষয় ধর্মীয় দায়িত্বপ্রাপ্ত মানুষজনকে বোঝালেন। মিশরীয় রাষ্ট্রদূত আহসা হচ্ছেন এই দুই মহাশক্তির ভালো সম্পর্কের জ্বলন্ত প্রমাণ। যেহেতু এখন মিশর হাত্তি আক্রমণ করছে না, সেহেতু তাদেরও উচিত যুদ্ধের প্রস্তুতি কমিয়ে দেয়া।

কিন্তু বিনামেঘে বজ্রপাত ঘটলো। হাত্তুসিলি আহসাকে ডেকে পাঠালেন।

"আমার সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত আপনাকে জানাতে চাই, আপনি রামেসিসের সাথে যোগাযোগ করুন।"

"শান্তি প্রস্তাব, জাহাঁপনা?"

"না, আহসা। আমাদের মধ্যকার ঝামেলা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি।"

থমকে গেলেন আহসা। "হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত?"

"আমি কিছুক্ষণ আগে জানতে পেরেছি মিশরে রাজনৈতিক আশ্রয় পেয়েছে উরি-টেশুপ।"

"এর সাথে আমাদের চুক্তির কী সম্পর্ক?"

"কারণটা আপনি নিজেই আহসা। আপনিই তাকে এদেশ থেকে বেরিয়ে আপনার দেশে যেতে সাহায্য করেছেন।"

"কিন্তু সেটা তো সম্ভাবনামাত্র..."

"আমি উরি-টেশুপের মাথাটা চাই। বিচার করে এই দেশদ্রোহীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে। আমার ভাইয়ের খুনী যতদিন না হাট্টিতে ফিরছে ততদিন কোনও শান্তিচুক্তি হবে না।"

"সে তো পাই-রামেসিসে নির্বাসিত অবস্থায় আছে, তাকে ভয় কী আপনার?"

"আমি তার শরীরটা এখানে, আমার রাজধানীতে পুড়তে দেখতে চাই।"

"রামেসিস যাকে আশ্রয় দিয়েছে তাকে কখনওই বের করে দেবেন না।"

"তাহলে এখনই পাই-রামেসিসের দিকে রওনা হয়ে যান। আপনার রাজাকে বোঝান আর উরি-টেশুপকে নিয়ে আসুন আমার কাছে। তা নাহলে আমার সেনাবাহিনী মিশর আক্রমণ করবে আর আমি নিজে গিয়ে ওই দেশদ্রোহীকে ধরে নিয়ে আসব।"

## ছেচল্লিশ

মে মাস ফসল কাটার সময়। যারা ফসল কাটে, তারা গোড়াটা রেখে কাস্তের সাহায্যে উপরের অংশটুকু কেটে নেয়। গাধার দল পিঠে করে সেগুলো নিয়ে যায় মাড়াইকল পর্যন্ত। কাজটা কঠিন সন্দেহ নাই, কিন্তু খাবার আর ঠাণ্ডা পানির অভাব নেই কোনও আর শ্রমিকদেরকে তাদের বিকেলের বিশ্রাম থেকে বঞ্চিত করবে এমন কোনও তত্ত্বাবধায়কও নেই।

লেখা বন্ধ করলেন হোমার। রামেসিস এই বৃদ্ধ কবির সাথে দেখা করতে এসে প্রথমবারের মতো তাকে তার ঝিনুকের খোলের তৈরী পাইপ দিয়ে ধূমপান করতে দেখলেন না। এই গরমেও কবির গায়ে একটা উলের জামা। লেবুগাছের নিচে খাটে মাথার নিচে একটা বালিশ নিয়ে শুয়ে ছিলেন তিনি।

"জাহাঁপনা, আমাকে বলা হয়েছিল আপনার সাথে আমার দেখা হবে।"

"এখানে কী করছেন, হোমার?"

"বৃদ্ধ হয়ে গেছি জাহাঁপনা। ক্লান্তি পেয়ে বসেছে।"

"আপনি প্রাসাদের ডাক্তারদের কেন ডাকেননি?"

"আমি অসুস্থ নই, জাহাঁপনা। মৃত্যু মানুষের জীবনেরই অংশ। আমার বিড়াল হেক্টর আমাকে ছেড়ে গিয়েছে, ওর জায়গায় নতুন কাউকে আনার মন নেই আমার।"

"এখনও অনেক গল্প বলার আছে আপনার।"

"আমি ইলিয়াড এবং ওডিসিতে আমার সর্বোচ্চটা দেয়ার চেষ্টা করেছি। এখন যখন আমার চলে যাওয়ার সময় হয়েছে, কেন আমি সেটা নিয়ে মন খারাপ করব?"

"আমরা আপনার যত্ন নেব, হোমার।"

"আপনি কতদিন রাজত্ব করেছেন জাহাঁপনা?"

"পনেরো বছর।"

"একজন বৃদ্ধ কবিকে বোকা বানানোর মতো অভিজ্ঞ আপনি হননি এখনও। মৃত্যু আমার মধ্যে বাসা বেঁধেছে, রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে আমার। আর কোনও ওষুধই কাজে আসবে না। আপনার সাথে আমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা আছে। আপনার পূর্বপুরুষেরা এই রাজ্য গড়েছেন; আপনাকে অবশ্যই ভালোভাবে দেখভাল করতে হবে এর। হিট্টিদের সাথে যুদ্ধের কী খবর?"

"আহসা তার মিশন সফলতার সাথে শেষ করেছে। আশা করছি আমরা একটা চুক্তিপত্র সই করব যার ফলে সমস্ত অরাজকতা বন্ধ হয়ে যাবে।"

"শুনে ভালো লাগছে খুব, এতো বছর শুধু যুদ্ধের কথা লিখে এখন শান্তির মৃত্যু। আমার কোনও একজন নায়ক চরিত্র বলেছিল, 'সমুদ্রে পড়ে সূর্যের আলো, উর্বর মাটিতে তৈরী হয় সুড়ঙ্গ, সেই অন্ধকার রাত আসে, যাকে কামনা করে পরাজিতরা।' আজকে আমিই পরাজিত আর প্রতীক্ষা করছি অন্ধকার রাতের।"

"আমি আপনার চিরকাল থাকার জন্য একটা অসাধারণ বাড়ি বানিয়ে দেব।"

"না, জাহাঁপনা... আমি গ্রীক, আমাদের মৃত্যুর পরের জীবন অজানা। এই বয়সে আমার বিশ্বাস তো বদলানো সম্ভব নয়। আপনার কাছে দুঃখজনক মনে হলেও আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত।"

"আমাদের জ্ঞানী ব্যক্তিরা দাবী করেন যে এই পিরামিডগুলোর চেয়ে মহান লেখকদের লেখা বেশিদিন টিকবে।"

হোমার হাসলেন।

"আমাকে শেষ একটু সাহায্য করুন জাহাঁপনা। যে হাত দিয়ে লিখতাম আমি সেই ডান হাতটা ধরুন। আপনার শক্তি অন্যজীবনে সাহায্য করবে আমাকে।"

হোমার শান্তির সাথে তার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

হোমার লেবুগাছের নিচে শুয়ে আছেন। তার শবাচ্ছাদনে ইলিয়াড আর ওডিসি লেখা রয়েছে আর একটা প্যাপিরাসে লেখা হয়েছে কাদেশের যুদ্ধের কথা। কবির মৃত্যুতে রামেসিস, নেফারতারি আর আহমেনি খুবই মর্মাহত। শুধুমাত্র তারাই এসেছিল কবির মৃতদেহ সমাহিত করার সময়।

রাজা তার কার্যালয়ে যখন পৌঁছালেন, খবর দিল তাকে সেরামানা।

"জাহাঁপনা, জাদুকর ওফিরের খোঁজ পাওয়া যায়নি কোনও। সে সম্ভবত দেশ ছেড়ে চলে গেছে।"

"সে কি ইহুদীদের মাঝে লুকিয়ে থাকতে পারে?"

"যদি নিজের পোশাক আশাক বদলে ফেলে আর যদি ইহুদীদের আস্থা অর্জন করতে পারে তাহলে সেটা হতে পারে।"

"তোমার খবর সংগ্রাহকরা কী বলে?"

"মোজেস যখন থেকে তাদের আনুষ্ঠানিক নেতা, তারপর থেকে তারা আর কোনও খবর দিচ্ছে না।"

"তারমানে তুমি জানো না ইহুদীরা কী ষড়যন্ত্র করছে?"

"এর উত্তর একইসঙ্গে হ্যাঁ এবং না জাহাঁপনা।"

"ব্যাখ্যা করো, সেরামানা।"

"মোজেস আর মিশরের শত্রুরা মিলিতভাবে বিদ্রোহ করার পরিকল্পনা করছে।"

"মোজেস আমার সাথে একা সাক্ষাৎ করার আবেদন জানিয়েছে।"

"মঞ্জুর করবেন না, জাহাঁপনা!"

"কীসের ভয় পাচ্ছ তুমি?"

"তারা খুব খারাপ কিছু করার চেষ্টা করতে পারে।"

"বাড়িয়ে বলছ তুমি।"

"একজন বিদ্রোহীকে কোনও কিছু দিয়েই থামানো যায় না।"

"মোজেস আমার ছোটবেলার বন্ধু।"

"ছিল জাহাঁপনা, এখন আর নেই।"

মে মাসের তেজী সূর্যের আলো আলোকিত করেছে রামেসিসের কার্যালয়কে। তিন জানালার একটা দিয়ে রাজদরবারের ভিতরের দিকে দাঁড়ানো রথগুলো দেখা যায়। রামেসিস সেরামানার সাথে কথা বলছেন এমন সময় মোজেস ঢুকলেন।

লম্বা দেহ, চওড়া কাঁধ, ছড়ানো চুল, মুখভর্তি দাড়ি আর রোদেপোড়া মুখের অধিকারী মোজেস পৌরুষের প্রতীক হয়ে উঠেছেন যেন।

"বসো মোজেস।"

"দাঁড়িয়ে থাকতেই ভালো লাগছে আমার।"

"কী চাও তুমি আমার কাছে?"

"আমি অনেকটা সময় মরুভূমিতে কাটিয়েছি। চিন্তাভাবনা করার সুযোগ পেয়েছি।"

"আচ্ছা। জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছ তুমি?"

"আমি মিশরীয়দের জ্ঞান অর্জন করেছি, সেটাও জিহোভার ইচ্ছাতেই।"

"তারমানে তুমি এখনও তোমার সেই উল্টাপাল্টা ধারণা নিয়েই আছ।"

"নিশ্চয়ই। আর এখন আমার গোত্রের অধিকাংশ লোক আমার কথা বিশ্বাস করে। খুব তাড়াতাড়িই তারা আমার সাথে মিশর ত্যাগ করবে।"

"আমার মনে আছে আমার বাবা সেটি কী বলেছিলেন। 'ফারাও-এর কখনওই কোনও বিদ্রোহী অথবা কোনও পরিকল্পনাকারীকে প্রশ্রয় দেয়া উচিত নয়। তাহলে মা'তের আইন বিলুপ্ত হয়ে বিশৃঙ্খলা শুরু হয়ে যাবে যা ছোট বড় সবার জন্যই বিপদ বয়ে আনবে।"

"মিশর যে আইনে চলে, ইহুদীদের উপরে সেটা আর প্রযোজ্য নয়।"

"যতদিন তারা এখানে আছে, এই আইনই তাদেরকে মানতে হবে।"

"আমার লোকজনকে তিন দিনের যাত্রার অনুমতি দিন। আমরা মরুভূমিতে পৌঁছে জিহোভার কাছে কোরবানি করবো।"

"আমি তোমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করলাম।" শান্ত গলায় বললেন রামেসিস।

মোজেস তার লাঠিটা শক্ত করে ধরলেন।

"আপনার শেষ উত্তর হিসেবে আমি নিতে পারছি না এটাকে।"

"বন্ধুত্বের খাতিরে তোমার ঔদ্ধত্যকে ছাড় দিলাম আমি।"

"আমি জানি আমি দুই জমিনের মালিক ফারাও-এর সাথে কথা বলছি। আপনাকে অসম্মান করার কোনও ইচ্ছাও নেই আমার। যাইহোক, জিহোভার স্থান সবার আগে। আমি তার কণ্ঠস্বর হয়েই কাজ করে যাব।"

"তুমি যদি ইহুদীদের বিদ্রোহে উস্কানি দাও, তবে সেটা দমন করতে বাধ্য হব।"

"আমি জানি সেটা। আর সেজন্যই জিহোভা অন্য উপায় অবলম্বন করবেন। আপনি যদি ইহুদীদের স্বাধীনতার দাবী প্রত্যাখ্যান করতেই থাকেন, জিহোভা মিশরে মহামারী বর্ষণ করবেন।"

"তুমি কি ভাবছ আমাকে ভয় দেখাতে পারবে?"

"আমি আপনার রাজ্যের জ্ঞানী লোকেদের কাছে আর সাধারণ জনগণের সামনে আমার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করব, জিহোভার ক্ষমতা তাদেরকে সংকট বুঝতে সাহায্য করবে।"

"মিশরের তোমাকে ভয় পাওয়ার মতো কিছু নেই মোজেস।"

কত সুন্দর নেফারতারি! যখন নেফারতারি একটা নতুন প্রার্থনাকক্ষ উদ্বোধনের আনুষ্ঠানিকতা সারছিলেন, রামেসিস দেখছিলেন তাকে।

তার রাণী, তার ভালোবাসা, যিনি প্রাসাদটাকে নিজের মাধুর্য আর সুগন্ধ দিয়ে ভরিয়ে তুলেছেন, যিনি অতিরিক্ত কোনও কিছু না বলেও অন্তর আনন্দে পরিপূর্ণ করে দেন, যিনি ভালো আর মন্দের তফাৎ করতে পারেন - সেই নারীই হয়েছেন মিশরের দুই জমিনের মালকিন। ছয় স্তরের একটা হার আর মাথায় দুই পালকের মুকুটে তাকে মনে হচ্ছিল দেবলোকের কোনও বাসিন্দা যেখানে তারুণ্য আর সৌন্দর্য কখনও বিলীন হয়না।

রামেসিস তার মা টুইয়ার শক্ত মুখে সন্তুষ্টির রেখা দেখতে পেলেন। নেফারতারিতে যে তার উপযুক্ত উত্তরাধিকারীই হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই টুইয়ার। টুইয়ার দক্ষ পরিচালনা নেফারতারিকে নিজের মধ্যেকার ছন্দ খুঁজে পেতে সাহায্য করেছে যা তাকে করে তুলেছে রাণী হিসেবে অনন্যা।

টুইয়ার সম্মানে একটা সংবর্ধনা দিয়ে অনুষ্ঠান শেষ হল। দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি, কিছু কিছু কথা শুনে জবাবও দিচ্ছিলেন। কূটনীতিক মেবা টুইয়া এবং ফারাও-এর কাছে পৌঁছালো। পৌঁছে বড় একটা তেলতেলে হাসি দিয়ে সেটি'র বিধবা স্ত্রীর প্রশংসা করা শুরু করলো।

"আমি আপনার কাজে গাফিলতিতে অসন্তুষ্ট।" বললেন রামেসিস। "আহসা যখন বাইরে আছেন, আপনার তখন আমাদের মিত্রদের সাথে আরও দূত আদান প্রদান করা উচিত।"

"জাহাঁপনা, যে উপহারগুলো আসছে তার পরিমাণ বা মূল্য কোনওটাই কম নয়! আমি মিশরের সাথে মিত্রতার মূল্য বাড়িয়ে দিয়েছি। সবাই এখন সম্মান প্রদর্শন করতে চায় কারণ আপনার মতো মহান ফারাও আর কেউ ছিলেন না!"

"আর কোনও খবর আছে?"

"হ্যাঁ, জাহাঁপনা। আহসা পাই-রামেসিসে তার ফেরার খবর পাঠিয়েছেন। আমি ভাবছি তার সম্মানে একটা সংবর্ধনার আয়োজন করব।"

"তিনি যে ফিরে আসছেন, তাতে কি সংবর্ধনার কোনও কারণ আছে?"

"না জাহাঁপনা।"

রাজা এবং তার মা সরে এসে কথা বলতে লাগলেন।

"শান্তি কি এখনও হাতে আছে, রামেসিস?" টুইয়া জিজ্ঞেস করলেন।

"যদি মেবার কথা ঠিক হয় আর আহসা হাট্টি থেকে কোনও সতর্কীকরণ ছাড়াই ফিরে আসে তাহলে সম্ভবত ও ভালো কোনও খবর আনছে না।"

## সাতচল্লিশ

হিট্রিদের সেনাবাহিনী, তাদের কৌশল, অস্ত্রশস্ত্র, শক্তি এবং দুর্বলতা সবকিছু সম্পর্কে জানতে উরি-টেশুপের সাথে প্রায় দশটা বৈঠক লেগে গেল রামেসিসের । হাত্তুসিলির ক্ষতি করার আশায় খুবই সহযোগিতা করলো উরি-টেশুপ। তথ্যের বিনিময়ে উরি-টেশুপকে দুজন সিরিয়ান চাকর এবং যথেষ্ট খাবারদাবারসহ একটা বাড়ি দেয়ার প্রস্তাব করা হলে, সাথে সাথে তা গ্রহণ করল সে।

নিজের কাজের জন্য নিজেকে প্রশংসা করলেন রামেসিস। যৌবনে অনেক দুর্ধষ লোককেও নিজের তারুণ্যের আগুন দিয়ে বশ করেছেন তিনি। আমন আর সেটির সহায়তা না থাকলে তার তাড়াহুড়ো করার প্রবণতা ধ্বংস ডেকে আনত মিশরের। দুর্বল অবস্থায়ও হাট্রির সেনাবাহিনী যথেষ্টই শক্তিশালী। মিশর আর হাট্রি দুই শক্তির মিত্রতা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে এই এলাকায়। কোনও বিরুদ্ধপক্ষই সাহস করবে না এই মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর। রামেসিস আর নেফারতারি গাছের ছায়ায় বসে এই ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করছিলেন, এমন সময় আহমেনি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে খবর দিলেন যে আহসা পৌঁছেছেন।

স্বরাষ্ট্রসচিবের এতো দিনের অনুপস্থিতি তার মধ্যে তেমন কোনও পরিবর্তন আনেনি। সেই লম্বা আকৃতির মুখ, ছাঁটা গোঁফ, একহারা গড়ন আর চোখ সেই আগের মতোই বুদ্ধিমত্তায় উজ্জ্বল। তাকে দেখে খুব গম্ভীর এবং বদরাগী বলে মনে হয় তবে যারা তাকে চেনে তারা জানে ধারণাটা একেবারেই ঠিক নয়।

রাজা রানিকে কুর্নিশ করলেন আহসা।

"আমি ক্ষমা চাচ্ছি মহারাজ, মহারাণী। আমি আমার পোশাক আশাকের জন্য দুঃখিত কিন্তু আমার আসলে স্নান অথবা খবর পাঠানোর সময় ছিল না। যে খবরটা আমি এনেছি সেটা আমার নিজস্ব আরামের চেয়েও অনেক বেশি জরুরী।"

"তাহলে অভিনন্দন জানাই তোমাকে।" হাসিমুখে বললেন রামেসিস। "তোমাকে নিরাপদে ফিরতে দেখে আমরা খুবই আনন্দিত।"

"এতো দিন পর বাড়িতে ফিরতে পেরে আমিও যে কতখানি খুশি তা বলে বোঝাতে পারব না আপনাকে। মিশরকে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে।"

"তাহলে তুমি এক কাজ করো। নিজের কার্যালয়ের জানালা থেকে প্রকৃতি দেখ। মিশরের প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করতে পারবে ভালোভাবে।" হালকা গলায় বললেন আহমেনি।

"ঝগড়া পরে করো।" বাধা দিলেন রামেসিস। "আহসা, তোমাকে কি হাট্রি থেকে বের করে দিয়েছে?"

"না জাহাঁপনা, কিন্তু সম্রাট হাত্তুসিলি সরাসরি তার দাবির কথা জানাতে চান।"

"শান্তিচুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরুর কথা বলছ?"

"সেটা হলে তো সবচেয়ে ভালো হতো জাহাঁপনা। কিন্তু আমি আসলে সতর্কবাণী নিয়ে এসেছি।"

"হাত্তুসিলির মনোভাবও কি উরি-টেশুপের মতোই আক্রমণাত্মক?"

"হাত্তুসিলি এই বিষয়টার সাথে একমত যে মিশরের সাথে হাট্টির শান্তি প্রস্তাব আসিরিয়ার উত্থানকে বাধাগ্রস্ত করবে। আসল সমস্যা হচ্ছে উরি-টেশুপ।"

"তোমার সিদ্ধান্ত ভালো ছিল! এখন আমরা হিট্টি সেনাবাহিনী সম্পর্কে প্রায় সবকিছুই জানি।"

"যুদ্ধের ক্ষেত্রে যে খুব সুবিধা হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কারণ আমরা যদি উরি-টেশুপকে তার হাতে তুলে না দিই, হাত্তুসিলি আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করবেন।"

"উরি-টেশুপ আমাদের অতিথি।"

"হাত্তুসিলি তার মাথাটা চান।"

"আমি মুওয়াত্তালির পুত্র উরি-টেশুপকে যখন রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছি তখন আমি কখনওই আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করব না। যদি করি তবে তা হবে মা'তের আইনের লঙ্ঘন আর তার ফলে ধোঁকাবাজি আর কাপুরুষত্বে কলুষিত হবে মিশর।"

"আমিও সেটাই বলেছি হাত্তুসিলিকে, কিন্তু তিনি তার অবস্থানে অনড়। যদি আমরা উরি- টেশুপকে বের করে দিই তাহলে শান্তি প্রস্তাব এগোনোর সম্ভাবনা আছে। নয়তো আরও জোরদার যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হবে আমাদের।"

"আমিও আমার অবস্থানে অনড়। মিশর বহিষ্কারের নীতি বদলাবে না, উরি-টেশুপকেও তাদের হাতে তুলে দেয়া হবে না।"

আহসা একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

"এতো বছর নষ্ট হলো, এতো ঝামেলা হলো, কিন্তু কোনও লাভই হলো না। তবে জাহাঁপনা ঠিকই বলেছেন; অসম্মানের চেয়ে যুদ্ধ ভালো। অন্তত হিট্টি সেনাবাহিনী সম্পর্কে সঠিক তথ্য আছে আমাদের কাছে।"

"ফারাও যদি অনুমতি দেন আমি কিছু কথা বলতে চাই।" বললেন নেফারতারি।

রানির নরম, শান্ত কণ্ঠস্বর যেন জাদু করল সম্রাট, রাষ্ট্রদূত আর লিপিকারের উপর।

"মিশরের নারীরা মিশরকে দখলদারদের কাছ থেকে স্বাধীন করেছিল।" নেফারতারি তাদের মনে করিয়ে দিলেন। "আর নারীরাই অন্যান্য শক্তির সাথে শান্তি প্রস্তাব নিয়ে কথা বলে। টুইয়া নিজেই কি সেই ঐতিহ্য বহন করেননি? তিনি আমাকে সেরকমই শিখিয়েছেন।"

"তোমার প্রস্তাব কী? রামেসিস জানতে চাইলেন।

"আমি সম্রাজ্ঞী পুডুহেপাকে পত্র পাঠাব। যদি আমি তাকে আলোচনা শুরুর প্রস্তাব দিই, তাহলে তিনি কি তার স্বামীকে অনড় অবস্থান পরিবর্তন করার জন্য বোঝাতে পারবেন না?"

"আমাদের মূল সমস্যা উরি-টেশুপকে ভুলে গেলে চলবে না।" বললেন আহসা। "তবুও, সম্রাজ্ঞী পুডুহেপা একজন যোগ্য ও বুদ্ধিমতী মহিলা; নিজস্ব চাওয়া পাওয়ার

থেকে তার কাছে জনগনের কল্যাণটাই বেশি প্রাধান্য পায়। তিনি সরাসরি মিশরের রানির ব্যক্তিগত আবেদন অগ্রাহ্য করতে পারবেন না। আর হাত্তুসিলির উপরে যেহেতু তার অনেকখানি প্রভাব রয়েছে, শেষ পর্যন্ত হয়তো সবকিছু ঠিকঠাক হতেও পারে। মহারানির সতর্ক থাকা উচিত কারণ সবচেয়ে কঠিন কাজ হবে এটা।"

"ক্ষমা করুন আমাকে সবাই। যেতে হচ্ছে আমাকে।" নেফারতারি বললেন। "এখনই কাজ শুরু করা দরকার।"

আহসা প্রশংসার দৃষ্টিতে রানিকে চলে যেতে দেখলেন।

"নেফারতারির পদ্ধতি যদি কাজে লাগে," রামেসিস বললেন আহসাকে, "হাট্টিতে ফিরে যাবে তুমি। আমি কখনওই উরি-টেশুপকে হস্তান্তর করব না, কিন্তু তারপরেও তুমি শান্তিপ্রস্তাবে হাত্তুসিলিকে রাজি করাবে।"

"অসম্ভব কথা বলছেন আপনি। এজন্যই আমি আপনার সাথে কাজ করতে পছন্দ করি।"

রাজা আহমেনির দিকে তাকালেন। "তুমি কি সেটাউকে এখনই ফিরে আসতে বলেছ?"

"হ্যাঁ, জাহাঁপনা।"

"কী হয়েছে?" জিজ্ঞেস করলেন আহসা।

"মোজেস এক ঈশ্বরের দূত মনে করেন নিজেকে। এই ঈশ্বর, মোজেসের ভাষায় যার নাম জিহোভা নাকি তাকে বলেছেন ইহুদীদের নিয়ে মিশর থেকে চলে যেতে।" ব্যাখ্যা করলেন আহমেনি।

"তুমি বলতে চাচ্ছ সমস্ত ইহুদীদের?"

"হ্যাঁ। তার ধারণা ইহুদীরা পরাধীন এবং এই জনগোষ্ঠীর অধিকার রয়েছে স্বাধীনতা চাওয়ার।"

"এটা তো পাগলামি ছাড়া আর কিছু না!"

"সেটা ওকে বোঝাবে কে? আর ওকে বোঝানো শুধু অসম্ভবই নয়, রীতিমতো হুমকিও দিতে শুরু করেছে ও এখন।"

"ওকে ভয় পাওয়ার কি কোনও কারণ আছে?" রামেসিসের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আহসা।

"আমি ভয় পাচ্ছি এটা ভেবে যে মোজেস একজন ক্ষমতাশালী শত্রু হয়ে উঠতে পারে।" রামেসিস উত্তর দিলেন। "আর আমার অভিজ্ঞতা বলে, শত্রুদের ছোট করে দেখতে নেই। তাই সেটাউকে এখানে দরকার আমার।"

"আমি বিশ্বাস করতে পারছি না এরকম পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে।" আহসা দুঃখের সাথে বললেন। "মোজেস সবসময়ই খুব সৎ এবং দৃঢ়চেতা ছিল।"

"ও এখনও তাই আছে কিন্তু এখন উগ্রবাদী হয়ে উঠেছে।"

"আপনার কথা শুনে ভয় পাচ্ছি, রামেসিস। মোজেসের সাথে এই দ্বন্দ্ব হিট্টিদের সাথে যুদ্ধের থেকেও ভয়ংকর মনে হচ্ছে।"

"এটা জিততে হবে আমাদের নয়তো ধ্বংস অনিবার্য।"

খা'র কাঁধে হাত রাখলেন সেটাউ।

"আমি পৃথিবীর সমস্ত সাপের নামে কসম খেয়ে বলছি, তুমি প্রায় একজন পুরুষ হয়ে উঠেছ!" সেটাউ বললেন খা'কে।

খা এবং সেটাউ দুজনের পার্থক্য চোখে পড়ার মতো। রামেসিসের প্রথম পুত্র খা একজন বিবর্ণ, নাজুক চেহারার তরুণ লিপিকার। অন্যদিকে সেটাউ দেখতে শক্তিশালী, গায়ের রঙ গাঢ় বাদামী, কিলবিলে পেশী, চৌকো চোয়ালের অধিকারী। পকেট লাগানো এন্টিলোপের চামড়ার পোশাক পরনে থাকায় দেখতে মনে হয় পুরানো দিনের অভিযাত্রী।

প্রথম দর্শনে কেউই ভাবতে পারবে না তাদের মধ্যে কোনও যোগাযোগ বা সম্পর্ক আছে। তবুও খা'র কাছে সেটাউ হচ্ছেন সেই শিক্ষক, যিনি তাকে অদৃশ্যকে দেখতে শিখিয়েছেন। আর সেটাউ খা'কে দেখতেন একজন ব্যতিক্রম তরুণ হিসেবে যে কিনা সবচেয়ে গভীর রহস্যকেও ধারণ করতে সক্ষম।

"আমি যখন ছিলাম না তখন তুমি বোকার মতো কোনও একটা কাজ করেছ বলে মনে হচ্ছে ।" ভ্রূকুটি করলেন সেটাউ।

খা হাসল। "আশা করি আপনি আমার উপর খুব বেশি নাখোশ হবেন না।" বলল সে

"তুমি পৌরোহিত্য গ্রহণ করেছ!"

"আমি মন্দিরে আমার কিছু কর্তব্য সম্পাদন করেছি মাত্র, আর হ্যাঁ এটা করা আমার জন্য প্রয়োজন ছিল।"

"খুব ভালো, বাবা। কিন্তু আমাকে বলো, আমি তোমার গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিলাম সেই তাবিজ কোথায়?"

"মন্দিরে ঢোকার সময় আমার পবিত্রকরণ অনুষ্ঠানের সময় ওটা খুলে রেখেছিলাম, এরপর থেকে ওটা আমি আর দেখিনি। এখন যেহেতু আপনি এসে গেছেন, আমার আর কোনও বিপদ নেই আর তাছাড়া এই পৌরোহিত্য আমাকে নতুনভাবে সুরক্ষা দিয়েছে।"

"তবুও তাবিজটা তোমার পরা উচিত।"

"আপনিও পরেন?"

"আমার অ্যান্টিলোপের চামড়া আমাকে রক্ষা করে।"



একটা তীর তাদের পাশ কেটে চলে গিয়ে কাছাকাছি একটা জায়গায় নিপুণভাবে লক্ষ্যভেদ করল। রামেসিস খা আর সেটাউকে সেনাবাহিনীর তীরন্দাজ প্রশিক্ষণ এলাকায় দেখা করতে বলেছিলেন।

"তোমার বাবা সবসময়ই লক্ষ্যভেদে পারদর্শী ছিল।" সেটাউ গর্ব করে বললেন।

খা বাবাকে দেখল তার ধনুকটা নামিয়ে রাখতে। এ ধনুকটা শুধু তিনিই ব্যবহার করতেন; কাদেশের যুদ্ধে এই ধনুকটা দিয়েই শত্রুকে নিকেশ করেছিলেন তিনি।

কাছে চলে এলেন সম্রাট। তার উপস্থিতিই যথেষ্ট কর্তৃত্বপূর্ণ। তার সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে কুর্ণিশ করল খা। কারণ রামেসিস শুধু তার পিতাই নন, পিতার চেয়েও অনেক বড় কিছু।

"আমাদেরকে এখানে দেখা করতে ডেকেছেন জাহাঁপনা?" সেটাউ জিজ্ঞেস করলেন।

"হ্যাঁ। তুমি আর আমার পুত্র আমাকে একটা যুদ্ধে পরিকল্পনা করতে সহায়তা করবে।"

"আমি খুব একটা ভালো যোদ্ধা নই।" বলল খা।

"চিন্তা করো না। আমি তোমাকে তোমার বুদ্ধি আর জাদু দিয়ে লড়তে বলছি।"

"আমি আমনের মন্দিরের একজন..."

"আর পুরোহিতেরা তোমাকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাদের নতুন প্রধান মেনে নিয়েছেন।"

"কিন্তু আমার বয়স কুড়িও হয়নি এখনও!"

"বয়সে কিছু আসে যায় না, খা। পুরোহিতদের আবেদন মঞ্জুর করিনি আমি।"

খা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

"তবে, তাহ'এর প্রধান পুরোহিতের মৃত্যু হয়েছে মেমফিসে। আমি তোমাকে তার উত্তরসূরি হিসেবে মনোনীত করেছি, খা।" জানালেন রামেসিস।

"তাহ'এর প্রধান পুরোহিত? কিন্তু আমি তো..."

"এটাই আমার ইচ্ছা খা। যাদের সামনে মোজেস তার দাবি উপস্থাপন করবে, তুমি সেইসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মধ্যে থাকবে।"

"ও কী করতে চাইছে এখন?" জিজ্ঞেস করলেন সেটাউ।

"আমি যখন ইহুদীদের মরুভূমিতে যেতে অনুমতি দিলাম না, তখন থেকে ও হুমকি দিয়ে যাচ্ছে যে তার ঈশ্বর এই এলাকায় মহামারী নিয়ে আসবেন। আমি তাহ'এর বর্তমান প্রধান পুরোহিত এবং আমার জানামতে সর্বশ্রেষ্ঠ জাদুকরের উপর নির্ভর করছি ওকে মোকাবেলা করার ব্যাপারে।" খা'র দিকে তাকিয়ে বললেন রামেসিস।

## আটচল্লিশ

মোজেস এবং অ্যারন, সেরামানা এবং রাজরক্ষকদের তত্ত্বাবধানে পাই-রামেসিস প্রাসাদের দরবারকক্ষে প্রবেশ করলেন। ইহুদীদের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ ঘুরিয়ে নিল সেরামানা। রাগে কাঁপছে ও। ও নিজে রাজা হলে সবচেয়ে গভীর অন্ধকূপে নিক্ষেপ করত এদের অথবা মরুভূমিতে নির্বাসন দিত। নিজের অনুভূতিকে বিশ্বাস করে সেরামানা আর তার সেই অনুভূতিই বলে দিচ্ছে মোজেস রামেসিসের জন্য ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনবে না।

দুই সারির মাঝখানের রাস্তা দিয়ে ঘরের মাঝখানের দিকে যেতে যেতে ইহুদীদের নেতা এবং মুখপাত্র খেয়াল করলেন প্রচুর লোকসমাগম হয়েছে। দর্শকসংখ্যা প্রচুর।

রাজার ডানপাশে তার পুত্র খা একটা সোনার তারা বসানো চিতার চামড়া পরে আছে। তার বয়স কম হওয়া সত্ত্বেও উচ্চপদে আসীন করা হয়েছে তাকে। তার বুদ্ধিমত্তা এবং দূরদর্শিতা প্রত্যক্ষ করে, কোনও পুরোহিতই এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি। ঈশ্বরের বাণীকে হায়ারোগ্লিফে রূপান্তর করে এখন জ্যেষ্ঠ রাজপুত্রের নিজেকে প্রমাণ করার পালা। যখন থেকে মিশরীয় সভ্যতার গোড়াপত্তন, তখন থেকে এখন পর্যন্ত সব ঐতিহ্য যেহেতু সেই সংরক্ষণ করবে সেহেতু সবাই তার কাজের দিকে লক্ষ রাখবে।

খা'র পদপ্রাপ্তি অবাক করেছিল মোজেসকে কিন্তু রাজপুত্রকে কাছ থেকে দেখে তিনি বুঝতে পারলেন অল্পবয়সী হওয়া সত্ত্বেও এই বালকের পরিপক্বতা এবং কর্মদক্ষতা ব্যতিক্রম। কোনও সন্দেহ নেই সে শক্ত প্রতিপক্ষ হতে যাচ্ছে।

আর রাজার বামে এ কে? সেটাউ। সাপুড়ে এবং রাজার প্রধান জাদুকর। সেটাউ, রামেসিস আর আহমেনির মতো তারও সহপাঠী ছিল রয়্যাল একাডেমীতে। আহমেনি সবকিছু লিপিবদ্ধ করার জন্য পিছনে বসে আছে। যখন একদিন তিনি মিশরের গৌরবের জন্য কাজ করতেন, তবে সেসব দিনের কথা আর ভাবতে চান না মোজেস। তার অতীত তখনই মরে গেছে যখন জিহোভা তাকে এই কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। এখন অতীত নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলার কোনও অধিকার নেই তার।

ফারাও এবং তার গণ্যমান্য ব্যাক্তিরা যে মঞ্চে বসে আছেন তার সামনের সিঁড়ির কাছে থেমে গেলেন মোজেস এবং অ্যারন।

"এই সমাবেশের সামনে কী নিয়ে বিতর্ক করতে চাও তুমি?" আহমেনি জানতে চাইলেন।

"আমি বিতর্ক করতে চাই না।" উত্তর দিলেন মোজেস। "আমি শুধু আমার সেই দাবীটা ব্যক্ত করব যা জিহোভার ইচ্ছাঃ আমার লোকেদের মিশর থেকে নিয়ে যেতে ফারাও-এর অনুমতি চাই।"

"জাতীয় প্রতিরক্ষার খাতিরে অনুমতি দিচ্ছি না।" বললেন আহমেনি।

"এই দাবীর প্রত্যাখ্যান মানে জিহোভার অপমান।"

"আমি যতদূর জানি জিহোভা মিশর শাসন করেন না।"

"জিহোভার ক্রোধের ফলাফল হবে ভয়াবহ! তিনি আমাকে রক্ষা করেন, তিনিই ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য আশ্চর্য সাধন করতে পারেন।"

"একসময় আমি তোমাকে খুব ভালো চিনতাম মোজেস; বন্ধু ছিলাম আমরা। তরুণ বয়সে তুমি তো এতো ভ্রমবিলাসী ছিলে না।"

"আহমেনি, তুমি একজন মিশরীয় লিপিকার আর আমি ইহুদীদের নেতা। জিহোভা যে আমার সাথে পাহাড়ে কথা বলেছেন তা আমি প্রমাণ করতে পারি!"

অ্যারন তার লাঠিটা মটিতে ছুঁড়ে ফেলল। মোজেস ওটার দিকে তীব্রভাবে তাকিয়ে থাকলেন। কাঠের গিঁটগুলো নড়তে থাকল, একসময় লাঠিটা পরিণত হলো কিলবিলে একটা সাপে। ভয়ে সিঁটিয়ে গেল অনেক লোকজন। সাপটা রামেসিসের দিকে এগোলো, ভয়ের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না রামেসিসের মধ্যে। সেটাউ লাফিয়ে উঠে সাপটার লেজ ধরে ফেললেন। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সবাই, এবং সাপটা যখন সেটাউয়ের হাতের মধ্যেই লাঠিতে পরিণত হল, হর্ষোধ্বনি উঠল তখন।

"এটা একটা পুরোনো কৌশল।" বললেন সেটাউ। "আমি নিজেই মোজেসকে অনেকদিন আগে শিখিয়েছিলাম, মেরুরের হারেমে। ফারাওকে প্রভাবিত করতে আরও বিদ্যা লাগবে।"

মোজেস আর সেটাউ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। বন্ধুত্বের কোনও চিহ্ন ছিলনা সেই দৃষ্টিতে।

"এক সপ্তাহ অপেক্ষা করো।" মোজেস বললেন। "এরপর তোমরা এমন কিছু দেখবে যা জনগণের মনে তীব্র ভয়ের সৃষ্টি করবে।"

প্রহরীর পাহারায় প্রাসাদের কাছাকাছি এক দীঘিতে সাঁতার কাটছিলেন নেফারতারি। পাথরগুলোর সাথে লাগানো তামার পাত, কয়েকরকম জলজ গাছ, পানি পরিবাহী সুড়ঙ্গ আর রোজ তুঁতের গুঁড়ো ছড়িয়ে দেয়ার কারণে এই দীঘির পানি একদম স্ফটিক স্বচ্ছ। ।

বন্যার সময় এগিয়ে আসায় প্রচণ্ড গরম পড়েছে। দিন শুরু করার আগে এই সময়টা রাণী খুব উপভোগ করেন। এই সময়ে শান্ত, সুখী এবং সারসের মতো হালকা মনে হয় তার নিজেকে। সাঁতার কাটতে কাটতে রাণী ভাবতেন সাক্ষাতপ্রার্থীরা যখন কথা বলতে আসবে, তখন তিনি কী কী বলবেন আর কী কী করবেন।

নিঃশব্দে দীঘির দিকে আসলো ইসেট। পোশাক এবং চুল এলোমেলো। সবাই ইসেটকে সুন্দরী ইসেট বলে ডাকে, কিন্তু তারপরেও নেফারতারির সামনে নিজেকে একদম সাধারণ মনে হয় তার। রানির সবকিছুই এতো সুন্দর, দেখলে মনে হয় কোনও দক্ষ চিত্রশিল্পীর আঁকা ছবি যেখানে নারীর আদর্শ সৌন্দর্যের সবটুকু ধরা পড়েছে।

অনেক চিন্তাভাবনা এবং ডোলোরার সাথে আরেকবার কথাবলার পর অবশেষে একটা সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছে ইসেট।

এবার সে কাজটা করে ফেলবে।

নিজের মনের ভয়কে ঝেড়ে ফেলে দীঘির দিকে আরেক ধাপ এগিয়ে গেল সে। কাজটা তাকে করতেই হবে।

নেফারতারি দেখতে পেলেন তাকে। ডাকলেন তিনি ইসেটকে। "চলে এসো!"

"আমার ভালো লাগছে না, মহারাণী।"

রাণী মসৃণভাবে সাঁতার কেটে তীরের দিকে এলেন এবং উঠে এলেন পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে।

"কী হয়েছে, ইসেট?"

"কিছু না।"

"মেরেনতাহ'কে নিয়ে কোনও সমস্যা?"

"নাহ, ও ভালো আছে। বিশ্বাসই করতে পারি না কত বড় হয়ে গিয়েছে ও।"

"শোও আমার পাশে। পাথরগুলো উষ্ণ।"

"দুঃখিত মহারাণী। গরমটা একেবারেই সহ্য হয় না আমার।"

নেফারতারির শরীরটা ছিল অপূর্ব সুন্দর। তিনি যেন পশ্চিমের দেবী, যার হাসিতে পুরো বিশ্ব এমনকি পাশের পৃথিবীটাও আলোকিত হয়। চিত হয়ে শোয়া, শরীরের পাশে হাত দুটি রাখা, চোখ বন্ধ; এখানে থেকেও যেন তিনি এখানে নেই।

"তুমি এতো অস্থির হয়ে আছ কেন?" আবার জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

আবার দ্বিধা ঘিরে ধরল ইসেটকে। তার কি নিজের সিদ্ধান্তে অনড় থাকা উচিত নাকি পালিয়ে যাওয়া উচিত? রাণী দূরে তাকিয়ে আছেন। নাহ, এই সুবর্ণ সুযোগ হেলায় হারানো ঠিক হবে না।

"মহারাণী, আমি..."

ইসেট হাঁটুগেড়ে নেফারতারির মুখের সামনে বসলেন। রাণী তখনও সারাশরীরে আলোর আবরণ নিয়ে শান্তভাবে শুয়ে আছেন।

"মহারাণী, আমি আপনাকে খুন করতে চেয়েছিলাম।"

"তোমার কথা আমি বিশ্বাস করলাম না, ইসেট।"

"স্বীকারোক্তি দেয়াটা খুব দরকার ছিল আমার জন্য। আরও কষ্টকর ছিল কথাটা নিজের ভিতরে রাখা। এখন আপনি জানেন।"

রাণী চোখ খুললেন। উঠে বসে ইসেটের হাত ধরলেন।

"তোমাকে খুনী বানাতে চেয়েছে কে?"

"আমাকে বোঝানো হয়েছিল যে আপনি রামেসিসকে ভালোবাসেন না, শুধু উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে বিয়ে করেছেন। কী বোকা আর অন্ধ ছিলাম আমি! এই ধরণের কথা আমি মনের মধ্যে ঢুকতে দিলাম কীভাবে?"

"প্রত্যেকেরই দুর্বল মুহূর্ত থাকে ইসেট, সেই মুহূর্তগুলোতে আমাদের মন শয়তানের শিকার হয়। তুমি যে শেষ পর্যন্ত কাজটা করোনি সেটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই না?"

"আমি খুবই লজ্জিত। আপনি আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে শাস্তি মাথা পেতে নেব আমি।" কাঁপা গলায় বলল ইসেট।

"আমার সম্পর্কে এসব মিথ্যা কথা তোমাকে কে বলেছে?" জানতে চাইলেন রাণী।

"আমি সেটা বলতে চাই না মহারাণী, আমি শুধু নিজের অপরাধের স্বীকারোক্তি দিতে চেয়েছি।"

"আমাকে হত্যা প্রচেষ্টার মানে হলো আসল লক্ষ্য রামেসিস। যদি তুমি রাজাকে ভালোবাসো তাহলে আমাকে সত্যি কথাটা বলো।"

"আপনি আমাকে ঘৃণা করছেন না?"

"কেন ঘৃণা করব? তুমি তো ষড়যন্ত্রকারী নও। তুমি খুব সাহসী যে নিজের ভুল স্বীকার করেছ। আমি তোমাকে যে ঘৃণা করিনা শুধু তাই নয়, আমি তোমাকে সম্মান করি।"

ইসেট কেঁদে ফেললেন আর সমস্ত কথা বলে দিলেন নেফারতারিকে।

নীলনদের ধারে হাজার হাজার ইহুদীকে একত্রিত করেছেন মোজেস। কী ঘটবে তা জানার জন্য কৌতূহলী জনতার ভিড় জমে গেছে। গুজব অনুযায়ী, ইহুদীদের রাগী ঈশ্বর উল্লেখযোগ্য এমন কিছু করবেন, যার ফলে প্রমাণ হবে তিনি মিশরের অন্যান্য দেবতাদের মিলিত শক্তি থেকেও বেশি শক্তিশালী। তখন সম্ভবত ফারাও বাধ্য হবেন মোজেসের সমস্ত দাবি মেনে নিতে।

আহমেনি আর সেরামানার পরামর্শ সত্ত্বেও, রামেসিস কোনও বাধা না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই জনসমাগম ভাঙতে পুলিশ বা সেনাবাহিনী পাঠানো অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া দেখানো হবে। মোজেস আর তার লোকজন কাউকে বিরক্ত করছে না বরং দোকানদারেরা ভিড় পেয়ে বেশ খুশি। জমে উঠেছে তাদের ব্যবসা।

নিজের প্রাসাদের বারান্দা থেকে নদী আর নদীর ধারের মানুষগুলোকে দেখছিলেন রামেসিস। কিন্তু কিছুক্ষণ আগে নেফারতারির ভয়ংকর আবিষ্কারের কথা শুনে ঝড় উঠেছিল তার মনের মধ্যে।

"সন্দেহের কোনও অবকাশ আছে?"

"না রামেসিস। সত্যি কথাই বলেছে ইসেট।"

"ওকে শক্ত শাস্তি দেয়া উচিত আমার।"

"আমি তোমার করুণা ভিক্ষা করছি। সে শুধুমাত্র ভালোবাসার কারণে এই অপরাধের এতো কাছে চলে গিয়েছিল। সময়মতো সে নিজেকে থামিয়েছে আর ওর জন্যই তো আমরা তোমার বোনের ভয়ংকর ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জানতে পেরেছি।"

"আমি ভেবেছিলাম ডোলোরা এতো দিনে তার মনের দানবগুলো থেকে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু আমি ভুল ছিলাম। কখনওই বদলাবে না ও।"

"তুমি কি ডোলোরার বিচার করবে?"

"সে নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো অস্বীকার করে উল্টো ইসেটকেই অভিযুক্ত করবে। প্রহসন ছাড়া আর কিছু হবে না বিচারের নামে।"

"তার অপরাধটা জেনেও তুমি শাস্তি না দিয়ে ছেড়ে দেবে?"

"না, নেফারতারি। ডোলোরা ইসেটকে ব্যবহার করেছে, তাই আমরাও ডোলোরাকে ব্যবহার করব।"

নদীর ধার থেকে হইচইয়ের আওয়াজ ভেসে আসলো।

মোজেস তার লাঠিটাকে নীলনদে নিক্ষেপ করলেন। এর আশেপাশের পানি লালরঙ ধারণ করল সাথে সাথে। মোজেস নদী থেকে এক আঁজলা পানি নিয়ে মাটিতে ছিটিয়ে দিলেন।

"এই আশ্চর্য প্রত্যক্ষ কর সবাই! জিহোভা নদীর পানিকে রক্তে বদলে দিয়েছেন। যতক্ষণ জিহোভার ইচ্ছা পূরণ না হচ্ছে ততক্ষণ এই রক্ত সারা দেশে প্রবাহিত হবে। মরে যাবে সকল মাছ। এটা হবে মিশরের প্রথম মহামারী।"

একটু অদ্ভুত, তেতো গন্ধের পানি তুলল খা।

"এ ধরণের কিছুই হবে না, মোজেস। এখানে শুধু লাল রঙের পানি দেখা যাচ্ছে যেটা বন্যার সময় এমনিতেই দেখা যায়। কিছুদিন ধরে এই পানি আর মাছ কেউ খেতে পারবে না। এটা যদি আশ্চর্যজনক ঘটনা হয়, তাহলে সেটা প্রকৃতির কৃতিত্ব। আর প্রকৃতির নিয়ম মানতে হয় সবাইকেই।"

তরুণ খা শক্তভাবে সকল ইহুদীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকল। অতিকষ্টে নিজের রাগ দমন করলেন মোজেস।

"তোমার কথা যদি মেনেও নিই, তাহলেও তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে যে আমার লাঠি লাল পানি আগেই নিয়ে এসেছে?"

"একজন পয়গম্বর হিসেবে আপনার ক্ষমতা কেউ অস্বীকার করছে না। দক্ষিণ থেকে কখন জোয়ার আসছে আর কখন পানিতে লাল আভা দেখা যাবে, আপনি পানির সেই বদলটা অনুভব করতে পেরেছেন। আপনি এই দেশকে ততটাই জানেন যতটা আমি জানি। এর কোনও কিছুই আপনার কাছে অজানা নেই।"

"আজ পর্যন্ত জিহোভা শুধু সতর্কবাণীই দিয়ে গিয়েছেন।" মোজেস ফেটে পড়লেন রাগে। "যেহেতু মিশর সেটা শুনতে চাচ্ছে না, তিনি অবশ্যই আরও মহামারী পাঠাবেন এবং তা হবে এর চেয়ে আরও অনেক বেশি ভয়ংকর।"

## উনপঞ্চাশ

আহসা নিজে যখন রানির কাছে চিঠিটা এনে দিলেন, তখন তিনি ফসল মজুদ নিয়ে রামেসিসের সাথে আলোচনা করছিলেন।

"এই সেই উত্তর যার জন্য আপনি অপেক্ষা করছিলেন মহারাণী। সম্রাজ্ঞী পুডুহেপার ব্যক্তিগত পত্র। আশা করি এটা পড়ে হতাশ হবেন না আপনি।"

প্রস্তরখণ্ডটি মূল্যবান কাপড়ে মোড়ানো, উপরে লাগানো পুডুহেপার সিলমোহর।

"আপনি এটা খুলবেন, আহসা? আপনি আমাদের চেয়ে হিট্টি ভাষা ভালো পড়তে পারবেন। আরেকটা কারণ হচ্ছে, হাত্তুসা সম্পর্কিত যেকোনও তথ্যের সাথে আপনার সরাসরি সম্পর্ক।"

আহসা মেনে নিয়ে পড়তে শুরু করলেন।

আমার বোন, রাণী নেফারতারি, মহান সূর্য-মহামতি রামেসিসের স্ত্রীর প্রতি,

আশা করি আমার বোন ভালো আছেন, তার পরিবারের সবার স্বাস্থ্যের অবস্থা ভালো এবং তার ঘোড়াগুলো শক্তিশালী রয়েছে। অবশেষে ভালো আবহাওয়া এসেছে হাট্টিতে । আশা করি মিশরেও ভালো আবহাওয়া থাকবে।

আমি আমার বোনের লম্বা পত্রটি খুব আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। উরি-টেশুপ পাই-রামেসিসে আছে শুনে সম্রাট হাত্তুসিলি রাগান্বিত হয়েছেন খুব। উরি-টেশুপ একজন ধূর্ত এবং খারাপ প্রকৃতির মানুষ। তাকে বিচারের জন্য হাত্তুসাতে হস্তান্তর করা উচিত। সম্রাট হাত্তুসিলি এই ব্যাপারে ছাড় দেবেন না কখনওই।

তবুও আমাদের সর্বাত্মক উদ্দেশ্য যেহেতু শান্তি, সেহেতু আমাদেরকে কিছু ক্ষতি স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। উরি-টেশুপের ব্যাপারে কোনও ছাড় দেয়া সম্ভব নয়; রাজার অধিকার আছে তার হস্তান্তর চাওয়ার। তারপরও আমি তাকে ফারাও-এর নৈতিক দিকটাও বোঝাতে চেষ্টা করেছি; আপনার স্বামীর কথা রক্ষা করার ব্যাপারটাকে সম্রাট সম্মান জানিয়েছেন। অবশ্য ফারাও যদি তেমনটা না করতেন, আমরা তাকে শাসক হিসেবে বিশ্বাস করতে পারতাম না।

সুতরাং, উরি-টেশুপের বিষয়টা যেহেতু আলোচনার বাইরে, আমরা এটাকে বাদ রেখে পারস্পরিক অনাগ্রাসন চুক্তিতে আসার চেষ্টা করি না কেন? এই চুক্তিপত্র তৈরীতে অনেক সময় লাগবে। তাই খুব তাড়াতাড়ি আলোচনা শুরু করাটাই মঙ্গলজনক হবে।

মিশরের রাণী, আমার বোন কি আমার চিন্তাধারা সমর্থন করেন? যদি তাই হয়, একজন বিশ্বস্ত এবং উচ্চপদস্থ কূটনীতিককে এখানে পাঠিয়ে দেয়াই ভালো হবে। আমি আহসার নাম প্রস্তাব করছি।

আমার প্রিয় রাণী এবং আমার বোনের বন্ধুত্বের নামে শেষ করছি।

“আমাদেরকে সম্রাজ্ঞী পুডুহেপার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিতে হবে।” রামেসিস বিমর্ষভাবে বললেন।

“কিন্তু কেন?” জিজ্ঞেস করলেন আহসা।

“কারণ এটা একটা ফাঁদ। উরি-টেশুপকে হাট্টি থেকে বের করে দেয়ায় হাট্টির সম্রাট তোমাকে ক্ষমা করেনি। যদি তুমি সেখানে যাও, আর ফিরতে পারবে না।”

“আমার বিশ্লেষণটা একটু অন্যরকম, জাহাঁপনা। রাণী নেফারতারি কিছু বিবেচনাযোগ্য প্রস্তাব রেখেছেন; সম্রাজ্ঞী পুডুহেপা তার শান্তি প্রস্তাবকে সমর্থন করছেন। সম্রাটের উপরে তার যেরকম প্রভাব, তাতে মনে হচ্ছে আমরা সঠিক দিকেই এগোচ্ছি।”

“আহসা ঠিক বলেছেন।” নেফারতারি বললেন। “আমার বোন পুডুহেপা আমার বক্তব্য একদম ঠিকমতো বুঝেছেন। উরি-টেশুপের বিষয়টা বাদ রেখে আমরা শান্তি আলোচনা শুরু করি।”

“কিন্তু উরি-টেশুপ...” বলতে গেলেন রামেসিস।

“আমি আমার আর পুডুহেপার অবস্থান পরিষ্কার করি। হাত্তুসিলি উরি-টেশুপকে চান; কিন্তু রামেসিস তাকে হস্তান্তর করবেন না। যখন আমরা শান্তিচুক্তির পথে এগোবো তখন এটা একটা অচলাবস্থায় থাকবে, এটাই কি কূটনীতি নয়?” রামেসিসের কথায় বাধা দিয়ে বললেন নেফারতারি।

“পুডুহেপাকে বিশ্বাস করি আমি।” আহসা বললেন।

“যদি তুমি আর রাণী মিলে আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াও তাহলে আমি আর কীভাবে বাধা দিই? আমরা একজন কূটনীতিক পাঠাব, কিন্তু তোমাকে নয়।”

“অসম্ভব জাহাঁপনা। সম্রাজ্ঞীর ইচ্ছাটাই আদেশ। আর হাট্টি আর হিট্টিদের আমার চেয়ে ভালো আর কে বুঝবে?”

“তুমি এতো বড় ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত, আহসা?”

“এই শান্তি আলোচনা প্রস্তাব গ্রহণ করাটা খুব বড় একটা ভুল হবে আমাদের জন্য। সমস্ত শক্তি দিয়ে কাজটা করতে হবে; অসম্ভবকে সম্ভব করতে হবে। আর আপনি তো এজন্যই বিখ্যাত, তাই না?”

“আমি তোমাকে এতো উৎসাহী হতে খুব কম দেখেছি।”

“আমি জীবন ভালোবাসি জাহাঁপনা, আর ভালোবাসি ভালোবাসা। যুদ্ধ সব কিছুকে ধ্বংস করে দেয়।”

“আমি কিন্তু যেকোনও চুক্তিপত্র সই করবো না। খেয়াল রেখো, মিশরকে কোনওভাবেই যেন বঞ্চিত না করা হয়।”

“কিছু জায়গায় ঝামেলা হতে পারে কিন্তু কাজের সাথে এগুলো আসবেই। আমাদের একসাথে বেশ কিছুদিন একটানা কাজ করতে হবে একটা গ্রহণযোগ্য প্রস্তাব তৈরী করার জন্য। আমি আমার কিছু বান্ধবীকে বিদায় জানিয়ে হাট্টির দিকে রওনা হবো। আর এমন একটা চুক্তি নিয়ে ফিরে আসব যাতে সই করতে আপনি গর্ববোধ করবেন।”

জিনিসটা লাফ দিয়ে সেটাউয়ের ঠিক হাতখানেক সামনে এসে থেমে গেল। তিনি নদীর ধারে বসেছিলেন। পানির পরিষ্কার হয়ে যাওয়া পরীক্ষা করছিলেন সন্তুষ্টির সাথে।

এবার আরেকটা লাফিয়ে পড়ল, এরপর আরেকটা। হৃষ্টপুষ্ট, চকচকে সবুজ রঙের বড় বড় ব্যাঙ লাফিয়ে উঠছে নদী আর খাল থেকে। মিছিলের সামনে দাঁড়িয়ে নিজের লাঠিটা নীল নদের দিকে তুলে ধরে আছে অ্যারন। গুরুগম্ভীর কণ্ঠে কথা বলে উঠল সে।

"যেহেতু ফারাও ইহুদীদের জিম্মিদশা থেকে মুক্তি দিতে অস্বীকার করেছেন, এই হলো জিহোভার পাঠানো পরের মহামারী; বাড়ি, ঘর, দোকানপাট এমনকি ধনীদের শোবার ঘরেও হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ ব্যাঙে দেশটা ভরে যাবে।!"

সেটাউ শান্তভাবে নিজের গবেষণাগারের দিকে গেলেন। সেখানে আবু সিম্বেল থেকে পাওয়া গোখরোর বিষ থেকে নতুন ওষুধ তৈরী করছে লোটাস। ওদিকের খবর বেশ ভালো; মন্দির উঠছে ঠিকঠাকমতোই। সেটাউ আর লোটাস অপেক্ষায় আছেন রামেসিসের অনুমতির জন্য। অনুমতি পেলেই নুবিয়া ফিরবেন।

মুচকি হাসলেন সেটাউ। তিনি বা খা কাউকেই অ্যারনের অভিশাপের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নিতে হবে না। মোজেসের প্রতিনিধির উচিত ছিল এমন কোনও অভিশাপ দেয়া যা মিশরীয়রা গুরুত্বের সাথে নেবে।

বছরের এই সময়টায় ব্যাঙ বের হওয়াটা কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। বরং লোকে এটাকে শুভলক্ষণই মনে করে। এতো বেশি সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে বন্যার সময় যে তা হায়ারোগ্লিফ অনুযায়ী অতীতের ব্যাঙের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যায়।

এই প্রানিটার জীবনকালে শারীরিক পরিবর্তন দেখেই সেই প্রথম যুগের পুরোহিতেরা জীবনের বিবর্তন সম্পর্কে বুঝতে পেরেছিলেন। ব্যাঙকে আসলে একইসাথে সুষ্ঠুভাবে জন্মগ্রহণ আর চিরন্তন জীবনের প্রতীক হিসেবে ধরা হয়।

পরদিন খা ব্যাঙের তাবিজ বিলানোর আয়োজন করল। নতুন উপহারের খুশিতে পাই-রামেসিসের মানুষ ফারাও-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো এবং অ্যারন আর ইহুদীদের প্রতিও কৃতজ্ঞ বোধ করল। তাদের তথাকথিত মহামারীর জন্যই তো তারা একেকজন এখন বহুমূল্য সম্পদের গর্বিত মালিক।



আহসা রাজা-রানির সাথে কথা বলে লেখা চুক্তিপত্রটা লেখা শেষ করলেন। পুরো এক মাস ধরে বহু কাজ করে এটা দাঁড় করানো হয়েছে; প্রত্যেকটা ধারা নিয়ে মেপে মেপে লেখা হয়েছে। নেফারতারির সংশোধন ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কূটনীতিক ভেবেছিলেন ফারাও-এর দাবি দাওয়া আলোচনাটাকে কঠিন করে তুলবে। কিন্তু ফারাও হাট্টিকে বিজিত রাজ্য হিসেবে নয়, বরং বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে দেখছেন যা

আলোচনায় কিছুটা হলেও সুবিধা করে দেবে। পুডুহেপা যদি সত্যি সত্যি শান্তি চেয়ে থাকেন, রামেসিসের তাতে আপত্তি করার কোনওই কারণ নেই।

আহমেনি একটা প্যাপিরাস নিয়ে আসলেন যেটাতে রামেসিস নিজে তার প্রস্তাবগুলো লিখে দেবেন।

"আমি একজন প্রতিনিধির কাছে একটা অভিযোগ পেলাম," বললেন আহমেনি। "মশা সম্পর্কিত অভিযোগ।"

"বছরের এই সময়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যেতে পাওে, যদি পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত পদক্ষেপগুলো কঠোরভাবে মানা না হয়। এমন কোনও পুকুর আছে যা কেউ পরিষ্কার করতে ভুলে গিয়েছে?"

"অ্যারনের দাবী অনুযায়ী এটা জিহোভার তৃতীয় মহামারী, জাহাঁপনা। জিহোভা নাকি ধুলোমাটিকে মশায় রূপান্তরিত করেছেন। এটা কি আপনার কাছে ঈশ্বও প্রদত্ত দুর্যোগ বলে মনে হচ্ছে, জাহাঁপনা?"

" আমাদের বন্ধু মোজেস, সহজে হাল ছাড়ার মানুষ না।" অর্থপূর্ণ গলায় বললেন আহসা।

"স্বাষ্থ্যকর্মীর একটা দল পাঠাও ওই এলাকায়।" রামেসিস আহমেনিকে বললেন। "স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলুক মানুষজন।"

বন্যা দেখে মনে হলো এই বছরে ভালো ফসল হবে। রামেসিস আমনের মন্দিরে নিয়মকানুন পালন করে যোদ্ধার সাথে হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে এসে পড়লেন। বাকি সকালটা তিনি প্রাসাদে কাটাবেন। হাত্তুসিলিকে একটা চিঠি লিখতে হবে।

হঠাৎই মোজেসের লাঠির শব্দ পাওয়া গেল পাথরে। বিশাল সিংহটা তার দিকে ফিরে তাকাল, কিন্তু শব্দ করল না কোনও।

"আমার লোকেদের যেতে দাও রামেসিস, আমরা আমাদের প্রভু জিহোভার কাছে প্রার্থনা করতে চাই।"

"আমাদের নিজেদের মধ্যে আর কি কোনও কথা বাকি আছে, মোজেস?"

"আশ্চর্য ঘটনা আর মহামারীর মাধ্যমে জিহোভা কী চান তা তিনি তোমাকে দেখিয়েছেন।"

"এই অদ্ভুত কথাগুলো কি আমার বন্ধুর মুখ থেকেই বের হচ্ছে?"

"বন্ধু নয়, জিহোভার দূত! আর তুমি ফারাও, একজন অবিশ্বাসী!"

"আমি তোমাকে কীভাবে আলো দেখাবো?"

"অন্ধ তুমিই।"

"তুমি তোমার কাজ কর মোজেস। কিন্তু যা কিছু হয়ে যাক না কেন, আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল থাকব।"

" একটু কষ্ট করে আমার ইহুদী ভাইদের গবাদিপশুগুলো দেখে যাও।"

"গবাদিপশুগুলো বিশেষত্ব কী?"

"এসেই দেখো।"

যোদ্ধা, সেরামানা আর একদল যোদ্ধা নিরাপত্তার জন্য সাথে চলল। মোজেস ইহুদীদের গবাদি পশুগুলোকে শহর থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা জলাভূমি এলাকায় জড়ো করেছিলেন। চিৎকার করছে পশুগুলো। আর চিৎকাররত পশুগুলোর উপরে ভনভন করছে হাজার হাজার পঙ্গপাল।

"জিহোভার পাঠানো চতুর্থ মহামারী।" জানালেন মোজেস। "আমি এই জন্তুগুলোকে যদি তাড়িয়ে নিয়ে যাই, এই পঙ্গপালগুলো তোমার রাজধানীতে ভরে যাবে।"

"চতুর্থ মহামারী?" ভ্রূ কুঁচকালেন রামেসিস। "চেষ্টাটা ভালো ছিল বলতেই হচ্ছে। কিন্তু এগুলোকে এরকম নোংরা অবস্থায় ফেলে রেখে কষ্ট দেয়াটা কি খুব জরুরী ছিল?"

"জিহোভা চান, আমরা যেন সেইসব পশু উৎসর্গ করি যেগুলোকে মিশরীয়রা পবিত্র মনে করে। যেমন ভেড়া, গরুসহ আরও অন্যান্য পশু। আমরা যদি তোমার দেশে আমাদের রীতিনীতি পালন করা শুরু করি, তাহলে তোমাদের কৃষকেরা আমাদের ঘৃণা করবে। আমাদের মরুভূমিতে যেতে দাও রামেসিস, নাহলে এই পঙ্গপালগুলো তোমার সমস্ত সম্পদ শেষ করে দেবে।"

"সেরামানা আর অস্ত্রসহ একদল যোদ্ধা তোমাকে, তোমার পুরোহিতদের আর এইসব অসুস্থ জন্তুদের মরুভূমির কোথাও নিয়ে যাবে, যেখানে তোমার উৎসর্গের কাজ করতে পারবে। বাকি পশুগুলোকে পরিষ্কার করে তাদের যথাযথ মালিকের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। তোমার ধর্মীয় রীতি শেষ হলে, পাই-রামেসিসে ফিরে আসবে তোমরা।"

"আমি হাল ছাড়ছি না, রামেসিস। একদিন তুমি আমাদের মিশর থেকে যেতে দিতে বাধ্য হবে।"

## পঞ্চাশ

"এখন শক্তভাবে আঘাত করার সময় এসেছে এখন।" পরামর্শ দিল ওফির। "আরও কঠিনভাবে।"

"আমরা তো তাদেরকে বাধ্য করেছি মরুভূমিতে আমাদের কোরবানি সম্পন্ন করতে দিতে, করিনি?" বললেন মোজেস। "রামেসিস হাল ছেড়েছে। সে আরও ছাড় দেবে ভবিষ্যতে।"

"আপনার কি মনে হয় না যে তার ধৈর্য শেষ হয়ে আসছে?"

"জানি না। শুধু জানি, জিহোভা আমাদের রক্ষা করছেন এবং ভবিষ্যতেও করবেন।"

"আমার আরও একটা পরিকল্পনা আছে মোজেস। পঞ্চম মহামারীর পরিকল্পনা, যা রামেসিসকে খুব দ্রুত পথে নিয়ে আসবে।"

"মহামারীর দায়িত্ব তো আমাদের উপরে নয়, জিহোভা যা করার করবেন।"

"জিহোভাকে কি আপনার সাহায্য করা উচিত নয়? রামেসিস হচ্ছে মাথামোটা একজন গোঁয়ার যাকে শুধু অধিক ক্ষমতাশালী কারও সাহায্যেই পরাজিত করা সম্ভব। আমি আপনাকে সাহায্য করব।"

একমত হলেন মোজেস।

ওফির মোজেসের আস্তানা থেকে বেরিয়ে অ্যামোস আর কেনির সাথে দেখা করল। এই দুই বেদুঈন প্রধান স্থানীয় ইহুদীদের মাটির নিচের ভাঁড়ারে অস্ত্র জমা করছিল। দক্ষিণ সিরিয়ার হিট্টি চরদের কাছ থেকে খবর এনেছে তারা। খবরটা জানার জন্য খুবই উৎসুক হয়ে আছে ওফির।

অ্যামোস তার টাকমাথায় তেল দিয়েছে। তেলের কারণে চকচক করছে তার মাথা।

"সম্রাট হাত্তুসিলি খুব রেগে আছেন।" জানাল সে। "রামেসিস উরি-টেশুপকে হস্তান্তর না করতে চাওয়ায় তিনি আবার যুদ্ধ শুরু করতে প্রস্তুত।"

"খুব ভালো খবর! আমার এবং আমার চক্রের কাছ থেকে কী আশা করছেন তিনি?"

"নির্দেশটা খুবই সহজ। ইহুদীদের সাথে যোগাযোগ রাখুন, রামেসিসকে বিব্রত রাখতে সারা দেশে সমস্যা সৃষ্টি করুন, উরি-টেশুপকে পালাতে সাহায্য করুন আর তাকে হাত্তুসাতে নিয়ে আসুন। অথবা তাকে মেরে ফেলুন।"

বাঁকা আঙুল, একজন ছোট কৃষক যে নিজের জমি আর গরুর পালকে খুব ভালবাসত। প্রায় কুড়িটা গরু ছিল তার; পশুগুলো ছিল খুবই উন্নতজাতের।

পশুগুলোর নেতা যে গাভীটা ছিল সে কখনওই অন্য যেকোনও গরুকে কাছে আসতে দিতে চাইতো না। বাঁকা আঙুল ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই গাভীটার সাথে কথা বলে সময় কাটাতো। এই গরুটা রোজ সকালে তার কপাল চেটে জাগিয়ে তুলত। কিন্তু আজ সকালে কৃষক বেচারা যখন ঘুম থেকে উঠল তখন সূর্য মাথার উপরে।

"লালমুখো... কোথায় গেলে তুমি, লালমুখো?"

সে চোখ ডলতে ডলতে তার জমির দিকে এগোল, আর দেখল গরুটা একপাশ হয়ে পড়ে আছে।

"কী হয়েছে তোমার, লালমুখো?"

গরুটার চোখ ঘোলা, মুখে ফেনা উঠছে, ফুলে গেছে পেট। গরুটা মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। মাঠের আরেকটু ভিতরে আরও দুটো গরু মরে পড়ে আছে। উন্মাদপ্রায় কৃষক গ্রামের বাজারে ছুটল স্থানীয় পশুডাক্তারের খোঁজে। সেখানে একইভাবে আক্রান্ত হওয়া পশুমালিকদেরকে সে দেখতে পেল ডাক্তারকে জোর করে টেনে নিয়ে যেতে।

"মহামারী!", চিৎকার করে উঠল কৃষক। "আমাদের এখনই প্রাসাদে জানানো উচিত।"

ওফির তার বাড়ির বারান্দা থেকে অনেক আতঙ্কিত ও রাগান্বিত কৃষককে যেতে দেখল। সে জানতো, তার নির্দেশ সঠিকভাবে পালিত হয়েছে। দুই বেদুঈন প্রধান অল্প কিছু গবাদিপশুকে বিষ দিয়ে আতঙ্ক বুনে দিয়েছে।

প্রাসাদে যাওয়ার রাস্তার মাঝখানে মোজেস মিছিলটাকে থামালেন।

"এই হচ্ছে পঞ্চম মহামারী যা জিহোভার নির্দেশে মিশরে এসেছে! তার হাত থেকে কোনও পশুই বাঁচবে না, শুধু আমার লোকেদের গবাদিপশুর কিছুই হবে না।"

সেরামানা আর বেশ কিছু সৈনিক এই কৃষকগুলোকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন ঠিক তখনই লোটাস তার কালো ঘোড়া ছুটিয়ে এসে ভিড়টাকে ঘিরে ঘুরতে থাকল।

"অস্থির হবেন না।" শান্ত কণ্ঠে বলল সে। "আমাদের এখানে কোনও গবাদিপশুর অসুখ হয়নি, যা হয়েছে তা হলো বিষপ্রয়োগ। আমি ইতিমধ্যে দুটি দুগ্ধবতী গাভীকে বাঁচিয়েছি আর ডাক্তারের সাহায্য নিয়ে আশা করি আমি বাকিগুলোকেও সারিয়ে তুলতে পারব।"

কিছুটা হলেও আশাবাদী হতে দেখা গেল ভিড়ের লোকজনকে। আর যখন কৃষিমন্ত্রী ঘোষণা দিলেন যে ফারাও নিজের টাকায় সব মৃত পশুর জায়গায় নতুন পশু দেবেন তখন একেবারেই সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল।

মোজেসকে না জানিয়ে তাকে সাহায্য করে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ বিষ আছে ওফিরের কাছে । জিহোভার আদেশ অনুযায়ী মোজেস একটা পুরানো জাদুর সাহায্যে চুলা থেকে একমুঠো কয়লা নিয়ে বাতাসে ছড়িয়ে দিয়েছেন যেন তা মানুষ এবং পশুর

গায়ে পড়ে আর চুলকানির সৃষ্টি হয়। এই ষষ্ঠ মহামারী এতো ভয়াবহ হবে যে ফারাও হার মানতে বাধ্য হবেন।

ওফিরের মাথায় অন্য চিন্তা খেলা করছিল। নিজের ক্ষমতা সম্রাটকে দেখাতে, সম্রাটের ভিতরের লোকদের গায়ে হাত দেয়া থেকে ভালো আর কী হতে পারে! আহমেনি আর তার লোকেদের খাবার যে বাবুর্চি প্রস্তুত করে, অ্যামোস একটা পরচুলা মাথায় দিয়ে কিছু বিষাক্ত খাবার সেই বাবুর্চির কাছে পৌঁছে দিয়েছে।

যখন রাজার পাদুকা বাহক রোজকার শ্রুতিলিপি নিতে এলেন, রামেসিস লক্ষ করলেন তার বন্ধুর গালে একটা লালচে রঙের ফোস্কা।

"খোঁচা লেগেছে নাকি তোমার?"

"না, খোঁচা না, ব্রণ। কিন্তু ব্রণগুলো খারাপের দিকে যাচ্ছে।"

"আমি পারিয়ামাকুকে ডাকছি, দাঁড়াও।"

একজন সুন্দরী মহিলাকে সাথে নিয়ে প্রাসাদের ডাক্তার ছুটতে ছুটতে এলেন।

"আপনি কি অসুস্থ, জাহাঁপনা?" পারিয়ামাকু জানতে চাইলেন।

"আপনি তো জানেন ডাক্তার, আমি কখনো অসুস্থ হই না। আমি চাই আপনি আমার ব্যক্তিগত সচিবকে একটু দেখুন।"

ডাক্তার আহমেনির চারিদিকে ঘুরলেন, হাতে খোঁচা দিলেন, নাড়ির গতি দেখলেন আর বুকে কান রাখলেন।

"প্রাথমিক দেখায় অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ছে না। আমাকে একটু চিন্তা করতে হবে।"

"গ্যাস্ট্রিক সমস্যার কারণে চামড়ায় এধরণের ঘা হতে পারে।" ভয়ে ভয়ে বলল মেয়েটি। "ওকে ডুমুর, মধু, মৌরি, পাইন রজনের মিশ্রণ খেতে এবং আক্রান্ত স্থানে লাগাতে বলা উচিত নয় কি আমাদের?"

ডঃ পারিয়ামাকু এমন ভাব ধরে রইলেন যেন তিনি চিন্তা করছেন।

"তোমার ভাবনাটা খারাপ নয়, আমরা চেষ্টা করে দেখতে পারি একবার। যাও, আমার গবেষণাগার থেকে ওষুধটা বানিয়ে নিয়ে এসো।"

সম্রাটকে বার বার কুর্ণিশ করে মেয়েটি চলে গেল।

"আপনার সহকারীর নাম কি?" রামেসিস জিজ্ঞেস করলেন।

"নেফারেত, জাহাঁপনা। ওর দিকে মনোযোগ দেয়ার কিছু নেই জাহাঁপনা, ও শুধুই একজন শিক্ষানবিশ।"

"দেখে তো যথেষ্ট যোগ্য বলেই মনে হলো।"

"ও তো শুধু আমার শেখানো একটা ওষুধের কথা বলেছে। একদমই নতুন ও, এমনকিছু মেধাবীও না।"

অবাক হয়ে গেল ওফির।

ফোস্কার মহামারীতেও ওষুধে কাজ হয়েছে, এবং রামেসিস সবসময়ের মতো এখনও তার সিদ্ধান্তে অটল। অ্যারন আর মোজেস ইহুদীদেরকে কিছু করা থেকে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন, নয়তো অসময়ে যেকোনও উত্তেজনা সেরামানা আর তার পুলিশ বাহিনীকে ডেকে আনতে পারে।

আরেকটা ঝামেলা হচ্ছে ডোলোরার সাথে যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যাওয়া। কোনও সন্দেহ নেই যে সে তার কাজে ব্যর্থ হয়েছে। নেফারতারি একদম জীবিত আর সুস্থ, জটিল কোনও অসুস্থতার লক্ষণও নেই তার মধ্যে। তার উপরে নজর রাখা হচ্ছে বুঝেই ডোলোরা আর ইহুদীদের আবাসস্থলে দিনে তো বটেই এমনকি রাতেও আসার সাহস পায়নি। তার মানে প্রাসাদ সম্পর্কে সরাসরি তথ্য পাওয়ার যোগাযোগটা আর নেই।

তাই বলে থেমে থাকল না ওফির। সে ইহুদীদের মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দিতে থাকল। মোজেস আর অ্যারনের অনুগত অল্প কিছু লোক এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে প্রস্তুত।

উরি-টেশুপের পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করাটা মুশকিল হবে। একটা বাড়িতে একজনকে দিনরাত পাহারা দিয়ে রাখা রীতিমতো বোঝা ছাড়া আর কিছুই নয়। সেক্ষেত্রে অকারণ ঝুঁকি না নিয়ে, তাকে সরিয়ে দেয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। সেই সাথে হাত্তুসিলিও খুশি হবে। এই নতুন সম্রাট ঠিক তার ভাইয়ের মতোই রুক্ষ আর নির্দয়।

ওফিরের এখনও একজন চর রয়েছে, মেবা। এই লোকটা একদম দুর্বল প্রকৃতির কিন্তু তারপরেও উরি টেশুপকে সরিয়ে দিতে সে-ই ওফিরকে সাহায্য করতে পারবে।

আহসার বহরের লোকসংখ্যা যথাসম্ভব কম রাখা হলো। কারণ তার মতে হিট্টির রাজধানীতে উষ্ণ সংবর্ধনা পাওয়ার আশা এক শতাংশ। যদিও রাণী অন্যরকম ভাবেন, তারপরেও নতুন সম্রাট হাত্তুসিলির চোখে তিনি একজন সন্দেহজনক ব্যক্তি যিনি উরি-টেশুপকে হাট্টি থেকে পালাতে সাহায্য করেছেন। হাত্তুসিলি সম্ভবত রাজনৈতিক সম্পর্ক ধ্বংস করতেও পারেন রাগের বশে। যদি তাই করতে চান, তাহলে তিনি আহসা আর তার সাথে আসা সবাইকে গ্রেফতার করবেন, কপাল যদি খারাপ হয় তাহলে এরপরে জুটবে ফাঁসির দড়ি। হাত্তুসিলি ভাবতে পারেন এটা করলে রামেসিসকে একহাত দেখে নেয়া হবে।

হয়তো পুডুহেপা আসলেই শান্তির পক্ষে, কিন্তু তিনি কীভাবে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মতো দেবেন? হাট্টির সম্রাজ্ঞী অকারণে অন্তত আশাবাদ ব্যক্ত করবেন না। যদি আলোচনা ঝামেলার দিকে এগোয়, তাহলে তিনিও যুদ্ধের রাস্তায়ই হাঁটবেন।

আনাতোলিয়ার ঝোড়ো বাতাস হাত্তুসার প্রবেশদ্বার পর্যন্ত সঙ্গ দিল আহসা আর তার দলকে। দুর্গের বিষণ্নতা অন্যান্যবারের চেয়ে বেশি নাড়া দিল তাকে।

সেনাচৌকির সেনাবাহিনীর কাছে আহসা তার পরিচয় দিলেন, সিংহদ্বার দিয়ে প্রবেশের আগে তাকে প্রায় এক ঘন্টারও বেশি সময় অপেক্ষা করতে হল। তার আশা নিরাশায় পরিণত হলো যখন তিনি দেখলেন তাকে প্রাসাদে নয় বরং একটা ধূসর পাথরের ভবনের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেখানে তাকে একটা কামরা দেয়া হল। একটামাত্র জানালা যেটিতে লোহার বার দেয়া।

একজন আশাবাদী মানুষের কাছেও বন্দীশালা মনে হবে এই জায়গাটা।

হিট্টিদের সাথে খেলতে হলে দক্ষতা এবং ভাগ্যের খুব প্রয়োজন হয়, ভাগ্য অনেকবার সদয় হওয়ার দরকার পড়ে। আহসার মনে হলো, তার ভাগ্য বোধহয় শেষ হয়ে আসছে।

সন্ধ্যা নামলে শিরস্ত্রাণ, বর্ম আর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একজন সৈনিক তাকে নিতে আসল। এবার তারা ঢাল বেয়ে প্রাসাদের দিকে রওনা দিলেন।

সত্যের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন আহসা এবার। যদি কূটনীতিতে আদৌ সত্য বলে কিছু থাকে।

দরবারকক্ষে একটা আগুন জ্বলছে, অনেক পর্দা ঝুলছে চারপাশে। আগুন পোহাচ্ছেন পুডুহেপা।

"রাতে বোধহয় ঠাণ্ডা পড়বে। আমি মিশরের রাষ্ট্রদূতকে অগ্নিকুণ্ডের পাশে আমার সাথে বসার জন্য অনুরোধ করছি।"

আহসা তার থেকে সম্মানজনক দূরত্ব রেখে কোনওপ্রকার আড়ম্বর ছাড়াই বসে পড়লেন।

"রাণী নেফারতারির চিঠিগুলো ভালো লেগেছে আমার।" বললেন সম্রাজ্ঞী । "তার চিন্তাভাবনা স্বচ্ছ আর উৎসাহপ্রদানকারী, যুক্তিগুলো গ্রহণযোগ্য আর তার ইচ্ছাও শুভ।"

"আমি কি ধরে নেব সম্রাজ্ঞী আলোচনা শুরু করতে প্রস্তুত?"

"সম্রাট এবং আমি নির্দিষ্ট প্রস্তাব দেখতে চাই।"

"আমি রামেসিস এবং নেফারতারির যৌথ সিদ্ধান্তে তৈরী একটা নথি নিয়ে এসেছি যা, ফারাও নিজে হাতে লিখেছেন; এটা আমাদের আলোচনার ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে।"

"একদম এই উদ্যোগটাই আশা করেছিলাম। হাট্টির পক্ষ থেকেও কিছু শর্ত আরোপ করা হবে।"

"আমি সেজন্যই এখানে এসেছি, চুক্তিপত্র নিয়েই ফিরব এমন আশা রাখি।"

"আপনার কথা আমাকে আগুনের মতোই উষ্ণতা দিচ্ছে। আশা করি প্রাথমিক অভ্যর্থনায় আপনি বিব্রত হননি।"

"কোনও সমস্যা নেই।"

"ঠাণ্ডা লেগে গত কিছুদিন বিছানাগত রয়েছেন রয়েছেন সম্রাট। আমিও খুব ব্যস্ত ছিলাম, যে কারণে আপনাকে অপেক্ষা করতে হলো। কিন্তু আশা করি আগামীকালের মধ্যে সম্রাট সুস্থ হয়ে যাবেন আর তখনই আলোচনা শুরু করবেন।"

## একান্ন

ভোর হওয়ার আগে আমনের মন্দিরের দিকে যাচ্ছিলেন রামেসিস, হঠাৎ মোজেস তার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দেহরক্ষী তলোয়ার বের করতে গেলে, তাকে থামালেন রামেসিস।

"আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই, ফারাও!"

"অল্প কথায় বলো।"

"আপনি কি বুঝতে পারছেন না জিহোভা এতো দিন দয়া দেখিয়েছেন? তিনি যদি চাইতেন, আপনি আর আপনার লোকেরা উজাড় হয়ে যেতেন। তিনি আপনাদের জীবন ভিক্ষা দিয়েছেন যাতে আপনারা দেখতে পারেন তিনি সর্বশক্তিমান। এখন ইহুদীদের মিশর থেকে চলে যেতে দিন, নাহলে..."

"নাহলে কী?"

"সপ্তম একটা মহামারী দেশের লোকেদের উপর দুর্ভোগ বয়ে আনবে; একটা শিলাঝড় হবে যাতে মারা যাবে অগুনতি মানুষ। আমি যখন আমার লাঠি আকাশের দিকে তাক করব, তখন বিদ্যুৎ চমকাবে এবং বজ্রপাত ঘটবে।"

"তুমি নিশ্চয়ই জানো যে এই রাজধানীর প্রধান মন্দিরগুলো ঝড়ের দেবতা সেট'কে সম্মান জানায়। আকাশের দুর্যোগ তার অসন্তোষেরই ফল আর যাতে তিনি শান্ত হবেন সেই নিয়মগুলো জানি আমি।"

"এবারে সেই নিয়মে কাজ হবে না, প্রচুর পশু আর মানুষের প্রাণ নেবে শিলাঝড়।"

"আমার রাস্তা থেকে সরে যাও, মোজেস।"

সেদিন সন্ধ্যায়, যারা স্বর্গের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করেন, গবেষণা করেন গ্রহের গতি নিয়ে এবং আবহাওয়ার ভবিষ্যৎবাণী করেন তাদেরকে সাথে নিয়ে বসলেন রাজা। তারাও এবারে অতি বৃষ্টির আশঙ্কা করছেন আর এই বৃষ্টিতে বেশ কিছু ফসলও ভেসে যেতে পারে।



কালো মেঘগুলো ঘিরে আসার সাথে সাথেই রামেসিস সেট'এর অন্তর্বর্তী কক্ষে আটকে ফেললেন নিজেকে, এই রাগান্বিত দেবতাকে একা শান্ত করতে চান তিনি। পাথরের মূর্তির লাল চোখগুলো কয়লার মতো জ্বলছিল।

সেট'এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে গিয়ে ঝড় বৃষ্টি থামিয়ে দেয়ার ক্ষমতা রাজার ছিল না; তিনি শুধু দেবতার সাথে যোগাযোগ করে তুফানের প্রকোপ কমিয়ে আনতে পারতেন। সেটি তার পুত্রকে শিখিয়েছিলেন নিজেকে সুরক্ষিত রেখে কিভাবে সেট'কে দুর্বল করে তার ধ্বংসের ক্ষমতা অন্যদিকে প্রবাহিত করে দিতে হয়। সেট'এর অদৃশ্য আগুনের সাথে মোকাবেলা করতে সর্বশক্তির প্রয়োজন পড়ল রামেসিসের।

ফারাও-এর চেষ্টা বৃথা গেল না।

খুবই দুর্বল বোধ করছিল মেবা। একটা ছোট পরচুলা আর খসখসে একটা পোশাক পরে ছদ্মবেশ নিয়েছিল সে। কেউ চিনে ফেলবে ভেবে ভয় পাচ্ছিল। কিন্তু বন্দরের কাছের এই শুঁড়িখানায় কে চিনবে তাকে? এখানে তো শুধু নাবিক আর জাহাজের কর্মচারীরা মৌজ করতে আসে।

দাঁড়িওয়ালা টাকমাথা বিশিষ্ট অ্যামোস এসে তার বিপরীতে বসল।

"কে পাঠিয়েছে আপনাকে?" মেবা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল।

"জাদুকর। আপনি..."

"কোনও নাম নয়। তাকে এই প্রস্তরখণ্ডটি দেবেন। এর মধ্যে এমন তথ্য আছে যাতে আগ্রহবোধ করতে পারেন তিনি।"

"জাদুকর চান, উরি-টেশুপের ব্যাপারটা দেখুন আপনি।"

"কিন্তু সে তো বন্দী!"

"আপনার জন্য নির্দেশ খুব সোজা; মেরে ফেলুন উরি-টেশুপকে। নাহলে আমরা আপনাকে রামেসিসের কাছে ধরিয়ে দেব।"

ইহুদীদের মধ্যে দ্বিধা ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। সাতটা মহামারী ইতিমধ্যে মিশরে আঘাত হেনেছে, কিন্তু ফারাও এখনও আগের মতোই কঠিন। তারপরেও বয়স্কদের সভায় মোজেস নিজের অবস্থানটা টিকিয়ে রাখতে পারলেন।

"এবার আপনি কী করবেন?" সভাপতি জিজ্ঞেস করলেন।

"অষ্টম মহামারী নিয়ে আসব এবং তা এতো ভয়াবহ হবে যে মিশরীয়রা ভাবতে বাধ্য হবে তাদের দেবতা তাদের ছেড়ে গিয়েছেন।"

"কী হবে সেটা?"

"আপনার উত্তরের জন্য পূর্বদিকে দৃষ্টিপাত করুন।"

"আমরা কি অবশেষে মিশর ছেড়ে যেতে পারব?"

"হ্যাঁ, যেতে পারব তবে কষ্ট হবে বেশ। জিহোভার উপরে ভরসা রাখুন; তিনিই আমাদেরকে প্রতিশ্রুত ভূমিতে নিয়ে যাবেন।"



মাঝরাতে হঠাৎ উঠে পড়লেন নেফারতারি।

তার পাশে রামেসিস গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। রাণী ধীরে ধীরে শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গেলেন। বাতাস বইছে, শান্ত ও নিস্তব্ধ হয়ে আছে শহরটা। কিন্তু রানির অস্থিরতা বাড়ছেই। যা তিনি দেখেছেন তা তখনও তার মনের উপর ঝড় বইয়ে দিচ্ছে; এখনও দুঃস্বপ্নের ঘোরে আচ্ছন্ন তিনি।

রামেসিস তাকে আলতো করে জড়িয়ে ধরলেন।

"দুঃস্বপ্ন দেখেছ, নেফারতারি?"

"যদি শুধু তাই-ই হতো..."

"কী হয়েছে?"

"পূর্বদিক থেকে বিপদ আসছে, ভয়ংকর বাতাসে চেপে..."

রামেসিস সেদিকে দেখার চেষ্টা করলেন কিন্তু অন্ধকার ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না। রাজার হৃদয় রাত ও আকাশের রূপ ধারণ করল, বাতাসের জন্ম যেখানে পৃথিবীর সেই শেষ প্রান্ত পর্যন্ত চলে গেল।

সেখানে রামেসিস যা দেখলেন তা এতো ভয়ংকর কিছু ছিল যে তিনি দ্রুত কাপড় পরে নিলেন, ডেকে তুললেন রাজ প্রাসাদের সবাইকে আর আহমেনিকে ডাকতে পাঠালেন।

যে মেঘটা পূর্বদিক থেকে ভেসে আসছে তা লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি পঙ্গপাল বয়ে আনছে। কীট-পতঙ্গের মহামারী সম্পর্কে অবগত সবাই, কিন্তু এতো বড় পরিসরে কেউ দেখেনি কোনওদিন।

ফারাও-এর পূর্ব সতর্কতা অনুযায়ী ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আগুন জ্বালাল কৃষকেরা, দুর্গন্ধ ধোঁয়া তৈরী করে পঙ্গপালগুলোকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিল। নির্দিষ্ট কিছু শস্য ঢেকে দেয়া হলো খসখসে কাপড় দিয়ে।

একদিকে মোজেস ঘোষণা করছেন যে এই পঙ্গপাল মিশরের সমস্ত গাছ খেয়ে ফেলবে, একটা ফলও বাঁচবে না, অন্যদিকে রামেসিসের দূতেরা অগ্রীম সতর্কতা ছড়িয়ে দিচ্ছে। সবাই খুব খুশি হলো যে রামেসিসের সতর্কতামূলক পদক্ষেপ এতো জলদি গ্রহণ করা হয়েছে।

খুব অল্প ক্ষয়ক্ষতি হলো। রাজদম্পতি ঘোড়ায় টানা রথে রাজধানীতে ঘুরলেন, আশেপাশের বেশ কয়েকটা গ্রামে গেলেন যেখানে মানুষ পঙ্গপালের আক্রমণ আশঙ্কা করছে। রামেসিস এবং নেফারতারি সবাইকে আশ্বস্ত করলেন যে এই মহামারী খুব তাড়াতাড়ি কেটে যাবে।

মহান রাজার স্ত্রী যা ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন সেরকমই ঘটল। পূর্বের বাতাস শান্ত হয়ে গেল, নির্মল ঝোড়ো বাতাস পঙ্গপালগুলোকে উড়িয়ে নিয়ে গেল নলখাগড়ার জলাভূমিতে।

"আপনার কোনও সমস্যা নেই।" ডাক্তার পারিয়ামাকু মেবাকে বললেন। "তবুও আমি পরামর্শ দেব যে কিছুদিন বিশ্রাম নিন আপনি।"

"তাহলে আমার অসুস্থ লাগে কেন?"

"আপনার হৃদযন্ত্র খুব ভালো অবস্থায় আছে আর আপনার যকৃতের অবস্থাও বেশ ভালো। সম্ভবত আপনি শত বছর বাঁচবেন।"

মেবা খুব আশা করেছিল যে অসুস্থতার ভান করে থাকলে পারিয়ামাকু তাকে বেশ কিছুদিন গৃহবন্দী থাকার বিধান দেবেন আর এর মাঝে ওফির আর তার সাঙ্গপাঙ্গরা গ্রেফতার হয়ে যাবে।

তার শিশুতোষ পরিকল্পনা কোনও কাজেই লাগল না। আর ওফিরকে চটালে শুধু নিজেকে বিপদে ফেলা ছাড়া আর কোনও লাভ হবে না।

তার একমাত্র উপায় হচ্ছে কাজ চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু সেরামানা আর তার দুর্ধষ পাহারাদারদের এড়িয়ে উরি-টেশুপকে কীভাবে হাতে পাওয়া যায়?

তবে আশার কথা হচ্ছে, কূটনীতির আলাদা সুবিধা রয়েছে। পরেরবার সেরামানার সাথে যখন প্রাসাদে দেখা হল, মেবা তার উদ্দেশ্যে জয়ধ্বনি দিল।

"আমি কিছুক্ষণ আগেই আহসার কাছ থেকে হিট্টি সরকারের ব্যাপারে কিছু বিষয়ে উরি-টেশুপকে জেরা করার আদেশ পেয়েছি।" জানাল মেবা। "সে যাই বলুক না কেন, তা খুব গোপন রাখতে হবে, তাই সাক্ষাতটাও একা হতে হবে আমার সাথে। আমি তার সাক্ষাৎকার প্যাপিরাসে লিখে নিয়ে সিল করে রাজার কাছে জমা দেব।"

সেরামান্না একটু ঝামেলায় পড়ল। "কতক্ষণ লাগতে পারে?"

"কোনও ধারণা নেই আমার।"

"আপনার কি খুব তাড়া আছে?"

"কাজটা খুব জরুরী।"

"ঠিক আছে। আসুন।"

উরি-টেশুপ শীতলভাবে অভ্যর্থনা জানাল মেবাকে কিন্তু মেবা খুব তাড়াতাড়ি এই হিট্টির সাথে খাতির জমিয়ে ফেলল। উরি-টেশুপকে প্রশ্নে জেরবার না করে তার সহযোগিতার প্রশংসা করল সে আর অনাগত ভবিষ্যতের সুন্দর ছবি আঁকার চেষ্টা করল।

উরি-টেশুপ নিজের যুদ্ধের চমৎকার মুহূর্তগুলো বলতে লাগল, এমনকি হাসাহাসিও করল কয়েকটা মন্তব্যে।

"আপনার সাথে যেমন ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে কি আপনি সন্তুষ্ট?" জানতে চাইল মেবা।

"খাবার আর থাকার জায়গা বেশ ভালো, নিজের শরীরচর্চার জন্যও অনেক সুযোগ পাই আমি...শুধু যদি মেয়ে মানুষ দিত আমাকে..."

"আমি সম্ভবত আপনাকে সাহায্য করতে পারব।"

"কীভাবে?"

"আপনি একটু হাঁটতে যেতে চাইবেন; বলবেন সন্ধ্যার ঠাণ্ডা আবহাওয়া উপভোগ করতে চান আপনি। পেছনের প্রবেশদ্বারের কাছে ঝাউবনের মধ্যে একজন মেয়ে অপেক্ষা করবে।"

"আমার মনে হয় ভালো বন্ধু হব আমরা।"

"সেটা আমারও ইচ্ছা, মহামান্য উরি-টেশুপ।"

বাতাসে কুয়াশা ভাসছে, আরও কালো হয়ে উঠছিল মেঘগুলো। দেবতা সেট আবার তার ক্ষমতা প্রদর্শন করছিলেন। বাইরে বেরিয়েও এই অসহ্য গরম থেকে মুক্তি মেলেনি উরি-টেশুপের। দুইজন পাহারাদার হাঁটছিল তার সাথে, ফুলবাগিচার মধ্য দিয়ে হেঁটে বেড়াচ্ছিল সে। আসলে এই হিট্টি রাজপুত্রের কোনওভাবেই পালানোর সুযোগ নেই। আর এতো সুন্দর ব্যবস্থা ছেড়ে তিনি পালাতেই বাচাইবেন কেন?

ঝাউবনে লুকানো মেবা কেঁপে উঠল। বাগানের দেয়ালের পাশে দাঁড়িয়ে আছে সে। ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরী।

যখন উরি-টেশুপ এই ঝোপের মধ্যে উঁকি দেবে, তখনই তার গলাটা ছুরি দিয়ে দু'ফাঁক করে দেবে মেবা। ছুরিটা সে এক সৈনিকের কাছ থেকে চুরি করেছে। খুন করে সে অস্ত্রটা ফেলে যাবে যেন সন্দেহটা সৈনিকদের উপরে পড়ে। যার জন্য এতো মিশরীয় মানুষের প্রাণ গিয়েছে সেরকম একজন লোককে কোনও সৈনিক খুন করতে চাইবে এটা একেবারেই অস্বাভাবিক কিছু নয়।

মেবা খুন করেনি কখনও, আর সে জানে যে এটা করলে নরকে নিক্ষিপ্ত হতে হবে মৃতদের দরবারে বিচারের জন্য দাঁড়িয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করবে। বলবে, কাজটা করতে তাকে বাধ্য করা হয়েছে। কিন্তু এখন তার উরি-টেশুপের গলা আর ছুরি ছাড়া কিছুই চিন্তা করা ঠিক হচ্ছে না।

পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

ধীর সতর্ক পায়ের শব্দ। তার শিকার থেমে থেমে, চারপাশটা দেখে এগিয়ে আসছে। মেবা হাত উঁচু করল। পরমুহূর্তেই মাথায় শক্ত আঘাতে জ্ঞান হারাল।

সেরামান্না তার কলার ধরে তাকে উঁচু করল।

"ওঠো বিশ্বাসঘাতক দেশদ্রোহী। ওঠো!"

নিথর হয়ে আছে বুড়ো মেবা।

"আমার সাথে কোনও চালাকি চলবে না, ওঠো!!"

মেবার মাথা একদিকে হেলে পড়ল। সেরামান্না বুঝতে পারল সে আরেকবার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জোরে আঘাত করে ফেলেছে।

## বায়ান্ন

মেবার মৃত্যুর তদন্তের জন্য সেরামানাকে জেরা করলেন আহমেনি। এর ফল তাকে ভুগতে হয় কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত ছিল না সেরামানা।

"সাক্ষ্য প্রমাণ পরিষ্কার।" জেরা শেষে বললেন আহমেনি। "মেবাকে সন্দেহ করার জন্য তোমার কাছে যথেষ্ট তথ্য প্রমাণ ছিল। সে মিথ্যা বলেছিল তোমাকে এবং উরি-টেশুপকে খুন করতে চেয়েছিল। তুমি যখন এই অপরাধীকে হাতেনাতে ধরতে গেলে, তখন তোমাদের মধ্যে ধস্তাধস্তিতে মারা পড়ল সে।"

"ঠিক তাই।" স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল সেরামানা।

"মারা গেলেও বিচার এবং সেই বিচারের রায় হবে মেবার। এখন থেকে তার নাম সমস্ত আনুষ্ঠানিক কাগজপত্র থেকে বাদ দেয়া হবে। কিন্তু এখনও একটা প্রশ্ন রয়ে যাচ্ছে; কার হয়ে কাজ করত সে?"

"তার দাবী অনুযায়ী সে আহসার আদেশে কাজটা করছে।"

হাতে ধরা তুলি কামড়ে ধরলেন আহমেনি।

"আহসা হয়তোবা শান্তিচুক্তির পথে এই বিরাট বাধাটা উপড়ে ফেলতে চেয়েছেন। কিন্তু তিনি কখনোওই মেবাকে সেই দায়িত্ব দেবেন না! আর সবচেয়ে বড় কথা তিনি কখনও রামেসিসের নীতি বা তার আশ্রিতকে আশ্রয় দেয়ার নিয়মের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাবেন না। তারমানে মেবা মিথ্যা বলছিল। যদি এমন হয় যে তুমি যাদেরকে খুঁজছ, মেবা ওই গুপ্তচর দলেরই সদস্য ছিল?"

"কিন্তু তারা তো উরি-টেশুপকেই সমর্থন করছিল, তাইনা?" জিজ্ঞেস করল সেরামানা।

"হ্যাঁ। তবে এখন উরি-টেশুপ একজন বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কিছুই না। সম্রাট এখন হাত্তুসিলি, আর এরা তাকে তার একমাত্র প্রতিযোগীকে সরিয়ে দিতে সহায়তা করছে।"

সেরামানা তার বিশাল গোঁফে হাত বুলাতে লাগল। "তার মানে দাঁড়াচ্ছে, ওফির আর শানার শুধু যে বহাল তবিয়তে আছে তাই না, তারা এখনও মিশরে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।"

"শানার তো গায়েব হয়ে গিয়েছে নুবিয়া থেকে, আর ওফিরকে অনেকদিন কেউ দেখেনি।"

সেরামানা হাত মুষ্টিবদ্ধ করল।

"ওই শয়তান জাদুকর ওফির নিশ্চয় আমাদের নাকের ডগায়ই আছে! ও লিবিয়াতে আছে, এই তথ্য নিশ্চয় আমাদের বিভ্রান্ত করার জন্য ছড়ানো হয়েছিল। যেন আমরা খোঁজা বন্ধ করে দিই!"

"ওফির সবসময়ই আমাদের ধোঁকা দিতে সক্ষম হয়েছে।" বললেন আহমেনি।

“এবার আর হবে না, আহমেনি।”

“অন্তত এই একবার, বন্দিকে জীবিত হাজির করার চেষ্টা করতে পারবে?”

একটানা তিন দিন ধরে ঘন, কালো মেঘ সূর্যকে ঢেকে দিয়ে পাই-রামেসিসের উপরে ঝুলে থাকল। মিশরীয়রা ভয় পেতে লাগল, সেট যে ধ্বংসলীলার হুমকি দিয়েছিলেন দেবী সেখমেত তাই বাস্তবায়ন করতে চলেছেন। নিজ নিজ কৃতকর্মের হিসাব করতে বসে গেল তারা।

পরিস্থিতি আরও খারাপ হওয়া থেকে বাঁচাতে পারতেন শুধু একজন মানুষ। তিনি মহারাণী নেফারতারি, ফারাও-এর চিরন্তন উৎসর্গের জাগতিক অবতার। জনগণের অস্থিরতার ভার বুঝতে পেরে থিবসে গেলেন নেফারতারি। সেখানে মা'তের মন্দিরে দেবী সেখমেতের মূর্তির পায়ে ভেট দিলেন। একমাত্র রানিই পারতেন অন্ধকার থেকে আলো নিয়ে আসতে।

এদিকে রাজধানীতে রামেসিস আরেকবার মোজেসকে দরবারে আসার অনুমতি দিলেন। মোজেসের দাবী অনুযায়ী জিহোভাই এই নবম মহামারী, এই অন্ধকার মিশরে পাঠিয়েছেন।

“এখন বুঝতে পেরেছেন তো, ফারাও?” বিদ্রূপের সুরে জিজ্ঞেস করলেন মোজেস।

“তুমি শুধু প্রাকৃতিক ঘটনাগুলোকে তোমার ঈশ্বরের নামে চালিয়ে দিচ্ছ। সেটা তোমার দৃষ্টিভঙ্গি আর আমি সেটাকে সম্মান করি। কিন্তু তোমার নিজেকে প্রমাণ করার স্বার্থে আমার লোকেদের বিব্রত করা মেনে নেব না আমি। তা হবে মা'তের নিয়মের বিরোধী এবং জনমনে সমস্যা আর অশান্তি সৃষ্টি করবে।”

“জিহোভার ইচ্ছা অপরিবর্তিত রয়েছে।”

“তোমার বিশ্বস্ত লোকেদের নিয়ে মিশর ছেড়ে চলে যাও, মোজেস। যেখানে ইচ্ছা সেখানে গিয়ে তোমার ঈশ্বরের আরাধনা করো।”

“জিহোভা তা চান না। সমস্ত ইহুদীদেরকে নিয়ে যেতে হবে আমার।”

“তোমাদের গবাদিপশু আর ফসল রেখে যেতে হবে, কারণ তার অধিকাংশের মালিকই তারা নয়, তারা শুধু দেখাশোনা করে। যারা মিশরের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তারা মিশরের সম্পদও নিতে পারবে না।”

“আমাদের সবকিছু আমাদের সাথেই যাবে। একটা পশুর মাথাও মিশরে থাকবে না, কারণ আমরা আমাদের প্রতিশ্রুত ভূমিতে যাওয়ার সময় জিহোভার উদ্দেশ্যে ওগুলোকে উৎসর্গ করব।”

“এটা চুরি ছাড়া আর কিছুই নয়।”

“সেই বিচার একমাত্র জিহোভা করার অধিকার রাখেন।”

“কোন বিশ্বাস এই ধরণের বিদ্রোহ সমর্থন করে?”

“বুঝতে পারবেন না। আপনি শুধুমাত্র এই বিশ্বাসের ক্ষমতার কাছে নতি স্বীকার করতে পারেন।”

"যুগে যুগে ফারাওরা উগ্রবাদ আর অসহনশীলতা মোকাবেলা করে আসছেন। নিজের মতামত, অন্যদের মতামত আর বিশ্বাসের উপর চাপিয়ে দিতে বিবেকে বাধে না তোমার? আমার তো বাধে।"

"জিহোভার ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করুন , রামেসিস।"

"মোজেস, হুমকি আর বাজে কথা ছাড়া আর কিছুই কি বলার নেই তোমার? যে বন্ধুত্ব আমাদের বৃহত্তর স্বার্থে একত্রিত করেছিল আমাদের সেই বন্ধুত্বের আজ এ কী অবস্থা?"

"আমি শুধুমাত্র ভবিষ্যতে আগ্রহী, আর ভবিষ্যৎ হচ্ছে আমার লোকেদের দেশত্যাগ।"

"আমার প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাও, মোজেস। আমি আর তোমাকে দেখতে চাই না। যদি তুমি আবার আমাকে চ্যালেঞ্জ করো, আমি তোমাকে বিদ্রোহী ঘোষণা করব এবং বিচারের আওতায় আনা হবে তোমাকে।"

রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গেলেন মোজেস। যাদের সাথে দুই একটা কুশল বিনিময় করতে পারতেন এমন পূর্বপরিচিত কাউকে তাকিয়েও দেখলেন না। পাইরামেসিসের ইহুদী বসতিতে সোজা নিজের বাসস্থানের দিকে গেলেন তিনি, সেখানে ওফির অপেক্ষা করছিল।

চরদের মাধ্যমে মেবার মৃত্যু সম্পর্কে জানতে পেরেছিল ওফির। মৃত কূটনীতিকের শেষ সরবরাহকৃত সংবাদে কৌতূহলোদ্দীপক বেশ কিছু খবর ছিল। মেমফিসে তাহ'র মন্দির ভ্রমণে গিয়ে মেবা খেয়াল করেছিল যে সেটাউ এর জাদুর দেয়াল তৈরী করা সেসব জিনিস এখন আর ধারণ করে না খা। বর্তমানে প্রধান পুরোহিত খা'র বিশেষ জাদুর ক্ষমতা থাকার কথা বটে, কিন্তু একটা পরীক্ষা নিতে দোষ কী?

"রামেসিস কি এবারে মেনে নিয়েছেন আপনার কথা?" জানতে চাইল ওফির।

"সে তা কখনওই করবে না!" রাগান্বিতভাবে জবাব দিলেন মোজেস।

"রামেসিস সাহসী মানুষ। যতক্ষণ আমরা হিংস্রতা না দেখাব ততক্ষণ এই অচলাবস্থা বজায় থাকবে।"

"বিদ্রোহ..."

"এর জন্য প্রয়োজনীয় অস্ত্র আছে আমাদের কাছে।"

"ইহুদীদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হবে।"

"লোকেদের নিয়ে বিদ্রোহ করতে হবে তা কে বলেছে? মৃত্যু হবে আমাদের বন্ধু যা দশম এবং শেষ মহামারী হিসেবে মিশরে বর্ষিত হবে।"

মোজেস রাগে এতোটাই অন্ধ ছিলেন যে তার কাছে ওফিরের ঘৃণা মেশানো কণ্ঠই জিহোভার কণ্ঠ বলে মনে হল।

"আপনি ঠিক বলেছেন ওফির। এমনভাবে আঘাত করতে হবে আমাদের যেন রামেসিস বাধ্য হয় আমাদের ছেড়ে দিতে। কোনও এক নির্দিষ্ট দিনের মধ্যরাতে জিহোভা মিশরের সমস্ত বাড়ির প্রথম সন্তানকে হত্যা করবেন।"

এই মুহূর্তটার জন্যই অপেক্ষা করছিল ওফির। অবশেষে ফারাও-এর উপর সে প্রতিশোধ নিতে পারবে।

"প্রথম পুত্রসন্তানদের তালিকায় প্রথমে থাকবে রামেসিসের পুত্র এবং সম্ভাব্য উত্তরাধিকারী খা। তাকে সুরক্ষিত রাখার জাদু ভেদ করা কঠিন ছিল আমার জন্য কিন্তু এখন বোধহয় আমি এটা ভেদ করার উপায় বের করে ফেলতে পারব।"

"জিহোভার হাত রামেসিসের পুত্রকেও ছাড়বে না।"

"আমরা মিশরীয়দের ভালোমানুষীর সুযোগ নেব আমরা। তাদের সাথে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে আর তাদের কাছ থেকে উপহার হিসেবে সোনাদানা চেয়ে নিতে বলুন আপনার লোকেদের। যাত্রাপথে আপনাদের এগুলো দরকার হবে।"

মোজেস কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন, "পশু উৎসর্গ করব আমরা। হিস্প ঝোপের অংশ পশুর রক্তে ডুবিয়ে তা দিয়ে আমাদের বাড়িগুলো চিহ্নিত করব। যে রাতে প্রথম সন্তানেরা মারা যাবে, আমাদের বাড়িগুলো এড়িয়ে যাবে হত্যাকারীরা।"

ওফির দ্রুত নিজের কাজের ঘরে গেল। তার কাছে এখনও খা'র কাছ থেকে চুরি করা তুলিটা রয়েছে। রামেসিসের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে চিরতরে ঘুম পাড়িয়ে দিতে এটা এখনও সাহায্য করতে পারে তাকে।

বাগানের আলোছায়ায় নেফারতারিকে সবসময়ের চেয়ে বেশি মিষ্টি লাগছিল। রহস্যময়ী এবং সুন্দরী, দেখে মনে হয় যেন তিনিই সুখ শান্তি। তারপরও তার হাতে চুমু খাওয়ার সময় রামেসিস বুঝতে পারলেন রানির মনটা ভারাক্রান্ত।

"মোজেস হুমকিগুলো শুধু শুধু দেননি।" বললেন নেফারতারি।

"ও বন্ধু ছিল আমার। আমি এখনও বিশ্বাস করি না ও সত্যিই আমাদের কোনও ক্ষতি চাইতে পারে।"

"আমারও সেরকমই ধারণা কিন্তু ভয়ের কথা হচ্ছে আগুন তার হৃদয়কে পূর্ণ করে রেখেছে। তিনি এরপর না জানি কী করবেন, তা ভেবে ভয় পাচ্ছি আমি।"

সেটাউ সতর্কভঙ্গীতে তাঁদের দিকে এগোলেন।

"আমার বোকামির জন্য ক্ষমা করবেন আমাকে। খা অসুস্থ হয়ে পড়েছে।"

"খুব খারাপ কিছু কী?" নেফারতারি জানতে চাইলেন।

"সেরকমটাই মনে হচ্ছে, মহারাণী। আমার ওষুধ কাজ করছে না।"

"তার মানে..."

"কোনও সন্দেহ নেই। জাদু করা হয়েছে তাকে।"

আইসিসের কন্যা, জাদুর দেবী মহারাণী খুব দ্রুত রাজপুত্রের বিছানার কাছে পৌঁছালেন।

অসুস্থতা সত্ত্বেও, এই তরুণ পুরোহিত তার মর্যাদাবোধ দিয়ে মুগ্ধ করল সবাইকে। একটা খাটে শুয়ে ছিল সে। চোখ হলুদ এবং দুর্বল। খুব আস্তে নিশ্বাস পড়ছিল।

"আমার হাতগুলো অবশ হয়ে আছে।" নেফারতারিকে বলল সে। "পা-ও নাড়াতে পারছি না।"

রাণী তার মাথায় হাত রাখলেন।

"আমি তোমাকে আমার সমস্ত জীবনীশক্তি দেব।" খাঁকে বললেন তিনি। "আমরা একসাথে এই মৃত্যুর মোকাবেলা করব। তুমি আমার সুখের সমস্তটাই অনুভব করবে আর তুমি কখনওই মরবে না।"

হিট্টি রাজধানীতে খুব ধীরগতিতে আলোচনা চলছে। হাত্তুসিলি চুক্তিপত্রের সব প্রস্তাব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছেন, শব্দচয়ন বদলানোর কথা বলেছেন, ঠাণ্ডা লড়াইও করেছেন আহসার সাথে। আর ধীরে ধীরে একটা সমঝোতায় পৌঁছেছেন, যাচাই করে দেখেছেন প্রত্যেকটি প্রস্তাব। প্রস্তাবে পুডুহেপা নিজের মন্তব্য যোগ করেছেন যা নিয়ে আরও আলোচনা শুরু হয়েছে।

আহসাকে দেখে মনে হয় তার ধৈর্য অসীম। একটা শান্তি চুক্তি করার ব্যাপারে প্রচণ্ডভাবে সচেতন তিনি। এই চুক্তি সম্পূর্ণ পূর্বদিকের এলাকা এমনকি এশিয়ার অনেকটা অংশের ভবিষ্যতকেও প্রভাবিত করবে।

"ভুলে যাবেন না," প্রায়ই তাকে মনে করিয়ে দেন হাত্তুসিলি। "আমি এখনও উরি-টেশুপের হস্তান্তর চাই।"

"এই ব্যাপারটা আমরা সবশেষে সমাধান করব।" উত্তর দেন আহসা। "আগে আমরা পুরো চুক্তিটা তো প্রস্তুত করি।"

"আপনি তো খুবই আশাবাদী। কিন্তু আপনি কি নিশ্চিত যে হাট্টির সম্রাট আপনাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করেন?"

"তিনি যদি সেটা করার মতো নির্বোধ হতেন, তাহলে কি তিনি হাট্টির সম্রাট হতে পারতেন?"

"আপনি যদি আমার সমালোচনা করেন, তাহলে কি এই আলোচনার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে না?"

"পরস্পরের সমালোচনা করতেই হবে আমাদেরকে। আমরা দুজনেই নিজের দেশের সবচেয়ে ভালোটা চাই। আমার কাজ হচ্ছে একটা সাম্যাবস্থায় আসা।"

"আপনি মনে করেন সেটা সম্ভব?"

"এই পৃথিবীর ভবিষ্যৎ...রামেসিস আমার উপরে ভরসা করে ছেড়ে দিয়েছেন। সম্রাট, শুধু আমার হাতেই না, আপনার হাতেও।"

"আমি ধৈর্যশীল, পরিষ্কার মাথার এবং খুব জেদী একজন মানুষ আহসা।"

"একদম আমার মতো, জাহাঁপনা।" দাঁত বের করে হেসে বললেন আহসা।

## তিপ্পান্ন

সেরামানা তার সৈন্যদের জন্য বরাদ্দ আবাসস্থলের আশেপাশেই অবস্থান করতে লাগল। খুব বেশি হলে বিখ্যাত হাউজ অফ বিয়ারের কোনও মেয়ের সাথে সময় কাটাত। সেই মুহূর্তেও অসতর্ক হতো না সে। আজ অথবা কাল, শত্রু কোনও একটা ভুল করবেই আর সেই মুহূর্তের জন্য তাকে তৈরী থাকতে হবে।

খা'র অসুস্থতা খুব গভীরভাবে আঘাত করেছিল তাকে। রাজা বা তার আত্মীয়স্বজন সম্পর্কিত যেকোনও কিছুই তার উপরে এমনভাবে প্রভাব ফেলত যেন সে রাজপরিবারের-ই একজন। সে নিজের উপরে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়েছিল এই ভেবে যে, কেন সে রামেসিসের শত্রুদের আরও বেশি নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারল না।

একজন সৈন্য আসলো তার সাথে কথা বলতে।

"কিছু একটা ঘটছে ইহুদীদের মধ্যে।"

"বুঝিয়ে বলো।"

"তাদের দরজায় লাল রঙ লাগানো। জানি না কেন, কিন্তু মনে হলো আপনাকে জানানো উচিত।"

"দারুণ কাজ করেছ। এখন ইটপ্রস্তুতকারক অ্যাবনারকে আমার কাছে নিয়ে এসো। ওর বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা একটা অভিযোগ দাঁড় করাও।"

মোজেসের পক্ষে সাক্ষী দেয়ার পর অ্যাবনারকে দেখা যাচ্ছে না আর। এমনকি কোনও তরুণ কর্মীর কাছ থেকে চাঁদাও নিতে আসছে না।

সেরামানার সৈন্য তাকে খুঁজে নিয়ে আসলো। সেরামানার সামনে ভীতমুখে দাঁড়িয়ে আছে সে এখন।

"শেষ আক্রমণটা কী হতে যাচ্ছে?" জিজ্ঞেস করল সেরামানা।

"আমি কিছু করিনি জনাব! আমার কৃতকর্ম একজন পুরোহিতের পোশাকের মতোই পরিষ্কার।"

"তাহলে তুমি কাঁপছ কেন?"

"আমি একজন ভদ্রলোক আর

"যথেষ্ট হয়েছে, অ্যাবনার! এখন আমাকে বলো কেন তুমি তোমার দরজায় লাল রঙ লাগিয়েছ?"

"দুর্ঘটনাবশত লেগে গেছে, জনাব।"

"আশেপাশের সব বাড়িতেই একই দুর্ঘটনা ঘটেছে? আমাকে বোকা মনে করো না, অ্যাবনার।"

আঙুল ফুটাতে ফুটাতে উঠে দাঁড়াল সেরামানা। তার ভাবসাব লক্ষ করে ইহুদী লোকটা লাফ দিয়ে উঠল সাথে সাথে। "এটা ইহুদীদের একটা একাত্মবোধের রীতি, আর কিছু না।"

"তাই নাকি? এখন তোমার নাক আর কান কেটে নেয়া যদি পুলিশের একাত্মবোধের রীতি হয়?"

ভয়ে ঢোক গিলল অ্যাবনার। "আপনাদের অধিকার নেই তা করার, আইনবিরোধী হবে তা।" কাঁপাগলায় বলল সে।

"কিন্তু এমন অনেক সময় আসে যখন এগুলো শিথিল করতে হয়। আমি রামেসিসের জ্যেষ্ঠ পুত্রের উপরে করা জাদুর ব্যাপারে তদন্ত করছি, আর আমি খুব একটা আশ্চর্য হব না যদি তোমাকে এর মাঝে জড়িত পাই।"

কালো জাদুকে বিচারকরা খারাপচোখে দেখেন খুব; বিচারে অ্যাবনারের খুব কঠিন শাস্তি হতে পারে।

"আমার কোনও দোষ নেই!"

"তোমার আগের যা রেকর্ড তাতে তোমার কথা বিশ্বাস করা খুব কঠিন।"

"দয়া করুন এমন করবেন না আমার সাথে। বাড়িতে আমার স্ত্রী আর বাচ্চারা রয়েছে..."

"বলো। নাহলে আমি অভিযোগ আনব তোমার বিরুদ্ধে।"

নিজের চামড়া বাঁচানো আর মোজেসের নিরাপত্তার মধ্যে বেছে নেয়াটা খুব কঠিন ছিল না অ্যাবনারের জন্য।

"মিশরীয় বাচ্চাদের জাদু করছেন মোজেস," স্বীকার করলো সে । "খুব তাড়াতাড়ি কোনও এক রাতে জিহোভার হাতে সকল পরিবারের প্রথম সন্তান মারা পড়বে। দরজায় এই চিহ্ন বাঁচিয়ে দেবে ইহুদীদের।"

"দেবতার কসম, এই মোজেস একটা দানব!"

"আমাকে কি ছেড়ে দেবেন, জনাব?"

"তোমাকে ছেড়ে দিলে তুমি তাদেরকে সতর্ক করে দেবে। তোমার মতো নরকের কীট আপাতত জেলখানায়ই থাকুক।"

অ্যাবনার স্বস্তিতে মাথা নাড়লো।

"আমাকে কখন ছেড়ে দেয়া হবে?"

"এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবে কবে?"

"জানি না তবে খুব তাড়াতাড়ি অবশ্যই।"

প্রাসাদে ছুটে গেল সেরামানা, সেখানে রামেসিস কৃষিমন্ত্রীর সাথে কথা শেষ করেই তার সাথে দেখা করলেন। শুধুমাত্র নেফারতারির জাদুতে খা জীবন মৃত্যুর মাঝামাঝি ঝুলে আছে। খা'র কষ্টে নেদজেম এতো চিন্তিত এবং দুঃখিত যে তিনি কোনওরকমে তার কাজ করে চলেছেন। রামেসিস তাকে বুঝিয়েছেন যে ব্যক্তিগত জীবনে চরম দুর্ঘটনা ঘটলেও মানুষের সেবা এবং সকল মিশরীয়দের ভালোমন্দই সবকিছুর উপরে স্থান পাওয়া উচিত।

সেরামানা অ্যাবনারের স্বীকারোক্তি সম্রাটের কাছে বিস্তারিত বলল।

"মিথ্যা কথা বলছে লোকটা," বললেন রামেসিস। "মোজেস কখনও এমন ধ্বংসাত্মক কাজ করতে পারে না।"

"অ্যাবনার একজন কাপুরুষ আর মৃত্যু ভয়ে ভীত হয়ে আছে। সত্যি কথাই বলছে সে।"

"ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে সমস্ত প্রথম সন্তানকে সরিয়ে দেয়া, এরকম ভয়াবহ চিন্তা শুধুমাত্র একজন মানসিকভাবে অসুস্থ মানুষই করতে পারে। মোজেসের কাছ থেকে এটা কোনওভাবেই আসতে পারে না।"

"তারা যেন এই ভয়ংকর পরিকল্পনা বাস্তবায়নই না করতে পারে সেজন্য জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেয়া উচিত আমাদের।"

"হ্যাঁ ঠিকই বলেছ তুমি। প্রাদেশিক পুলিশকে সতর্ক করে দাও।"

"ক্ষমা করবেন, জাহাঁপনা। কিন্তু এখন কি মোজেসকে গ্রেফতার করা উচিত নয়?"

"এখনও কোনও অপরাধ করেনি সে। আর তাকে দোষী সাব্যস্ত করবেন না জুরিরা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য আমাকে অন্য কিছু ভাবতে হবে।"

"আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আছে, কাজ করার সম্ভাবনা অনেক। কিন্তু জাহাঁপনা, আপনার খারাপ লাগতে পারে।"

"তুমি এতো ঘুরিয়ে কথা বলো কবে থেকে সেরামানা। বলে ফেলো।"

"আমরা একটা গুজব ছড়িয়ে দিতে পারি যে খা আর তিনদিনের বেশি বাঁচবেন না।"

সেরামানার কথাটা রামেসিসের মেরুদণ্ড দিয়ে একটা শীতল স্রোত বইয়ে দিল।

"কথাটা শুনে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন তা বুঝতে পারছি, জাহাঁপনা। কিন্তু এই খবরে খুনী তাড়াহুড়া করতে গিয়ে আমাদের সুবিধা এনে দেবে।"

কিছুক্ষণ চুপ থাকলেন রাজা।

"সেরামানা, অবশ্যই যেন ধরা পড়ে তারা।"

চুলের গোছায় টান পড়াতে নাপিতানীকে একটা থাপ্পড় মারল ডোলোরা।

"দূর হও, বোকা কোথাকার!"

ফোঁপাতে ফোঁপাতে বেরিয়ে গেল নাপিতানী। অন্য একজন চাকরাণী এসে ঢুকল; ডোলোরার পায়ের যত্ন নিতে।

"মরা চামড়াটা তুলে ফেলে নখের লাল রঙটা ঠিকঠাক করে দাও। আর দেখো, আমি যেন ব্যথা না পাই।"

মন দিয়ে কাজ করতে লাগল চাকরানী।

"বেশ ভালো কাজ করো তুমি," কিছুক্ষণ পর বলল ডোলোরা। "ভালো বখশিস দেব তোমাকে আর তোমার কথা আমার বন্ধুদেরও বলব ।"

"ধন্যবাদ মহামান্যা। এই দুঃখের দিনে আপনি আমাকে খুশি করে দিলেন।"

"এতো দুঃখের আবার কী হলো?"

"আজ সকালে একজনের কাছ থেকে খারাপ সংবাদটা শুনলাম। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু সমাগত।"

"তাই নাকি? গুজব না তো?"

"আমার তা মনে হয় না। প্রাসাদের ডাক্তার বলছেন রাজপুত্র খা দুই কী তিনদিনের বেশি বাঁচবেন না আর।"

"তাড়াতাড়ি করো," বলল ডোলোরা। "কাজ আছে আমার।"

ডোলোরার মনে হলো সাধারণ নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা এখন ভাবলে চলবে না। এটা জরুরী ব্যাপার। কোনও সাজগোজ ছাড়াই, সে একদম সাধারণ একটা পরচুলা আর একটা বাদামী আলখাল্লা চাপিয়ে বেরিয়ে গেল। এই সাজে তাকে চিনতে পাবে না কেউ।

ডোলোরা ভিড়ের মধ্যে মিশে ইহুদী ইটপ্রস্তুতকারকদের বাসস্থানের দিকে এগিয়ে গেল। গাঢ় সবুজ রঙের একটা দরজায় টোকা দিল পাঁচবার।

দরজাটা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দকরে খুলে গেল।

"কে আপনি?" জিজ্ঞেস করল একজন ইটের কারিগর।

"জাদুকরের বন্ধু।"

"ভেতরে আসুন।"

কারিগর ডোলোরাকে মাটির নিচের ঘরে যাওয়ার সিঁড়ির দিকে নিয়ে গেল। একটা তেলের বাতির মৃদু আলো ওফিরের শয়তানী চেহারার উপর পড়েছে। ঈগলের মতো মুখ, উঁচু চোয়াল, বাঁকানো নাক দেখে আবারও বুকে কাঁপন উঠল ডোলোরার।

ওফির খা'র পুরানো তুলি হাতে ধরে ছিল। এর কিছু অংশ পোড়া আর এর উপরে আঁকা অদ্ভুত কয়েকটা চিহ্ন।

"কোনও জরুরী বিষয়, ডোলোরা?"

"হ্যাঁ।"

"বলো।"

"খা এই পৃথিবীতে আর বেশিদিন নেই।"

"প্রাসাদের ডাক্তার কি আশা ছেড়ে দিয়েছেন?"

"ডাক্তার পারিয়ামাকু মনে করেন খুব তাড়াতাড়িই মৃত্যু ঘটবে তার।"

"দারুণ খবর। তবে এর ফলে আমাদের পরিকল্পনা কিছুটা বদলাতে হবে। তুমি এসে ঠিকই করেছ।"

খুব তাড়াতাড়ি আসছে সেই সৌভাগ্যের রাত। সারাদেশে সমস্ত প্রথম সন্তান মারা যাবে; শুরুটা হবে রামেসিসের পুত্রকে দিয়ে। মিশরের লোকেরা ডুবে যাবে চরম দুঃখের সাগরে। জিহোভার ক্ষমতা এবং ক্রোধের শিকার হয়ে তারা এবার রামেসিসের বিরুদ্ধে ফুঁসে উঠবে।

ডোলোরা সোজা জাদুকরের পায়ে পড়ে গেল।

"কী ঘটতে যাচ্ছে, ওফির?"

"সরিয়ে দেয়া হবে রামেসিসকে। মোজেস আর সত্যিকারের ঈশ্বর জয়লাভ করবেন।"

"আমাদের স্বপ্ন সত্যি হবে..."

"হ্যাঁ, স্বপ্ন সত্যি হবে। এর জন্য আমরা কত কঠোর পরিশ্রম করেছি, ডোলোরা! অবশেষে ফল আসছে।"

"রক্তপাত এড়িয়ে যাওয়ার কোনও উপায়ই কি নেই?"

ওফির ডোলোরাকে ধরে দাঁড় করিয়ে শ্যামলা মুখমণ্ডলে হাত রাখল।

"মোজেস সমস্ত সিদ্ধান্ত নেন আর মোজেস চলেন জিহোভার কথামতো। ফলাফল যাই হোক না কেন আমাদের তার আদেশের বিরুদ্ধে যাওয়া উচিত হবে না।"

দরজা খুলে যাওয়ার শব্দ হলো হঠাৎ, শোনা গেল আতঙ্কের চিৎকার। সিঁড়িতে দ্রুত পদশব্দের আওয়াজ পাওয়া গেল। বিশালদেহী সেরামানা মাটির নিচের ঢুকে পড়ল।

যাকে অনুসরণ করে সে এই জাদুকরের আস্তানায় এসেছে, সেই ডোলোরাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সেরামান্না ওফিরকে ধরল, মাথায় আঘাত করে মাটিতে ফেলে দিল তাকে। ওফির তখনও খা'র পুরানো তুলিটা আঁকড়ে ধরে ছিল। তার কব্জিতে পাড়া দিয়ে মুঠি আলগা করালো সেরামানা।

"অবশেষে তোমাকে আমি পেয়েছি, ওফির।"

## চুয়ান্ন

অসুস্থ খা'র ঘরে ঢুকলেন সেটাউ; জাদু করা তুলিটা মেঝেতে আছড়ে ফেলে বারবার পায়ের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে লাগলেন।

রামেসিসের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নিজের জীবনীশক্তি দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা নেফারতারি কৃতজ্ঞ চোখে দেখলেন সেটাউকে।

"জাদু নষ্ট হয়ে গিয়েছে, মহারাণী। যুবরাজ সুস্থ হয়ে উঠবেন এবার।"

নেফারতারি খা'র গলা থেকে হাত সরিয়ে নিলেন, এরপর ক্লান্তিতে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

ডাক্তার পারিয়ামাকু তার বলকারক ওষুধ দেয়ার পর, সেটাউ রানিকে হারানো জীবনীশক্তি ফিরে আসার ওষুধ দিলেন।

"মহারাণী তার ক্লান্তির সীমা পার হয়ে গিয়েছেন।" রামেসিসকে জানালেন সেটাউ।

"পুরোটা খুলে বলো আমাকে।"

"নিজের জীবনীশক্তির জাদু খা'র সাথে ভাগ করে নিতে গিয়ে নিজের জীবনের বেশ কিছু বছর খুইয়েছেন তিনি।"

যে শক্তির উপরে তার সাম্রাজ্য দাঁড়িয়ে রয়েছে, নেফারতারিকে সেই হারানো শক্তি ফিরিয়ে দেয়ার চেষ্টা হিসেবে রামেসিস রানির পাশেই থাকলেন সর্বক্ষণ। তিনি নেফারতারির অনেকদিন বেঁচে থাকা এবং দুই রাজ্য শাসন করার বিনিময়ে যেকোনও কিছু দিতে পারেন।

এই পুরো সময়টা রামেসিস রাষ্ট্রীয় কোনও ব্যাপার দেখভাল করলেন না। আহমেনি বারবার কথা বলতে চেয়েও ব্যর্থ হলো। রাজা তখনই আহমেনির সাথে কথা বলতে রাজি হলেন যতক্ষণে নেফারতারির মধুর কণ্ঠ তাকে আশ্বস্ত করল যে অন্ধকার তার আত্মাকে ছেড়ে যাচ্ছে।

"সেরামানা আমাকে লম্বা একটা প্রতিবেদন দিয়েছে," জানালেন আহমেনি। "জাদুকর ওফিরকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং গুপ্তচর বৃত্তি, নিষিদ্ধ কালো জাদুর চর্চা, রাজপুত্রের জীবনের উপর আক্রমণ, দুর্ভাগা লিটা আর চাকরানির হত্যার দায়ে তার বিচার করা হবে। কিন্তু সে-ই একমাত্র অপরাধী নয়, মোজেসও ওফিরের মতোই ভয়ংকর। এই জাদুকর মোজেসকে দিয়ে পরিকল্পনা করিয়েছে মিশরের সমস্ত লোকের প্রথম সন্তান হত্যার। সেরামানা এতো সতর্ক না হলে মিশরের ঘরে ঘরে কান্নার রোল পড়ে যেত।"

অবাক হয়ে গেল সকল ইহুদী। তারা স্বয়ং ফারাওকে সেরামানার সৈন্যদলের সামনে এখানে আশা করেনি। রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেল, আধখোলা জানালার ফাঁকে ফাঁকে কৌতূহলী চোখ দেখতে থাকল ফারাওকে। রামেসিস সোজা মোজেসের বাসস্থানে চলে গেলেন।

একজন শিষ্য খবর দেয়ায়, লাঠি হাতে নিয়ে দরজায় এসে দাঁড়ালেন মোজেস।

"আমি ভেবেছিলাম আর কখনও আমাদের দেখা হবে না, জাহাঁপনা।" মোজেস বললেন।

"নিশ্চিত থাকতে পারো এটাই আমাদের শেষ দেখা, মোজেস। এ রকম নৃশংস হত্যাকাণ্ডের চেষ্টা কেন?"

"জিহোভার বিশ্বস্ততাই আমাকে সব কাজ করতে বাধ্য করে।"

"তাহলে তোমার ঈশ্বর খুব নিষ্ঠুর। আমি তোমার বিশ্বাসকে সম্মান করি, মোজেস। কিন্তু যে ভূমি আমার পূর্বপুরুষেরা আমাকে দেখাশোনা করতে দিয়ে গিয়েছেন, সেখানে আমি এর জন্য কোনও সমস্যা মেনে নেব না। তুমি তোমার লোকেদের নিয়ে চলে যাও। তোমার সত্য নিয়ে অন্য কোথাও বাঁচো। এটা তোমাদের ইচ্ছায় দেশত্যাগ হবে না। আমার আদেশে তোমরা দেশত্যাগ করবে।"

কালো আর লালের মিশেলে লম্বা একটা উলের আলখাল্লা পরে সম্রাট হাত্তুসিলি পাহাড়চূড়ায় অবস্থিত প্রাসাদ থেকে নিজের সাম্রাজ্য দেখছিলেন। আলতো করে তার হাত ধরে আছেন তার স্ত্রী পুডুহেপা।

"আমাদের দেশটা রুক্ষ, কিন্তু একটা আলাদা সৌন্দর্য রয়েছে এর। আমরা একটা প্রতিহিংসার কারণে কেন বিসর্জন দেব সেটা?" নরমগলায় বললেন পুডুহেপা।

"উরি-টেশুপকে শাস্তি পেতেই হবে।" সম্রাট শক্তভাবে বললেন।

"সেটা তো সে পাচ্ছেই, তাই না? তার মতো একজন যোদ্ধা গৃহবন্দী হয়ে আছে তারই সবচেয়ে বড় শত্রুর দয়ায়! এটা তার জন্য কতখানিক অসম্মানের চিন্তা করে দেখুন।"

"এই বিষয়টা মেনে নিতে পারছি না আমি।" একইরকম শক্ত গলায় বললেন হাত্তুসিলি।

"আমরা যদি শান্তিচুক্তিতে না আসতে পারি তাহলে আসিরিয়া কিন্তু এই অচলাবস্থা গ্রাহ্য করবে না। সেনাবাহিনী প্রস্তুত হচ্ছে তাদের, তারা যদি জানতে পারে শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে, খুব শীঘ্রই আক্রমণ করবে তারা।"

"শান্তি আলোচনার ব্যাপারটা তো সম্পূর্ণ গোপন।"

"তুমি সত্যিই সেটা মনে করো? যেভাবে দূতেরা মিশর আর হাট্টিতে যাতায়াত করছে, তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছে যে কিছু একটা ঘটছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষর করছি ততক্ষণ পর্যন্ত আসিরিয়ানরা সহজ শিকার মনে করবে আমাদের কারণ রামেসিস তাদের থামাবেন না।"

"আমরা হিট্টিরা জানি কীভাবে নিজেদের রক্ষা করতে হয়।"

"তুমি ক্ষমতায় আসার পর থেকে মানুষজন অনেক বদলে গিয়েছে। এমনকি সৈনিকেরা পর্যন্ত শান্তি চায়। আমি জানি তুমিও তাই চাও।"

"নেফারতারি তোমাকে প্রভাবিত করেছে।"

"মিশরের রাণী, আমার বোন নেফারতারি আমার সাথে একই মত পোষণ করেন। তিনি রামেসিসকে বোঝাতে পেরেছেন যাতে তিনি আমাদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক না হন। এখন আমরা আশাহত করব তাকে?"

"উরি-টেশুপ..."

"উরি-টেশুপ অতীতের একটা অংশ এখন। সে মিশরেই তার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলুক, ফারাও-এর লোকেদের সাথে মিশে যাক, যা ইচ্ছা করুক সে। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ থেকে দূর হয়ে যাক।"

"আমার কাছ থেকে অনেক কিছু চেয়ে ফেলছ একবারে।"

হাসলেন পুডুহেপা। "আপনার সঙ্গী হিসেবে, রাণী হিসেবে সেটাই কি আমার কর্তব্য নয়?"

"আমার পিছিয়ে যাওয়াটা দুর্বলতা হিসেবে নেবেন রামেসিস।"

"নেফারতারি আর আমি ব্যাপারটা অন্যভাবে উপস্থাপন করব তার কাছে।"

"এখন থেকে কি মহিলারাই হাট্টি আর মিশরের পররাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণ করবে নাকি?" হালকা গলায় বললেন হাত্তুসিলি।

"যদি শান্তি আসে তাহলে করতেই পারে।" মুচকি হেসে পুডুহেপা জবাব দিলেন।

বিচারের সময় ওফির অনেক কথাই স্বীকার করল। গর্বিতভাবে তার হিট্টি গুপ্তচর হওয়ার এবং খাঁকে পঙ্গু করে দেয়ার কথা বর্ণনা করল সে। যখন সে লিতা আর তার চাকরাণী নানীকে খুন করার কথা বর্ণনা করছিল, জুরিরা নিশ্চিত হলেন যে তার এবিষয়ে তার কোনও অনুতাপ তো নেই-ই বরং প্রয়োজন পড়লে সে আবার ঠাণ্ডা মাথায় খুন করবে।

ডোলোরা ফোঁপাতে থাকল। ওফিরের প্ররোচনায় কোনওকিছুই অস্বীকার করল না সে, রামেসিসের দয়া চাইল এবং তাদের ভাই শানারকে দায়ী করল তাকে ফুসলানোর জন্য।

অল্প সময়ের আলোচনার পর বিচারক রায় ঘোষণা করলেন। ওফিরকে বিষপ্রয়োগে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে। ডোলোরার নাম মুছে দেয়া হবে সমস্ত আনুষ্ঠানিক কাগজপত্র থেকে আর বাকি জীবন সে দক্ষিণ সিরিয়াতে কঠোর পরিশ্রমবহুল জীবনযাপন করবে। শানারের অনুপস্থিতিতে তাকেও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হল, তার নামও সমস্ত সবজায়গা থেকে মুছে দেয়া হবে।

যেদিন আহসা মিশরে ফিরলেন, সেদিনই সেটাউ আর লোটাস আবু সিম্বেলে ফিরে গেলেন। আলাদা পথে রওনা হওয়ার আগে অভিনন্দন জানানোর জন্য খুব সামান্য সময়ই পেলেন তারা।

আহসাকে তখনই রাজদম্পতির সাথে দেখা করার জন্য ডাকা হল। নিজের অসুস্থতা সত্ত্বেও পুড়ুহেপার সাথে যোগাযোগ চালিয়ে গিয়েছেন নেফারতারি। নুবিয়ান সিংহ যোদ্ধা আর তার সঙ্গী সোনালী কুকুর প্রহরী রানির আশেপাশেই থাকত সবসময়, যেন তারা জানতো যে তারা থাকলে রানির মন ভালো থাকে। দায়িত্ব একটু ছাড়া পেলেই রানিকে সময় দিতেন রামেসিস; নেফারতারিকে প্রাচীন লেখা পড়ে শোনাতেন তিনি। প্রাসাদের বাগানে হেঁটে বেড়াতেন তারা, আস্তে আস্তে তারা নিজেদের মধ্যের সেই ভালোবাসা সম্পর্কে বুঝতে লাগলেন যা তাদেরকে একত্রিত করেছে, গ্রীষ্মের মতো উজ্জ্বল আর নীলনদে সূর্যাস্তের মতোই মিষ্টি সে ভালোবাসা। সেই গোপন ভালোবাসা যা কোনও শব্দে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

আহসা এসে নেফারতারিকে কুর্ণিশ করলেন।

"আমি আপনার জ্ঞান ও সৌন্দর্যের অভাব অনুভব করেছি, মহারাণী।"

"সুখবর এনেছেন নাকি?"

"হ্যাঁ, মহারাণী। অসাধারণ খবর নিয়ে এসেছি।"

"চুক্তিপত্র সই করার ব্যাপারে কি হাত্তুসিলি রাজি হয়েছেন?" চিন্তিতস্বরে জিজ্ঞেস করলেন রামেসিস।

"মিশরের রাণী এবং সম্রাজ্ঞী পুড়ুহেপার কল্যাণে উরি-টেশুপের বিষয়টা ফয়সালা করা সম্ভব হয়েছে। উরি-টেশুপকে মিশরেই থাকতে হবে এমনকি সে আমাদের সমাজে বিয়েও করতে পারে। তাই চুক্তি সই করতে আর কোনও বাধাই থাকছে না।"

নেফারতারি একটা বড় হাসি দিলেন।

"আমরা বড় একটা বিজয় অর্জন করলাম।"

"আমরা মূল সমর্থন পেয়েছি সম্রাজ্ঞী পুড়ুহেপার কাছ থেকে। আপনার চিঠিগুলোর আবেদন তার হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছে। যখন থেকে হাত্তুসিলি সিংহাসনে বসেছেন, আসিরিয়ান সেনাবাহিনীর প্রতি ভীত হয়ে পড়েছে হিট্টিরা। তারা বুঝতে পেরেছে যে গতকালের শত্রু তাদের ভবিষ্যতের সবচেয়ে বড় মিত্র হতে পারে।" জানালেন আহসা।

"তাড়াতাড়ি করা উচিত।" পরামর্শ দিলেন নেফারতারি। "এই সুযোগের সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে হবে আমাদের।"

"হাত্তুসিলির পক্ষ থেকে আমি অনাক্রমণ চুক্তির পরিমার্জন নিয়ে এসেছি। এটার প্রত্যেকটা শব্দ বিশ্লেষণ করে দেখব আমরা। যখন আপনি এবং ফারাও মতো দেবেন তখন আমি হিট্টির দিকে রওনা দেব।"

তারা তিনজন কাজে লেগে পড়লেন। তার অধিকাংশ শর্তই হাত্তুসিলি মেনে নিয়েছেন দেখে খুব একটা অবাক হলেন না রামেসিস।

শান্তির জন্য খুব ভালো কাজ করেছেন আহসা, ফারাও রামেসিসের দর্শন তুলে ধরেছেন বিশ্বস্ততার সাথে। টুইয়াও চুক্তিপত্রটি পড়ে দেখলেন এবং তিনি সেটা অনুমোদনও করলেন।

"কী হচ্ছে এখানে?" নুবিয়ার বড়লাট রথচালককে জিজ্ঞেস করলেন। রথচালক দক্ষতার সাথে দুই ঘোড়ায় টানা রথটা পাই-রামেসিসের প্রাসাদের পথে ভিড়ের মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

"দেশত্যাগ করছে ইহুদীরা।" উত্তর দিল রথচালক। "মোজেস তাদেরকে মিশর থেকে বের করে প্রতিশ্রুত ভূমিতে নিয়ে যাচ্ছেন।"

"ফারাও কেন করতে দিচ্ছেন এ কাজ?"

"রামেসিস তাদেরকে শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য বহিষ্কার করেছেন।"

জরুরী কাজে আসা বড়লাট ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তিনি দেখলেন হাজার হাজার নারী পুরুষ, বাচ্চা শহর ছেড়ে যাচ্ছে, তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তাদের গবাদিপশু আর টেনে নিয়ে যাচ্ছে জামাকাপড় এবং আনুষাঙ্গিক জিনিসে ভর্তি গাড়ি। কেউ অনাগত ভবিষ্যতের কথা ভেবে খুশি, কেউ বা আবার মনমরা হয়ে আছে। দেশ ছেড়ে যেতে হচ্ছে বলে কেউই খুব একটা খুশি নয়, কিন্তু কারওরই সাহস নেই মোজেসের বিরোধীতা করার।

আহমেনি নুবিয়ার বড়লাটকে অভ্যর্থনা করে রামেসিসের কার্যালয়ে নিয়ে আসলেন।

বড়লাটের হঠাৎ করে পাই-রামেসিসে আসার কারণ জানতে চাইলেন রামেসিস।

"আমি আপনাকে বিষয়টা খুব দ্রুত জানাতে চাচ্ছিলাম, জাহাঁপনা। আমার উপরে যে প্রদেশের ভার ন্যস্ত, সেখানকার দুর্ঘটনাগুলো নিয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রতিবেদন দাখিল করতে চাই আপনার কাছে। তাই আমি সবচেয়ে দ্রুত জাহাজ নিয়ে চলে এসেছি। খুবই অপ্রত্যাশিত আর নিষ্ঠুর ছিল ব্যাপারটা, কল্পনাই করতে পারিনি যে..."

"আসল কথায় আসুন।" বড়লাটের কথায় বাধা দিলেন রামেসিস।

ঢোক গিললেন বড়লাট।

"একটা বিদ্রোহ দেখা দিয়েছে, জাহাঁপনা। উপজাতিদের একটা মিলিত দল, হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছে।"

## পঞ্চান্ন

অবশেষে সাফল্য ধরা দিতে যাচ্ছে হাতে।

একে একে সব গোত্র-প্রধানদের নিজের দলে টানতে মাসের পর মাস আলোচনা চালিয়ে গিয়েছে শানার। সবাই একত্রিত হওয়ার পরে তাদের মিলিত যা শক্তি দাঁড়াল, তাতে নুবিয়ার প্রধান স্বর্ণখনি দখল করে নিতে পারত তারা। কিন্তু প্রচুর রূপার বাট দেয়া সত্ত্বেও যোদ্ধারা মহামতি রামেসিসের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে রাজি ছিল না। যেখানে সেটি'র সময়েই বিশাল পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল সেখানে রামেসিসের মিশরীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে যাওয়া বোকামি ছাড়া আর কিছু নয়।

এতো সমস্যার মধ্যেও কাজ করতে লাগল শানার। কারণ রামেসিসকে ফাঁদের ফেলার শেষ সুযোগ ছিল এটা। কাজটা করার জন্য দরকার ছিল কিছু লোভী কিন্তু দুর্ধষ যোদ্ধা।

শানারের ধৈর্যের গাছে ফল ধরতে শুরু করল শেষমেশ। প্রথমে একজন গোত্রপ্রধান যোগ দিল, তারপর দ্বিতীয় জন, তারপর তৃতীয় এরপর আরও অনেকে। আলোচনা শুরু হলো কে এই বিদ্রোহী দলের দলপতি হবে সেটা নিয়ে।

আলোচনা দ্বন্দ্বযুদ্ধে রূপ নিল, যার ফলে মারা গেল দুজন গোত্রপ্রধান আর একজন ক্রেটান যোদ্ধা। শেষ পর্যন্ত শানার দলপতি নির্বাচিত হলো। সে নুবিয়ান না হলেও সবার মধ্যে সে-ই রামেসিস এবং তার সেনাবাহিনী সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানে।

স্বর্ণখনির দায়িত্বে যেসব পাহারাদাররা ছিল তারা আক্রমণকারী দলটিকে তেমন কোনও বাধাই দিতে পারল না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বিদ্রোহীরা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নিল জায়গাটার। এর কিছুদিন পরে বুহেনের কেল্লা থেকে পাঠানো সৈন্যদের পরাজিত করল তারা।

এতো বড় একটা বিদ্রোহের পর রামেসিসকে জানানো ছাড়া নুবিয়ার বড়লাটের আর কোনও উপায় ছিল না।

শানার জানত যে তার ভাই নিজে এই বিদ্রোহ দমন করতে আসবে। আর সেটাই হবে তার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল।

পাথুরে পাহাড়, গ্রানাইটের বেরিয়ে থাকা টুকরো আর একফালি সবুজে এসে এখানে থেমে গেছে মরুভূমি। গাঢ় নীল আকাশে সারসসহ বিভিন্ন ধরণের পাখির ছড়াছড়ি, এককোণে মাথা উঁচুকরে দাঁড়িয়ে রয়েছে জোড়া তাল গাছ।

নুবিয়ার এই প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখে, জরুরী অবস্থায় দক্ষিণে যাওয়ার সময়ও এই জায়গার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন রামেসিস।

বড়লাটের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আদিবাসী বিদ্রোহীরা এই প্রদেশের মূল সোনার খনি দখল করে নিয়েছে। সোনা উৎপাদনে কোনওরকম সমস্যা হলেও বিপর্যয় দেখা দেবে। প্রধান কারণ, নির্মাণাধীন মন্দিরগুলোতে পুরোদমে কাজ করছে স্বর্ণের কারিগরেরা। আরেকটা কারণ হলো, আশেপাশের মিত্রশক্তিদের উপহার দিতে আরও সোনা প্রয়োজন। সোনা কূটনৈতিক সম্পর্ক ভালো রাখার সেরা উপায়।

নেফারতারিকে ছেড়ে আসতে খুবই খারাপ লাগছিল রামেসিসের। কিন্তু তিনি জানতেন খুব তাড়াতাড়ি আঘাত হানতে হবে তাকে; কারণ এমন একটা বিদ্রোহের সূচনা শুধুমাত্র শানারের হাত দিয়েই হতে পারে। নেফারতারিও তা তার অতিন্দ্রীয় ক্ষমতায় নিশ্চিত হতে পেরেছেন।

রামেসিস ভেবেছিলেন যে তার বড় ভাই হারিয়ে গিয়েছে মরুভূমিতে, কিন্তু আসলে তা ঘটেনি। সে বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে এবং এখন নতুন উপায় বের করেছে ঝামেলা করার। খনির দখল শানারের হাতে মানে এখন তার ভাড়াটে যোদ্ধাদের খরচ মেটানো নিয়ে আর কোনও সমস্যা থাকছে না, আক্রমণ চালাতে পারবে মিশরীয় দুর্গগুলোতে, এমনকি ফারাওদের ভূমি দখলের চেষ্টা পর্যন্ত করতে পারে।

শানার এবং রামেসিসের মধ্যে সমস্ত পারিবারিক বন্ধন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। এমনকি রামেসিস তার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করলে টুইয়া পর্যন্ত কোনও আপত্তি করেননি। শেষবারের মতো শানারের মুখোমুখি হতে যাচ্ছেন রামেসিস।

রাজপরিবারের অনেক সন্তানেরা রামেসিসের সাথে আছে, বীরত্ব দেখাতে চায় তারা। তাদের মাথায় লম্বা পরচুলা, পরনের পোশাকে শেয়াল দেবতার চিহ্ন, যাকে বলা হয়ে থাকে 'পথপ্রদর্শক'।

যখন একটা বিশাল হাতি তাদের গতিরোধ করল ভয় পেয়ে গেল সবাই। কিন্তু রামেসিস এই বিশাল জন্তুটার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই তাকে শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে দুই কানের মাঝামাঝি জায়গায় বসিয়ে দিল হাতিটা, বিশাল কানদুটো পতপত করছিল খুশিতে। যদি কারও মনে সংশয় থেকেও থাকে যে রামেসিসের দৈবিক সুরক্ষা রয়েছে, এই ঘটনার পরে মিলিয়ে গেল সে সংশয়।

যোদ্ধা উত্তেজনায় লাফাতে লাফাতে হাতিটার পাশে পাশে খনির দিকে রওনা দিল। তীরন্দাজ আর পদাতিক বাহিনী ভাবল যে ফারাও হুট করে শত্রুশিবির আক্রমণ করতে চাইছেন। কিন্তু রামেসিস খনি থেকে বেশ কিছুটা দূরেই ছাউনি গাঁড়লেন। দ্রুত রান্না শুরু করল রাঁধুনিরা, তাদের অস্ত্র পরিষ্কার করে শান দেয়া শুরু করল সৈন্যরা, পশুগুলোকে খাওয়ানো হলো।

বছর বিশেক বয়সের একজন রাজপুত্র কথাবলতে এল ফারাও-এর সাথে।

"আমরা অপেক্ষা করছি কেন, জাহাঁপনা? আমাদের সেনাদলের কাছে অল্প কিছু নুবিয়ান বিদ্রোহী কিছুই না।"

"তুমি এই দেশ আর এখানকার লোকেদের চেনো না। নুবিয়ানরা খুব ভয়ংকর যোদ্ধা এবং খুব ভালো লক্ষ্যভেদ করতে পারে। যদি আমরা বেশি আত্মবিশ্বাসে ভুগে হুট করে আক্রমণে যাই, তাহলে অযথা অনেক সৈন্য মারা যেতে পারে আমাদের।"

"যুদ্ধে তো মানুষ প্রাণ হারাবেই।"

"আমার লক্ষ্য হচ্ছে যত কম প্রাণ হারানো যায়।"

"কিন্তু নুবিয়ানরা তো কখনওই আত্মসমর্পণ করবে না।"

"না, যুদ্ধাবস্থায় সেটা তারা কখনওই করবে না।"

"জাহাঁপনা, দয়া করে বলবেন না, এই বিদ্রোহীদের সাথে আমাদেরকে আলোচনায় বসতে হবে!"

"অন্যভাবে কাবু করতে হবে তাদেরকে। নুবিয়ানরা সাধারণত ফাঁদ পাতে, পিছন থেকে আক্রমণ করে শত্রুদের চমকে দিয়ে হারিয়ে দেয়। সেই সুযোগ আমরা দেব না তাদেরকে। ফলে তারা আরও বেশি চমকে যাবে।"

শানার রামেসিসকে খুব ভালোভাবে জানে। খনির দিকের একটামাত্র রাস্তা ধরে সোজা হেঁটে আসবেন রাজা। এই রাস্তার দুই দিকেই পাথরের অসংখ্য চাঁই পড়ে আছে যার আড়ালে লুকিয়ে থাকবে নুবিয়ান লক্ষ্যভেদীরা। দলনেতাদের ফেলে দেবে তারা, বাকিরা এমনিতেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে। রাজা যখন তার কাছে দয়া ভিক্ষা চাইবে তখন নিজের হাতে রামেসিসকে খুন করবে শানার।

একজন মিশরীয় সৈন্য-ও বেঁচে ফিরবে না এখান থেকে।

থিবস, মেমফিস, পাই-রামেসিস আর পুরো মিশর দখল করার আগে রামেসিসের মৃতদেহ নৌকায় ফেলে বিজয়ীর বেশে এলিফ্যান্টাইনে ঢুকবে শানার। তাকে সমর্থন দেবে জনগণ আর অবশেষে সিংহাসনে বসবে সে। যারা তাকে অযোগ্য মনে করেছিল তাদের সবার উপর প্রতিশোধ নেয়া হয়ে যাবে।

শানার পাথরের ঘর থেকে সোনা শোধনাগারের তত্ত্বাবধায়কের সাথে বের হয়ে এসে একটা পাথরের উপরে দাঁড়ালো। নর্দমা থেকে পানির স্রোত এসে পড়ছে, সোনা থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছে বর্জ্য আর ভারী ধাতুগুলো একটা ছোট দীঘিতে জমা হচ্ছে। প্রচণ্ড ধৈর্য এবং মনোযোগ লাগে বিশুদ্ধকরণের এই প্রক্রিয়ায়।

নিজের জীবনের কথা ভাবলো শানার। এতো বছর ধরে সে রামেসিসের জাদু ভাঙ্গার চেষ্টা করছে। অবশেষে সে বিজয় এবং প্রতিশোধের স্বাদ পেতে যাচ্ছে। ভেবেই তার নেশার মতো ঘোর তৈরী হল।

একজন প্রহরী পাগলের মতো হাত নাড়তে থাকল, নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে পড়ল তার চিৎকারে। ছুটে পালাতে লাগল নুবিয়ান যোদ্ধারা।

"কী হচ্ছে? থামো, থামো সবাই।"

শানার তার জায়গা থেকে নেমে এসে একজন গোত্র-প্রধানকে চেপে ধরল।

"শান্ত হও। এটা আমার আদেশ! আমি এখানকার নেতা।"

গোত্র-প্রধান তার বর্শা আশেপাশের পাহাড় আর পাথরের চাঁইগুলোর দিকে তাক করল।

"সবখানে... সবখানে ছড়িয়ে আছে তারা!"

শানার চত্বরের মাঝখানের দিকে এগোলো, উপরে তাকিয়ে দেখতে পেল হাজার হাজার মিশরীয় সৈন্য খনিটাকে ঘিরে আছে।

সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টার উপরে একটা মঞ্চ তৈরী করে তার উপরে একটা সিংহাসন পাতা হয়েছে। নীল মুকুটটা পরে রামেসিস বসে আছেন সেখানে। যোদ্ধা তার পায়ের কাছে বসা।

সম্রাটের দিকে তাকিয়ে থাকল নুবিয়ানরা। বিয়াল্লিশ বছর বয়সে, তার রাজত্বের বিশতম বছরে, ক্ষমতার শিখরে পৌঁছেছেন তিনি। নুবিয়ান যোদ্ধারা প্রচণ্ড সাহসী হলেও বুঝতে পারল, রামেসিসের বিরুদ্ধে যাওয়া রীতিমতো আত্মহত্যার শামিল। নিজের ফাঁদে নিজেই ধরা পড়েছে শানার। ফারাও-এর সৈনিকেরা পাহারাদারদের আগেই মেরে ফেলেছে, বিদ্রোহীদের পালানোর আর কোনও পথ নেই এখন।

"আমরা লড়ব এবং জিতব!" গর্জন করে উঠল শানার। "সবাই এসো আমার সাথে!"

নুবিয়ান গোত্র-প্রধানেরা যেন জেগে উঠল ঘুম থেকে। বাঁচতে হলে অবশ্যই লড়তে হবে তাদেরকে।

একজন গোত্র-প্রধান জনাবিশেক যোদ্ধা নিয়ে চিৎকার করতে করতে যে পাহাড়ে ফারাও বসে আছেন সেদিকে বর্শা বাগিয়ে ছুটে গেল।

একঝাঁক তীর তাদেরকে গেঁথে ফেলল মাটির সাথে। একজন যোদ্ধা তীর থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে এঁকেবেঁকে দৌড়ে সিংহাসনের কাছে পৌঁছেই গেল প্রায়। রাজার সিংহ যোদ্ধা উঠে এসে তার থাবা ঢুকিয়ে দিল এই বিদ্রোহীর মাথায়।

হাতে রাজদণ্ড নিয়ে মূর্তির মতো বসে ছিলেন রামেসিস। যোদ্ধা কেশর ঝাঁকিয়ে আবার মালিকের পায়ের কাছে এসে বসে পড়ল।

সব নুবিয়ান বিদ্রোহী আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে হাত আর মাথা মাটিতে রেখে শুয়ে পড়ল। রেগে গিয়ে গোত্রপ্রধানদের লাথি মারতে লাগল শানার।

"উঠে লড়াই করো তোমরা! রামেসিস অজেয় নয়!"

তার কথা কেউ শুনছে না দেখে শানার তলোয়ার বের করে একজন বুড়ো গোত্র-প্রধানের পিঠে বসিয়ে দিল। একটা ঝাঁকি খেয়ে নিথর হয়ে গেল লোকটা। অন্য বিদ্রোহীরা শানারের দিকে তাকাল। প্রত্যেকের দৃষ্টিতে নির্জলা ঘৃণা।

"আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছেন আপনি।" বলল একজন গোত্র-প্রধান। "বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন, মিথ্যা বলেছেন আমাদের সাথে। রামেসিসের বিরুদ্ধে কেউ জিততে পারবে না। আপনি আমাদেরকে বিপদে ফেলেছেন।"

"লড়ো, কাপুরুষের দল!"

"আপনি মিথ্যা বলেছেন।" সমস্বরে বলল সকল বিদ্রোহী।

"আমার সাথে এস, রামেসিসকে হত্যা করব আমরা!"

এক্রোখে বুনো দৃষ্টি নিয়ে বাতাসে তলোয়ার চালাতে চালাতে যেখান থেকে জলাধার আর নর্দমা দেখা যায় সেই টিলাটায় উঠে গেল শানার।

"আমি মিশরের মালিক, নুবিয়া আর মিশরের এর মালিক..."

গোত্র-প্রধানদের দশটা তীর এসে তার মাথা, গলা আর বুকে বিঁধল। পিছনের দিকে পড়ে গেল শানার, তার দেহ গড়াতে গড়াতে নিচের ডোবার দিকে এগোলো, পানির স্রোতে ডুবে গেল বিচ্ছিন্ন বর্জ্য পদার্থের মতো।

## ছাপ্পান্ন

ইহুদীদের দেশত্যাগ নিয়ে আর কোনও ঘটনা ঘটল না। তবে অনেক মিশরীয় তাদের বন্ধু এবং পরিচিতদের কথা ভেবে আফসোস করতে লাগল। তারা যা শুনেছে, ইহুদীরা নাকি মরুভূমির বিপদসংকুল পথে রওনা হয়েছে। ও পথে তাদেরকে কত যে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে তার কোনও ইয়ত্তা নেই।

রাগে ফুঁসছিল সেরামানা।

নুবিয়াতে যাওয়ার আগে রামেসিস রাজধানীতে শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব আহমেনি আর সেরামানাকে দিয়ে গিয়েছেন। তবে ইহুদীরা তেমন কোনও ঝামেলা না করায় নিরাপত্তাব্যবস্থা কিছুটা শিথিল করা হয়েছে। যেহেতু দেশত্যাগ শান্তভাবেই এগোচ্ছে, মোজেস বা অ্যারনকে জেরা করার কোনও কারণ নেই সেরামানার।

সে এখনও মনে করে যে ইহুদীদের নেতাকে ছেড়ে দিয়ে রামেসিস ভুল করেছেন। তাদের বন্ধুত্ব যত ভালোই থাকুক না কেন, এতো দয়া দেখানোর কোনও যুক্তিই নেই। এমনকি নির্বাসনে থাকা অবস্থায়ও অনেক সমস্যার সৃষ্টি করেছেন মোজেস।

নিরাপত্তার খাতিরে এবং খবরাখবর জানতে জনা বারো সৈনিককে ইহুদীদের পিছনে পাঠিয়েছে সেরামানা। কিন্তু সে অবাক হয়ে দেখল, পানির উৎস এবং মিশরীয় সৈন্যদের পাহারাবিশিষ্ট সিলেহ রাস্তা দিয়ে না গিয়ে মোজেস কঠিন রাস্তাটা বেছে নিয়েছেন। রাস্তাটা যেটা নলখাগড়ার এক বিশাল জলাভূমির দিকে গিয়েছে। মোজেসের উদ্দেশ্য খুব পরিষ্কার। তার অনুসারীরা যেন এই পথে আবার ফিরে আসার চিন্তা না করে সেজন্যই এ পথ বেছে নিলেন তিনি।

"সেরামানা!" অনুযোগের সুরে বললেন আহমেনি। "সবজায়গায় খুঁজে আসলাম তোমাকে। তুমি কি কিছুই করবে না?"

"মোজেসকে এভাবে যেতে দিতে আমারও ভালো লাগছে না।" বিড়বিড় করল সে। "ঠিক হচ্ছে না ব্যাপারটা। কিন্তু...।"

"মৃত্যুর আগে ওফির শেষ একটা কৌতূহলোদ্দীপক খবর দিয়ে গিয়েছে আমাদেরকে। দুই বেদুঈন সর্দার অ্যামোস আর কেনি দেশত্যাগের পরিকল্পনার সাথে যুক্ত ছিল। যাওয়ার সময় কোনও সমস্যা হলে ব্যবহারের জন্য ইহুদীদের অনেক অস্ত্র সরবরাহ করেছে ওরা।"

সেরামানা ডান হাত দিয়ে বাম হাতের তালুতে ঘুসি মারল।

"অবৈধ অস্ত্র ব্যবসা...তার মানে হচ্ছে আমি ওদেরকে গ্রেফতার করতে পারি সেই সাথে অস্ত্রগুলো গ্রহণ করার জন্য মোজেসকেও।"

"একদম ঠিক।"

"এখনই পঞ্চাশটা রথ নিয়ে রওনা দিচ্ছি আমি। এতো পরিশ্রম করছে বেচারারা, একটা বিশ্রাম তো পাওনা হয়েছেই তাদের।" বিদ্রূপের স্বরে বলল সেরামানা।

নেফারতারিকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন রামেসিস। নেফারতারি কোনও সাজগোজ ছাড়াই ছিলেন অন্য যেকোনও দিনের চেয়ে বেশি সুন্দর।

"মারা গিয়েছে শানার।" রানিকে আশ্বস্ত করলেন রাজা। "নুবিয়ান বিদ্রোহেরও অবসান ঘটেছে।"

"তাহলে অবশেষে শান্তি আসবে নুবিয়াতে?" স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে জানতে চাইলেন রাণী।

"দেশদ্রোহিতার দায়ে বিদ্রোহী গোত্র-প্রধানদের ফাঁসি দেয়া হয়েছে। যেসব গ্রামকে তারা জোরপূর্বক শাসন করছিল, সেসব গ্রামের লোকেরা তাদের মৃত্যুতে উৎসব পালন করছে এখন। চুরি হওয়া স্বর্ণ ফেরত পেয়েছি আমি; আমি এর কিছুটা আবু সিম্বেলে আর বাকিটা কার্নাকের মন্দিরে পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"আবু সিম্বেলের কাজ কেমন চলছে?"

"দ্রুতগতিতে কাজ এগিয়ে নিচ্ছে সেটাউ।" হাসিমুখে বললেন রাজা।

"একটা খবর আছে।" বললেন রাণী। "সেরামানা একটা রথবাহিনী নিয়ে মোজেসকে গ্রেফতার করতে রওনা দিয়েছে।"

"কী কারণে?"

"দু'জন বেদুঈন সর্দার পালিয়ে যাচ্ছে ইহুদীদের সাথে। তারা হিট্টি গুপ্তচর। সেরামানা তাদেরকে ধরতে চায়, সাথে মোজেসকেও। আহমেনি তাকে থামানোর চেষ্টা করেননি কারণ আইন সেরামানার পক্ষে।"

রামেসিস কল্পনায় মোজেসকে দেখতে পেলেন। লাঠি দিয়ে মাটিতে আঘাত করতে করতে, নেতৃত্ব দিয়ে তার লোকগুলোকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সে। জিহোভার কাছে ভিক্ষা চাইছে যেন তিনি রাতে আগুনের স্তম্ভ আর দিনের বেলায় মেঘের কুণ্ড হয়ে তাদের সাথে থাকেন। কোনও বাধাই তাকে থামাতে পারবে না, কোনও শত্রুই তাকে ভয় দেখিয়ে নি বৃত্ত পারবে না।

"পুডুহেপার কাছ থেকে লম্বা একটা পত্র পেয়েছি আমি।" রামেসিসের ধ্যান ভাঙালেন নেফারতারি। "তিনি নিশ্চিত যে ধীরেসুস্থে চুক্তিটা সই হয়ে যাবে।"

"এটা একটা ভালো খবর।" অনিশ্চিতগলায় বললেন রামেসিস।

"তুমি মোজেসের জন্য ভয় পাচ্ছ, তাই না?"

"আশা করি ওর সাথে আমার আর কখনও দেখা হবে না।"

"শান্তিচুক্তির ব্যাপারে আরও একটা স্পর্শকাতর ব্যাপার আছে।"

"আবার উরি-টেশুপ?"

"না, উপস্থাপনের সমস্যা। যুদ্ধাবস্থা বজায় রাখার সম্পূর্ণ দায় নিজের কাঁধে নিতে রাজি নন হাত্তুসিলি। তার মনে হচ্ছে এর ফলে তিনি রামেসিসের ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন।"

"সেটাই কি সত্যি নয়?"

"সেটাই সত্যি। কিন্তু চুক্তিপত্রের কথাগুলো সার্বজনীন হবে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মও জানবে সেটা। সবকিছু মিলিয়ে হাত্তুসিলি নিজের মুখরক্ষা করতে চান।"

"এই প্রস্তাব হিট্টিদের মেনে নিতে হবে অথবা ধ্বংস হয়ে যাবে তারা।"

"কিছু শব্দের কারণে আমরা এই শান্তি আলোচনাটা বাতিল করে দেব?"

"প্রত্যেকটা শব্দ একটা ওজন বহন করে, নেফারতারি।"

"তবুও যদি সম্ভব হয় তবে আমি কিছু পরিমার্জন করতে চাই।"

"হাত্তুসিলির দাবীর প্রেক্ষিতে, তাইতো?"

"শুধু হাত্তুসিলির দাবীর প্রেক্ষিতে না। আমাদের দুইপক্ষের লোকেদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে, যে ভবিষ্যতে যেখানে যুদ্ধ এবং দুর্ভাগ্য থাকবে না।"

রামেসিস নেফারতারির কপালে চুমু খেয়ে বললেন, "আমার মনে হয়, তোমার শান্তি আনয়নের কৌশল বাস্তবায়নে কোনও বাধা নেই।"

"একদম ঠিক বলেছেন, জাহাঁপনা।" রামেসিসের কাঁধে হাত রেখে জবাব দিলেন তিনি।

মোজেসের এর মেজাজ চরমে উঠেছে। আবার মিশরে ফিরে যেতে চায় এমন অনেকের উপরে লাঠি ব্যবহার করতে হলো অ্যারনকে। অধিকাংশ ইহুদীই মরুভূমিকে ঘৃণা করে; খোলা আকাশের নিচে ছাউনি খাটিয়ে থাকতে গিয়ে কষ্টের অন্ত রইল না তাদের। অনেকেই রাগে গজরাতে লাগল যে তাদেব পয়গম্বর জোর করে তাদেরকে এই কঠিন অবস্থায় এনে ফেলেছেন।

উঁচু গলা শোনা গেল মোজেসের। তিনি সবাইকে জিহোভার কথা মানতে বলছেন, রাস্তায় যত বাধা বিপত্তিই আসুক না কেন তার প্রতিশ্রুত ভূমির দিকে এগিয়ে চলতে বলছেন। সিলেহ পিছনে ফেলে জলাভূমির মাঝখান দিয়ে চলা শুরু হলো আবার। ইহুদীরা কাদায় আটকে যেতে লাগল, উলটে যেতে লাগল রথ। মরুর উপরে খাঁড়ার ঘা হিসেবে যুক্ত হলো জোঁক। মানুষ ও পশু উভয়ই জোঁকের আক্রমণে পর্যদুস্ত হয়ে গেল ।

কিছুক্ষণ থামার সিদ্ধান্ত নিলেন মোজেস। সীমান্ত থেকে খুব বেশি দূরে নয় জায়গাটা, সারবনিস হ্রদ আর ভূমধ্যসাগরের কাছেই। বিপজ্জনক হিসেবে জায়গাটার কুখ্যাতি আছে। মরুভূমির বাতাসে প্রচুর বালি এসে অশক্ত মাটির উপরে জমাট বেঁধে তৈরী করেছে নলখাগড়ার বন।



এই এলাকায় বাস করে না কেউ। কারণ প্রায়ই ঝড় হয় এখানে আর সাগর ও আকাশের অবস্থা ক্ষণে ক্ষণে বদলায়। এমনকি চোরাবালির ভয়ে জেলেরাও এদিকে আসতো না।

বুনো দৃষ্টির এক মহিলা এসে মোজেসের পায়ে পড়ে গেল।

"এই ভয়ংকর জায়গায় মারা পড়ব আমরা সবাই!"

"ভুল ভাবছ তুমি।" গমগম করে উঠল মোজেসের গলা।

"একবার চারিদিকে দেখুন। দেখে কি মনে হয় এটাই সেই প্রতিশ্রুত ভূমি?"

"অবশ্যই না।"

"আমরা আর এক পা-ও সামনে যাব না, মোজেস।"

"অবশ্যই তোমরা যাবে। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা সীমান্ত পার হয়ে জিহোভা যেখানে ডাকছেন সেখানে যাব আমরা।"

"আপনি এতো নিশ্চিত হচ্ছেন কীভাবে?"

"কারণ আমি তার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করেছি। তিনি কথাও বলেছেন আমার সাথে। যাও, গিয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও। আরও অনেক কাজ বাকি আছে আমাদের।"

মহিলা মোজেসের কথা মেনে নিল।

"এই জায়গাটা আসলেই জঘন্য।" বললেন অ্যারন। "এখনই এখান থেকে চলে যেতে পারলে ভালো হতো খুব।"

"একটা বড় বিশ্রাম দরকার সবার। কাল ভোরে, জিহোভা আবার আমাদের পথচলার শক্তি যোগাবেন।"

"আপনার কখনও আমাদের সাফল্য নিয়ে সন্দেহ হয় না, মোজেস?"

"না, অ্যারন। কখনওই হয় না।"

রামেসিসের একজন রাজপুত্রের নেতৃত্বে এগিয়ে যাচ্ছে সেরামানার রথ বাহিনী। সমুদ্রের জলের গন্ধ পাওয়ার সাথে সাথে প্রাক্তন জলদস্যুর নাকের পাতা ফুলে উঠল। নিজের লোকেদের থামতে ইশারা করল সে।

"এই জায়গাটা সম্পর্কে কেউ জানো?"

একজন দক্ষ রথচালক কথা বলল। "এই জলাভূমি অভিশপ্ত। এদিকে গিয়ে শয়তানদের জাগানোর পরামর্শ দেব না আপনাকে আমি।"

"কিন্তু ইহুদীরা তো এদিক দিয়েই গিয়েছে।" বলল সেরামানা।

"তারা হয়তো পাগলের মতো আচরণ করেছে কিন্তু তাই বলে তো আমরাও তা করতে পারি না।

ধোঁয়া উড়তে দেখা গেল দূরে।

"ইহুদী শিবির এখান থেকে বেশি দূরে নয়, চলুন আমরা যাদের চাই তাদেরকে গ্রেফতার করে আনি।" বলল রাজপুত্র।

"জিহোভার অনুসারীদের কাছে অস্ত্র আছে, আর তারা আমাদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশি।"

"আমাদের লোকেরা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিক আর আমাদের রথগুলোও আমাদেরকে অতিরিক্ত সুবিধা এনে দেবে। দূর থেকে তীরবর্ষণ করব আমরা আর তাদেরকে মোজেস আর ওই দুই বেদুঈনকে আমাদের কাছে ধরিয়ে দিতে বলব। না দিলে আমরা আক্রমণ করব।"

তীরবেগে ধাবিত হলো রথগুলো।

হঠাৎ জেগে গেলেন অ্যারন। মোজেস আগেই উঠে পড়েছেন, হাতে লাঠি।

"ঘর্ঘর শব্দ..."

"হ্যাঁ, মিশরীয় রথের শব্দ।"

"আমাদের দিকে আসছে তারা!"

"এখনও পালানোর সময় আছে আমাদের।"

অ্যামোস আর কেনি নলখাগড়ার বন পার হতে অস্বীকৃতি জানাল, কিন্তু ইহুদীরা অনুসরণ করল মোজেসকে। ক্রমবর্ধমান অন্ধকারে বালি আর পানির পার্থক্য বোঝা যাচ্ছিল না কিন্তু মোজেস মসৃণভাবে সমুদ্র আর হ্রদের মাঝখান দিয়ে পথ করে এগোচ্ছে লাগলেন। বাল্যকাল থেকে উপস্থিত তার ভিতরের শক্তি নির্দেশনা দিচ্ছিল তাকে, যা বর্তমানে প্রতিশ্রুত ভূমি খুঁজে বের করার আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে।

মিশরীয় রথগুলোর জন্য চলা কঠিন হয়ে পড়ল আরও। কিছু চোরাবালিতে ডুবে গেল আর কিছু জলাভূমিতে রাস্তা হারিয়ে ফেলল। রাজপুত্রের রথ আটকে গেল, দুই বেদুঈন অ্যামোস আর কেনিকে মাড়িয়ে দিয়ে ছুটে চলল সেরামানার রথ।

মরুভূমির বাতাস নয়, পূর্বদিক থেকে একটা বাতাস বয়ে এসে নলখাগড়ার বনের মাঝখান দিয়ে ইহুদীদের জন্য রাস্তা শুকিয়ে দিচ্ছিল।

রথের চাকার নিচে পিষ্ট হওয়া দুই হিট্টি চরের পরিণতির কোনওরকম তোয়াক্কা করল না সেরামানা, কিন্তু তাদের কারণে রথ আটকে যাওয়ায় আফসোসের সীমা থাকল না সেরামানার। রথগুলো ঠিকঠাক করে যখন আবার রওনা দেওয়ার মতো অবস্থা আসলো ততক্ষণে বদলে গিয়েছে বাতাস। ঝড়ো ভেজা বাতাস ঢেউ সৃষ্টি করে নলখাগড়ার বনের মধ্য দিয়ে যে পথ ছিল তা ঢেকে গিয়েছে।

হতাশায় ফুঁসতে ফুঁসতে মোজেসকে পালিয়ে যেতে দেখল সেরামানা।

## সাতান্ন

একজন তরুণ মহিলা ডাক্তার হিসেবে নেফারেত খুবই প্রতিভাবান। কিন্তু তার খুব যত্ন সত্ত্বেও মহান যাত্রার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন রাজমাতা টুইয়া। মিশরের ভবিষ্যৎ একটা বিমূর্ত নিশ্চয়তায় রেখে খুব তাড়াতাড়িই তিনি সেটি'র সাথে মিলিত হবেন। বিমূর্ত কারণ এখনও হিট্টির সাথে শান্তিচুক্তি স্থাপিত হয়নি।

যখন নেফারতারি এসে দেখলেন রাজমাতা গভীর ধ্যানে মগ্ন, টুইয়া বুঝতে পারলেন রানির মুখে কী আবেগ খেলা করছে।

"রাজমাতা, এইমাত্র সম্রাজ্ঞী পুডুহেপার কাছ থেকে এই পত্র পেলাম আমি।"

রানির জাদুকরী কণ্ঠ টুইয়ার মনটা আনন্দে ভরে দিল।

"আমার চোখ খারাপ, নেফারতারি। দয়া করে আমাকে পড়ে শোনাও।"

আমার বোন, আলোর পুত্র রামেসিসের স্ত্রী নেফারতারির প্রতি,

আমাদের দুই দেশের সবকিছু ঠিকঠাক আছে। আশা করি আমার এই পত্রটি যখন পড়বেন তখন আপনার পরিবারের সবাই-ই সুস্থাবস্থায় আছে। আমার মেয়ে খুব ভালো একজন মানুষ হয়ে বেড়ে উঠছে আর আমার ঘোড়াগুলোও খুব ভালো আছে। কামনা করি আপনার পরিবার, আপনার ঘোড়াগুলো আর রামেসিসের পোষা সিংহের ক্ষেত্রেও যেন তাই হয়। আপনার দাস হাত্তুসিলি ফারাও-এর পায়ে কুর্ণিশ করছে। সাম্যের শর্ত হলো শান্তি এবং ভ্রাতৃত্ব, যেহেতু মিশরের সূর্যের দেবতা এবং হাট্টির ঝড়ের দেবতা এক হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

চুক্তির লেখা নিয়ে, মিশর এবং হাট্টির রাষ্ট্রদূতেরা পাই-রামেসিসের পথে রয়েছেন যাতে ফারাও আমাদের যৌথ সিদ্ধান্তে চূড়ান্ত সিলমোহর দিতে পারেন। কামনা করি আমার বোন সকল দেবদেবীর সুরক্ষা উপভোগ করুন।

নেফারতারি এবং টুইয়া পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে কেঁদে ফেললেন।

নিজেকে একটা পোকার মতো মনে হলো সেরামানার যাকে এখনই রামেসিসের পায়ের তলায় পিষে মরতে হবে। কপালে কী শাস্তি জুটতে পারে তা চিন্তা করছিল সে। প্রাসাদ থেকে বের করে দেয়া হবে হয়তো তাকে। চিন্তা করেই কষ্ট হচ্ছিল তার।

সাবেক জলদস্যু সেরামানা নিজেকে শান্তিরক্ষক হিসেবে ভেবে নিয়েছিল। রামেসিসের প্রতি নিখাদ ভক্তি অর্থ এনে দিয়েছিল তার জীবনের । যে দেশে সে

লুটতরাজ চালাতে এসেছিল সে দেশকেই মাতৃভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছিল সেরামানা। সে দেশেই থেকে গিয়েছিল সে।

তাকে যে দরবারে তার সব অধস্তনের সামনে ডাকা হয়নি তা ভেবে রামেসিসের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করল সেরামানা। সম্রাট নিজের কার্যালয়ে তার সাথে সামনাসামনি দেখা করবেন।

"জাহাঁপনা, আমার হিসেবে একটু ভুল হয়েছিল। কেউ এলাকাটা সম্পর্কে জানত না আর..."

"দুই বেদুঈন গুপ্তচরের কী হল?" বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন রামেসিস।

"আমার রথ চলে গিয়েছিল তাদের উপর দিয়ে।"

"তুমি কি নিশ্চিত যে মোজেস জলাভূমি পার হতে পেরেছে?"

"সে এবং তার অনুসারীরা নলখাগড়ার বন পার হয়ে গিয়েছে।"

"যেহেতু তারা সীমান্ত পার হয়ে গেছে, তাদের সম্পর্কে ভুলে যাওয়াটাই আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে।"

"কিন্তু মোজেস আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে!"

"সে তার ঈশ্বরকে অনুসরণ করছে, সেরামানা। যেহেতু সে এই দুই ভূমির কোনও ক্ষতি করছে না সুতরাং আমরা তাকে যেতে দিতে পারি। তোমার জন্য আমার কাছে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে।"

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না সেরামানা। রাজা কি তার চরম ব্যর্থতা ক্ষমা করেছেন?

"তোমাকে দুটো রথ নিয়ে সীমান্তে যেতে হবে, সেখানে হিট্টি প্রতিনিধির সাথে দেখা করে রাজধানীতে নিয়ে আসতে হবে তাদেরকে।"

"আমি...আচ্ছা। আমি তাহলে..."

"এই পৃথিবীর শান্তির দায়িত্ব তোমার হাতে থাকবে, সেরামানা।"

হার মেনে নিয়েছেন হাত্তুসিলি।

রাজ্যশাসক হিসেবে নিজের অনুভূতি, স্ত্রী পুডুহেপার পরামর্শ আর মিশরের রাষ্ট্রদূত আহসার সুপারিশক্রমে রামেসিসের প্রস্তাবিত ধারার সরাসরি বিরোধিতা না করে অনাক্রমণ চুক্তির কয়েকটা ধারা বদলে দিয়েছেন তিনি। খোদাই করা রুপার পাতগুলো ফারাও-এর কাছে পাঠানোর কাজে দুজন দূতকে নিযুক্ত করা হয়েছে।

হাত্তুসিলি রামেসিসের কাছে ওয়াদা করেছেন যে তিনি চুক্তিপত্রটা সর্বসমক্ষে হাত্তুসার সূর্যদেবীর মন্দিরে প্রদর্শন করবেন। ঠিক একই কাজ রামেসিসও করবেন তার কোনও একটা বিশাল মন্দিরে। কিন্তু রামেসিস কি আর কোনও ধারা যোগ না করেই চুক্তিপত্রের সকল শর্ত মেনে নেবেন?

হিট্টি রাজধানী থেকে মিশরের সীমান্ত পর্যন্ত পরিবেশটা একদম থমথম করছিল। আহসা জানেন তিনি হাত্তুসিলিকে একদম শেষ সীমা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছেন। যদি

রামেসিস কোনও একটা অংশও প্রত্যাখ্যান করেন, তাহলে এই চুক্তির কোনওই মূল্য থাকবে না। উদ্বেগে ভুগছিল হিট্টি সৈন্যরাও। এই শান্তিচুক্তি যেন সম্পন্ন না হয় সেজন্য ভিন্নমতাবলম্বীদের কোনও দল আক্রমণ করতে পারত তাদেরকে। প্রত্যেক পাহাড়, প্রত্যেক জঙ্গলের আড়ালেই মনে হচ্ছিল ফাঁদ পাতা রয়েছে। তবুও এ যাত্রায় তেমন কোনও ঘটনা ঘটল না। নিরাপদেই মিশরীয় সীমান্তে পৌঁছে গেল আহসাসহ হিট্টিবাহিনী।

সেরামানা আর মিশরীয় রথগুলো দেখার পর একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন আহসা। আর চিন্তা নেই। এখান থেকে কোনও সমস্যা ছাড়াই রাজধানীতে যাওয়া যাবে।

সেরামানা এবং হিট্টি রথবাহিনীর অধিনায়ক পরস্পরকে স্যালুট করল। অন্যসময় হলে হয়তো সেরামানার মাথায় হত্যা ছাড়া অন্য কোনও চিন্তা আসতো না। কিন্তু এখন সে রামেসিসের প্রতি বিশ্বস্ত থেকে নিজের কাজের দিকে বেশি মনোযোগ দিল।

প্রথমবারের মতো হিট্টি রথ ডেল্টাতে প্রবেশ করে রওনা দিল পাইরামেসিসের পথে।

"নুবিয়ার বিদ্রোহের কী হলো?" সেরামানাকে জিজ্ঞেস করলেন আহসা।

"আপনি হাত্তুসাতে বসেও এই খবর পেয়েছেন?" ভ্রূ কুঁচকে সেরামানা পালটা জিজ্ঞেস করল আহসাকে।

"চিন্তার কিছু নেই। গোপন রাখা হয়েছে ব্যাপারটা।"

"রামেসিস সবকিছু নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। এক সময় শানারের মিত্ররাই তার বিপক্ষে চলে যায় এবং তাকে হত্যা করে।"

"তাহলে আমরা হয়তো দক্ষিণের মতো উত্তরেও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারব! যদি এই হিট্টি প্রতিনিধিদের আনা চুক্তিপত্র রামেসিস অনুমোদন করেন, তাহলে তা উন্নতির এক নতুন যুগের সূচনা করবে যা দেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ঈর্ষা করবে।"

"প্রত্যাখ্যান করার কোনও কারণ আছে নাকি ফারাও-এর?"

"বিস্তারিত ব্যাপারেরও বিস্তারিত থাকে সেরামানা। আসুন, আমরা আশাবাদী হই।"

রামেসিসের রাজত্বের একুশতম বছরের শীতকালের একুশতম দিনে, আহমেনি আহসা এবং দুজন হিট্টি কূটনীতিককে পাই-রামেসিসের প্রাসাদের দরবারকক্ষে নিয়ে আসলেন। দূতেরা রূপার পাতগুলো ফারাও-এর কাছে উপস্থাপন করলেন। প্রাথমিক ঘোষণা পড়ে শোনালেন আহসা।

হাট্টির সম্রাট এবং মিশরের ফারাও যে চুক্তির প্রস্তাব করেছেন তা হাজারো স্বর্গীয় সত্তা, হাট্টি এবং মিশরের সকল দেবদেবী প্রত্যক্ষ করুন। সাক্ষী হিসেবে আমরা সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী এবং স্বর্গের দেবদেবী, পাহাড় এবং নদী, সমুদ্র, বাতাস এবং মেঘমালাকে ডাকতে চাই।

এই হাজারো স্বর্গীয় অস্তিত্ব আমাদের বাড়ি, দেশ, এমন আর সবকিছুকে ধ্বংস করে দেবে যারা এই চুক্তি মেনে চলবে না। আর যারা মেনে চলবে, তারা এই হাজারো স্বর্গীয় অস্তিত্বের আশীর্বাদে উন্নতিপ্রাপ্ত হবে এবং তাদের বাড়িঘর, সন্তান সন্ততি এবং বিষয়সম্পত্তি নিয়ে সুখে থাকবে।

রাজার স্ত্রী নেফারতারি এবং রাজমাতা টুইয়ার উপস্থিতিতে, রামেসিস ঘোষণার মাধ্যমে চুক্তিপত্র অনুমোদন করলেন। ঘোষণাটা প্যাপিরাসে লিখে ফেললেন আহমেনি।

"সম্রাট হাত্তুসিলি কি গত কয়েক বছরে সংঘটিত যুদ্ধে হিট্টিদের দায় স্বীকার করেন?"

"জ্বি জাহাঁপনা।" উত্তর দিল একজন দূত।

"এই চুক্তি যে আমাদের উত্তরসূরীদের জন্যও প্রযোজ্য হবে তা কি তিনি অনুমোদন করেছেন?"

"সম্রাটের ইচ্ছা যে এই চুক্তি শান্তি এবং ভ্রাতৃত্বের সূচনা করবে। সুতরাং এই চুক্তি আমাদের সন্তান এবং তাদের সন্তানদের উপরেও প্রযোজ্য হবে।"

"সীমান্তের ব্যাপারে কী বক্তব্য সম্রাটের?"

"দক্ষিণ সিরিয়ায় একটা দুর্গ প্রাচীর অরন্টেস; হিট্টির অন্তর্গত রাজ্য হিসেবে বিবেচনা করা আমুরু প্রদেশকে যে রাস্তা মিশরীয় বিব্লস থেকে পৃথক করেছে তা; কাদেশের দক্ষিণে চলে যাওয়া রাস্তা, বেক্কা মরুভূমির উত্তরের প্রান্ত, এগুলো মিশরের আওতায় থাকবে। ফোনেশিয়ান বন্দরগুলো ফারাও-এরআওতায় থাকবে; মিশরীয় কূটনীতিক এবং সওদাগররা হাট্টির রাস্তায় অবাধে যাতায়াত করতে পারবেন।"

রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছেন আহসা। রামেসিস কি পাকাপাকিভাবে কাদেশের দুর্গ আর আমুরু প্রদেশ ছেড়ে দেবেন? সেটি বা তার পুত্র কেউই এই বিখ্যাত দুর্গ দখল করতে পারেননি; তাই এটাই যুক্তিযুক্ত যে কাদেশ হিট্টির ভেতরেই থাকবে।

কিন্তু মিশর আমুরু প্রদেশটা দখলে রাখার জন্য কঠিন যুদ্ধ করেছে। বহু লোকের জীবন গিয়েছে এতে। আহসা ভয় পাচ্ছিলেন যে ফারাও এটা কখনওই মেনে নেবেন না।

সম্রাট নেফারতারির চোখের দিকে তাকালেন, তাকিয়েই উত্তরটা পড়তে পারলেন তিনি।

"এ প্রস্তাব গ্রহণ করছি আমরা।" মহামতি রামেসিস ঘোষণা করলেন।

লিখতে থাকলেন আহমেনি। আহসা নিজের মধ্যে একটা বিশাল আনন্দের প্রবাহ অনুভব করলেন।

"আমার ভাই হাত্তুসিলি আর কী চান?" রামেসিস জানতে চাইলেন।

"একটা নির্দিষ্ট অনাক্রমণ চুক্তি, জাহাঁপনা। আর যারা মিশর অথবা হাট্টি আক্রমণ করতে পারে এমন সব শক্তির বিরুদ্ধে একটা সমন্বিত প্রতিরোধ।"

"আমরাও এই চুক্তি আর বন্ধুত্ব চাই যা উন্নতি এবং সুখশান্তি নিশ্চিত করবে।"

আহমেনি কোনও ভাবান্তর ছাড়াই লেখা চালিয়ে গেলেন।

"জাহাঁপনা, সম্রাট হাত্তুসিলি আরও চান যে দুই দেশের রাজকীয় পরম্পরা, রীতি, ঐতিহ্য যেন দুই জায়গাতেই সম্মানিত এবং নিরাপদ থাকে।"

"আমরাও তাই চাই।"

"আমাদের সম্রাট পারস্পরিক বন্দী বিনিময় আশা করেন।"

এরপর কী ঘটবে ভেবে ভয় পাচ্ছিলেন আহসা। শুধুমাত্র একটা বিদ্বেষমূলক ধারা সম্পূর্ণ চুক্তিটাকেই ব্যর্থ করে দিতে পারে।

"আমি হস্তান্তরিত বন্দীদের জন্য মানবিক ব্যবহার দাবী করছি।" বললেন রামেসিস। "মিশর হোক বা হাট্টি হোক, নিজের দেশে ফিরিয়ে দেয়া হলে বন্দীদের যেন কোনও শাস্তি বা অপমানের স্বীকার হতে না হয়, এবং তাদেরকে তাদের বাসস্থান নতুন রূপে ফিরিয়ে দেয়া হোক। আর উরি-টেশুপ, নিজের ভাগ্য নিজেই নির্ধারণ করবেন।"

দূত দুজন তখনই রামেসিসের প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। চুক্তি এখন থেকে কার্যকর হবে।

আহমেনি রাজার লিপিকারদের উপর ভার দিলেন, তারা রাজার ঘোষণা এবং সভার সবকিছু পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সবচেয়ে ভালো প্যাপিরাসে তুলে রাখবে।

"এই কথাগুলো আমাদের অনেক মুল মন্দিরে পাথরে খোদাই করা থাকবে।" ঘোষণা করলেন রামেসিস। "বিশেষ করে হেলিওপলিসে রা'র মন্দিরে, কার্নাকের পূর্বপাশের নবম প্রবেশদ্বারের দক্ষিণ দিকে আর আমার নতুন মহান মন্দির আবু সিম্বেলের দক্ষিণ ফটকে। উত্তর থেকে দক্ষিণ, ডেল্টা থেকে নুবিয়া, সমস্ত মিশরীয়রা জানবে যে দেবতাদের সাক্ষ্যতে তারা চিরকালের জন্য হিট্টিদের সাথে শান্তিতে থাকবে।"

## আটান্ন

বিদেশী অতিথিদের জন্য বরাদ্দ প্রাসাদে হিট্টি রাষ্ট্রদূতদেরকে থাকতে দেয়া হয়েছে। রামেসিস যে প্রজাদের মধ্যে চরম জনপ্রিয় তা লক্ষ্য করলেন তারা। এদিকে উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে রাজধানীতে। রামেসিসের প্রশংসায় স্লোগান দিচ্ছিল সবাই।

নেফারতারি হাথরের মন্দিরে একটা প্রার্থনার জন্য আমন্ত্রণ করেছিলেন তাদেরকে। নেফারতারির গলায় প্রার্থনাসঙ্গীত শুনলেন তারা। প্রার্থনাসঙ্গীতের শেষে তাদের সম্মানে একটা ভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। ভোজে মাংসের বিভিন্ন পদ, ফলমূল এবং মিষ্টান্নসহ নানারকম সুস্বাদু খাবার দেখে চোখ কপালে উঠে গেল অতিথিদের। এই বিশেষ উপলক্ষে প্রাসাদে সেটি'র রাজত্বের চতুর্থ বছরের ষষ্ঠ দিনে বন্ধ করা আনুবিসের চিহ্ন দেয়া খুব ভালো মিষ্টান্নের ঘড়া ভাঙ্গা হলো। খাবারের পরিমাণ এবং মান ছিল অসাধারণ। সবকিছুর শেষে মিশরীয় ভাষায় রামেসিসের প্রশংসামূলক গান গেয়ে রামেসিসের বশ্যতা স্বীকার করল তারা।

এটাই তো শান্তি।

সবকিছু শান্ত হয়ে এল, ঘুমিয়ে পড়ল রাজধানী।

অনেক রাত হওয়া সত্ত্বেও নেফারতারি তার বোন পুডুহেপাকে তার চেষ্টা এবং আন্তরিকতার জন্য ধন্যবাদ দিয়ে এবং হাট্টি আর মিশরের ভবিষ্যতের জন্য অসাধারণ ঘটনাটা জানিয়ে নিজের হাতে একটা চিঠি লিখছিলেন। যখন রাণী চিঠিটার মুখ সিল দিয়ে আটকে দিলেন, ঠিক তখনই রামেসিস তার কাঁধে হাত রাখলেন।

"এতো রাতেও কাজ করতে হবে তোমার?"

"একদিনে তো যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না, আরও বেশি সময় থাকা উচিত ছিল দিনে। মন্ত্রীদের তো একথা-ই বল, তাই না? রাজার স্ত্রী তো আর আইনকে অবজ্ঞা করতে পারেন না।"

নেফারতারির শরীরের সুগন্ধ রামেসিসকে অভিভূত করে ফেলল। মন্দিরের প্রধান সুগন্ধীপ্রস্তুতকারক ষোলোটারও বেশি উপাদান দিয়ে এই সুগন্ধী তৈরী করেছেন। এর মধ্যে আছে সুগন্ধী লতা, জুনিপার, ফুল, পাইনের আঠাসহ আরও সুগন্ধী জড়িবুটি। সবুজ রঙের কাজল তার অভিজাত চোখের পাপড়িকে করেছে আরও বৈশিষ্ট্যময়, লিবিয়া থেকে আনা সুগন্ধী তেল দেয়া পরচুলা তার সুন্দর মুখটাকে করেছে আরও সুন্দর।

রামেসিস পরচুলাটা তুলে নেফারতারির লম্বা ঢেউ খেলানো চুল ছড়িয়ে দিলেন।

"আমি খুব খুশি।" স্বপ্নালু কণ্ঠে বললেন তিনি। "আমরা জনগণের জন্য সবচেয়ে ভালোটাই করেছি, তাইনা?"

"তোমার নাম এই চুক্তির সাথে জড়িয়ে থাকবে চিরকাল। তুমিই তো এই শান্তির পথ তৈরী করেছ।"

"দেশের এবং জনগণের কল্যাণের কাছে আমাদের ব্যক্তিগত গৌরব কিছুই না।"

রাজা নেফারতারির গলায় চুমু খেতে খেতে কাঁধ থেকে তার পোশাকের অংশটা ফেলে দিলেন।

"কীভাবে বুঝাই তোমাকে আমি কতটা ভালোবাসি?" বললেন রামেসিস।

নেফারতারি ঘুরে রামেসিসের ঠোঁটে নিজের ঠোঁট চেপে ধরলেন। "এক রাতের জন্য অনেক কথা হয়েছে।" বললেন তিনি।

শান্তি চুক্তির পরে হাট্টি থেকে পাঠানো প্রথম চিঠিটা পাই-রামেসিসের প্রাসাদে কৌতূহলের উদ্রেক করল সবার। হাত্তুসিলি কি আবার কোনও বিষয় বদলাতে চান?

মোড়ানো কাপড়ের উপরের সিলমোহর ভেঙ্গে ফেললেন রাজা। তারপর কাঠের পাত বের করে খোদাই করা বার্তার সারমর্ম পরে ফেললেন।

পড়া শেষ হওয়া মাত্র রানিকে খুঁজতে গেলেন তিনি। নেফারতারি তখন বসন্ত ফিরে আসার সময়ের স্তোত্রটা পড়া শেষ করলেন কেবল।

"অদ্ভুত একটা বার্তা এসেছে!"

"গুরুতর কিছু কী?" ভ্রূ কুঁচকালেন রাণী।

"না, ঠিক তা নয়। একটা সাহায্যের আবেদনের মতো ব্যাপার। কোনও একজন হিট্টি রাজকন্যা, নামটা উচ্চারণ করতে পারছি না আমি, খুব অসুস্থ। হাত্তুসিলির কথা অনুযায়ী, তার উপর এমন একটা শয়তান ভর করেছে যাকে হাট্টির সবচেয়ে ভালো ডাক্তাররাও সারাতে পারছেন না। যেহেতু মিশরীয় ওষুধ জগৎবিখ্যাত, আমাদের নতুন বন্ধু অনুরোধ করেছেন যেন আমরা একজন চিকিৎসককে পাঠাই যাতে রাজকন্যা তার হারানো স্বাস্থ্য ফিরে পায় এবং সন্তান ধারণ করতে পারে।"

"এটা তো খুব ভালো খবর। এটা আমাদের দুই দেশের বন্ধন শক্ত করবে।"

রাজা আহসাকে ডেকে পাঠিয়ে তার কাছ থেকে চিঠির পুরো বক্তব্য বুঝে নিলেন।

অট্টহাস্যে ফেটে পড়লেন আহসা।

"অনুরোধটা কি এতো-ই অদ্ভুত?" বুঝতে না পেরে বললেন রাণী।

"হিট্টি সম্রাটের আমাদের ওষুধের উপরে অসীম আস্থা! কিন্তু তিনি যা চাচ্ছেন সেটা অলৌকিক ছাড়া কিছু নয়।"

"আপনি কি মনে করেন যে আমাদের ডাক্তাররা এতো-ই অযোগ্য?"

"অবশ্যই না। কিন্তু এই হিট্টি রাজকন্যা একজন ষাট বছর বয়স্কা মহিলা। তিনি মা হবেন কীভাবে?"

এবার রাজা-রানিও আহসার সাথে হাসিতে যোগ দিলেন। তারপর রামেসিস মুখে মুখে তার ভাই হাত্তুসিলিকে পাঠানোর জন্য একটা উত্তর বললেন আর আহসা সেটা লিখে নিলেন।

*রাজকন্যা আসলে অক্ষম হয়ে পড়েছেন তার বয়সের কারণে। এমন কোনও ওষুধ নেই যা তাকে গর্ভবতী হতে সাহায্য করতে পারে। কিন্তু যদি ঝড়ের দেবতা এবং সূর্যের দেবতা চান তাহলে আমি আপনাকে একজন অসাধারণ জাদুকর এবং ডাক্তারকে পাঠাব।*

রামেসিস সাথে সাথেই শূন্যে ভ্রমণকারী, বাঁকা চাঁদ প্রতীকের, আরোগ্যলাভের দেবতা খন্সুর একটা মূর্তি পাঠালেন। স্বর্গীয় অস্তিত্ব ছাড়া আর কে ই বা প্রকৃতির নিয়ম বদলাতে পারে?

যখন কার্নাকের প্রধান পুরোহিত নেবুর কাছ থেকে পাই-রামেসিসে খবর আসলো, রাজা সিদ্ধান্ত নিলেন যে দরবার থিবসে সরিয়ে নিয়ে যাবেন। সেজন্য প্রয়োজনীয় সব আয়োজন করলেন আহমেনি।

রামেসিসের সকল কাছের মানুষ রাজবজরায় উঠলেন। তার স্ত্রী নেফারতারি, তার মা টুইয়া। অবশেষে মিশর এবং হাট্টির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে টুইয়া খুবই খুশি। ইসেট, মেমফিসের প্রধান পুরোহিত খা, সুন্দরী মেরিতামন, শক্তপোক্ত তরুণ মেরেনতাহ, তার বিশ্বস্ত বন্ধু আহমেনি এবং আহসা, এবং দুই বিশ্বস্ত কর্মচারী নেদজেম এবং সেরামানা। শুধু সেটাউ আর লোটাস সেখানে নেই; তারা থিবসে রাজার সাথে মিলিত হবেন। এই দুজন ছাড়া আর একজনই বাকি আছে, মোজেস, তিনি মিশর ছেড়ে চলে গেছেন।

জাহাজ নোঙর ফেলার সাথে সাথে, কার্নাকের প্রধান পুরোহিত নিজে রাজদম্পতিকে অভ্যর্থনা করতে এলেন। নেবুকে সত্যিই বুড়ো দেখাচ্ছে এখন। কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, একটু পর পর বদল করছেন পায়ের ভার, নিজের লাঠিটা আঁকড়ে ধরে দুর্বল কণ্ঠে কথা বলছেন। বাত হয়েছিল তার। কিন্তু তার চোখদুটো এখনও জীবন্ত আর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতাও কমে যায়নি একদম।

রাজা এবং প্রধান পুরোহিত আলিঙ্গন করলেন।

"আমি আমার প্রতিজ্ঞা রেখেছি, জাহাঁপনা। বাখেন এবং তার লোকেদের বদৌলতে আপনার চিরন্তন মন্দিরের কাজ শেষ হয়েছে। দেবতারা আমাকে তাঁদের বাসস্থান সম্পূর্ণ তৈরী হওয়া পর্যন্ত দেখতে দিয়েছেন, এ আমার পরম সৌভাগ্য। অসাধারণ এক সৃষ্টিকর্ম হয়েছে এটা।"

"আমিও আমার প্রতিজ্ঞা রাখব, নেবু। আমরা একসাথে মন্দিরের ছাদে উঠে চিরনিদ্রার স্থান, বাইরের স্থাপনা আর প্রাসাদগুলো দেখব।"

কয়েক সপ্তাহ ধরে চিরন্তন মন্দিরের জন্য কর্মসূচী চলল। রামেসিসের জন্য সবচেয়ে বড় উদযাপন ছিল, তার পিতামাতার স্মরণে তৈরী প্রার্থনাঘরের উদ্বোধন। তিনি এবং

নেফারতারি **প্রার্থনা** দিয়ে এটাতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন, প্রার্থনার বাণীগুলো প্রার্থনাঘরের **স্তম্ভগুলোতে** খোদাই করা থাকবে।

ফারাও **যখন** "প্রত্যুষের বাড়ি"-এর উদ্বোধন প্রক্রিয়া শেষ করলেন, তখন আহমেনিকে আসতে দেখা গেল, তার মুখ ছাইবর্ণ।

টুইয়ার শোবার ঘরে ছুটে গেলেন রামেসিস।

সেটি'র বিধবা স্ত্রী চিত হয়ে শুয়ে আছেন, হাত দুটো শরীরের পাশে পড়ে আছে, চোখ আধবোজা। রাজা হাঁটু গেঁড়ে বসে, তার হাতে চুমু খেলেন।

"খুব বেশি ক্লান্ত লাগছে আপনার, মা?"

"এটা শুধু ক্লান্তি নয় বেটা। আমি অনুভব করছি আমার মৃত্যু এগিয়ে আসছে।"

"তাহলে মৃত্যুকে দূরে সরিয়ে দিই, আমরা দুজন মিলে করতে পারব সেটা।"

"আমার আর সেই শক্তি নেই বেটা। আর আমি কেনই বা এর সাথে লড়াই করব? সেটি'র সাথে যোগ দেয়ার সময় হয়ে এসেছে আমার। এটা নিয়ে দুঃখ করার কিছু নেই।"

"আপনি মিশরকে ছেড়ে যাচ্ছেন?"

"তুমি এবং তোমার স্ত্রী দেশটাকে সঠিক পথেই চালাচ্ছ। আমি জানি, পরের বাৎসরিক বন্যাটা খুব ভালো হবে। এও জানি প্রতিষ্ঠা হবে ন্যায়ের। আমি পরিপূর্ণ মনে যেতে পারব বাবা। তোমাদেরকে ধন্যবাদ যে তুমি আর নেফারতারি শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছ; তোমরাই সেটা টিকিয়ে রাখবে। একটা দেশ শান্তিতে আছে,এর চেয়ে ভালো কিছু আর হতে পারে না। মিশরকে সুখেই রেখ, রামেসিস আর এই সাম্য তোমার উত্তরসূরীকেও দিয়ে যেও।"

টুইয়ার চোখ স্থির হয়ে গেল। তিনি স্থির এবং রাজকীয়ভাবে শুয়ে থাকলেন, তার অপলক দৃষ্টি তাকিয়ে থাকল অসীমের দিকে।

"মিশরকে সবকিছু দিয়ে ভালোবাসো, রামেসিস। কোনও কিছুকে তোমার পথে আসতে দিও না,, যত যন্ত্রণাদায়কই হোক না কেন, কোনও ব্যক্তিগত দুর্ঘটনাও যেন দেশের প্রতি কর্তব্য থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে।"

টুইয়া তার ছেলের হাত চেপে ধরলেন।

"আমার জন্য শুভকামনা করো, রামেসিস। আনন্দের জায়গায় যাচ্ছি আমি, আলো এবং পানির দুনিয়ায়, সেটি আর আমাদের পূর্বপুরুষদের সাথে মিলিত হতে..."

টুইয়ার কণ্ঠ ধীরে ধীরে তার শেষ গভীর নিঃশ্বাসের সাথে স্তিমিত হয়ে গেল।

## উনষাট

সৌন্দর্য এবং পরিপূর্ণতার নিদর্শন রানিদের উপত্যকায়, চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন টুইয়া। তার চিরশান্তির জায়গাটা নেফারতারির জন্য নির্দিষ্ট জায়গার ঠিক পাশেই। সেটি'র বিধবা স্ত্রীর শবযাত্রার সমস্ত রীতিনীতি পালন করলেন নেফারতারি এবং রামেসিস, টুইয়ার মমি পরে একটা স্বর্ণের কুঠিরে রাখা হবে। ওসাইরিস এবং হাথরে রূপান্তরিত হবেন তিনি, টুইয়া বেঁচে থাকবেন স্বর্গের গভীর থেকে আসা অদৃশ্য শক্তি থেকে প্রতিনিয়ত নতুন হয়ে জন্ম নেয়া দিনের আলোর মাঝে। তার সমাধির জন্য উপযুক্ত আসবাব, গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংরক্ষণ করা ক্যানোপির ভাণ্ড, মূল্যবান কাপড়, মদের ঘড়া, তেল এবং অন্যান্য প্রসাধনীর কৌটা, খাবার, পরিধেয় জামা কাপড়, রাজদণ্ড, অলংকার, সোনা ও রুপার চটি, এবং আরও অন্যান্য সম্পদ যা পরের পৃথিবীতে যাত্রায় টুইয়ার প্রয়োজন হবে।

আনন্দ এবং বেদনার এক মিশেল খেলা করছে রামেসিসের মনের মধ্যে। প্রথমে কষ্টার্জিত শান্তি চুক্তি, এরপর তার চিরন্তন মন্দির সম্পূর্ণ হওয়ার আনন্দ, অন্যদিকে তার মায়ের মৃত্যুর শোক। তার ভিতরের মানুষটা শোক করল মায়ের মৃত্যুর জন্য, কিন্তু ফারাও হিসেবে তিনি তো তার মায়ের আদর্শকে ফেলে দিতে পারেন না। রাজমাতা এতো শক্ত ছিলেন যে মৃত্যুও টলাতে পারেনি তাকে। মায়ের শেষ কথাটা তাকে অবশ্যই মানতে হবেঃ মিশরের গুরুত্ব সবকিছুর আগে, তার নিজের খুশি বা দুঃখেরও আগে।

তাই, প্রয়োজনের কাছে মাথা নত করলেন রামেসিস, সবসময়ের মতো তার পাশে থাকলেন নেফারতারি। তিনি রাজ্য পরিচালনা এমনভাবে চালিয়ে গেলেন যেন তার মা পাশেই আছেন। মায়ের পরামর্শ এবং উদ্যোগ ছাড়াই চলতে অভ্যস্ত হতে হবে তাকে। এখন নেফারতারিকে সেই কাজগুলোও সামলাতে হবে যেগুলো টুইয়া করতেন। নেফারতারির অসীম উৎসাহ সম্পর্কে জানার পরেও রামেসিস বুঝতে পারলেন এতো কাজ তার উপরে বোঝা হয়ে উঠতে পারে।

প্রত্যেক দিন সকালে, ভোরের উপাসনা শেষ করে রামেসিয়ামের টুইয়া এবং সেটির জন্য উৎসর্গীকৃত প্রার্থনাকক্ষে প্রার্থনা করতেন দুজন। জীবন্ত পাথর যে অদৃশ্য বাস্তবতা তৈরী করেছে এবং হায়ারোগ্লিফ যার সাক্ষ্য বহন করে, রাজার সেই বাস্তবতায় প্রবেশ করা প্রয়োজন। পূর্বপুরুষের আত্মার সাথে সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে রামেসিস এবং নেফারতারি যে আলো নিয়ে এলেন তা মূলত আত্মার খোরাক।

সত্তর দিনের শোক পালন শেষ হলে রামেসিসের সাথে বেশ কিছু জরুরী ব্যাপার নিয়ে আলাপ করলেন আহমেনি। রামেসিয়ামে বসে কম, কিন্তু দক্ষ কিছু কর্মচারী নিয়ে

ফারাও-এর ব্যক্তিগত সচিব পাইরামেসিসের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখতেন আর কাজে লাগাতেন প্রত্যেকটা মুহূর্ত।

"বন্যার উচ্চতা এবং পরিমাণ দারুণ হয়েছে এবার।" রামেসিসকে বললেন তিনি। "রাজকোষ এ যাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে ধনী, শস্যভাণ্ডারের অবস্থাও সন্তোষজনক, খুব ভালো কাজ করছে কারিগরেরা। এছাড়াও, দ্রব্যমূল্য স্বাভাবিক আছে এবং মুদ্রাস্ফীতির কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছেনা।"

"স্বর্ণের কী অবস্থা নুবিয়াতে?"

"উৎপাদন সন্তোষজনক গতিতে এগিয়ে চলছে।"

"শুনে মনে হচ্ছে আমি স্বর্গে আছি।"

আহমেনি মৃদু হাসলেন। "আসলে আমরা টুইয়া এবং সেটি'র প্রদর্শিত পথে চলার চেষ্টা করছি মাত্র।"

"তাহলে তোমাকে আরও খুশি দেখাচ্ছেনা কেন?"

"আহসা আপনার সাথে কথা বলতে চান কিন্তু তিনি নিশ্চিত নন যে এসময়ে..."

"এতো ঘুরিয়ে কথা বলছ কেন? পাঠাগারে দেখা করতে বলো ওকে।"

রামেসিয়ামের পাঠাগার এতো সমৃদ্ধ ছিল যে তা হেলিওপলিসের হাউজ অফ লাইফের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে পারত। দিনের পর দিন পাণ্ডুলিপি আর মসৃণ পাথরের টুকরা এসে পৌঁছাচ্ছিল আর রামেসিসের নির্দেশনায় সাজানো হলো সেগুলো। ঠিকমতো মিশরকে চালাতে চাইলে প্রাথমিক উৎস সম্পর্কিত জ্ঞান প্রয়োজন তার।

রঙিন আলখাল্লা পরা আহসাকে অভিজাত লাগছিল। মনের আনন্দে তিনি পাঠাগারে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

"এখানে কাজ করা দেবতাদের পক্ষ হতে রীতিমতো উপহার হবে, জাহাঁপনা।"

"রামেসিয়াম হবে রাজ্যের মূল কেন্দ্রগুলোর একটা। যাই হোক, কোনও কিছু নিয়ে তুমি বোধহয় কথা বলতে চেয়েছিলে।"

"এমনিতেই দেখা করতে চেয়েছিলাম, কোনও বিশেষ কারণ নেই।"

"আমি ঠিক আছি আহসা। টুইয়ার জন্য মন খারাপ হয় আমার; এখনও আমার পিতার অভাব অনুভব করি আমি। তারা আমার জন্য একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গিয়েছেন। এখন আমাকে বলো, হিট্টিরা ঝামেলা করছে কোনও?"

"একদম না, জাহাঁপনা। বরং, হাত্তুসিলি আনন্দিত যে আমাদের চুক্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার খবর শুনে আসিরিয়া নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। আসিরিয়ান সেনাপতিরা বুঝতে পেরেছে যে যেকোনও ধরণের আক্রমণের জবাবটা হবে খুব দ্রুত এবং মারাত্মক। হাট্টিতে ব্যবসা-বাণিজ্যও খুব ভালো চলছে, আমি নিশ্চিত যে আরও বহু বছর শান্তি বিরাজ করবে। কারণ যাই হয়ে যাক না কেন, রাজা যখন একবার কথা দিয়েছেন তখন সেই কথার আর নড়চড় হবে না।"

"তাহলে তুমি এতো বিব্রত কী নিয়ে?"

"আ...মোজেস। আপনি কী তাকে নিয়ে কথা বলতে চান?"

"বলো।"

"আমার লোকেরা ইহুদীদের চোখে চোখে রাখছে এখনও।"

"কোথায় তারা?"

"এখনও তারা মরুভূমিতেই ঘুরছে তবে ব্যাপারটা নিয়ে অনেকেই অসন্তুষ্ট। খুব শক্ত হাতে তার লোকেদের শাসন করেন মোজেস । 'জিহোভা এমন একজন ঈশ্বর যিনি সবকিছু নিয়ে নেবেন আর তিনি খুবই হিংসুক' এটা বলতে খুবই পছন্দ করেন তিনি।"

"ওরা কোথায় যাচ্ছে জানো?"

"তাদের প্রতিশ্রুত ভূমি হচ্ছে কানান হলেও হতে পারে কিন্তু দখল করা মুশকিল হবে সেটা। ইহুদীরা ইতিমধ্যে মেদিয়ান আর আমুরুর অধিবাসীদের সাথে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে। বর্তমানে তারা রয়েছে মোয়াব-এ। তাদেরকে ভয়ের চোখে দেখছে স্থানীয়রা। লুটেরা মনে করছে ওদেরকে। মূলকথা হচ্ছে, ইহুদীরা ঝামেলা সৃষ্টি করছে।"

"তোমার পরামর্শ কী, আহসা?"

"মোজেসকে সরিয়ে দিতে হবে। যদি আপনি ক্ষমা করেন তাহলে নেতাকে হারিয়ে মিশরে ফিরে আসবে ইহুদীরা।"

"এই চিন্তা ঝেড়ে ফেলো। মোজেস ওর নিয়তিকে অনুসরণ করবে।"

"ওর বন্ধু হিসেবে আপনার সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই আমি, কিন্তু একজন কূটনীতিক হিসেবে আমি এটার সমর্থন করতে পারি না। আমার মতো আপনিও জানেন যে মোজেস শেষ পর্যন্ত জিহোভার প্রতিশ্রুত ভূমিতে যাবেন আর যাত্রাপথের সব এলাকার শান্তি বিঘ্নিত করবেন।"

"যতক্ষণ না মোজেস তার মতবাদ চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে, ততক্ষণ কি আমরা তার সাথে একটা বোঝাপড়ায় আসতে পারি না? এই দুই পক্ষের মানুষের মধ্যে ভালো সম্পর্ক স্থিতিমূলক একটা অবস্থা তৈরী করতে পারে।"

আহসা কৌতুকপূর্ণ চোখে দেখলেন রামেসিসকে। "আপনি আমাকে বৈদেশিক সম্পর্কের ব্যাপারে শেখাতে চাইছেন নাকি?"

"না, আহসা। আমি শুধু কিছু আশা জিইয়ে রাখতে চাচ্ছি।"

ইসেটের হৃদয়ে এখন জায়গা করে নিয়েছে প্রবল আবেগ। রামেসিসের দুই সন্তানের মা হিসেবে রাজার প্রতি এখনও আকর্ষণ রয়েছে তার, কিন্তু রামেসিসকে জয় করার চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছে সে। প্রত্যেক বছর আরও সুন্দরী হয়ে ওঠা নেফারতারির প্রতিপক্ষ কে হতে পারে? তার জীবন তাকে যা দিয়েছে সেটা নিয়ে অনেক বেশি সন্তুষ্ট ইসেট। খা যখন সৃষ্টিরহস্য নিয়ে কথা বলতেন তার সাথে, ভবিষ্যতে সফল একজন নেতা হতে চাওয়া মেরেনতাহ যখন তাকে বলত মিশরীয় সমাজ ব্যবস্থা

কীভাবে কাজ করে, বাগানে নেফারতারির সাথে গল্পগুজব করার সময়, রামেসিসের উপস্থিতিতে ইসেট নিজেকে খুব ভাগ্যবতী মনে করত।

"এসো," নেফারতারি প্রস্তাব দিলেন। "নদীতে নৌকা করে ঘুরে আসা যাক।"

গ্রীষ্মকাল। বাৎসরিক বন্যায় মিশর পরিণত হয়েছে একটা বিশাল জলাশয়ে। মানুষ এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে নৌকা করে যাচ্ছে। তপ্ত সূর্যের আলোয় ঝিকমিক করছে জলরাশি। হাজার হাজার পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে নীল আকাশে।

সুগন্ধী তেল মাখছিলেন নেফারতারি আর ইসেট। মাটির জগে পানি রাখা ছিল তাদের পাশে।

"খা মেমফিসে ফিরে গিয়েছে।" ইসেট বলল।

"খারাপ লাগছে তোমার?"

"খা শুধু পুরানো স্থাপনা, প্রতীক, রীতিনীতি নিয়ে আগ্রহী। তার পিতা যখন তার কাছে রাজ্য সংক্রান্ত কোনও ব্যাপারে সাহায্য চাইবেন, তখন সে কী করবে?"

"খা খুবই বুদ্ধিমান, ঠিকই মানিয়ে নেবে ও।"

"মেরেনতাহ'র ব্যাপারে কী মনে হয় আপনার?"

"সে তার ভাইয়ের চেয়ে পুরোপুরি আলাদা, কিন্তু সে যে ব্যতিক্রমী কেউ একজন হবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"

"আপনার কন্যা মেরিতামন অসাধারণ একজন তরুণী।"

"আমার ছোটবেলার স্বপ্ন পূরণ করেছে ও। মন্দিরে বাস করছে এবং সঙ্গীত চর্চা করছে দেবতাদের জন্য।"

"মিশরের লোকজন আপনার উপাসনা করে, নেফারতারি। আপনি যা কিছু তাদের জন্য করেছেন এই ভালোবাসা তারই প্রতিদান।"

"তুমি এতো বদলে গিয়েছ, ইসেট!"

"বদলে যেতে দিয়েছি আমি, আর তাই আমার আত্মা মুক্তি পেয়েছে হিংসার দানব থেকে। আপনি যদি জানতেন আমি আপনাকে কত পছন্দ করি, আপনার ব্যক্তিত্ব, আপনি যা করেন..."

"তোমার সাহায্য পেলে রাজমাতা টুইয়ার অভাব অতটা অনুভব করব না আর। যেহেতু এখন তোমাকে বাচ্চাদের দেখাশোনা করতে হয় না, তুমি কি কাজ করবে আমার সাথে?"

"আমি এর যোগ্য নই, রাণী।"

"সেটা আমি দেখব ইসেট।"

"মহারাণী..."

নেফারতারি ইসেটের কপালে চুমু খেলেন।

গ্রীষ্মকাল, সুখী মিশর।

রামেসিয়ামের প্রাসাদ ইতিমধ্যে পাই-রামেসিসের মতোই প্রাণচাঞ্চল্যে ভরে উঠেছে। রাজা যেমনটা চেয়েছিলেন, তার শ্বাশত মন্দির কার্নাকের সাথে উচ্চ মিশরে মূল অর্থনৈতিক খুঁটিগুলোর একটাতে পরিণত হয়েছে। থিবসের পশ্চিম পাশে দাঁড়িয়ে রামেসিসের বিশালত্ব প্রকাশ করছে রামেসিয়াম; ঘোষণা করছে তার রাজত্বের সমৃদ্ধি।

সেটাউ-এর এর চিঠি গ্রহণ করলেন আহমেনি। চিঠিটা পাওয়ামাত্র সবকিছু ফেলে রামেসিসকে খুঁজতে গেলেন তিনি। রামেসিসকে প্রাসাদ সংলগ্ন এক দীঘিতে পেলেন। গ্রীষ্মের সময় প্রায় প্রতিদিন রাজা কমপক্ষে আধা ঘন্টা সাঁতার কাটেন এখানে।

"জাহাঁপনা, নুবিয়া থেকে একটা চিঠি এসেছে!"

রাজা খুব দ্রুত দীঘির ধারে চলে এলেন। উবু হয়ে বসে আহমেনি প্যাপিরাসটা দিলেন তাকে।

খুব অল্প কয়েকটা শব্দ ছিল চিঠিটাতে, কিন্তু সেই সব শব্দ ছিল যা আশা করেছিলেন রামেসিস।

## ষাট

রাজদম্পতির নৌকার সামনের দিকে দেবী হাথরের একটা আবক্ষ মূর্তি ছিল, তার শিঙের মাঝখানে ধরা আছে সৌরজগত। তারাদের রাণী একইসাথে পথপ্রদর্শকও, তার উপস্থিতি আবু সিম্বেল পর্যন্ত যাত্রাকে শান্তিময় করবে।

আবু সিম্বেলে, রামেসিস এবং নেফারতারির চিরন্তন মিলন উদযাপনকারী জোড়া মন্দিরের কাজ শেষ হয়েছে। সেটাউ বার্তা দিয়ে সেটাই জানিয়েছিলেন।

রাজা যেন চিন্তা না করেন, এজন্য নেফারতারি নিজের ক্লান্তি লুকিয়ে রাখলেন। শামিয়ানার নিচে বসা রাজার কাছে গেলেন তিনি। কাত হয়ে শুয়ে যোদ্ধা আর তাদের হলুদ কুকুরটা রোদের মধ্যে ঘুম দিচ্ছে। প্রহরী জানে, তার বন্ধু তাকে ঘুমের মধ্যেও রক্ষা করবে।

"কোনও রাজা কি তার রানির জন্য আবু সিম্বেলের মতো উপহার দিয়েছেন?"

"কোনও রাজা কি নেফারতারির মতো রাণী পেয়েছেন?"

"এতো সুখ, রামেসিস। মাঝে মাঝে আমার ভয় লাগে খুব।"

"আমাদের সুখ আমাদের লোকেদের সাথে, সমস্ত মিশরের সাথে আর ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সাথে ভাগ করে নিতে হবে। শুধু তোমার আর আমার জন্য নয়, শুধু আমি আর তুমি নই নেফারতারি,, এই ছোট্ট জীবনে এই পৃথিবীতে আমরা যাদের ভূমিকা পালন করতে এসেছি, সেই ফারাও এবং রানিকে অবিনশ্বর করে রাখার জন্যেই এই মন্দির গড়েছি আমি। পাথরের মাধ্যমে আবু সিম্বেলে অস্তিত্ব টিকে থাকবে আমাদের।"

নেফারতারি রামেসিসকে জড়িয়ে ধরে নুবিয়ার বুনো পরিবেশ এবং সৌন্দর্য উপভোগ করতে লাগলেন।

খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, একটা সোনালী হলদে বালির একটা শাখা দুটো টিলাকে পৃথক করেছিল এখানে। বেলেপাথরের শৈলশিরা একজন ভাস্করের হাতে পড়ার জন্য উন্মুখ হয়ে ছিল যেন। আর আজ সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সূর্যালোকিত পাথরের বুকে খোদাই করা জোড়া মন্দির । ফটকগুলো এমন ক্ষমতা এবং সৌন্দর্যের প্রদর্শন ছিল যে রাণী বিমোহিত হয়ে গেলেন। সর্বদক্ষিণের মন্দিরের সামনে রামেসিসের চারটা বিশাল মূর্তি বসা; উত্তরের মন্দিরে ফারাও-এর অসংখ্য দাঁড়ানো, চলা অবস্থার মূর্তি এবং সেগুলোর পাশে পাশে নেফারতারির ছোট ছোট মূর্তি রয়েছে।

আবু সিম্বেল এখন থেকে আর নাবিকদের জন্য শুধু একটা জায়গার নাম থাকবে না, বরং নুবিয়ার সোনালী বালিতে একটা সৌন্দর্যশোভিত স্থান হিসেবে পরিগণিত হবে যেখানে সবসময় একটা স্বর্গীয় আগুন জ্বলবে যে আগুন নিভবে না কখনওই।

নদীর ধারে সেটাউ এবং লোটাস সমস্ত কারিগরদের নিয়ে হাত নেড়ে স্বাগত জানাচ্ছিলেন রাজারানিকে। যোদ্ধাকে কাঠের পাটাতন ধরে নামতে দেখে অনেকেই পিছিয়ে গেলেও রামেসিসের অভয় দিলেন তাদেরকে। রামেসিসের ডানে থাকল যোদ্ধা আর হলুদ বুড়ো কুকুরটা থাকল তার বামে।

সেটাউ-এর মুখে এমন সন্তুষ্টির হাসি আগে কোনওদিনই দেখেননি রামেসিস।

“এমন একটা কাজ শেষ করতে পারার জন্য নিজেকে নিয়ে গর্ব হওয়া উচিত তোমার।” রাজা তার বন্ধুকে আলিঙ্গন করে বললেন।

“আমার চেয়ে নকশাকারী এবং পাথরের কারিগরদের আপনার প্রশংসা বেশি প্রাপ্য, জাহাঁপনা। আমি শুধু তাদেরকে উৎসাহ দিয়েছি যেন তারা আপনার উপযুক্ত কিছু গড়ে তোলে।”

“আমার উপযুক্ত নয় সেটাউ। এই মন্দিরের মধ্যে থাকা রহস্যময় শক্তির উপযুক্ত।”

পাটাতনের শেষ মাথায় টলে উঠলেন নেফারতারি। লোটাস তাকে ধরে বুঝতে পারল, রাণী দুর্বল বোধ করছেন।

“এগোতে থাকো,” নেফারতারি জোর গলায় বললেন। “আমি একদম ঠিক আছি।”

“কিন্তু মহারাণী...”

“অনুষ্ঠানটা নষ্ট না করি, লোটাস।”

“আমার কাছে একটা ওষুধ আছে যেটা কাজে আসতে পারে।”

রানিকে কুর্ণিশ করলেন সেটাউ। “মহারাণী, আমি বলতে চাইছিলাম...”

“আসুন, আবু সিম্বেলের প্রতিষ্ঠা উদযাপন করি। সেটাউ, আমি চাই তা অবিস্মরণীয় হোক।”

আবু সিম্বেলের উদ্বোধনের দিনে নুবিয়ার সব গোত্র-প্রধানকে ডাকা হল। তারা তাদের সবচেয়ে মূল্যবান গলার হার এবং নতুন পোশাক পরে আসলো। রামেসিস এবং নেফারতারির পায়ে চুমু খেল তারপর সমস্বরে জয়ধ্বনি করতে লাগল।

সেই রাতে প্রচুর খাবার আর মিষ্টান্ন সহযোগে ভোজের আয়োজন হল। সুস্বাদু মদের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল বন্যার সময়ের পানির ধারার মতো, বাইরের বেদীগুলোতে পোড়ানো হচ্ছিল সুগন্ধী। উত্তরে হিট্টিতে যেমন শান্তি স্থাপিত হয়েছিল, এই দক্ষিণেও যতদূর দেখা যায় ততদূর পর্যন্ত শান্তি বিরাজ করছিল।

“আবু সিম্বেল হচ্ছে নুবিয়ার আধ্যাত্মিক কেন্দ্র এবং ফারাও ও রানিকে একত্রকারী ভালোবাসার প্রতিকী প্রকাশ।” রামেসিস সেটাউকে জানালেন। “সে কারণে এই জায়গাকে পবিত্র করা ধর্মীয় রীতি রেওয়াজ নির্দিষ্ট সময় পর পর পালনের জন্য আমি তোমাকে চাই।”

"তার মানে, আপনি আমাকে নুবিয়াতে থাকতে দিচ্ছেন। ভালোই হলো, লোটাস আমাকেই ভালোবাসবে।" হালকা গলায় বললেন সেটাউ।

সপ্তাহব্যাপী ভোজ এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালিত হল, বিশাল মন্দিরের ভিতরের সাজসজ্জা দেখানো হলো সবাইকে। ওসাইরিসের রূপে রাজার মূর্তি, কাদেশের যুদ্ধে রাজার লড়াকু ভাস্কর্য এবং দেবতাদের সাথে তার সাক্ষাৎ, তাকে জড়িয়ে ধরা দেবতাদের হাত যাতে তাদের শক্তি রামেসিসের মধ্যে প্রবাহিত হয় এমন চিত্রকর্মগুলোর খুব প্রশংসা করল সবাই।

শারদ বিষুবের দিনে, শুধু রামেসিস এবং নেফারতারি সবচেয়ে পবিত্র কক্ষে প্রবেশ করলেন। সূর্যের রশ্মি মন্দিরের অক্ষ বরাবর এসে মন্দিরের পিছন দিকটা আলোকিত করল। পাথরের আসনে চার দেবতা বসে আছেনঃ রা-আলোর ভূমির হোরাস; রামেসিসের কা; গোপন দেবতা আমন আর স্থপতি তাহ। শেষের জন ছায়ার মধ্যেই থাকলেন। রামেসিস তাহ'র আওয়াজ শুনতে পেলেন পাথরের ভেতর থেকেঃ

আমি তোমার ভাই, তোমাকে স্থিতি এবং স্থির থাকার ক্ষমতা দিচ্ছি। আমরা একটা আনন্দিত হৃদয়ে এক হয়েছি। আমি এমনভাবে ব্যবস্থা করেছি যেন দেবতাদের সাথে তোমার চিন্তাভাবনা একই রকম থাকে। আমি তোমাকে মনোনীত করেছি; আমি তোমার কথাকে প্রাণ দিয়েছি, আমি তোমাকে জীবনীশক্তিতে পরিপূর্ণ করেছি যাতে তুমি অন্যদেরও বাঁচতে সাহায্য করতে পার।

যখন রাজদম্পতি এই বিশাল মন্দির থেকে বের হলেন, মিশরীয়রা এবং নুবিয়ানরা আনন্দধ্বনি করে উঠল। সময় এসেছে দ্বিতীয় মন্দির উদ্বোধনের, যেটা রানির জন্য তৈরী করা হয়েছে এবং নাম দেয়া হয়েছে 'সূর্য ওঠে নেফারতারির জন্য।'

তারাদের দেবীর মুখ উজ্জ্বল করতে মহারাণী হাথরের উদ্দেশ্যে ফুল নিবেদন করলেন। হাউজ অফ লাইফের পৃষ্ঠপোষিকা শেখাট হয়ে নেফারতারি তার স্বামীকে বললেন, "তুমি মিশরে প্রাণশক্তি এবং সাহস ফিরিয়ে এনেছ, তুমি তার মালিক। স্বর্গীয় বাজপাখির মতোই, তুমি তোমার লোকেদের উপরে নিজের ডানা বিস্তৃত করে দিয়েছ, যাদের কাছে তুমি স্বর্গীয় কোনও ধাতুর তৈরী দেয়াল যা কোনও অনিষ্টকারী শক্তি ভেদ করতে পারবে না।"

"নেফারতারির জন্য, বিশুদ্ধ বেলেপাথর কেটে চিরকাল দাঁড়িয়ে থাকবে এমন একটা মন্দির তৈরী করেছি আমি।" উত্তর দিলেন রাজা।

রাণী একটা লম্বা হলুদ পোশাক পরেছিলেন, সাথে একটা নীলকান্তমণির হার আর সোনার চটি। তার নীল পরচুলায় একটা মুকুট পরা, যার দুটো লম্বা চিকন শিঙয়ের মধ্যে সৌরজগতের চাকতি, দুটো লম্বা পামগাছে সুশোভিত। ডান হাতে ধরেছিলেন জীবনের চাবি, বাম হাতে ছিল একটা নমনীয় রাজদণ্ড যেটা বিশ্বের প্রথম সকালে পানি থেকে পদ্মফুলের ফুটে ওঠাকে বোঝায়।

রানির মন্দিরের স্তম্ভগুলোর উপরে দেবী হাথরের হাসিমুখের মূর্তি দিয়ে সাজানো আর দেয়ালগুলোতে রামেসিস, নেফারতারি এবং স্বর্গীয় অস্তিত্বের সম্মিলনের দৃশ্য আঁকা। স্বামীর হাত ধরে ঝুঁকে আছেন রাণী।

"কী হয়েছে, নেফারতারি?" উদ্বিগ্নগলায় জিজ্ঞেস করলেন ফারাও।

"ঠিক হয়ে যাবে..."

"তুমি কি অনুষ্ঠান বন্ধ করতে চাও?"

"না, আমি এই মন্দিরের সমস্ত দৃশ্য দেখতে চাই তোমার সাথে, সমস্ত শিলালিপি পড়তে চাই, প্রত্যেক ভেট দেয়াতে অংশ নিতে চাই। তুমি তো আমার থাকার জন্যই এই জায়গাটা নির্মাণ করেছ, না?" উদ্বিগ্ন রামেসিসকে আশ্বস্ত করতে চাইলেন নেফারতারি।

স্ত্রীর হাসিমুখ দেখে রামেসিসের মনের আশঙ্কা দূর হল। রানির ইচ্ছানুযায়ী, তারা মন্দিরের প্রত্যেকটা ছোট অংশে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন, সবশেষে যেখানে হাথর দেবীকে স্বর্গীয় পশুরূপে তৈরী করা হয়েছে সেই কেন্দ্রীয় কক্ষে ঢুকলেন।

হালকা আলোয় আলোকিত মন্দিরের মধ্যে ঘুরে বেড়ালেন নেফারতারি, যেন দেবী তার শিরার মধ্যকার ক্রমশ এগিয়ে আসা ঠাণ্ডাকে দূর করে দেবেন।

"আমাকে আলিঙ্গন কর, রামেসিস।" বললেন নেফারতারি। ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছিলেন তিনি। "আমি মারা যাচ্ছি , রামেসিস। ক্লান্তিতে মারা যাচ্ছি কিন্তু আমার মন্দিরে তোমার সাথে, তোমার এতো কাছে আছি যে আমরা চিরতরে একটা অস্তিত্বে মিশে যাচ্ছি।"

রাজা এই বিশ্বাসে তাকে শক্ত করে ধরে রাখলেন যে তিনি তাকে জীবনের সূতায় আটকে রাখতে পারবেন, সেই জীবন যা তিনি ভালোবাসার মানুষদের আর নিজের দেশকে খারাপের প্রভাব থেকে সুরক্ষা করতে নিজের মধ্যে ধরে না রেখে বিলিয়ে দিয়েছেন।

রামেসিস দেখলেন রানির শান্ত, বিশুদ্ধ মুখটা স্থির হয়ে গেল আর তার মাথাটা ধীরে ধীরে সামনে ঝুলে পড়ল। কোনওরকম কষ্ট বা ভয় ছাড়াই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন নেফারতারি।

যেভাবে একজন বর তার বধূকে নিয়ে ঘরের চৌকাঠ পার হয় ঠিক সেভাবে রামেসিস রানিকে তার কোলে তুলে নিলেন। তিনি জানতেন যে নেফারতারি একজন অবিনশ্বর তারায় পরিণত হবেন, আবার তার আসল মা আকাশের কোলে জন্ম নেবেন। তিনি জানতেন স্বর্গগামী নৌকার যাত্রী হবেন নেফারতারি। কিন্তু এই জানা কীভাবে তার হৃদয়ের অসহ্য বেদনাকে প্রশমিত করবে?

রামেসিস মন্দিরের প্রবেশদ্বারের দিকে এগিয়ে গেলেন। হারিয়ে যাওয়া আত্মার মতো দরজা দিয়ে বাইরে বের হলেন তিনি।

মাত্র মৃত্যু ঘটেছে বুড়ো হলুদ কুকুর প্রহরীর। সিংহটার থাবার মাঝে শুয়ে আছে সে। যোদ্ধা ওর মাথাটা চেটে দিচ্ছে যেন এটা করলেই ও আবার ঠিক হয়ে যাবে।

অতি কষ্টে কাঁদতে পারছিলেন না রামেসিস। তার সমস্ত শক্তি আর ক্ষমতা কিছুই এখন কোনও সাহায্যে আসছে না।

যাকে তিনি চিরকাল ভালোবাসবেন, যার জন্য আলো প্রতিভাত হয় সেই দ্য লেডি অফ আবু সিম্বেল, নেফারতারির মহিমান্বিত শরীরটা ফারাও সূর্যের দিকে তুলে ধরলেন।

## নির্ঘন্ট

১. রামেসিয়াম- থিবসে রামেসিসের শেষ নিদ্রার জন্য নির্ধারিত স্থান।

২. কুশ - নুবিয়ান একটা প্রদেশের নামে।

৩. গাজা - কানানের রাজধানী।

৪. এখানে জরায়ুর মধ্যে বেড়ে ওঠার সব ধাপ পূর্ণ করে জন্ম নিতে পারা বোঝান হয়েছে।

৫. তাহ-সৃজনশীল কাজের দেবতা এবং স্থপতিদের অভিভাবক।

৬. মিশরীয় স্থাপত্যে মেঝে আদিম জলাভূমির প্রতীক।